আরব্য উপন্যাস।

তৃতীয় খণ্ড।

ইংরাজী প্রসিদ্ধ আরেবিয়ান নাইট হইতে

বাঙ্গালা ভাষায়।

শ্রীযুক্ত নীলমণি বসাখ কর্ত্তৃক

অনুবাদিত হইয়া

কলিকাতার আমড়াতলার ১২ নং সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত হইল

১৮৫৭।

সূচী পত্র।

আরব্য উপন্যাস।

তৃতীয় খণ্ড।

ইংরাজী প্রসিদ্ধ আরেবিয়ান নাইট হইতে

বাঙ্গালা ভাষায়।

শ্রীযুক্ত নীলমণি বসাখ কর্ত্তৃক

অনুবাদিত হইয়া

কলিকাতার আমড়াতলার ১২ নং সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত হইল

১৮৫৭।

সূচী পত্র।

আরব্য উপন্যাস।

নূরদ্দীন ও পারস্য দেশীয় যুবতীর কথা।

বালশোরা নগর বহুকালাবধি আরবীক রাজাদিগের আধিপত্যাধীন ছিল, হারুন আল রশীদ নৃপতির রাজত্বকালে জেনেবি নামক তাঁহার জ্ঞাতি ভ্রাতা তদ্দেশাধিপতি ছিলেন এই রাজার খাকান ও শহাই নামে দুই মন্ত্রী ছিল তন্মধ্যে খাকান মন্ত্রী স্বভাবতঃ দয়ালু মিষ্টভাষী ও সদালাপী এবং যদিও বিচারকর্ম্মে পক্ষপাত করিতেন না তথাচ বাদি প্রতিবাদির মধ্যে যে যেপ্রকার লোক তাহাকে সেই মত সম্মান করিতেন ইহাতে সর্ব্বত্র তাঁহার সুখ্যাতি ছিল, কিন্তু শহাই মন্ত্রির আচরণ তদ্বিপরীত, কেননা সে আত্মাভিমানী ও কর্কশ স্বভাব এবং লোকের মানাপমান বিবেচনা করিত না অপর অতুল ঐশ্বর্য্যাধিকারী হইয়াও ধন বিতরণ দ্বারা অন্যের প্রীতি বাঞ্ছা করিত না বরঞ্চ আপনার আত্মাকেও শারীরিক সুখে বঞ্চিত করিত। অধিকন্তু খাকান মন্ত্রির সহিত তাহার অতিশয় দ্বেষভাব ছিল। এই সকল কারণে সে আপামর সাধারণের অপ্রিয় হইয়াছিল।

এক দিবস সভাভঙ্গের পর রাজা ঐ দুই মন্ত্রী ও অন্যান্য সভাসদ্ লইয়া একত্র অধিবেশন করত কথোপকথন করিতেছেন, ইতিমধ্যে ক্রীত দাসীর ক্রয় বিক্রয় এবং তাহার সহিত পত্নীর ন্যায় ব্যবহার করণ বিষয়ক কথা উপস্থিত হওয়াতে কেহ২ বলিল যে শাস্ত্রানুসারে দারপরিগ্রহ করিলেই ভাল কুটুম্ব হয় পরন্তু পরিবারগণের মনো রক্ষার জন্য কখন২ কুৎসিত ও নির্ব্বোধ নারী-

কেও বিবাহ করিয়া ক্লেশ ভাগী হইতে হয় কিন্তু ক্রীত দাসীতে তাহা সম্ভবে না বরঞ্চ ক্রীত দাসী রূপবতী হইলে ভার্য্যার সৌন্দর্য্যাভাব জন্য মনের যে মালিন্য তাহা দূর হইতে পারে। অন্য সভ্যগণ বিশেষত খাকান মন্ত্রী কহিলেন রমণীতে কেবল রূপ লাবণ্য অথবা অন্য শারীরিক গুণ বাঞ্ছা বিজ্ঞের কর্ত্তব্য নহে রূপ লাবণ্য সত্ত্বে যদি তাহারা বুদ্ধিমতী লজ্জাশীলা ও মনোরঞ্জিকা হয় তবেই সুখের বিষয়, অধিকন্ত বিদ্যাবতী হইলে বড় ভাল। রাজাও এইমতে সম্মতি জানাইয়া তদ্রূপ গুণ যুক্তা জ্ঞানবতী এক রূপবতী নারীকে ক্রয় করিতে খাকান মন্ত্রির প্রতি আজ্ঞা করিলেন। খাকানের দ্বেষী শহাই মন্ত্রী কহিল হে রাজেশ্বর যে প্রকার রমণী ক্রয়ের আজ্ঞা করিতেছেন তাদৃশ মহিলা ধরণীতে অপ্রাপ্য, যদি পাওয়া যায় তথাপি ন্যূন সংখ্যায় দশ সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা তাহার মূল্য হইবেক। রাজা বলিলেন দশ সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা তোমার পক্ষে অধিক বটে, কিন্তু আমার পক্ষে সামান্য, পরে খাকান মন্ত্রিকে দশ হাজার মোহর দিবার জন্য কোষাধ্যক্ষের প্রতি আদেশ করিলেন।

তদনন্তর এক দিবস প্রত্যূষে খাকান মন্ত্রী অশ্বারোহণে রাজ সভায় গমন করিতেছেন ইতিমধ্যে হাজি হাসন নামক এক জন দালাল পথিমধ্যে তাঁহার সন্নিকটে আসিয়া রেকাব ধারণ পূর্ব্বক কহিল ধর্ম্মাবতার পারস্য দেশীয় এক দাসী বিক্রয়ার্থ কল্য এক বণিক্ আসিয়াছে, ঐ নারীর সৌন্দর্য্য সন্দর্শনে আমি বিবেচনা করি তাদৃশ রূপবতী নারী কদাপি আমার দৃষ্টি গোচর হয় নাই, এবং তাহার বিদ্যা ও বুদ্ধি বিষয়ে বণিক্ এই কথা বলে যে এতৎকালে পুরুষ যে রূপ বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান্ হইয়া থাকে ঐ রমণী যদি তত্তুল্য না হয় তবে তাহাকে বিনা মূল্যে বিক্রয় করিবে। এই কথা শ্রবণে খাকান মন্ত্রী অত্যন্তাহ্লাদিত হইয়া দালালকে বলিলেন তুমি ঐ নারীকে আমার আবাসে লইয়া যাও আমি শীঘ্র আসিতেছি। তৎপরে দালাল ঐ অঙ্গনাকে মন্ত্রী ভবনে লইয়া গেল। মন্ত্রী রাজবাটী হইতে গৃহে আসিয়া দেখিলেন যে দালালের কথা ক্রমে তিনি ঐ নারীর

যে রূপ রূপ অনুভব করিয়াছিলেন সে রমণী তদপেক্ষা সহস্র গুণে রূপবতী এ জন্য পারস্য রূপসী নাম করণ করিয়া দালালকে তাহার মূল্যের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। দালাল বলিল বণিক্ দশ সহস্র স্বর্ণ মুদ্রার ন্যূনে এই নারী বিক্রয় করিবেক না। এই কথা শুনিয়া মন্ত্রী বণিককে ডাকিতে পাঠাইলেন। বণিক্ আসিলে মন্ত্রী তাহাকে বলিলেন রাজার জন্য আমি এই নারী ক্রয় করিতে বাঞ্ছা করিয়াছি, আপনার জন্য নহে, অতএব যথার্থ কি মূল্য লইবে কহ, দশ সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা অধিক বোধ হয়। বণিক্ উত্তর করিল যে নৃপতি যদ্যপি গ্রহণ করেন তবে আমি এই নারীকে বিনা মূল্যে প্রদান করিতে পারি, কিন্তু সামান্যের নিকট রাজা বিনা মূল্যে গ্রহণ করিবেন কেন, অতএব এই নারীর বিদ্যা শিক্ষা ও বুদ্ধি মার্জনের জন্য আমার যে ব্যয় হইয়াছে কেবল তাহাই লইব তাহার অধিক প্রার্থনা করি না তাহা হইলেও সুমূল্য হইবে। মন্ত্রী এই কথাতে মূল্যের বিষয়ে আর কোন কথা না কহিয়া তখনি তাহাকে দশ সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা দিলেন। তৎপরে পারস্য রূপসীকে স্বীয় ভবনে রাখিয়া একত্রে তাহার সঙ্গে আহারাদি করিয়া তাহার পরিচ্ছদাদি প্রস্তুত করিতে আজ্ঞা দিলেন, এবং ঐ নারী রাজ ভোগ্যা হইবেক এই বিবেচনায় যে প্রকার আদর কর্ত্তব্য আপন ভার্য্যাকে তাহা করিতে বলিয়া গেলেন। গমন কালে মন্ত্রী ঐ কামিনীকেও কহিলেন তুমি রাজরমণী হইবে ইহাতে তোমার যে সৌভাগ্য সম্ভাবনা তাহা স্বয়ং বিবেচনা কর, আমি রাজাজ্ঞা পালনে যে রূপ কৃতকার্য্য ও সুখ বোধ করিতেছি ভূপাল তোমাকে পাইয়া ততোধিক তুষ্ট হইবেন কিন্তু আমি তোমাকে এক বিষয়ে সাবধান করিয়া যাই আমার এক পুত্র আছে সে যদিও নির্ব্বোধ না হউক তথাচ তাহার বয়ঃক্রম অল্প, অতএব সে যৎকালে তোমার সন্নিকটে আসিবে তখন তুমি সাবধানে থাকিবা। মন্ত্রী এই পরামর্শ দিয়া গমন করিলেন, পারস্য রূপসীও মন্ত্রির পরামর্শে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন।

মন্ত্রিকুমার নূরদ্দীন নবীন পুরুষ ও শিষ্ট অথচ সাহসী এবং অত্যন্ত মিষ্টালাপী আর চতুর ছিলেন, সেই দিবস জননীর

গৃহে ভোজন করিতে আসিয়া পারস্য রূপসীকে দেখিলেন। তিনি শুনিয়াছিলেন যে ঐ নারী নৃপতির জন্য ক্রীত হইয়াছে কিন্তু তাহার অদ্ভুত লাবণ্য দর্শনে একেবারে প্রবল রিপুর বশীভূত হইয়া কৌশলে প্রণয়ানুরাগ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, পারস্য রূপসীও যে তাঁহাকে অশ্রদ্ধা করিল এমত নহে, বরঞ্চ সে মনেং খেদ করিল হায় মন্ত্রী আমাকে রাজার নিমিত্ত ক্রয় করিয়াছেন, রাজরমণী হইব, ইহা পরম সৌভাগ্য বটে, কিন্তু তাহা না করিয়া যদ্যপি তিনি আমাকে স্বকুমারকে অর্পণ করিতেন তবে অধিক সুখী হইতাম। উভয়েই এই প্রকার মানস প্রেমে আসক্ত হইল।

পথ ভ্রমণপ্রযুক্ত অনেক দিবসাবধি পারস্য রূপসী স্নান করে নাই এ জন্য তাহার আগমনের পাঁচ ছয় দিবস পরে মন্ত্রিবনিতা তাহার স্নানের আয়োজন করাইয়া তাহাকে স্নানাগারে পাঠাইলেন এবং তাহার অঙ্গ সেবার জন্য বন্দিনীদিগকে আজ্ঞা দিয়া বিশেষ যত্ন প্রকাশ করিলেন। পারস্য রূপসী স্নানান্তে মহার্ঘ মণিময়ালঙ্কার দ্বারা বেশ বিন্যাস করিলে, পূর্ব্বাপেক্ষা তাহার সৌন্দর্য্য প্রকাশ হইল। মন্ত্রিকান্তা তদ্দর্শনে বিস্মিতা হইয়া কহিলেন হে কন্যে স্নান দ্বারা লাবণ্য প্রকাশ হেতু তোমার যে রূপ অপূর্ব্ব শ্রী হইয়াছে ইহাতে এখন তোমাকে চিনিতে পারা যায় না, জল উষ্ণ থাকিলে আমিও স্নান করিতাম, যেহেতু অধিক বয়সে প্রত্যহ স্নান করা আবশ্যক, তাহাতে শরীর ভাল থাকে। পারস্য নারী কহিল জননী আমার অধিক প্রশংসা করিতেছেন, যাহাহউক, যদ্যপি স্নানের বাঞ্ছা হয় তবে বিলম্ব করিবেন না এখন পর্য্যন্ত জল স্নানের উপযুক্ত উষ্ণ আছে। মন্ত্রিবনিতা অনেক দিবসাবধি স্নান করেন নাই তাহাতে স্নানেচ্ছা হওয়াতে পরিচারিণীগণ তখনি তাহার আয়োজন করিতে লাগিল, পরে পারস্য রূপসী স্বীয় মন্দিরে গেলে মন্ত্রিমহিলা তাহার গৃহ দ্বারে দুই নবীনা বন্দিনীকে দাঁড় করাইয়া রাখিলেন এবং তাহাদিগকে বলিয়া গেলেন তোমরা এইখানে সাবধানে থাক নুরদ্দীন আসিলে তাহাকে এ গৃহে কদাচ প্রবেশ করিতে দিও না।

ক্ষণেককাল পরে নুরদ্দীন জননী সন্নিধানে আসিয়া তাঁহাকে না

দেখিয়া ঐ বন্দিনীদ্বয়কে জিজ্ঞাসা করিল মা কোথায়। তাহারা কহিল তিনি স্নান করিতে গিয়াছেন, তাহাতে মন্ত্রি নন্দন জিজ্ঞাসিলেন পারস্য রূপসী কোন স্থানে আছে। দাসীরা বলিল তিনি এই কুঠরীতে আছেন কিন্তু তুমি এ গৃহে যাইতে পারিবে না, কর্ত্রী ঠাকুরাণী নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। ঐ গৃহের দ্বার বন্ধ ছিল না, কেবল একটা পর্দ্দা মাত্র আড়াল ছিল, নুরদ্দীন ঐ পর্দ্দা ঠেলিয়া গৃহ প্রবেশের উদ্যোগ করাতে দুই বন্দিনী পাশাপাশী হইয়া আপনাদের হাত দিয়া পথ অবরোধ করিল, কিন্তু নুরদ্দীন বল পূর্ব্বক তাহাদের দুই জনকেই ঠেলিয়া ফেলিয়া গৃহ মধ্যে প্রবেশ করত কপাট বন্ধ করিল। তাহাতে বন্দিনীদ্বয় মহা ভীত হইয়া রোদন করিতে২ তখনি স্নানাগারে গিয়া মন্ত্রিজায়াকে তাবদ্বিবরণ কহিল। ঐ কথায় মন্ত্রিমহিলার মস্তকে বজ্রাঘাতের তুল্য হইল তৎক্ষণাৎ ব্যস্ত সমস্ত হইয়া বস্ত্রাদি পরিধান পূর্ব্বক নেত্র নীরে ভাসিতে২ পারস্য রূপসীর মন্দিরে আসিলেন। কিন্তু তাঁহার আসিবার পূর্ব্বেই নুরদ্দীন তথা হইতে প্রস্থান করিয়াছিল, পারস্য রূপসী মন্ত্রিজায়ার এই ভাব দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল হে জননী আপনাকে এমত উৎকণ্ঠিতা দেখিতেছি ইহার কারণ কি, স্নানাগার হইতে কি জন্য এত শীঘ্র আসিলেন। মন্ত্রিভার্য্যা কহিলেন তোমার এ কি আশ্চর্য্য প্রশ্ন, নুরদ্দীন তোমার গৃহে একাকী প্রবেশ করিয়াছিল এতদপেক্ষা উৎকণ্ঠার বিষয় আর কি হইতে পারে। পারস্য রূপসী কহিল মাতা নুরদ্দীন এখানে আসিয়াছিলেন এ কথা সত্য, কিন্তু তাহাতে হানি কি। মন্ত্রিকান্তা কহিলেন তুমি শুন নাই যে রাজার ভোগের জন্য তুমি ক্রীত হইয়াছ এবং মন্ত্রী তোমাকে নিষেধ করিয়া গিয়াছেন নুরদ্দীনকে নিকটে আসিতে দিও না, তাহা কি তোমার স্মরণ নাই। পারস্য রূপসী কহিল হাঁ তাহা আমার স্মরণ আছে কিন্তু আপনার পুত্র আসিয়া এই কথা বলিলেন যে মন্ত্রী তোমাকে রাজরমণী করিতে বাঞ্ছা করিয়াছিলেন তাহা রহিত করিয়া আমাকে অর্পণ করিয়াছেন। মন্ত্রিজায়া বলিলেন ইহা হইলে নিরানন্দের বিষয় কি ছিল, কিন্তু নুরদ্দীন অতি শঠ, সে তোমাকে প্রতারণা করিয়াছে, সন্দেহ নাই, কেননা রাজার

অন্য তোমাকে ক্রয় করিয়া মন্ত্রী যে তাহাকে প্রদান করিবেন ইহা কোন প্রকারে সম্ভব নহে, ইহা বলিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল পরে মন্ত্রী গৃহে আসিয়া ভার্য্যাকে ও পরিচারিণীগণকে শোকাকুল এবং পারস্য কামিনীকে ম্লানবদনা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন কারণ কি! কিন্তু ইহাতে কেহ উত্তর না করিয়া সকলে রোদন করিতে লাগিল। মন্ত্রী এই ব্যাপারে আরো বিস্ময়ান্বিত হইয়া পুনঃ২ ভার্য্যাকে জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহার স্ত্রী শিরে করাঘাত করিয়া কহিলেন যে ইহার কারণ আর কি কহিব, আমি স্নান করিতে গিয়াছিলাম ইতিমধ্যে নুরুদ্দীন আসিয়া পারস্য রূপসীকে বলিয়াছে যে আপনি এ নারী তাহাকে অর্পণ করিয়াছেন তাহার পরে কি হইয়াছে বলিতে পারি না আপনি অনুভব করুন।

এই কথা শুনিয়া মন্ত্রির কি পর্য্যন্ত ক্রোধ ও অনুতাপ হইল তাহা অবর্ণনীয়, অমনি মুখ বুক চড়াইয়া ও দাড়ী ছিঁড়িয়া কহিলেন ওরে কুলাঙ্গার সন্তান, তুই আমার মান সম্ভ্রম সকল নষ্ট করিলি, ইহাতে আমারদিগকে সপরিবারে মরিতে হইবে ইহা কি তোর একবারও মনে হইল না,, ওরে কুল কজ্জল তোর জন্ম ধারণ বৃথা। মন্ত্রী এইরূপে অনেক খেদ করিতে লাগিলেন, তজ্জায়া নানা প্রকার প্রবোধ বাক্য দ্বারা তাঁহাকে শান্ত্বনা করিয়া কহিলেন কি করিবে যাহা হইয়াছে তাহা ফিরিবেক না, আমার অলঙ্কার বিক্রয় করিলে দশ সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা হইবে তাহাতে আর একটা নারী ক্রয় করিয়া নৃপতিকে দেও। মন্ত্রী কহিলেন তুমি কি ভাবিয়াছ যে আমি দশ সহস্র স্বর্ণ মুদ্রার জন্য এত শোকাকুল হইতেছি তাহা নহে দশ সহস্র মুদ্রা কি তুচ্ছ বিষয়, আমার যথা সর্ব্বস্ব দিয়া যদি মান রক্ষা হয় সেও পরম ভাগ্য, ঐশ্বর্য্যাপেক্ষা মান সহস্র গুণে মান্য, সেই মান রক্ষা নিমিত্তই আমি ব্যাকুল, বিশেষতঃ শহাই মন্ত্রী আমার পরম শত্রু, সে এই কথা শুনিলে তখনি রাজাকে বলিবে মহারাজ আপনি খাকানকে সর্ব্বদা প্রশংসা করিয়াথাকেন কিন্তু দেখুন তাহার কি চরিত্র, মহারাজের জন্য দাসী ক্রয় করিব বলিয়া মহারাজের স্থানে দশ

সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা লইল ও আপনার নিমিত্ত ত্রিভুবন মোহিনী এক রমণী ক্রয় করিয়া আপনাকে বঞ্চনা করিয়া আপন পুত্র বধূ করিল, আমার শত্রু এ রূপ কহিবে এই জন্য আমি অত্যন্ত শোকাকুল হইয়াছি। মন্ত্রি ভার্য্যা কহিল এ কথা যথার্থ বটে কিন্তু এ বিষয় শহাই কি রূপে জানিতে পারিবে যদি নিতান্তই জানে তবেআপনি রাজাকে এইরূপ বলিবেন ঐ নারীকে উত্তম বিবেচনা করিয়া ক্রয় করা গিয়াছিল কিন্তু পরে দেখা গেল মহাজন প্রতারণা করিয়া গিয়াছে সে অঙ্গনা মহারাজের যোগ্যা নহে। মন্ত্রী বিবেচনা করিলেন এ পরামর্শ মন্দ নহে, ইহাতে তাঁহার কতক ভাবনা নিবৃত্তি পাইল, কিন্তু পুত্রের উপর যে বিপর্য্যয় ক্রোধ উদয় হইয়াছিল তাহার উপশম হইল না।

নুরদ্দীন সে দিবস একবারও বাটীতে আসিল না, বন্ধুগণের আলয়ে থাকিলে কি জানি তথায় অন্বেষণ হয় এ শঙ্কায় নগরের প্রান্তভাগে এক উদ্যানে গিয়া রহিল। সেখানে সমস্ত দিবস থাকিয়া পিতা নিদ্রিত হইলে অনেক রাত্রিতে বাটীতে আসিল এবং পিতার নিদ্রা ভঙ্গের পর্ব্বে উঠিয়া পুনর্ব্বার পলায়ন করিল। এই প্রকারে মাসাবধি যাতায়াত করিতে লাগিল। মন্ত্রি ভার্য্যা দাসীগণের প্রমুখাৎ শুনিয়া দুঃখিতা হইলেন কিন্তু তাহার অপরাধ মার্জনার জন্য স্বামিকে সহসা কিছু বলিতে না পারিয়া এক দিবস কথায়২ বলিলেন হে পতি তোমার পুত্রের বিষয়ে এ পর্য্যন্ত আমি কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহস পাই নাই, তাহার কি হইবে। মন্ত্রী বলিলেন এখনও তাহার কিছু শাস্তি হয় নাই, যখন শিক্ষা হইবে তখন তাহার বিষয়ে বিবেচনা করিব। মন্ত্রি জায়া কহিলেন তাহার শাস্তির আর অবশিষ্ট কি আছে, আপনি কি জানেন না, নুরদ্দীন আপনার নিদ্রান্তে প্রত্যহ বাটীতে আসিয়া থাকে এবং আপনি না উঠিতে২ পলায়ন করিয়া যায়, এইরূপে বড়ই ক্লেশ পাইতেছে ইহার অধিক আর কি শাস্তি হইবেক। অতএব আমি এক পরামর্শ বলি অদ্য রাত্রে যখন সে বাটীতে আসিবে তখন আপনি ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে নষ্ট করিতে যাইবেন তাহাতে আমি গিয়া তোমাকে ধরিব, পরে যখন

দেখিবেন সে বুঝিয়াছে যে কেবল আকিঞ্চনে তাহার প্রাণ রক্ষা হইল তখন ক্ষমা করিয়া যে অঙ্গীকার করাইয়া লইতে বাঞ্ছা হয় সেই অঙ্গীকার করাইয়া লইয়া পারস্য রূপসী তাহাকে অর্পণ করিবেন, তাহা হইলে উভয় পক্ষে উত্তম হয় কেননা সে পারস্য রূপসীর প্রতি যেমন আসক্ত ঐ যুবতীও তাহাকে তদ্রূপ মনে২ ভাল বাসে ইহা আকার প্রকারে দেখিতে পাওয়া গিয়াছে।

মহিলার এই মন্ত্রণা মন্ত্রির মনোনীত হইল। অধিক রাত্রে নুরদ্দীন আসিয়া দ্বারাঘাত করাতে যখন দাসীরা দ্বার খুলিয়া দিতে গেল তখন মন্ত্রী কপাটের আড়ালে দাঁড়াইয়া থাকিলেন। পরে নুরদ্দীন যেমন বাটী প্রবেশ করিল মন্ত্রী তেমনি তাহাকে ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়া তাহার বক্ষস্থলে চাপিয়া বসিলেন। নুরদ্দীন চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখিল যে পিতা খড়্গ হস্ত, তাহাকে বধ করিতে উদ্যত, সেই সময় মন্ত্রিভার্য্যা দৌড়িয়া আসিয়া স্বামির হস্তধারণ পূর্ব্বক বলিল কি করিতেছ। মন্ত্রি বলিলেন তুমি এখানে আসিও না, আমি এমন কুসন্তানকে রাখিব না, এখনি বিনাশ করিব। মন্ত্রিভার্য্যা কহিল আমার জীবন থাকিতে ইহা কদাচ হইতে পারিবে না, অগ্রে আমাকে নষ্ট কর তৎপরে যাহা ইচ্ছা হয় তাহা করিও আমি থাকিতে সন্তানকে নষ্ট করিতে দিব না। জননীর এই প্রকার স্নেহ দেখিয়া নুরদ্দীন সজলনয়নে বলিল হে পিতঃ আমার প্রতি করুণা করুন, আমাকে নষ্ট করিবেন না. যে পরমেশ্বর আমারদিগের উভয়ের বিচার করিবেন তাঁহার দোহাই দিয়া আমি আপনার স্থানে মার্জনা চাহিতেছি। মন্ত্রী তখন জায়াকে হস্ত হইতে অস্ত্র খানা কাড়িয়া লইতে দিলেন, পরে নুরদ্দীনকে ছাড়িয়া দিলে নুরদ্দীন পিতার পদানত হইয়া চরণ ধারণ পূর্ব্বক আপনার অপরাধ জানাইল। মন্ত্রী কহিলেন অরে নুরদ্দীন তোর যে প্রাণ লইলাম না ইহা কেবল তোর মাতার জন্য অতএব তাহাকে ধন্যবাদ কর, আর এখন যদি তুই সত্য করিস্ যে পারস্য রূপসীকে বনিতা স্বরূপ জ্ঞান করিবি কদাচ দাসী বিবেচনা করিবি না এবং প্রাণান্তেও তাহাকে বিক্রয় অথবা পরিত্যাগ করিবি না তবে সেই নারী তোকে অর্পণ করি। নুরদ্দীন

যদিও প্রাণদান পাইল তথাপি পিতা এত কৃপা করিবেন ইহা স্বপ্নেও ভাবে নাই অতএব জনক বাক্য শিরোধার্য্য করিয়া তাঁহাকে সহস্র২ প্রণাম পুরঃসর সত্য করিয়া যুবতীকে গ্রহণ করিল। ইহাতে মন্ত্রী আপনি যেমন তুষ্ট হইলেন নুরুদ্দীন ও পারস্য বন্দিনীও ততোধিক আহ্লাদিত হইল।

এই প্রকারে নুরুদ্দীন পারস্য রূপসীর স্বামী হইল কিন্তু বাল্সোরাধিপতি দাসী ক্রয় করিতে চাহিয়াছিলেন কি জানি তিনি জিজ্ঞাসা করেন এ জন্য মন্ত্রী অগ্রে সাবধান হইয়া ঐ কথা উপস্থিত করিয়া মধ্যে২ বলিতেন যে স্বর্ণ মুদ্রা গুলা পুনর্ব্বার পাওয়া দুষ্কর, বোধ হয় এ বিষয়ে মহারাজের নিকটে কৃতকার্য্য হওয়া কঠিন হইবেক। এই প্রকারে ঐ ব্যাপারটা এমনি করিয়া চাপা দিলেন যে রাজা ক্রমে২ একেবারে বিস্মৃত. হইয়া গেলেন।

তদনন্তর প্রায় এক বৎসর পরে এক দিবস মন্ত্রী স্নান করিতেছিলেন হঠাৎ কোন কথানুরোধে উষ্ণাঙ্গে বাহিরে আসিবাতে শীতল বায়ু বক্ষে লাগিয়া কলিজাতে চাড় পাইল, তাহাতে তিনি জ্বর রোগে শয্যাগত হইলেন এবং ক্রমে২ শরীর ক্ষয় পাইতে লাগিল। শেষে অন্তিমাবস্থা উপস্থিত দেখিয়া পুত্রকে বলিলেন, ও হে নুরুদ্দীন পরমেশ্বর আমাকে যে ধন দিয়াছেন আমি তাহার যথাযোগ্য ব্যয় করিয়াছি কি না বলিতে পারি না, কিন্তু দেখ এত ধন থাকিতেও যম হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইলাম না, অতএব ধন মিথ্যা, তুমি পারস্য নারীর বিষয়ে যে অঙ্গীকার করিয়াছ যদি তাহা পালন করিতে স্বীকার কর তবে আমি সন্তুষ্ট হইয়া প্রাণ ত্যাগ করি। নুরুদ্দীন সবিনয় বচনে স্বীকার করিল। পরে মন্ত্রী প্রাণত্যাগ করিলেন, তাহাতে নুরুদ্দীন ও তৎপরিবারস্থ সকলে অতিশয় শোকাকুল হইল। মন্ত্রী রাজহিতৈষী এবং প্রজাগণের পরম উপকারী ছিলেন এ জন্য তাঁহার মরণে রাজা প্রজা সকলেই খেদিত হইলেন, এবং তাঁহার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়াতে যে সমারোহ হইল বাল্সোরাতে আর কখন তদ্রূপ হয় নাই যেহেতু উজীর ও আমীর ও রাজসভাসদ্ এবং আমাত্যবর্গ সকলেই তাঁহা-

সজল নয়নে তাঁহার শবের সমভিব্যাহারে গমন করিল।

নুরদ্দীন জনকের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়াদি করিয়া শোকে মগ্ন হইয়া অনেক দিবস পর্য্যন্ত বাটীর বাহির হইল না। কিয়দ্দিন পরে তাহার এক বন্ধু আসিয়া তাহাকে শান্ত্বনা করিয়া বলিল তোমার পিতা স্বর্গগত হইয়াছেন তাহাতে যথা যোগ্য শোক করিলে কিন্তু চিরকাল সেই শোকে মগ্ন থাকা কর্ত্তব্য নহে, অতএব শোক পরিত্যাগ করিয়া আপনার যে রূপ মান সম্ভ্রম সেইরূপে চল তাহা হইলে ভাল হইবে আমরা তোমাকে যে রূপ সদানন্দ দেখিতাম সেইরূপ সদানন্দ হও। বন্ধুর এই প্রকার প্রবোধ বাক্যে নুরদ্দীনের শোক শান্তি হইল এবং তিনি তাহার যথেষ্ট সমাদর করিলেন তদনন্তর যখন বন্ধু বিদায় লইয়া যান তখন তাঁহাকে বলিলেন কল্য পুনর্ব্বার আসিবেন এবং আর তিন চারি জন পরম বন্ধুকে সঙ্গে করিয়া আনিবেন। এই প্রকারে ন্যূনাধিক দশ জন সম বয়স্ক মিত্র একত্র হইলে মন্ত্রিপুত্র তাহারদিগের সঙ্গে অহরহ আহার বিহারে আসক্ত হইল আর এমন দিন ছিল না যে কোন২ বন্ধুকে ভূমি অথবা সম্পত্তি দান না করিল।

এই প্রকারে এক বৎসর নিত্য ভোজ ও অর্থ দান করিতে২ নিঃস্ব হইতে লাগিল, মধ্যে২ পারস্যরূপসী তাহাকে বুঝাইতেন, কিন্তু তাহাতে কোন রূপেই চেতনা হয় নাই। অনন্তর এক বৎসর গত হইলে এক দিবস নুরদ্দীন মিত্রদিগকে লইয়া বৈঠকখানার দ্বার রুদ্ধ করিয়া আমোদ প্রমোদ করিতেছে এমত সময়ে কপাটে আঘাত শুনিয়া দ্বার মুক্ত করিয়া দিয়া দেখিল যে তাহার ধন রক্ষক কতক গুলা হিসাবের কাগজ হস্তে করিয়া আসিয়াছে, তাহাতে বাহিরে আসিয়া তাহার সঙ্গে কথা কহিতে লাগিল। দৈবাৎ তাহার এক বন্ধু ঘরের ভিতর হইতে ধন রক্ষককে দেখিয়াছিল তাহাতে কি কথা বার্ত্তা হয় সে তাহা শুনিবার জন্য কপাটের পার্শ্বে থাকিয়া তাহারদের কথা শুনিতে লাগিল। ধন রক্ষক বলিল আমি অসময়ে আসিয়া মহাশয়ের সুখ ভঙ্গ করিলাম এ জন্য আমাকে মার্জ্জনা করিবেন, কিন্তু আমি যে কথার জন্য আসিয়াছি তাহা সামান্য নহে, আমি হিসাব ঠিক দিয়া

দেখিলাম যে আপনি আমার হস্তে যে অর্থ সমর্পণ করিয়াছিলেন সকলি শেষ হইয়া গিয়াছে, এক্ষণে আমার হস্তে এক কপর্দকও নাই, অতএব যদ্যাপি আর অর্থ আনিয়া দেন তবে খরচ চালাইতে পারি নতুবা আমাকে বিদায় দেউন আমি অন্যত্র কর্ম্মের চেষ্টা পাই। মন্ত্রিনন্দন এই কথাতে কোন উত্তর না করিয়া হতবুদ্ধি হইয়া রহিল। তাহার যে বন্ধু কপাটের পার্শ্বে থাকিয়া এই সকল কথা শুনিল সে তখনি অন্য বন্ধু দিগকে বলিল যে ভাই এই২ কথা শুনিলাম, এইক্ষণে তোমারদিগের যাহা কর্ত্তব্য তাহা কর আমি কল্যাবধি এখানে আর পাদক্ষেপ করিব না। আর২ সকলেও বলিল যে যদ্যাপি এমত ব্যাপার হইয়া থাকে তবে আমারদেরও আসিবার কি প্রয়োজন, আমরাও এখানে আর আসিব না।

তদনন্তর নুরদ্দীন তথায় আসিয়া যদিও পূর্ব্ববৎ আমোদ আহ্লাদের চেষ্টা করিল তথাপি তাহার বিমর্শ ভাব দেখিয়া সকলে স্থির করিল যাহা শুনাগেল তাহা সত্য না হইয়া যায় না। অনন্তর নুরদ্দীন আপন আসনে উপবিষ্ট হইয়াছে কি না এমন সময়ে এক বন্ধু উঠিয়া কহিল আমি বিদায় হইলাম, দুঃখের বিষয় এই যে আর এখানে থাকিতে পারিলাম না। নুরদ্দীন জিজ্ঞাসা করিল এত শীঘ্র যাইবার কারণ কি? বন্ধু উত্তর করিল আমার ভার্য্যা অদ্য প্রসূতা হইয়াছেন অতএব এসময় আমার গৃহে থাকা উচিত এই কথা বলিয়া সে ব্যক্তি বিদায় হইয়া গেল। তাহার ক্ষণেক কাল পরে অন্য এক বন্ধু আর এক ছল করিয়া চলিয়া গেল। তৎপরে আর২ বন্ধু গণও একে২ এক২ ছল করিয়া প্রস্থান করিল। দশ বন্ধুর মধ্যে এক প্রাণীও তথায় রহিল না। নুরদ্দীন তাহারদিগের অভিপ্রায় কিছুই বুঝিতে পারিল না, সকলে প্রস্থান করিলে পর পারস্য রূপসীর নিকটে যাইয়া ধন রক্ষকের নিকটে যাহা শুনিয়া ছিল তাহা কহিয়া আলাপ বিলাপ করিতে লাগিল। পারস্য রূপসী কহিল আমি অগ্রে আপনাকে ইহার সৎপরামর্শ কহিয়াছিলাম, কিন্তু তাহা অবহেলন করিয়া আপন মতে চলিলেন তাহার ফল এখন দেখিলেন আমার দৃঢ় বোধ ছিল

যে ঐ রূপে চলিলে ত্বরায় সকল ধন যাইবে এখন তাহাই ঘটিল, আমার অধিক দুঃখের বিষয় এই যে এক্ষণ পর্য্যন্ত আপনার সে জ্ঞান হয় নাই। মন্ত্রিপুত্র কহিল তোমার পরামর্শ শ্রবণ করি নাই ইহা আমার অবশ্য দুর্ব্বুদ্ধি বলিতে হইবেক, কিন্তু যদিও সর্ব্বস্ব গিয়াছে তথাচ বন্ধুগণ বর্ত্তমান আছে তাহারদের সঙ্গে বাল্য-কালাবধি আমার বন্ধুত্ব এবং তাহারদিগকেই আমি অনেক ধন দান করিয়াছি অতএব তাহারা কি আমার এই বিপদ সময়ে আমাকে পরিত্যাগ করিবে কদাচ বোধ হয় না। পারস্য রূপসী কহিল যদ্যপি ঐ বন্ধুগণের বন্ধুতায় নিতান্ত নির্ভর করিয়া থা-কেন তবে আপনার সম্পূর্ণ ভ্রম এবং ঐ আশা দুরাশা মাত্র, ইহা আপনার মুখেই পশ্চাৎ ব্যক্ত হইবে।

অনন্তর পরদিন মন্ত্রিকুমার ঐ দশ জন বন্ধুর গৃহে ক্রমে২ গমন করিল, প্রথমে যাহার বাটীতে গেল তাহার দ্বার রুদ্ধ ছিল, দ্বারা-ঘাত করাতে ভিতর হইতে এক জন ভৃত্য জিজ্ঞাসা করিল আপনি কে? নুরদ্দীন কহিল আমি খাকান মন্ত্রির পুত্র, নুরদ্দীনের এই কথা শুনিয়া ভৃত্য দ্বার মুক্ত করত তাঁহাকে বাটীর ভিতর বৈঠকখানয় বসিতে বলিয়া আপন প্রভুর নিকটে সংবাদ দিতে গেল। কর্ত্তা তখন বৈঠক খানার সংলগ্ন আর ঘরে ছিল ভৃত্যের কথা শুনিয়া নুরদ্দীন না শুনিতে পায় এমত স্বরে হেয়জ্ঞান পূর্ব্বক কহিল নুরদ্দীন আসি-য়াছে তাহাকে গিয়া বল যে আমি বাটীতে নাই আর যখন সে আসিবে তখনি তাহাকে এই কথা বলিয়া ফিরাইয়া দিও। ভৃত্য ফিরিয়া আসিয়া নুরদ্দীনকে কহিল কর্ত্তা বাটীতে আছেন এমত অনুভব ছিল কিন্তু সেটা ভ্রম, তিনি বাটীতে নাই।

মন্ত্রিকুমার তৎক্ষণাৎ বাটী হইতে বাহিরে আসিয়া মনস্তাপ পূর্ব্বক মনে২ কহিল হায় এ ব্যক্তি এমন বিশ্বাসঘাতক গত কল্য আমাকে কহিয়াছিল আমি তোমার পরম বন্ধু, অদ্য ভুলিয়া গিয়াছে, কি চমৎকার! এই প্রকার খেদ করিতে২ অন্য এক বন্ধুর বাটীতে গেল সে বন্ধুও ভৃত্য দ্বারা সেইরূপ বলিয়া পাঠাইল। তৎপরে আর এক বন্ধুর ভবনে গমন করিল সেখানেও সেইরূপে নিরাশ হইল এই প্রকারে একে২ সকল দ্বারে গিয়া নিরাশ হইয়া

বঝিল যে সম্পদ কালে যাহারা বন্ধুতা করে তাহারা মিথ্যা মিত্র, তাহারদিগের কথায় কোন প্রকারে বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য নহে যত ক্ষণ ধন তত ক্ষণ বন্ধু, অর্থ ফুরাইলে প্রত্যুপকার দূরে থাকুক বাক্যালাপও করে না। এইরূপ চিন্তা করিতে২ শোকে ব্যাকুল হইয়া বাটীতে আসিয়া পারস্য নারীর নিকটে গেল। পারস্য রমণী তাহাকে শোকাকুল দেখিয়া মনে২ ভাবিল যে ভর্ত্তা আপন বন্ধুদিগের নিকটে প্রত্যুপকারের প্রত্যাশায় গিয়া নিরাশ হইয়া থাকিবেন অতএব সে জিজ্ঞাসা করিল, হে মহাশয় আমি যাহা কহিয়াছিলাম তাহা প্রতীত হইয়াছে কি না। নুরদ্দীন বলিল হে প্রিয়ে তুমি যাহা কহিয়াছিলে তাহা সকলি সত্য, ঐ বন্ধুগণ কেহ আমাকে চিনিয়াও চিনিল না, এবং বাক্যালাপ দূরে থাকুক সাক্ষাৎও করিল না, হায় মনুষ্যের কি স্বভাব, যাহারদিগকে আমি সর্ব্বস্ব লুঠাইয়া দিলাম তাহারদের এমত আচরণ দেখিয়া আমার অন্তঃকরণ বিদীর্ণ হইতেছে এখন কি করি তাহার সৎপরামর্শ বল। পারস্য নারী কহিল তোমার দাস দাসী ও তৈজসাদি বিক্রয় ভিন্ন অন্য উপায় দেখি না, ঐ সকল দ্রব্য বিক্রয় করিয়া সম্প্রতি প্রাণ ধারণ কর, পরে যদ্যপি পরমেশ্বর অনুকূল হয়েন তবে দুঃখ নিবারণের কোন উপায় হইবেক। দাস দাসী দ্রব্যাদি বিক্রয় করণে নুরদ্দীনের বড় বাঞ্ছা ছিল না, কিন্তু তদবস্থায় তাহা না করিয়া কি করেন এ জন্য অকর্ম্মণ্য দাসদাসী যাহারদিগের উদরান্নে অধিক ব্যয় হইত তাহারদিগকে বিক্রয় করিয়া তদ্ধনে কিছু কাল যাপন করিল। পরে সে ধন বিনষ্ট হইলে বহু মূল্য সামগ্রী যাহা ক্রয়ার্থ অসংখ্য ধন ব্যয় হইয়াছিল তাহা নীলাম করিয়া অল্প মূল্যে বিক্রয় করিল। এই ধনে অনেক কাল স্বচ্ছন্দে গেল, কিন্তু তাহা শেষ হইলে পারস্য নারীকে জিজ্ঞাসা করিল এখন পরামর্শ কি। পারস্য রূপসী কহিল আপনি জানেন যে আপনার পিতা দশ সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা দিয়া আমাকে ক্রয় করিয়াছিলেন এখন আমার বয়স অধিক প্রযুক্ত তদ্রূপ মূল্য হইবেক না তথাচ ন্যূন মূল্য না হইতে পারে, অতএব আমাকে বিক্রয় করুন, তাহাতে যে ধন পাইবেন সেই ধনে অন্য কোন দেশে গিয়া কালযাপন করুন। নুরদ্দীনের বাঞ্ছা ছিল

না যে পারস্য নারীকে ত্যাগ করে কিন্তু উদর জ্বালায় কোন উপায় না দেখিয়া তাহাতেও সম্মত হইয়া অত্যন্ত দুঃখিতান্তঃকরণে তা-হাকে লইয়া যে স্থানে দাস দাসী ক্রয় বিক্রয় হইত সে স্থানে গিয়া হাজিহাসন দালালকে বলিল হাজিহাসন আমি এই নারী বিক্রয় করিব, তুমি ইহাকে বিক্রয় করিয়া দেও। দালাল এই কথায় নুরদ্দীনকে ঐ নারী সমভিব্যাহারে তাহার গৃহে প্রবেশ করিতে বলিল, পরে পারস্য কামিনী মুখাবরণ উত্তোলন করিলে হাজি-হাসন তাহাকে চিনিয়া মন্ত্রিপুত্রকে জিজ্ঞাসা করিল যে তোমার পিতা না এই রমণীকে দশ সহস্র স্বর্ণ মুদ্রাতে ক্রয় করিয়াছিলেন। নুরদ্দীন কহিল হাঁ এই রমণীকে পিতা দশ সহস্র স্বর্ণ মুদ্রাতে ক্রয় করিয়াছিলেন ইহাতে হাজিহাসন নারীকে ঘরের মধ্যে রাখিয়া তদ্দ্বার রুদ্ধ করিয়া ক্রেতা অন্বেষণ করিতে গেল। পরে কএকজন ধন-বন্ত মহাজনকে দেখিয়া হাজিহাসন হাসিতে২ কহিল হে প্রভুগণ গোলাকার দ্রব্য হইলে তাহাকে সুপারি বলা যায় না, ও লম্বা দ্রব্য মাত্রেই ডম্বর নহে, ও রক্ত বর্ণ হইলেই মাংস হয় না আর সকল ডিম্বই নূতন থাকে না, আপনারা অনেক রমণী ক্রয় বিক্রয় করিয়া-ছেন কিন্তু আমি যে এক নারী বিক্রয় জন্য আনিয়াছি বোধ করি তত্তুল্য রমণী কদাচ না দেখিয়া থাকিবেন, ঐ নারী স্ত্রী জাতির মধ্যে রত্নবিশেষ, আমার সঙ্গে আসিয়া তাহাকে স্বচক্ষে দর্শন করুন তাহা হইলেই জানিতে পারিবেন। এই কথা শুনিয়া মহাজনগণ হাজি-হাসনের সমভিব্যাহারে পারস্য রূপসীকে দেখিতে গেল পরে রমণীর অদ্ভুত লাবণ্য ছটা দেখিয়া অত্যন্ত বিমোহিত হইল শেষে সকলেই একবাক্যে এই স্থির করিল যে এই নারীর মূল্য ন্যূন সংখ্যায় চারি সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা দেওয়া যাইতে পারে ইহা বলিয়া তাহারা দালালের ঘর হইতে বাহির হইল। হাজিহাসনও দ্বারের নিকট থাকিয়া ডাকারম্ভ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিল যে চারিসহস্র স্বর্ণ মুদ্রাতে পারস্য নারী যাইতেছে যিনি ইহার অধিক দিবেন তাঁহার নিকট বিক্রয় করা যাইবেক। সওদাগরেরা দালা-লের চারি দিগে দাঁড়াইয়া ভাবিতেছে ইহার অধিক ডাকি কি না এমন সময় শহাই মন্ত্রী ঐ স্থান দিয়া অশ্বারোহণে যাইতেছিল

তাহাকে দেখিয়া হাজিহাসন পুনর্ব্বার উচ্চৈঃস্বরে কহিল পারস্য নারী চারি সহস্র স্বর্ণ মুদ্রাতে যাইতেছে। এই কথা শুনিয়া মন্ত্রী ভাবিল এত ডাক হইয়াছে বোধ হয় রমণী বড় সুন্দরী হইবে দেখি দেখি, ইহা ভাবিয়া ঘোড়া শুদ্ধ হাজিহাসনের নিকটে যাইয়া তাহাকে কহিল দ্বার খোল দেখি কেমন নারী দেখিব। নারী বিক্রয়ের এমত রীতি ছিল না যে ক্রেতারা নারীকে একবার দেখিলে পরে পুনরায় আর কোন ব্যক্তি তাহাকে দেখিতে পায় কিন্তু মন্ত্রী দারুণ অসৎ, তাহার সঙ্গে বিবাদ করে কাহার সাধ্য এ জন্য দালাল দ্বার খুলিয়া নারীকে আনিয়া মন্ত্রিকে দেখাইল। মন্ত্রী অশ্ব হইতে পারস্য রূপসীর আশ্চর্য্য রূপ দৃষ্টে অত্যন্তাশ্চর্য্য হইয়া বলিল হাজিহাসন চারি সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা পর্য্যন্ত এই নারীর ডাক হইয়াছে। হাজিহাসন কহিল হাঁ, ধর্ম্মাবতার, চারি সহস্র পর্য্যন্ত ডাক হইয়াছে কিন্তু ইহার মূল্য আরো অধিক হইবেক এ জন্য আমি অপেক্ষা করিতেছি। মন্ত্রী কহিল যদ্যপি ইহার অধিক আর কেহ না ডাকে তবে আমি ঐ মূল্যে লইব ইহা বলিয়া চক্ষু রক্ত বর্ণ করিয়া বণিক্‌দিগের প্রতি চাহিল। তাহারা মন্ত্রি ভয়ে আর অধিক ডাকিতে পারিল না। ক্ষণেককাল পরে মন্ত্রী দালালকে বলিল হাজিহাসন আর বিলম্ব কর কেন, বিক্রেতাকে বলিয়া বিক্রয় স্থির কর অথবা তাহার কি অভিপ্রায় তাহা জানিয়া আইস। নুরদ্দীন ঐ নারীর কর্ত্তা, মন্ত্রী তখনও ইহা জানিত না হাজিহাসন দ্বার রুদ্ধ করিয়া নুরদ্দীনের নিকট যাইয়া বলিল যে আপনকার রমণী বিনা মূল্যে বিক্রয় হইয়া যায়। নুরদ্দীন কহিল সে কেমন কথা। দালাল বলিল প্রথমে ভালই হইয়াছিল, মহাজনেরা নারীকে দেখিয়া চারি সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা পর্য্যন্ত ডাকিয়াছিল তাহাতে দশ সহস্র পর্য্যন্ত মূল্য বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু শহাই মন্ত্রী আসিয়া সকলকার মুখ বন্ধ করিয়াছে তাহার ভয়ে কেহ ডাকিতেছে না অতএব এ কথা আপনাকে বলিতে আসিলাম, আপনার যেমন ইচ্ছা সেইরূপ করি, কিন্তু এমন পরম রূপসীকে এই তুচ্ছ মূল্যে বিক্রয় করা আমার পরামর্শ নহে। নুরদ্দীন কহিল তোমার যে মত, আমারও সেই মত, ফলতঃ অস্মদ গোষ্ঠীর শত্রু-

কে এ নারী কদাচ বিক্রয় করা হইবেক না, কিন্তু ইহা নিবারণের উপায় কি তাহা বল দেখি। হাজিহাসন কহিল তন্নিবারণের এক সদুপায় আছে, আপনি আসিয়া সকলের সাক্ষাতে এই কথা বলুন যে নারীর প্রতি অত্যন্ত ক্রোধ হওয়াতে শপথ করিয়াছিলাম যে তাহাকে বাজারে লইয়া অপমান করিব, ঐ শপথ রক্ষার জন্য তাহাকে এখানে আনিয়াছি বিক্রয়ার্থ নহে পরে যৎকালে আমি মন্ত্রি হস্তে রমণী অর্পণ করিব তৎকালে নারীকে দুই চারি টা চপেটাঘাত করিয়া বাটী লইয়া যাইবে। এই পরামর্শের পর হাজিহাসন গৃহ মধ্যে যাইয়া নারীকে তদভিপ্রায় সংক্ষেপে অবগত করাইয়া রাখিল তাহার কারণ নুরদ্দীনের কথাতে হঠাৎ আশ্চর্য্য জ্ঞান না করে. পরে তাহার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক মন্ত্রির নিকটে তাহাকে লইয়া গিয়া বলিল মহাশয় এই সে রমণী ইহাকে লউন। হাজিহাসন এই কথা বলিয়াছে মাত্র এমত সময়ে নুরদ্দীন দৌড়িয়া আসিয়া রমণীর হস্তাকর্ষণ পূর্ব্বক কর্ণ মূলে চপেটাঘাত করিয়া বলিল চল্ অসৎ বেটি ঘরে চল, তুই যেমন কর্ম্ম করিয়াছিলি তাহার যোগ্য শাস্তি হইল. তোকে বিক্রয় করিব বলিয়া এখানে আনি নাই তোর যেমন কর্ম্ম তজ্জন্য ঐ দিব্য করিয়াছিলাম, তাহা হইল এখন ঘরে, চল, এমন কর্ম্ম আর কখন করিস্ না, পরে যখন তুই নিতান্ত অকর্ম্মণ্য হইবি তখন তোকে বিক্রয় করিব।

এই কথায় মন্ত্রী একেবারে ক্রোধে জর্জ্জরিত হইয়া নুরদ্দীনকে বলিল ওরে নরাধম লম্পট তুই কি আমাকে জানাইতেছিস্ যে এই দাসী ভিন্ন তোর অন্নের অন্য উপায় আছে. ইহা বলিয়া বলপূর্ব্বক নারীকে লইবার জন্য নুরদ্দীনের উপর অশ্ব লইয়া গেল মন্ত্রিনন্দন তাহাতে অপমান বোধ করিয়া রমণীকে ছাড়িয়া দিয়া মন্ত্রির ঘোড়ার রজ্জু ধারণ করিয়া দুই চারি পা ঠেলিয়া লইয়া বলিল ওরে অধম পাপিষ্ঠ, আমি এখনি তোর প্রাণ বাহির করিতাম, কেবল এই সকল ভদ্র লোক আছে এইজন্য করিলাম না। মন্ত্রী নুরদ্দীনের হস্ত হইতে অশ্বের লাগাম ছাড়াইয়া লইবার জন্য অনেক চেষ্টা করিল কিন্তু কোন প্রকারে পারিল না। নুরদ্দীন

একে বলবান পুরুষ তাহাতে দর্শক গণের উৎসাহপাইল, অহঙ্কার পূর্ব্বক মন্ত্রিকে ঘোড়া হইতে টানিয়া নদীর কূলে ফেলিয়া দিল আর চড় চাপড় মারিতে২ ও প্রস্তরের উপর মাথা ঠুকিতে২ তাহার সর্ব্বাঙ্গ রক্তময় করিল। এই অবস্থায় তাহাকে নদীর তীরে ফেলিয়া রাখিয়া পারস্য নারীকে গ্রহণ করত গৃহে গমন করিল তত্রস্থ তাবৎ লোক জয়ধ্বনি করিতে২ তাহার পশ্চাতে চলিল।

মন্ত্রী উত্থান শক্তি রহিত হইয়া কতক ক্ষণ ভূমিতে পড়িয়া থাকিল পরে উঠিয়া দেখিল যে সর্ব্বাঙ্গ রক্ত ও কর্দ্দম ময় কিন্তু কি করে অশ্ব রক্ষক দুই দাসের বাহু অবলম্বন করিয়া তদবস্থাতেই অধোমুখে রাজসভায় আসিল এবং ক্রন্দন করিতে২ রাজার দোহাই দিয়া রাজার সম্মুখে দাঁড়াইল। রাজা বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন এ কি? তোমার এ অবস্থা কি রূপে হইল মন্ত্রি কহিল ধর্ম্মাবতার আমি একটী রন্ধন কারিণী ক্রয়ার্থ অদ্য বাজারে গিয়া ছিলাম, তথায় দেখিলাম, যে চারি হাজার স্বর্ণ মুদ্রাতে এক নারীর ডাক হইতেছে, তাহাতে নারীকে দর্শনাকাঙ্ক্ষা করাতে দালাল সম্মুখে আনাইয়া দেখাইল। আমি দেখিলাম সে রমণী পরমা সুন্দরী, তত্তুল্য রূপবতী কখন দর্শন করি নাই ও করিব না। পরে বিক্রেতার নাম জিজ্ঞাসা করাতে শুনিলাম যে মহারাজের পূর্ব্ব মন্ত্রী খাকানের পুত্র নুরদ্দীন ঐ নারী বিক্রয় করিতে আনিয়াছে, মহারাজের স্মরণ থাকিবে দুই তিন বৎসর হইল খাকানকে এক নারী ক্রয়ার্থ দশ হাজার মোহর প্রদান করিয়াছিলেন খাকান তন্মূল্যে এই পরম সুন্দরীকে ক্রয় করিয়াছিল কিন্তু মহারাজকে বঞ্চনা করিয়া ঐ নারীকে আপন পুত্রবধূ করে। নুরদ্দীন পিতার মরণান্তে কুকর্ম্মে সমুদয় ধন নষ্ট করিয়া অবশেষে উদর জ্বালাতে ঐ রমণী বিক্রয় করিতে আনিয়াছিল। আমি তাহাকে ডাকাইয়া কহিলাম যে নুরদ্দীন তোমার দাসীর মূল্য চারি সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা পর্য্যন্ত হইয়াছে ডাক আর অধিক হইলে হইতে পারে, কিন্তু আমি ভূপতির জন্য এই নারী ক্রয় করিতে চাহি অতএব আমাকে ঐ মূল্যে নারী ক্রয় করিতে দেও, আর ডাক বৃদ্ধি করিও না। আমি এই কথা অতি নম্র ভাবে কহিলাম কিন্তু নুর-

দ্দীন তাহাতে একেবারে রাগে উন্মত্ত হইয়া আমাকে বলিল ওরে নির্ব্বোধ নরাধম বুড়া, আমি এই নারী বিনা মূল্যে অধম ইহুদিকে দিব সেও ভাল, তথাপি তোকে বহু মূল্যে দিব না। ইহাতে যদ্যপিও আমার অন্তঃকরণে ক্রোধোদয় হইল তথাপি কোমল বাক্যে তাহাকে পুনর্ব্বার কহিলাম নুরদ্দীন তুমি আমাকে এ রূপ দুর্ব্বাক্য কহ ইহাতে কেবল আমাকে অপমান করা হইতেছে এমত নহে, রাজা আমাকে ও তোমার পিতাকে উচ্চ ও সম্ভ্রান্ত পদ প্রদান করিয়াছেন তাঁহারও অপমান করা হইতেছে, এমত করিও না। এ কথাতে একেবারে রাগান্ধ হইয়া আমাকে অশ্ব হইতে নামাইয়া যথাসাধ্য প্রহার করিল সুতরাং আমার এই অবস্থা হইয়াছে, হে বিচারপতি আপনি ইহার বিচার করুন। নৃপতি খল মন্ত্রির প্রমুখাৎ এই বিবরণ শুনিয়া অতিশয় কোপান্বিত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ সেনাপতিকে আজ্ঞা দিলেন যে এখনি ৪০ জন পদাতিক লইয়া পারস্য নারী সহ নুরদ্দীনকে ধৃত করিয়া আন্, আর তাহার গৃহের তাবৎ দ্রব্য লুঠ করিয়া বাটী ভাঙ্গিয়া সমভূমি করিয়া দে।

রাজা যখন এই আজ্ঞা দেন তখন শাঞ্জিয়ার নামা এক জন রাজকর্ম্মকারী তথায় উপস্থিত ছিল, ঐ ব্যক্তি পূর্ব্বে খাকান মন্ত্রির ভৃত্য ছিল পরে তাঁহার অনুগ্রহে রাজকর্ম্মে প্রবিষ্ট হইয়া ক্রমে উচ্চ পদ প্রাপ্ত হয়। সে যখন এই কথা শুনিল তখন আপন প্রতিপালক খাকান মন্ত্রির অন্ন স্মরণ করিয়া তৎপ্রতি নুরদ্দীনের স্নেহ প্রযুক্ত শহাই মন্ত্রির বিশেষ দ্বেষ জানিয়া সেনাপতি রাজবাটীর বাহির না হইতে২ গোপনে অগ্রে নুরদ্দীনের বাটীতে গিয়া তাহাকে কহিল যে এক্ষণে তোমার আর রক্ষা নাই তুমি অবিলম্বে এ স্থান পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন কর। নুরদ্দীন রাজাজ্ঞা কিছুই অবগত ছিল না, ঐ কথা শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিল ইহার কারণ কি? শাঞ্জিয়ার কহিল শহাই মন্ত্রী রাজার নিকট তোমার নামে এই২ অভিযোগ করিয়াছে, তাহাতে রাজা তোমাকে ও তোমার রূপবতী নারীকে ধরিয়া লইবার জন্য এই রূপ আজ্ঞা দিলেন, তাহারা এখনি আসিয়া পড়িবেক, অতএব

ঐ কামিনীকে লইয়া শীঘ্র পলায়ন কর; ইহা বলিয়া আপনার বস্ত্রের মধ্য হইতে ৪০ খান স্বর্ণ মুদ্রা বাহির করিয়া নুরদ্দীনের হস্তে দিয়া বলিল এই ৪০ খান স্বর্ণ মুদ্রা লও ইহাতে পথে তোমার উপকার দর্শিতে পারিবে আমার স্থানে আর মুদ্রা নাই থাকিলে অধিক দিতাম এখন ইহাই লইয়া প্রস্থান কর, বিলম্ব করিও না। নুরদ্দীন স্বীয় প্রেয়সীকে তাবদ্বিবরণ অবগত করাইলে পারস্যনারী স্থানান্তর গমনে সম্মতা হইল তাহার কেবল মুখাবরণ লইবার অপেক্ষা ছিল তাহা লইয়া উভয়ে তৎপর হওত বাটী হইতে বহির্গত হইল ইহাতে কোন বিপদ ঘটিল না পরে বিনা বিঘ্নে নগর ত্যাগ করিয়া ইউফ্রেটিস নদীর কূলে আসিয়া দেখিল যে একখান নৌকা খুলিয়া তখনি বোগদাদে যাইবে তাহাতে মহা হৃষ্ট হইয়া তদারোহণ করিল পরে নৌকা খুলিয়া দিলে পবনানুকূল্যে তখনি বাল্‌সোরা নগর ছাড়াইয়া চলিল।

নুরদ্দীন এই প্রকারে পলায়ন করিলে পর সৈন্যাধ্যক্ষ পদাতিক সমভিব্যাহারে তাহার গৃহ দ্বারে আসিয়া মহাবেগে দ্বার ঠেলিতে লাগিল, কিন্তু কেহ দ্বার খুলিয়া না দেওয়াতে দ্বার ভাঙ্গিয়া গৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক নুরদ্দীন ও তাহার প্রেয়সীর অন্বেষণ করিতে লাগিল তাহাতেও কাহাকে দেখিতে না পাইয়া প্রতিবাসিগণকে জিজ্ঞাসা করিল যে ইহারা কোথায় কিন্তু তাহারদেরও দ্বারা কোন সন্ধান হইল না সুতরাং রাজার নিকটে গিয়া ঐ বিবরণ কহিল তাহাতে রাজা আপন রাজধানীতে এই ঘোষণা করিয়া দিলেন যে যে ব্যক্তি নুরদ্দীন ও তাহার বন্দিনীকে ধরিয়া দিতে পারিবেক তাহাকে এক সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা পারিতোষিক দেওয়া যাইবে কিন্তু যদি কেহ তাহাদিগকে গোপন করিয়া রাখে তবে তাহার উৎকট দণ্ড হইবেক। পরন্তু কোন প্রকারেই তাহারদের সন্ধান হইল না। তখন শহাই মন্ত্রী আপন অন্তঃকরণে এই অনুমান করিতে লাগিল যে নৃপতি তাহার পক্ষ আছেন।

এ দিগে নুরদ্দীন ও তৎপ্রেয়সী নিরাপদে বোগ্‌দাদে আসিয়া উত্তীর্ণ হইল। নৌকা ঘাটে লাগিলে আর২ সকলে দ্রব্যাদি লইয়া স্ব২ বাস স্থানে গমন করিল নুরদ্দীনও নৌকার নাবিককে পাঁচ টী

স্বর্ণ মুদ্রা দিয়া পারস্য নারী সমভিব্যাহারে তটে উঠিল কিন্তু সে দেশে কাহারো সঙ্গে আলাপ পরিচয় ছিল না ইহাতে কোথায় যাইবে কোথায় থাকিবে এই এক টা মহা উদ্বেগ জন্মিল। অনন্তর তিগ্রিস নদী তীরস্থ উদ্যানের নিকট দিয়া অনেক ক্ষণ ইতস্তত ভ্রমণ করিল শেষে চতুর্দ্দিগে দীর্ঘ প্রাচীর বেষ্টিত এক উদ্যানের ধারে২ গিয়া এক উত্তম সান বান্ধা রাস্তায় পড়িল। ঐ রাস্তাতে উদ্যানের দ্বার ও তন্নিকটে এক মনোহর ফোয়ারা ছিল, উদ্যানের দ্বার অতি উত্তম কিন্তু রুদ্ধ ছিল, অপর চাঁদনির দুই পার্শ্বে দুই খান উত্তম কাষ্ঠাসন পাতা ছিল। নুরদ্দীন প্রেয়সীকে বলিল এই স্থান উত্তম দেখা যাইতেছে এবং রজনীও আগত প্রায়, অতএব আর কোথায় যাইব এই স্থানে অদ্য রাত্রি বাস করা যাউক। পারস্য রমণী কহিল আপনার যে মত আমারও তাহাই, এবং আপনারও শ্রান্তি বোধ হইয়াছে অতএব ক্ষতি কি এইখানে বিশ্রাম করা যাউক। ইহা বলিয়া ফোয়ারা হইতে এক অঞ্জলি জল তুলিয়া পান করিয়া দ্বারস্থিত কাষ্ঠাসনে উভয়ে শয়ন করিল এবং ক্ষণেক পরে তাহাদের নিদ্রাকর্ষণও হইল।

ঐ উদ্যানের মধ্যে হারুন আলরশীদ রাজার প্রস্তরময় মনোহর এক বৈঠকখানা ছিল তাহাকে চিত্রপুরী বলিত যেহেতু তাবৎ গৃহ চিত্রে পরিপূর্ণ ও সুশোভিত ছিল। এই পুরীর মধ্যবর্ত্তি যে এক নাট্যশালা ছিল, তাহার আশীটা জানালা এবং প্রত্যেক জানালাতে একং টা ঝাড় লট্কান ছিল, যে দিবস গ্রীষ্ম বোধ হইত সে দিবস রাজা তথায় বায়ু সেবনার্থে আসিতেন। ঐ সকল ঝাড় লণ্ঠন জ্বালিয়া দিলে সেখানে অপূর্ব্ব শোভা হইত। এই গৃহ রক্ষার ভার এক প্রাচীনের প্রতি ছিল, তাহার নাম শাহ এব্রাহেম। ঐ ব্যক্তি কোন উত্তম কর্ম্ম করিয়াছিল তাহাতে রাজা তাহার প্রতি তুষ্ট হইয়া ঐ কর্ম্ম দিয়াছিলেন কিন্তু বিশেষ আজ্ঞা ছিল যে অপর লোকে উদ্যানে না যায় এবং চাঁদনির মধ্যে কাষ্ঠাসনে কেহ বসিতে অথবা শয়ন করিতে না পায়। ঐ দিবস রক্ষক কোন কর্ম্মে গিয়াছিল সূর্য্যাস্তের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে আসিয়া দেখিল যে মশকের দংশন নিবারণ জন্য বস্ত্র মুখে দিয়া চাঁদনির ভিতর কাষ্ঠাসনে দুই ব্যক্তি

শয়ন করিয়া আছে। ইহা দেখিবা মাত্র অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া একটা যষ্টি লইয়া প্রহার করিতে গেল, কিন্তু কি মনে উদয় হইল নিকটে গিয়া দুই জনের মুখাবরণ তুলিল তাহাতে দেখিল যে পারস্য দেশীয় এক সুন্দর পুরুষ এবং এক পরম সুন্দরী রমণী শয়ন করিয়া আছে. ইহাতে প্রহার না করিয়া নুরুদ্দীনের পদে হস্ত দিয়া নিদ্রা ভঙ্গ করিল। নুরুদ্দীন ঐ শ্বেত শ্মশ্রু প্রাচীনকে পদতলে দণ্ডায়মান দেখিয়া ব্যস্তসমস্ত গাত্রোত্থান পূর্ব্বক পাতিত জানু হইয়া তাহার কর চুম্বন করত বলিল হে পিতঃ পরমেশ্বর তোমার রক্ষা করুন। বৃদ্ধ কহিল হে নন্দন তুমি কি চাহ. তোমরা কে, কোথা হইতে আসিয়াছ.। নুরুদ্দীন কহিল আমরা বিদেশী, এ দেশে নূতন আসিয়াছি অদ্য রাত্রে এখানে অবস্থিতি করিব এই বাসনা। প্রাচীন কহিল এ স্থান উত্তম নহে, আমার সঙ্গে আইস, আমি তোমারদের শয়ন জন্য উত্তম স্থান দিতেছি। ইহার ভিতরে অতি মনোহর উদ্যান আছে তাহা কল্য প্রাতে দেখিয়া অত্যন্তা-হ্লাদিত হইবে। নুরুদ্দীন জিজ্ঞাসা করিল এই উদ্যান কি তোমার। শাহ এব্রাহেম ঈষদ্ হাস্য পূর্ব্বক কহিল হাঁ এই উদ্যান আমার বটে। এই কথাতে নুরুদ্দীন তাহাকে নমস্কার করিয়া প্রেয়সীকে লইয়া তৎ সমভিব্যাহারে উদ্যান মধ্যে গমন করিল। নুরুদ্দীন বাল্সোরা নগরে অনেক২ উত্তম উদ্যান দেখিয়াছিল কিন্তু তাদৃশ অপূর্ব্ব উদ্যান কোথাও দেখে নাই। উদ্যানে ভ্রমণ করিতে২ বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিল যে তোমার নাম কি। রক্ষক বলিল আমার নাম শাহ এব্রাহেম। নুরুদ্দীন কহিল শাহ এব্রাহেম এই উদ্যান অতি উৎকৃষ্ট বটে কিন্তু আমারদের অত্যন্ত ক্ষুধা বোধ হই-য়াছে অতএব দুইটা স্বর্ণ মুদ্রা দিতেছি তুমি ইহা লইয়া আমার-দিগের জন্য কিঞ্চিৎ আহারের দ্রব্য আনিয়া দেও। উদ্যানপাল স্বর্ণমুদ্রা পাইয়া মনে২ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া তাহারদিগকে উদ্যানে রাখিয়া আহারের উদযোগে গেল। নুরুদ্দীন ও পারস্যরমণী উদ্যান ভ্রমণ করিতে২ বৈঠকখানার নিকটে গিয়া চতুর্দ্দিগ নিরী-ক্ষণ করিতে২ ক্রমে পাষাণময় সোপান দিয়া নাট্য শালার দ্বারে গিয়া উঠিল কিন্তু দ্বার রুদ্ধ থাকাতে ভিতরে যাইতে না পা-

রিয়া নীচে আসিল। তৎকালে সাহ এব্রাহেম খাদ্য দ্রব্যাদি লইয়া আসিতেছিল। নুরদ্দীন জিজ্ঞাসা করিল এব্রাহেম তুমি না বলিয়াছিলে যে এই উদ্যান তোমার। বৃদ্ধ উত্তর করিল হাঁ বলিয়াছি ও এখন তাহাই বলিতেছি। মন্ত্রিনন্দন বলিল তবে এ বৈঠকখানাও তোমার হইবে। সাহ এব্রাহেম এই প্রশ্নেতে ক্ষুব্ধ হইল কিন্তু উদ্যান আপনার বলিয়াছে অতএব বৈঠক খানাও তাহার একথা বলিল। নুরদ্দীন কহিল যদি এই বৈঠকখানা তোমার, তবে ইহার উপর আমারদিগকে লইয়া চল, আমারদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া বাহিরে দাঁড় করাইয়া রাখিবে ইহা ভাল হয় না, এই বৈঠকখানার বাহিরে যে রূপ দেখিতেছি তাহাতে ভিতর আরো ভাল হইবে বোধ হইতেছে। প্রাচীন মনেকরিল ইহার মনো রক্ষা না করিলে অতি অভদ্রতা হয় এবং সে দিবস নৃপতির আগমনের সংবাদ ছিল না অতএব ঐ স্থানেই তাহারদিগের সঙ্গে একত্রে আহারাদি করিবে এই স্থির করিয়া খাদ্য দ্রব্যাদি সোপানের উপরে রাখিয়া চাবি আনয়ন করিতেগেল, পরে চাবি ও একটা আলোক হস্তে করিয়া আসিয়া দ্বার খুলিল। নুরদ্দীন ও তৎপ্রেয়সী গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া আশ্চর্য্য২ দ্রব্যাদি দর্শন করত বেড়াইতে লাগিল। রক্ষক এক খান পালঙ্গের উপর বস্ত্র বিছাইয়া আহারের স্থান করিল তৎপরে তিন জন একত্রে ভোজনে বসিল। আহারান্তে মন্ত্রিকুমার এব্রাহেমকে জিজ্ঞাসা করিল যে পানীয় দ্রব্যাদি কিছু আমারদিগকে দিতে পার। সাহ এব্রাহেম কহিল আমি অতি উৎকৃষ্ট সরবৎ আনিয়া দিতে পারি কিন্তু আহারান্তে তৎপান সুখ জনক নহে। নুরদ্দীন কহিল সে কথা সত্য কিন্তু আমি সরবৎ চাহি না; অন্য কোন পানীয় চাহি। বোধ করি তুমি এখনও বুঝিতে পার নাই। সাহএব্রাহেম কহিল তবে বুঝি মদ্য হইবে। মন্ত্রি পুত্র কহিল হাঁ এই বার বুঝিয়াছ, তুমি যদি এক বোতল মদ্য আনিয়া দিতে পার তবে অত্যন্ত পরিতৃপ্ত হই কেননা আহারান্তে পান বিনা শয়নে সুখ হয় না, তাহা তুমিও জান। রক্ষক কহিল রাম, আমি কখন মদ্য গৃহে রাখি নাই এবং যে স্থানে মদ্য থাকে সে স্থানে পদক্ষেপ করি না, আমি

বার চতুষ্টয় মক্কা তীর্থে গিয়াছিলাম তাহাতেও কখন মদ্য স্পর্শ করি নাই। নুরদ্দীন কহিল আমি তোমাকে এক পন্থা বলিতেছি তাহাতে মদ্যালয়ে প্রবেশ অথবা মদ্য স্পর্শ করিতে হইবেক না তদ্রূপে যদি কিঞ্চিৎ মদ্য আনিয়া দেও তবে কৃতার্থ হই। সাহ-এব্রাহেম জিজ্ঞাসা করিল সে কি পন্থা শুনি দেখি। নুরদ্দীন কহিল এখনি উদ্যানের দ্বারে একটা গর্দ্দভ দেখিলাম অনুমান করি তাহা তোমারি হইবে, অতএব তোমাকে এই আর দুইটী স্বর্ণ মুদ্রা দিতেছি তুমি ঐ গর্দ্দভটা লইয়া কোন মদ্যালয়ে যাইয়া দোকানের অন্তর থাকিয়া কাহাকেও ডাকিয়া তাহাকে কিছু দিয়া বলিবে যে দুই বোতল মদ্য আনিয়া গর্দ্দভের পৃষ্ঠের দুই ছালাতে দুইটা পুরিয়া দেয় তাহার পর তুমি গর্দ্দভ তাড়াইয়া বাটী আসিবে, আমরা যাইয়া বোতল নামাইয়া লইব। মন্ত্রিতনয় দুই স্বর্ণ মুদ্রা দিলে শাহ এব্রাহেম পরম পুলকিত হইয়া তখনি মদ্যানয়নার্থ গমন করিল। সে মদ্য লইয়া আসিলে নুরদ্দীন স্বয়ং যাইয়া বোতল নামাইয়া আনিল পরে শাহ এব্রাহেম দুইটা রৌপ্যময় পান পাত্র আনিয়া দিয়া অন্তরে দাঁড়াইয়া থাকিল। মন্ত্রিপুত্র ও পারস্যনারী সুরাপানে সন্তৃপ্ত হইয়া ক্রমশঃ অনেক পান করিতে লাগিল তাহাতে মনের প্রফুল্লতা হওয়াতে নুরদ্দীন প্রেয়সীকে কহিল প্রিয়ে একটী গান শুনাও। নুরদ্দীনের বাক্যে পারস্য রূপসী একটা গান করিল তাহা অত্যুত্তম ও তচ্ছ্রবণে নুর-দ্দীন অতি মোহিত হইল। শাহ এব্রাহেম একাল পর্য্যন্ত দূরে দণ্ডায়মান ছিল, পরে নুরদ্দীন অনেক অনুরোধ করাতে একত্রে গিয়া বসিল। কিয়ৎকাল পরে নুরদ্দীন এক পাত্রে সুরা পরিপূর্ণ করিয়া তাহাকে পান করিতে দিল তাহাতে শাহ এব্রাহেম অত্যন্ত রাগিয়া উঠিল ও মদ্যপান করিল না। অনন্তর মন্ত্রিনন্দন নিদ্রা চ্ছলে শয়ন করিলে পারস্য রূপসী এক পাত্রে মদ্য পুরিয়া বৃদ্ধ-ককে এমত মধুর বাক্যে পান করিতে কহিল যে সে সে কথা অন্যথা করিতে না পারিয়া তখনি তাহার হস্ত হইতে পাত্র লইয়া পান করি-ল। এই প্রকারে একবার পান করিলে তাহার পর আর আপত্তি করিল না, মদ্যের উত্তমাস্বাদ পাইয়া আপনি সুরা ঢালিয়া

পান করিতে লাগিল। এই প্রকারে চতুর্থ পাত্র পান কালে নুরদ্দীন ছল নিদ্রা হইতে জাগ্রৎ হইয়া বৃদ্ধের মদ্যপান দৃষ্টে হাস্য করিল তাহাতে শাহ এব্রাহেম লজ্জিত হইল কিন্তু সে লজ্জা ক্ষণিক, পরে সে আরো পান করিতে লাগিল তাহাতে ক্রমে বুদ্ধির চাঞ্চল্য জন্মিল। এইরূপে প্রায় অর্দ্ধ রাত্রি গত হইলে পারস্য নারী তাহাকে কহিল হে শাহ এব্রাহেম নাট্যশালাতে এত ঝাড় লণ্ঠন আছে তুমি একটা দীপ মাত্র জ্বালিয়াছ ইহাতে ভাল আলো হয় নাই আর কএকটা বাতী জ্বালিয়া দেও। উদ্যান রক্ষক তখন মদ্যপানে জ্ঞান শূন্য ছিল. নারীকে বলিল আমি উঠিতে পারি না তুমি পাঁচ ছয় টা বাতী জ্বালিয়া দেও কিন্তু অধিক জ্বালিও না। পারস্য নারী সে কথায় মনোযোগ না করিয়া একে২ সকল লণ্ঠন জ্বালিয়া দিল। এই সকল লণ্ঠনের আলোকে গৃহ আলোকময় হইল, কিন্তু শাহ এব্রাহেম বিহ্বলতা প্রযুক্ত তাহাতে বড় মনোযোগ করিল না। ক্ষণেক পরে মন্ত্রিকুমার বলিল শাহ এব্রাহেম ঘরে এত ঝাড় রহিয়াছে একটাও কি জ্বালান যাইবে না। শাহ এব্রাহেম কহিল দুই তিন টা জ্বালাইতে চাহ জ্বালাইয়া দেও ক্ষতি নাই কিন্তু অধিক জ্বালিও না। কিন্তু সে কথা কে শুনে নরদ্দীন তখনি উঠিয়া ক্রমে২ আশী টা ঝাড়ই জ্বালিয়া তাবৎ গবাক্ষের দ্বার মুক্ত করিয়া দিল। শাহ এব্রাহেম যুবতীর সহিত হাস্যালাপে মত্ত থাকিয়া তাহা দেখিয়াও দেখিল না।

হারুন আলরসীদ নৃপতি সে দিবস তখন পর্য্যন্ত শয়ন করেন নাই, তিগ্রিস নদী তটস্থ রাজবাটীর এক কুঠরীতে বসিয়াছিলেন, তথা হইতে উদ্যান ও বৈঠকখানা উত্তম রূপে দৃষ্ট হইত. হঠাৎ গবাক্ষ দ্বার মুক্ত করাতে দেখিলেন যে বৈঠকখানা আলোকময় হইয়াছে তাহাতে অত্যন্তাশ্চর্য্য মানিয়া জাঞর মন্ত্রিকে ডাকিয়া ক্রোধ পূর্ব্বক বলিলেন ওরে অসাবধান মন্ত্রী এখানে আসিয়া দেখ্, আমি হেথা রহিয়াছি এত রাত্রিতে বৈকঠখানা উদ্দীপ্ত হইল কারণ কি, তুই কিছু অনুসন্ধান করিস্ না। মন্ত্রী এই কথা শুনিয়া কম্পান্বিত কলেবর হইয়া গবাক্ষের দ্বার দিয়া দেখিল যে বৈঠকখানা প্রকতই আলোকময় হইয়াছে তাহাতে আরো শঙ্কিত

হইল, কিন্তু রাজাকে কোন ছলে শান্তনা করিতে হইবে ইহা ভাবিয়া কহিল হে ধরণীশ্বর পাঁচ ছয় দিবস হইল শাহএব্রাহেম আমার নিকট আসিয়া মহারাজের পূর্ণ রাজ্য সময়ে এক পুণ্য কর্ম্ম করিয়া মঠাধ্যক্ষদিগকে ভোজন করাইবে এই কথা বলিয়াছিল, তাহাতে আমি তাহাকে কহিলাম যে ইহাতে আমার দ্বারা তোমার কোন উপকার হইতে পারে। শাহ এব্রাহেম কহিল যে আপনার স্থানে আমার এই নিবেদন যে পুরীর মধ্যে আমার এই কর্ম্ম হয় মহারাজকে বলিয়া অনুমতি করাইয়া দেউন। আমি কহিলাম তুমি গিয়া কর্ম্ম সমাপন কর আমি মহারাজকে জানাইব, তৎপরে এ কথা মহারাজকে নিবেদন করিতে বিস্মৃত হইয়াছিলাম, হে ধরণীনাথ এ জন্য অধীনের অপরাধ মার্জনা হউক। এই কথাতে ভূপতির ক্রোধের কিঞ্চিৎ শমতা হইলে তিনি বলিলেন মন্ত্রী তুমি যে কথা বলিলে তাহাতে দুই দোষ প্রকাশ হইতেছে, প্রথম দোষ এই যে এমন সামান্য ব্যক্তিকে এমত স্থান দেওয়া অনুচিত, দ্বিতীয় তাহার এ কর্ম্ম করণের কি অভিপ্রায় তাহা জিজ্ঞাসা কর নাই এই দুই দোষ অতি গুরুতর এবং মার্জ্জনার যোগ্য নহে, এ জন্য তোমার এই দণ্ড করিব যে অদ্য রাত্রি আমি ঐ মঠধারিদিগের সহিত যাপন করিব তোমাকেও আমার সঙ্গে রাত্রি জাগরণ করিতে হইবে, অতএব তুমি খোজাকে লইয়া ছদ্মবেশে আইস, আমিও নগর বাসির বেশ ধারণ করিতেছি। মন্ত্রির ইচ্ছা ছিল না যে রাজা গমন করেন কেননা তাহা হইলে অলীক কথা ব্যক্ত হইবে, এ জন্য বুঝাইয়া বলিল যে মহারাজ যাইবেন বটে কিন্তু অধিক রাত্রি হইয়াছে যাইতে যাইতেই মঠাধ্যক্ষেরা চলিয়া যাইবেক অতএব মিথ্যা কেন যাইবেন, বৃথা শ্রম হইবে, কিন্তু রাজা সে কথা না শুনিয়া সজ্জা করিতে আজ্ঞা করিলেন। মন্ত্রী অতিশয় শঙ্কিত হইল, কি করে রাজাজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে না পারিয়া নগর বাসির বেশ ধরিয়া আসিল। পরে তিন জনে নগরবাসির বেশে পুরী হইতে বহির্গত হইয়া ক্ষুদ্র২ গলি দিয়া শীঘ্র উদ্যানের দ্বারে গিয়া দেখিল যে দ্বার মুক্ত রহিয়াছে ইহাতে ভূপতি আরো ক্রোধিত হইলেন, অনন্তর উদ্যানে গিয়া অট্টালিকার নিকটস্থ হই-

য়া বৈঠকখানার দ্বার অৰ্দ্ধ মুক্ত থাকাতে ধীরে২ গোপন ভাবে সোপানে উঠিয়া দেখিলেন যে মঠধারী কেবল এক নারী ও এক যুবা পুরুষ শাহএব্রাহেমের সঙ্গে একত্র বসিয়া আছে। শাহএব্রা-হেম তৎকালে মদ্য পাত্র হস্তে লইয়া নারীকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছিল, হে সুন্দরি অতিপায়ির বিনা সঙ্গীতে মদ্য পান সুখ জনক হয় না, যদি বল আমি একটা গান করি, ইহা বলিয়া এক গান করিল। রাজা জ্ঞাত ছিলেন ঐ ব্যক্তি অতি ধৰ্ম্মিষ্ঠ শুদ্ধাচারী কদাচ মদ্য পান করে না, তাহাতে এই রঙ্গ দেখিয়া অতিশয় চমৎকৃত হইলেন। পরে সেইরূপে ধীরে২ নীচে নামিয়া মন্ত্রিকে বলিলেন হে মন্ত্রী তুমি যে বলিয়াছিলে মঠধারির সভা হইয়াছে কিন্তু উপরে আসিয়া দেখ যাহারা বসিয়া আছে তাহারা মঠ-ধারী কি না। এই কথা শুনিয়া মন্ত্রী মনে২ প্রমাদ গণিল, পরে উপ-রে গিয়া উঁকি মারিয়া যখন তিন ব্যক্তিকে দেখিল তখন নিশ্চয় মৃত্যু ভাবিয়া কাঁপিতে২ রাজার নিকটে আসিয়া কাষ্ঠ পুত্তলিকার ন্যায় দণ্ডায়মান হইল। রাজা কহিলেন এ কি কুরীতি, ইহারা আ-মার উদ্যানে ও বৈঠকখানাতে আপন ইচ্ছায় আসিয়া এ রূপ মদ্য পান করে ইহারা কে, যাহাহউক, এই দুই ব্যক্তিকে পরম রূপবান দেখিলাম এবং স্ত্রী পুরুষ উভয়ের এমত রূপ আমি কখন চক্ষে দেখি নাই, অতএব ইহারা কে অগ্রে জানিতে হইয়াছে, তৎপরে যাহা কর্ত্তব্য হয় করা যাইবে। ইহা বলিয়া ভূপতি পুন-রায় উপরে গেলেন, মন্ত্রীও তাঁহার পশ্চাতে চলিল। শাহ এব্রাহেম তৎকালে রমণীকে যে২ কথা বলিতেছিল তাহা সকলি শুনা যাইতে লাগিল। পারস্য নারী তাহার স্থানে একটা বাঁশী চাহি-বাতে শাহ এব্রাহেম তাহাকে একটা বংশী আনিয়া দিল ঐ বাঁশী-স্বরে স্বর সংযোগ করিয়া রমণী এমত উত্তম গান করিল যে রাজা তাহা শুনিয়া একেবারে মুগ্ধ হইলেন। গান শেষ হইলে ভূপতি নীচে যাইয়া মন্ত্রিকে বলিলেন হে মন্ত্রি আমি এমত গান ইহ জন্মে কখন শ্রবণ করি নাই, আমার নিতান্ত বাসনা যে ঐ রমণী আমার সম্মুখে গান করে, বল দেখি তাহার কি পরামর্শ। মন্ত্রী বলিল মহারাজ আপনি যদ্যপি ঘরের মধ্যে যান আর

শাহএব্রাহেম আপনাকে চিনিতে পারে তবে সে আতঙ্কে একেবারে প্রাণত্যাগ করিবেক। রাজা বলিলেন সে কথা সত্য, সে ব্যক্তি এত কাল আমার সরকারে থাকিয়া এ প্রকারে মরে ইহা আমার বাঞ্ছা নহে ভাল তোমরা এইস্থানে পাদ বিহার কর, আমি ইহার কোন উপায় দেখি, এই কথা বলিয়া ভূপাল তথা হইতে গমন করিলেন। ঐ উদ্যান তিগ্রিস নদীর সন্নিকটস্থ প্রযুক্ত রাজা এক উত্তম খাল কাটাইয়া উদ্যানের মধ্যে নদী আনাইয়াছিলেন, ঐ খালে স্রোত না থাকাতে নদী হইতে নানা জাতীয় মৎস্য আসিয়া থাকিত, ধীবরগণ তাহা জানিত কিন্তু ঐ স্থানে মৎস্য ধরিবার অনুমতি ছিল না এ জন্য মৎস্য ধরিতে পারিত না। দৈবাৎ সেই রাত্রিতে উদ্যানের দ্বার মুক্ত থাকাতে এক ধীবর উদ্যানে প্রবেশ করিয়া তথায় মৎস্য ধরিতেছিল ইতিমধ্যে রাজা তথায় উপস্থিত হইবাতে ধীবর তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া ভয়ে ভীত হইয়া রাজার পদদ্বয় ধরিয়া আপন দরিদ্রতা জানাইয়া স্তুতি-বিনতিপূর্ব্বক ক্ষমা প্রার্থনা করিল। নৃপতি তাহাতে সকরুণ হইয়া ধীবরকে বলিলেন তোর ভয় নাই তুই জাল উঠাইয়া দেখ দেখি কি মৎস্য পড়িয়াছে এই কথায় ধীবর নির্ভয় হইয়া জাল উত্তোলন করিয়া দেখিল যে পাঁচ ছয় টা বৃহৎ মৎস্য পড়িয়াছে। রাজা তন্মধ্যে বড় দুইটা মৎস্য লইয়া তরুলতা দ্বারা দুইটার মুখ একত্র বন্ধন করিয়া ধীবরকে বলিলেন তুই আমার বস্ত্রাদি লইয়া আপন বস্ত্রাদি আমাকে ছাড়িয়া দে। ধীবর তখনি স্বীয় বসন ছাড়িয়া রাজাকে দিল, রাজা ধীবর বেশ ধারণ করিয়া আপন বহুমূল্য বস্ত্রাদি ধীবরকে দিয়া তাহাকে প্রস্থান করিতে বলিলেন। ধীবর রাজার বস্ত্রাদি পাইয়া পরমাহ্লাদে গমন করিল। রাজা ধীবর বেশে দুইটা মৎস্য হস্তে লইয়া মন্ত্রির নিকটে দণ্ডায়মান হইলেন। মন্ত্রী তাঁহাকে চিনিতে না পারিয়া বলিল ওরে বেটা জালিয়া তুই এখানে কিজন্য, চলিয়া যা। এই কথা শুনিয়া রাজা হাসিলেন তাহাতে মন্ত্রী ছদ্মবেশ বুঝিতে পারিয়া সবিনয়ে বলিলেন হে ধরণীনাথ আপনি কি এই বেশে আসিয়াছেন, আমি তাহা বুঝিতে না পারিয়া আপনাকে

কটু কহিলাম, তাহা মার্জ্জনা করিতে আজ্ঞা হয়। রাজা বলিলেন তুমি ও মসরূপ খোজা উভয়ে এই স্থানে থাক আমি গিয়া উপরে এক কাব্য করিতেছি, ইহা বলিয়া ভূপাল উপরে গিয়া দ্বার ঠেলিতে লাগিলেন। নুরদ্দীন তাহা দেখিয়া শাহএব্রাহেমকে কহিল, দেখ কে আসিয়াছে। শাহ এব্রাহেম জিজ্ঞাসা করিল কে হে, ইহাতে রাজা দ্বার মুক্ত করিয়া দ্বারের নিকট দাড়াইয়া বলিলেন আমি ধীবর, অদ্য তোমার বন্ধুগণ আসিয়াছেন তাহা শুনিয়া আমি দুই টা উত্তম বৃহৎ মৎস্য ধরিয়াছি, ইহাতে কি প্রয়োজন আছে? মৎস্য নাম শ্রবণে নুরদ্দীন ও পারস্য নারী অত্যন্ত হৃষ্ট হইয়া শাহ এব্রাহেমকে বলিল ধীবরকে ডাক কেমন মৎস্য দেখা যাউক। শাহএব্রাহেম মদ্য পানে মত্ত মুখ হইতে বাক্য পরিষ্কার রূপে বাহির হয় না দ্বারের দিকে ঘাড় ফিরাইয়া ধীবর বিবেচনাতে তোতো করিয়া রাজাকে বলিল ওরে বেটা চোর তুই এমনি করিয়া নিত্য২ মৎস্য চুরি করিস্ নিকটে আয় তোর কেমন মৎস্য দেখি। রাজা ধীবর ভঙ্গিতে নিকটে গিয়া মৎস্য দেখাইলেন। পারস্য নারী কহিল আহা, উত্তম মৎস্য বটে, পাক হইলে আহার করা যাইতে পারে। শাহ এব্রাহেম বলিল ওরে ধীবর নারী যাহা কহিল তাহা সত্য, মৎস্য ভাল বটে কিন্তু রন্ধন না হইলে তোর মৎস্য লইয়া কি করিব, আমার রন্ধন শালায় সকল দ্রব্য প্রস্তুত আছে, তুই সেখানে গিয়া মৎস্য ভাজিয়া আন্। এই কথাতে রাজা উপর হইতে আসিয়া মন্ত্রিকে বলিলেন মন্ত্রী আমি উত্তম কাব্য করিয়া আসিয়াছি, কিন্তু মৎস্য ভাজিয়া আনিতে কহিল। মন্ত্রী বলিল আমাকে মৎস্য দেউন আমি শীঘ্র প্রস্তুত করিয়া আনিতেছি। নৃপতি কহিলেন না আমিই তাহা করিব যখন ধীবর হইতে পারিয়াছি তখন রন্ধন কারীও হইয়া দেখি। এই কথা বলিয়া ধরণীশ্বর শাহএব্রাহেমের রন্ধনাগারে গমন করিলেন মন্ত্রী ও মসরূপ খোজা তাহার পশ্চাৎ২ গেল। রন্ধন শালা যদিও ক্ষুদ্র তথাপি কোন সামগ্রীর অভাব ছিল না তাহাতে তিন জনে তৎপর হইয়া ত্বরায় মৎস্য ভাজিল তদনন্তর তিন খান পাত্রে ভাজা মৎস্য সাজাইয়া এক২ পাত্রে এক২ টা নেবু দিয়া তাহা

লইয়া রাজা উপরে গেলেন। নুরদ্দীন ও পারস্য রূপসী এবং শাহ এব্রাহেম আহ্লাদ পূর্ব্বক মৎস্য ভক্ষণ করিল, ভোজন কালে রাজা সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া রহিলেন। আহারান্তে নুরদ্দীন রাজার প্রতি দৃষ্টি করিয়া বলিল ধীবর তুই যে মৎস্য ভাজা খাওয়াইলি তাহা বড় পরিপাটী হইয়াছিল এমত মাছ কখন খাই নাই ইহা বলিয়া সাঞ্জিয়ারের দত্ত ৪০ স্বর্ণমুদ্রার অবশিষ্ট যে ৩০ স্বর্ণমুদ্রা বস্ত্রের ভিতর ছিল তাহা বাহির করিয়া গাঁজিয়া শুদ্ধ রাজাকে দিয়া বলিল এই নে আমার নিকটে যাহা ছিল সকল তোকে দিলাম যদি আর কিছু থাকিত তাহাও দিতাম। রাজা ঐ স্বর্ণ থলি লইয়া নুরদ্দীনকে নমস্কার করিয়া বলিলেন, হে মহাশয় আপনার যে রূপ সৌজন্য তাহা কি বলিব, মহাশয়ের নিকটে অদ্য পরম লাভ হইল, কিন্তু আপনকার স্থানে আর এক যাচ্ঞা করি, ঐ একটা বংশী পড়িয়া রহিয়াছে দেখিতেছি অনুমান করি এই রমণী তাহা বাজাইতে পারেন, যদি ঐ বংশীটা একবার অনুগ্রহ করিয়া বাজান তবে আমি পরম সন্তুষ্ট হইয়া ঘরে যাই, আমি বাঁশী স্বর শুনিতে বড় ভাল বাসি। নুরদ্দীন তখনি প্রেয়সীকে সম্বোধন করিয়া বলিল হে প্রিয়ে তবে একবার বাঁশীটা বাজাইয়া ধীবরকে সন্তুষ্ট কর। রমণী অমনি বাঁশী লইয়া তাহাতে স্বর মিলাইয়া এমন রাগ তাল মানে গান করিল যে রাজা একেবারে বিস্মিত হইলেন এবং বাদ্য সমাপন হইলে বলিলেন আহা, কি অপূর্ব্ব গান শুনিলাম, কি চমৎকার স্বর, কি তান, কি গুণ পনা, বলিহারি যাই, এমন গান ও বাদ্য কখন শুনি নাই। নুরদ্দীন প্রশংসার দাস কেহ প্রশংসা করিলে তাহাকে সর্ব্বস্ব দিয়া ফেলে, ধীবরের প্রশংসা শুনিয়া বলিল ধীবর তোর সঙ্গীত বোধ আছে অতএব তুই যদি এই নারীর গুণে সন্তুষ্ট হইলি তবে তোকে এ নারী অর্পণ করিলাম, তুই ইহাকে লইয়া যা। পারস্য নারী কহিল মহাশয় একি কথা বলিতেছেন আমাকে কিজন্য ত্যাগ করিবেন।

রাজা নুরদ্দীনের বাক্যে বিস্ময়ান্বিত হইয়া তাহাকে বলিলেন মহাশয়ের বাক্য দ্বারা বোধ হইতেছে যে এই পরম রূপসী অসাধারণ সর্ব্বগুণান্বিতা যাহাকে আমাকে প্রদান করিবেন ইনি

আপনার ক্রীত দাসী হইবেন, আপনি ইহার সর্ব্বময় কর্ত্তা। নুরদ্দীন বলিল হাঁ তোর কথা যথার্থ এই নারী আমার ক্রীত দাসী কিন্তু এই নারীর জন্য আমার যে সকল বিপদ ঘটিয়াছে যদি তুই তাহা শুনিস্ তবে আশ্চর্য্য হইবি। রাজা বলিলেন হে মহাশয় কি বিপদ হইয়াছিল আমাকে বলিতে আজ্ঞা হউক। এই কথায় নুরদ্দীন আপন পিতা কর্ত্তৃক পারস্য দাসীর ক্রয় অবধি তখন পর্য্যন্ত যেং ঘটনা হইয়া ছিল তাহা সকল কহিল। রাজা তদ্বিবরণ শুনিয়া প্রকারান্তরে জিজ্ঞাসা করিলেন এইক্ষণে তোমরা কোথায় গমন করিবে। নুরদ্দীন বলিল পরমেশ্বর যথায় লইয়া যাইবেন সেইখানে যাইব। রাজা কহিলেন তোমার আর অধিক দূর গমনের প্রয়োজন নাই এখান হইতে ফিরিয়া বালসোরা নগরে পুনর্গমন কর, আমি রাজাকে এক পত্র লিখিয়া দিতেছি, তাহা তাঁহাকে দিলে তিনি তোমার যথেষ্ট সম্মান করিবেন আর কোন ব্যক্তি তোমার প্রতিকূলাচরণ করিতে পারিবে না। নুরদ্দীন উত্তর করিল ধীবর তুই যে কথা বলিলি ইহাতে বড় আশ্চর্য্য জ্ঞান হইল, ধীবরের সঙ্গে রাজাদের পত্র লেখালিখি হয় এ কথা কখন শুনি নাই, এই শুনিলাম। রাজা বলিলেন ইহাতে কিছু চমৎকার নাই, ঐ রাজা ও আমি উভয়ে একত্র এক শিক্ষকের নিকট বিদ্যাভ্যাস করিয়াছিলাম তাহাতে অত্যন্ত প্রণয় আছে। এই কথা বলাতে নুরদ্দীন আর কোন উত্তর করিল না। পরে রাজা তথায় বসিয়া বালশোরাধিপতিকে এক পত্র লিখিয়া দিলেন তাহার শিরোভাগে, পরম করুণাময় পরমেশ্বরের নামে পত্র লিখি ইহা লেখা রহিল, তাহার তাৎপর্য্য এই যে এ আজ্ঞা কদাচ লঙ্ঘন না হয় তৎপরে এই রূপ আজ্ঞা লিখিলেন যে খাকান মন্ত্রির পুত্র নুরদ্দীন তোমাকে এই পত্র প্রদান করিবেন পত্র পাঠ তুমি তাহাকে আপন রাজপরিচ্ছদ পরিধান করাইয়া সিংহাসনারূঢ় করাইবে ইত্যাদি।

পত্র লেখা হইলে ভূপতি তাহার তাৎপর্য্য প্রকাশ না করিয়া মোহর করিয়া নুরদ্দীনের হস্তে দিয়া বলিলেন এখানে আর কাল

রোহণ করিয়া থাকুন কল্য প্রত্যূষে বালশোরাতে যাত্রা করিবেন। নরদ্দীন পত্র লইয়া তখনি প্রস্থান করিল, তাহার গমনে পারস্য রূপসী অতিশয় কাতরা হইয়া রোদন করিতে লাগিল।

শাহ এব্রাহেম তখনও রাজাকে ধীবর জ্ঞান করিয়া ধীবর তুই দুই টা মৎস্য মাত্র আনিয়া ছিলি তাহার মূল্য উদ্ধ সংখ্যায় বিশ-পয়সা হইবে তাহাতে এক নারী ও এক থলিয়া টাকা পাইয়াছিস্ এ সকল তুই একা লইতে পারিবি না আমাকেও অংশ দিতে হইবে, নারী ভোগের অংশ অর্দ্ধার্দ্ধী অবশ্যই হইবেক কিন্তু থলিয়াটা আন দেখি তাহাতে কি আছে, যদি টাকা থাকে তবে তুই একটা পাইবি কিন্তু যদি স্বর্ণমুদ্রা হয় তবে তাহার কিছুই পাইবি না তৎ-পরিবর্ত্তে ততগুলা পয়সা দিব।

ইহার পর যাহা কথিত হইবে তাহা সহজে বোধ গম্য হয় এজন্য শাহরজাদী বলিল মহারাজ মৎস্য ভাজা হইলে হারুন আল রশীদ নৃপতি মন্ত্রিকে রাজবাটী হইতে রাজপরিচ্ছদ আনিয়া চারি জন ভৃত্যকে বৈঠকখানার এক দিগে দাঁড়াইয়া থাকিতে আজ্ঞা দিয়াছিলেন তাহার কারণ যদি আবশ্যক হয় তবে সঙ্কেত মাত্রে তাহারদিগকে নিকটে লইয়া আসিবেন। মন্ত্রী তদাজ্ঞানুরূপে খোজাকে ও চারিজন ভৃত্যকে লইয়া নিযোজিত স্থানে দণ্ডায়মান ছিল।

শাহএব্রাহেমের কথা শুনিয়া রাজা কহিলেন থলিয়াতে কি আছে তাহা জানি না, স্বর্ণমুদ্রা অথবা রৌপ্য মুদ্রা যাহা থাকুক অর্দ্ধার্দ্ধী অংশ করিয়া দিব কিন্তু নারী বিষয়ে অংশ হইতে পারিবেক না, আমি তাহাকে একাই লইব, ইহাতে যদি সম্মত হও ভালই, নতুবা কিছুই পাইবা না। এই কথাতে শাহ এব্রাহেমের অত্যন্ত রাগ উপস্থিত হইল, এবং রাজাকে মারিতে প্রস্তুত হইল কিন্তু প্রহারের কোন দ্রব্য না পাইয়া এক খান চীনার বাসন ফেলিয়া মারিল, সে বাশন খান রাজার অঙ্গে না লাগিয়া ভূমিতে পড়িয়া চূর্ণ হইয়া গেল, তাহাতে আরো ক্রোধাবিষ্ট হইয়া একটা বাতি হস্তে করিয়া টলিতে২ উঠিয়া প্রহার যন্ত্র আ-নিতে গেল। এই সময়ে ভূপাল করধ্বনি করিলেন তাহাতে মন্ত্রী ও

খাজা ও চারিজন অনুচর আসিয়া তাঁহার ধীবর বেশ ত্যাগ করাইয়া রাজ পরিচ্ছদ পরাইল। রাজা বস্ত্রাদি পরিধান করিয়া হর্ষযুক্ত হইয়া মণিসিংহাসনে গিয়া বসিলেন এবং মন্ত্রী ও খোজাধ্যক্ষ দুই জনে দুই পার্শ্বে দাঁড়াইল।

শাহএবাহেম ধীবরকে প্রহার করিবার জন্য একটা মোটা ছড়ী লইয়া ত্বরায় আসিতেছিল, আসিয়া দেখিল যে ধীবরের বস্ত্রাদি ঘরের মধ্যস্থানে পড়িয়া আছে, মহারাজাধিরাজ হারুন আল রশীদ ভূপতি সিংহাসনে বিরাজ করিতেছেন, ইহাতে একেবারে বিস্ময়ে কম্পান্বিত কলেবর হইয়া ছড়ী নিক্ষেপ করত ভূমিষ্ঠ হইয়া কহিল হে ধরণিনাথ এই অধম অতি কুকর্ম্ম করিয়াছে, তজ্জন্য অধীনের প্রতি কৃপা করিয়া তাহার প্রাণ রক্ষা করুন। রাজা সিংহাসন হইতে অবরোহণ করিয়া শাহএব্রাহেমকে বলিলেন, শাহ এব্রাহেম তোমাকে মার্জ্জনা করিলাম তুমি ভূমি হইতে উঠ, তৎপরে পারস্য নারীর নিকটে যাইয়া কহিলেন হে সুন্দরি তুমি গাত্রোত্থান করিয়া আমার সঙ্গে আইস এখনি যাহাং দৃষ্টি করিলে তাহাতে বোধ হইয়া থাকিবে আমি নুরদ্দীনের প্রতি যে সৌজন্য করিয়াছি তত্তুলনা অসম্ভব কিন্তু যদিও তিনি তোমাকে অকাতরে দান করিয়াছেন, তথাপি আমি তোমার অমর্য্যাদা করিব না, আমি নুরদ্দীনকে বালসোরার রাজা করিয়া পাঠাইয়াছি এবং রাজ সনন্দ প্রেরণ কালে তোমাকে তথায় প্রেরণ করিব তুমি রাজরাণী হইবে যেপর্য্যন্ত তাহা না হয় সে পর্য্যন্ত আমার পুরীতে অসিয়া বাস কর তথায় তোমার যথা যোগ্য সমাদর হইবে।

পারস্য নারী ঐ সকল বাক্যে জীবন প্রাপ্ত হইয়া পরম প্রেমের পাত্র নুরদ্দীন রাজা হইলেন ইহাতে আনন্দ সাগরে ভাসিল, পরে রাজা তাহাকে আপন অন্তঃপুরে লইয়া গিয়া রাণীকে নুরদ্দীনের সৌজন্যের তাবৎ কথা বলিয়া তাহাকে সমর্পণ করিলেন এবং যাহাতে তাহার মান মর্য্যাদার ত্রুটি না হয় তাহা করিতে বলিলেন।

এদিগে নুরদ্দীন নির্বিঘ্নে বালশোরা নগরে উপনীত হইয়া

কোন বন্ধু বান্ধবের সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া একেবারে রাজ সভায় উপস্থিত হইল। রাজা তৎকালে বিচার করিতেছিলেন এবং রাজসভা লোকে পরিপূর্ণ ছিল। নুরুদ্দীন রাজপত্র হস্তে করিয়া ঊর্দ্ধ হস্তে যাইবাতে সকল লোক অন্তর হইল পরে রাজার হস্তে পত্র অর্পণ করিল। রাজা পত্র খুলিয়া যেমত পাঠ করিতে লাগি-লেন তেমনি তাহার বর্ণ মলিন হইতে লাগিল, পরে রাজপত্র চুম্বন করিয়া রাজাজ্ঞা পালনে উদ্যত হইলেন কিন্তু কি মনে হইল সেই পত্র খানি মন্ত্রিকে একবার দেখিতে দিলেন। মন্ত্রীও পঠ করিয়া অত্যন্ত বিস্ময়যুক্ত হইল কিন্তু রাজাজ্ঞা পালন করিতে না হয় মনে২ তাহার এক উপায় স্থির করিয়া পত্র পাঠ হয় নাই এই ভাবে অন্য দিগে মুখ ফিরাইয়া পত্র খান আলোতে পড়িবে এই ভঙ্গি করিয়া পাঠ করিতে লাগিল, পড়িতে২ যে স্থলে আজ্ঞা পালন বোধক শব্দে পরমেশ্বরের নাম ছিল সেই স্থলে কৌশল পূর্ব্বক ছিঁড়িয়া গ্রাস করিয়া দিল তাহা কেহ দেখিতে পাইল না, পরে রাজার হস্তে পত্রার্পণ করিয়া চুপে২ জিজ্ঞাসা করিল মহারাজ এ বিষয়ে কি স্থির করিয়াছেন। রাজা উত্তর করিলেন মহারাজাধিরাজ হারুণ ভূপতি যে আজ্ঞা করিয়াছেন তাহা পালন ব্যতিরেকে আর কি করিতে পারি, অবশ্যই পালন করিতে হইবেক। মন্ত্রী বলিল যাহা করিতে হইবে তাহা বিবেচনা পূর্ব্বক করিবেন, এই পত্র হারুন নৃপতি লিখিয়াছেন ইহাতে সন্দেহ নাই. কিন্তু আজ্ঞা পালন বোধক যে চিহ্ন পত্রোপরি থাকে তাহা এই পত্রে নাই, অতএব অনুমান হই-তেছে যে এ ব্যক্তি রাজার নিকট আমারদিগের গ্লানি করিয়াছিল তাহাতে বিদ্রূপাভাসে এই পত্র দিয়া থাকিবেন কিন্তু ইহা পালন হয় এমত তাঁহার বাসনা না থাকিবেক তাহা হইলে রাজ সনন্দ প্রেরিত হইত তাহা আইসে নাই, অতএব এ আজ্ঞা কি রূপে পালন করা যাইতে পারে। ঐ রাজা প্রথম পাঠ কালে পত্রের শিরোভাগে উক্ত চিহ্ন দৃষ্টি করিয়াছিলেন, কিন্তু তৎকালে বুদ্ধি বিভ্রম প্রযুক্ত মনে করিলেন মন্ত্রী যাহা বলিতেছে তাহাই বা হইবে অতএব নুরু-দ্দীনকে মন্ত্রি হস্তে সমর্পণ করিলেন। মন্ত্রী তাহাকে অত্যন্ত অস-ম্মান পূর্ব্বক স্বীয় ভবনে লইয়া গেল তথায় সাংঘাতিক প্রহার

করিয়া আজ্ঞা দিল যে তাহাকে কারাগারের মধ্যে অতি কুৎসিত স্থানে বদ্ধ করিয়া রাখে এবং আহারার্থ রুটী ও জল ভিন্ন অন্য কিছু না দেয়। নুরদ্দীন মন্ত্রির নিষ্ঠুর প্রহারে মৃতবৎ হইয়াছিল চৈতন্য হইলে যখন দেখিল যে তাহাকে অতি কদর্য্য কারাগারে রাখিয়াছে তখন অত্যন্ত বিলাপ করিয়া কহিল হে ধীবর তোর মনে এই ছিল, তোর কথায় বিশ্বাস করাতে আমার এই দশা হইল, তোর প্রতি আমি যে সৌজন্য প্রকাশ করিয়াছিলাম তাহার কি এই পুরস্কার, যাহা হউক, পরমেশ্বর তোর মঙ্গল করুন, তোর এমন কুঅভিপ্রায় ছিল আমি বুঝিতে পারি নাই, শীঘ্র আমার প্রাণত্যাগ হউক।

নুরদ্দীন এইরূপে ছয় দিবস পর্য্যন্ত রহিল তাহার যন্ত্রণা দেখিয়া শান্ত্বনা করে এমন এক প্রাণী ছিল না, কিন্তু মন্ত্রী যে তাহাতেই ক্ষান্ত হইয়া থাকিল এমত নহে তাহাকে অত্যন্ত অপমানাবস্থায় নষ্ট করে এমত বাসনা করিল কেবল সহসা আপন আজ্ঞায় তাহা করিতে পারিল না তথাপি খল স্বভাব প্রযুক্ত স্বীয় ভৃত্যগণের হস্তে ও মস্তকে বিবিধ মূল্যবান্ সামগ্রী দিয়া তাহারদিগকে রাজার সমীপে লইয়া গিয়া ভূপতিকে বলিল হে ধরণীশ্বর নব নৃপতি নব রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া আপনাকে এই সকল উপঢৌকন পাঠাইলেন। এই কথা শুনিয়া বাল্সোরাধিপতি অত্যন্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কহিলেন কি, সে নরাধম এখন পর্য্যন্ত জীবন ধারণ কয়িয়া আছে, আমি জানিতাম তাহাকে সংহার করা গিয়াছে। মন্ত্রী কহিল হে ধরণীপাল আপনকার বিনা আদেশে আমি তাহা কি রূপে করিতে পারি। নৃপতি কহিল তুমি এখনি গিয়া তাহার মস্তক চ্ছেদন কর আমি আজ্ঞা দিলাম। মন্ত্রী কহিল যে আজ্ঞা, কিন্তু আপনি অবগত আছেন ঐ নুরদ্দীন আমার কি পর্য্যন্ত অপমান করিয়াছিল অতএব আমার এই নিবেদন যে সহরে ঘোষণা দিয়া নগরস্থ তাবল্লোককে একত্র করিয়া রাজপুরীর সম্মুখে তাহার মস্তক চ্ছেদন করা যায়, তাহা হইলেই আমার অভিলাষ সিদ্ধ হয়। রাজা তাহাতে সম্মত হইল, পরে ঐ সমাচার ব্যক্ত করাতে নগর মধ্যে মহা শোক ধ্বনি পড়িল। অনন্তর মন্ত্রী স্বীয় বিংশতি

জন সহকারী ভৃত্য সমভিব্যাহারে কারাগার হইতে নুরদ্দীনকে বাহির করিয়া বিনা আসনে একটা লোকযুক্ত অশ্বে আরোহণ করাইয়া রাজপুরীর সম্মুখে আনিল। নুরদ্দীন জীবনাশা পরিত্যাগ করিয়া বলিল অরে পাপিষ্ঠ এখন তোর বল ও জয় বটে কিন্তু শাস্ত্রে লিখিয়াছে যে ব্যক্তি যে রূপ করে তাহাকে শীঘ্র সেইরূপ হইতে হয় ইহা জানিয়া আমি মনকে প্রবোধ দেই। মন্ত্রী সে কথায় উত্তর না করিয়া আপন অস্ত্রধারী-ভৃত্যগণকে আজ্ঞা দিল নুরদ্দীনকে বেষ্টন করিয়া বধ স্থানে লইয়া যাও এবং আপনিও পশ্চাৎ২ চলিল। দেশস্থ সমস্ত লোক মন্ত্রি পুত্রের এই দুর্দ্দশা দেখিয়া অতিশয় খেদ করিতে লাগিল এবং তাহারদের এমত রাগ উদয় হইল যে ইষ্টক দ্বারা মন্ত্রির মস্তক চূর্ণ করে, কিন্তু প্রথমে কেহ পথ দেখাইল না এ জন্য হইল না। অনন্তর নুরদ্দীনকে বধ মঞ্চের নিকট আনিলে মন্ত্রী তাহাকে জল্লাদের হস্তে সমর্পণ করিয়া তাহার শোণিত দর্শনাভিলাষি রাজার নিকটে সমাচার দিতে গেল। রাজসেনা ও মন্ত্রির অনুচর সকলে নুরদ্দীনকে বধ মঞ্চের উপর তুলিয়া বেষ্টন করিয়া থাকিল। নগরস্থ লোকেরা তাহাকে বল পূর্ব্বক লইয়া যায় এমত চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু সেনাগণ সতর্ক থাকাতে পারিল না, তথাপি সেনারা অতি ব্যস্ত রহিল। অভাগা নুরদ্দীন মরণ কালে পথিকদিগের প্রতি চাহিয়া কহিল হে পথিকগণ তোমারদের কাহার অন্তঃকরণে যদি কিছু করুণা থাকে তবে আমাকে কিঞ্চিৎ বারি দান কর তৃষ্ণায় আমার কণ্ঠ শুষ্ক হইয়াছে ইহাতে পথিকেরা তাহাকে কিঞ্চিৎ জল আনিয়া দিল। মন্ত্রী ছাদের উপর হইতে জল্লাদকে পনঃ২ কহিতে লাগিল ওরে জল্লাদ তুই কি জন্য বিলম্ব করিতেছিস্, শীঘ্র শির শ্ছেদন কর। এই নিষ্ঠুরাজ্ঞা শুনিয়া দর্শক মণ্ডলী মধ্যে মহা শোক ধ্বনি উঠিল এবং জল্লাদও খাড়া লইয়া প্রস্তুত হইল কেবল রাজাজ্ঞা দেওনের অপেক্ষা ছিল এমত সময়ে দৃষ্টহইল কতক গুলা অশ্বারোহী সৈন্য দ্রুতগামী হইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পুরী লক্ষ্যে আসিতেছে, তদ্দৃষ্টে রাজা সন্দিগ্ধ হইলেন, মন্ত্রী তাহা বুঝিতে পারিয়া রাজাকে বলিল মহারাজ কেন বিলম্ব করিতেছেন শীঘ্র ছেদন আজ্ঞা দেউন।

রাজা উত্তর করিলেন এই যে সেনাগণ আসিতেছে ইহারা কে অগ্রে দেখা যাউক পরে আজ্ঞা দিতেছি, ইহা বলিয়া নুরদ্দীনের মস্তক ছেদন স্থগিত রাখিলেন। অনন্তর ঐ সৈন্যগণ নিকটস্থ হইলে দেখিলেন যে মহারাজাধিরাজের মন্ত্রী জায়ার সেনা সমভিব্যাহারে আসিয়া উপস্থিত। ঐ মন্ত্রির আগমনের কারণ এই, নুরদ্দীনকে বাল্সোরায় প্রেরণ করণানন্তর হারুন নৃপতি কয়েক দিবস পর্য্যন্ত সনন্দ প্রেরণ করিতে বিস্মৃত হইয়াছিলেন, এক দিবস অন্তঃপুরে পারস্য নারীকে দেখিয়া স্মরণ হইল যে নুরদ্দীনকে রাজ সিংহাসনে স্থাপন জন্য সনন্দ প্রেরিত হয় নাই, ইহাতে অনেক খেদ করিয়া তখনি মন্ত্রিকে কহিলেন যে মন্ত্রী একটা বড় কুকর্ম্ম হইয়াছে, নুরদ্দীনকে সংস্থাপনের সনন্দ প্রেরণ করি নাই ইহাতে বাল্সোরার রাজা তাহাকে নষ্ট করিল কি রাখিল বুঝিতে পারি না অতএব এখনি সনন্দ লিখিয়া পাঠাও, আর কাল বিলম্ব করা যাইতে পারে না, এবং তুমিও এই দণ্ডে আপন লোক লস্কর লইয়া অশ্ব যোগে বালশোরাতে গমন কর, যদি তথায় গিয়া দেখ যে নুরদ্দীনকে বিনাশ করিয়াছে তবে তখনি সহাই মন্ত্রীকে বধ করিবা কিন্তু যদি নুরদ্দীন জীবদ্দশায় থাকে তবে রাজা ও তন্মন্ত্রি সমভিব্যাহারে তাহাকে এখানে লইয়া আসিবে। এই আজ্ঞা প্রাপ্ত মাত্রে মন্ত্রী আপন অনুচরগণ সমভিব্যাহারে অশ্বারোহণ পূর্ব্বক ঊর্দ্ধশ্বাসে বালশোরাতে আগমন করিতেছিলেন, তাহাদিগকে নিকটবর্ত্তি দেখিয়া নগরস্থ লোকেরা ভিড় ছাড়িয়া দিয়া নুরদ্দীনের মার্জ্জনা হউক এই কথা মহা কলরব পূর্ব্বক বলিতে লাগিল। মন্ত্রী অনুচরগণ সমভিব্যাহারে একেবারে রাজবাটীর সোপান পর্য্যন্ত গেলেন। বালশোরাধিপতি মন্ত্রিকে দেখিয়া আস্তে ব্যস্তে উপর হইতে অভ্যর্থনা করিতে২ নীচে আসিলেন, মন্ত্রী প্রথমত নুরদ্দীনের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। তদনন্তর তাহাকে তথায় আনয়ন করিতে বলিলেন, রাজার আজ্ঞানুসারে শহাই মন্ত্রী তখনি তাহাকে বন্ধনাবস্থায় আনিয়া উপস্থিত করিল মহারাজের মন্ত্রী জায়ার নুরদ্দীনের বন্ধন মোচন করাইয়া ঐ রজ্জু দ্বারা তখনি শহাই মন্ত্রিকে বন্ধন করিতে আজ্ঞা দিলেন। তদনন্তর বালশোরাতে এক রাত্রি মাত্র

অবস্থিতি করিয়া পরদিবস রাজা ও মন্ত্রী ও নুরদ্দীনকে লইয়া বোগদাদে প্রত্যাগমন করিলেন।

মন্ত্রী বোগদাদে প্রত্যাগত হইয়া রাজার নিকটে নুরদ্দীন ও তৎ শত্রুগণকে উপস্থিত করত ভ্রমণের বিবরণ বিশেষত শহাইর পরামর্শ ক্রমে বালশোরারাজ নুরদ্দীনের প্রতি যে সকল অত্যাচার করিয়াছিল তাহা বিস্তার করিয়া বলাতে রাজা আজ্ঞা দিলেন যে নুরদ্দীন তুমি আপন হস্তে শহাইর মুণ্ড ছেদন কর। নুরদ্দীন বলিল হে ধরাধর যদিও এই পাপিষ্ঠ আমার জীবন নাশের চেষ্টা পাইয়াছিল, এবং যাবজ্জীবন আমার পিতার সঙ্গে শত্রুতাচরণ করিয়াছে তথাপি তাহার শোণিত হস্তের কলঙ্ক হয় ইহা আমার বাঞ্ছা নহে এই কথা শুনিয়া হারুণ আল রশীদ নৃপতি নুরদ্দীনের সৌজন্যের অনেক ধন্যবাদ করিলেন, তৎপরে ঘাতুক পুরুষ দ্বারা শহাইর শিরশ্ছেদ করিয়া নুরদ্দীনকে বালশোরার রাজত্ব গ্রহণ করিতে বলিলেন। নুরদ্দীন কহিল মহারাজ এ বিষয়ে আমাকে ক্ষমা করিবেন বালশোরা নগরে আমি যে যন্ত্রণা পাইয়াছি তাহাতে ঐ স্থানের প্রতি আত্যন্তিক ঘৃণা জন্মিয়াছে এজন্য সেই স্থানে পুনর্ব্বার বাস করিতে আমার বাসনা নাই, মহারাজের নিকটে থাকিয়া যদ্যপি প্রতিপালন হই তহাতেই রাজ্যলাভের অধিক জ্ঞান করিব। এই কথা শুনিয়া হারুণ আলরশীদ নৃপতি তাহাকে আপনার অতি বিশ্বাসী ও প্রিয় অমাত্য গণের মধ্যে গণনীয় করিয়া পারস্য রূপবতীকে জিজ্ঞাসা পূর্ব্বক প্রচুর ঐশ্বর্য্য প্রদান করিয়া আপনার নিকটেই রাখিলেন তাহাতে নুরদ্দীন ও পারস্য নারী পরমানন্দে কাল হরণ করিতে লাগিল।

বালশোরাধিপতির প্রতি রাজা কোন মন্দাচরণ করিলেন না কেবল কহিলেন মন্ত্রী মনোনীত বিষয়ে সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য এই বলিয়া তাহাকে বালশোরা দেশে পুনঃ প্রেরণ করিলেন।

খোদাদাদ ও তাহার সহোদরের কথা।

যে সকল গ্রন্থ কারেরা ডাইয়ার বেকর রাজধানীর ইতিহাস লিখিয়াছেন তাহারা কহেন জেহারাণ নগরে এক জন পরাক্রম শালী রাজা ছিলেন তিনি প্রজাগণকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন, এবং

প্রজারাও তাঁহাকে অতিশয় ভাল বাসিত। ঐ ভূপাল সর্ব্বগুণ ভূষিত ছিলেন, কিন্তু অসুখের বিষয় এই যে সন্তানাদি ছিল না তাহাতে পুত্রের কামনাতে সর্ব্বদা যাগ যজ্ঞ দান ধ্যান করিতেন। এক দিবস নিদ্রাকালে স্বপ্ন যোগে দেখিলেন যে এক মনোহর পুরুষ অর্থাৎ এক মহর্ষি তাঁহার সম্মুখে আসিয়া তাঁহাকে এই রূপ বলিতেছেন হে নরেন্দ্র তুমি আর চিন্তা করিও না তোমার মনস্কামনা সিদ্ধ হইবেক তোমার নিদ্রাভঙ্গ হইলে তুমি গাত্রোত্থানানন্তর ঈশ্বরারাধনা করিয়া দুই বার পাতিতজানু হইও তৎপরে উদ্যানে গিয়া উদ্যান রক্ষককে ডাকিয়া একটী দাড়িম্ব আনিতে কহিও উদ্যানপাল দাড়িম্ব আনয়ন করিলে তোমার যতগুলি পুত্রের বাঞ্ছা ততগুলি বীজ ভক্ষণ করিও, ইহা করিলেই তোমার মনস্কামনা সিদ্ধ হইবেক। এই কথা বলিয়া মহর্ষি অন্তর্ধান হইলেন।

ভূপতি নিদ্রা ভঙ্গ হইলে পরমাহ্লাদে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক পরমেশ্বরারাধনা করিয়া বার দ্বয় পাতিতজানু হইয়া উদ্যানে গমন করত এক দাড়িম্ব আনাইয়া তাহার পঞ্চাশ টি দানা ভক্ষণ করিলেন তাহাতে তাঁহার পঞ্চাশ রাণী একে বারেই গর্ভবতী হইল, কিন্তু পীরোজ নাম্নী এক রাণীর গর্ভ লক্ষণ দৃষ্ট হইল না। রাজা তাহাতে এই যুক্তি করিলেন যে পরমেশ্বর ঐ রাণীর প্রতি অবশ্যই কুপিত এই জন্য ইহাকে রাজপুত্রের জননী হইতে দিলেন না, অতএব যে ব্যক্তি পরমেশ্বরের এমত ঘৃণার পাত্র, তাহার জীবন ধারণ বিফল, ইহা স্থির করিয়া সেই রাণীর প্রাণ নাশ করিতে আজ্ঞা দিলেন। কিন্তু রাজার বিজ্ঞ মন্ত্রী সবিনয়ে তাঁহাকে বুঝাইয়া কহিল হে রাজেন্দ্র সকল নারীর শরীরের ভাব সমান নহে, ইহাতে যদিও পীরোজ রাণীর গর্ভ লক্ষণ বাহ্যে দৃষ্ট না হইতেছে, তথাপি কি জানি অন্তরে গর্ভসঞ্চার হইয়া থাকিতে পারে অতএব তাঁহাকে বিনাশ করা পরামর্শ সিদ্ধ নহে। রাজা বলিলেন তোমার কথা গ্রাহ্য বটে কিন্তু পীরোজ রাণী আমার চক্ষুর কণ্টক হইয়াছে, আমি তাহাকে দেখিতে পারি না, অতএব সে আমার পুরী মধ্যে বাস করিতে পারিবে না অন্য কোন স্থানে গমন করুক।

মন্ত্রী বলিল তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু রাজ মহিষী অন্য কোন্ স্থানে যাইবেন, সামারিয়া প্রদেশে মহারাজের পিতৃব্য পুত্র সামর ভূপতি আছেন, তাঁহার নিকট তাঁহাকে পাঠাইয়া দেউন, রাণী তথায় অবস্থিতি করিবেন। এই পরামর্শ শুনিয়া নৃপতি পীরোজ রাণীকে ভ্রাতার নিকটে প্রেরণ করিয়া ভ্রাতাকে আজ্ঞা করিলেন যে তিনি রাণীকে সম্মান পূর্ব্বক রাখেন এবং যদ্যপি তাহার গর্ভে সন্তান জন্মে তবে সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবা মাত্রে তাঁহাকে সংবাদ লেখেন।

পীরোজ রাণী সামরিয়া দেশে সমাগতা হইলে তাহার গর্ভ সঞ্চার প্রকাশ হইল, এবং কালে তাহার গর্ভে পরম রূপবান এক পুত্র জন্মিল। সামর ভূপতি তৎক্ষণাৎ ভ্রাতার নিকট শুভ সংবাদ লিখিয়া পাঠাইলেন। জেহারাণ নগরাধিপতি সংবাদ পাইয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইলেন এবং পিতৃব্য পুত্রকে উত্তর লিখিলেন যে আমার উনপঞ্চাশ রাণীর গর্ভে উনপঞ্চাশ পুত্র হইয়াছে তাহাতে এখানে পুত্রের অভাব নাই তুমি পীরোজ রাণীর পুত্রের খোদাদাদ নাম রাখিয়া তাহাকে আপনার নিকট রাখিবা এবং বিদ্যা শিক্ষা করাইবা পরে যখন তাহাকে এখানে আনাইবার আবশ্যক হইবে তখন তোমাকে পত্র লিখিব। সামরিয়া দেশস্থ রাজা ভ্রাতৃপুত্রের বিদ্যা শিক্ষার প্রতি বিশেষ মনোযোগী হইয়া তাহাকে বিবিধ বিদ্যা বিশারদ করাইলেন। অধিকন্তু অশ্বারোহণ ও ধনুর্বিদ্যা প্রভৃতি রাজকুমারদিগের যাহা২ শিক্ষা, করা আবশ্যক তাহাও উত্তম রূপে সকল অভ্যাস করাইলেন, সুতরাং রাজকুমার অষ্টাদশ বৎসর বয়ঃক্রমেই বিবিধ বিদ্যায় বিশারদ ও অতি অদ্ভুত গুণ শালী হইলেন।

অপর যে পিতার বীর্য্যে জন্ম তদনুরূপ বীর্য্যবান্ হইয়া খোদাদাদ এক দিন আপন মাতাকে বলিল জননি আমাকে কি সামারিয়া দেশে চিরকাল এইরূপ আলস্যে কালযাপন করিতে হইবে, আমার মানস হইয়াছে যুদ্ধে গমন করি এবং সংগ্রামে জয় প্রাপ্ত হই, আমি শুনিয়াছি আমার পিতার অনেক শত্রু আছে তাহারা সর্ব্বদা তাঁহাকে বিরক্ত করিয়া থাকে, কিন্তু পিতা কি জন্য

আমাকে আহ্বান করেন না। রাণী বলিলেন হে তনয় তোমার যশো লাভ হয় ইহা আমার নিতান্ত বাসনা এবং ইহাও মনে করি যে তোমার পিতার বৈরিগণকে পরাভব করিয়া তুমি কৃতী হও, কিন্তু যে পর্য্যন্ত তিনি তোমাকে স্বেচ্ছাক্রমে আহ্বান না করেন সে পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া দেখ। ভূপাল নন্দন কহিল হে মাতঃ বিলম্বে কি ফল, আমি মনন করিয়াছি যে ছদ্মবেশে পিতার নিকটে গিয়া অগ্রে ক্ষমতা দর্শন করাই, তৎপরে পরিচয় দিব। এই কথাতে রাণী কোন আপত্তি করিলেন না, তৎপরে এক দিবস রাজকুমার এক শ্বেত বর্ণ অশ্বে আরোহণ করিলেন, ঐ অশ্বের লাগাম ও পাদুকা রৌপ্যময় এবং তাহার জিন হীরা ও মণি মুক্তায় মণ্ডিত ছিল খোদাদাদ এক হস্তে লাগাম আর এক হস্তে অসি লইলেন, সেই অসির বাঁট এক খানি বড় হীরকের এবং তাহার কোষ চন্দন কাষ্ঠের তাহাও প্রবাল মণিতে খচিত, অপর তাঁহার পৃষ্ঠদেশে ধনু ও শরে পূর্ণ তূণ রহিল।

খোদাদাদ এই প্রকার সজ্জায় বাটীর বাহির হইলেন, পিতৃব্যকে কিছুই বলিলেন না তাহার কারণ এই যদ্যপি তিনি কোন আপত্তি করেন তবে সকল আশা বিফল হইবেক। এই ভাবে জনকের নগরে উপস্থিত হইয়া রাজকুমার রাজসভায় গমন করিলেন। রাজা তাঁহার রূপ ও বেশ দেখিয়া যথেষ্ট সমাদর করিলেন, এবং পরিচয়াদি জিজ্ঞাসা করিলে রাজপুত্র বলিলেন যে আমার নাম খোদাদাদ আমি ফেরো দেশস্থ ভদ্র লোকের সন্তান, ভ্রমণেচ্ছায় এই রাজ্য দিয়া গমন করিতেছিলাম হঠাৎ শুনিলাম যে মহারাজ প্রতিবাসি রাজাদিগের যুদ্ধে বিব্রত হইয়াছেন, ইহাতে রণে গমন করিব এই মানস করিয়া আপনার সন্নিধানে আসিয়াছি, রাজা এই কথায় অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে এক সেনাপতির কর্ম্মে নিযুক্ত করিলেন। খোদাদাদ স্বীয় বল বিক্রম দ্বারা শীঘ্র আপনার ক্ষমতা প্রকাশ করিলেন। এবং রাজ সেনা ও অন্যং সেনাপতিগণের অতিশয় মান্য হইলেন, পরন্ত তাহার বিচক্ষণতা ও সাহস দেখিয়া ভূপতি ত্বরায় তাঁহার পদ বৃদ্ধি করিয়া দিলেন, এমতে অত্যল্প কালের মধ্যে রাজার অত্যন্ত

প্রিয় পাত্র হইলেন, এবং তাঁহাকে রাজপ্রিয় দেখিয়া রাজমন্ত্রী ও সভাসদ্গণ তাঁহার নিকট সর্ব্বদা গমনাগমন এবং যাহাতে তাঁহার প্রীতি হয় তাহাই করিতে লাগিল। ইহাতে অন্য২ রাজকুমারদিগের মনে২ ঈর্ষা জন্মিল, কিন্তু ভূপতি তাঁহাকে দিন২ অধিক স্নেহ করিতে লাগিলেন এবং খোদাদাদও অহরহ রাজার সন্নিধানে থাকিয়া যাহাতে তাঁহার তুষ্টি জন্মে তাহাই করিতে লাগিলেন। খোদাদাদ এইরূপে রাজার সম্পূর্ণ স্নেহ ও বিশ্বাসের পাত্র হইলে নৃপতি তাহাকে রাজকুমারদিগের রক্ষকতার ভার দিলেন এবং রাজকুমারেরা তাঁহার আজ্ঞাধীন হইলেন, কোন কর্ম্ম তদনুমতি ভিন্ন করিতে পারিলেন না সুতরাং ক্রমে রাজনন্দনদিগের মনোমধ্যে অতিশয় দ্বেষ হইল। এক দিবস তাহারা একত্রে বসিয়া পরস্পর কহিলেন যে পিতা এই ব্যক্তিকে আমারদিগের অপেক্ষা অধিক আদর করেন করুন ক্ষতি নাই, কিন্তু তাহাতেই সন্তুষ্ট না হইয়া অবশেষে আমারদিগকে ইহার আজ্ঞাধীন করিলেন, হায় শেষ কি এই হইল যে ইহার অনুমতি লইয়া আমারদিগকে সকল কর্ম্ম করিতে হইবে, ইহা কখন সহ্য হইতে পারে না, এই ব্যক্তির হস্ত হইতে আমারদিগকে কোন প্রকারে উদ্ধার হইতে হইবে। এক রাজপুত্র বলিলেন আইস তবে আমরা ইহাকে বিনষ্ট করি। আর এক রাজপুত্র বলিল না ভাই এ প্রকারে তাহাকে নষ্ট করিলে প্রকাশ হওনের সম্ভাবনা, কৌশল দ্বারা করিলে ভাল হয়, অতএব আইস আমরা মৃগয়া করিতে যাইব এই কথা বলিয়া তাহার স্থানে বিদায় লই, পরে অন্য কোন নগরে গিয়া সেইখানে থাকিব, এখানে আর আসিব না, তাহাতে রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে বিনাশ করিবেন, অথবা রাজ্য হইতে দূর করিয়া দিবেন। এইরূপ মন্ত্রণা করিয়া রাজকুমারগণ খোদাদাদকে বলিলেন যে মৃগয়া গমনে আমারদের নিতান্ত বাঞ্ছা হইয়াছে, অতএব আমারদিগকে অনুমতি দেউন, আমরা মৃগয়া করিয়া অদ্যই প্রত্যাগমন করিব। খোদাদাদ তাহারদের অভিপ্রায় কিছুই জানেন না সুতরাং আপত্তি করিলেন না, তাহাতে রাজপুত্রগণ মৃগয়ার সজ্জা করিয়া যাত্রা করিলেন কিন্তু প্রত্যাগমন করিলেন না।

নরেন্দ্র তিন দিবস পর্য্যন্ত স্বীয় নন্দনগণকে দেখিতে না পাওয়াতে চতুর্থ দিনে খোদাদাদকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে রাজপুত্রেরা কোথায়? তাহারদিগকে কেন দেখিতে পাই না। খোদাদাদ সবিনয়ে কহিলেন যে তাঁহারা শীকার করিতে যাই বলিয়া গিয়াছিলেন ত্বরায় আসিবার কথা ছিল কিন্তু এ পর্য্যন্ত আইসেন নাই। এই কথা শুনিয়া ভূপতি অত্যন্ত উদ্বিগ্নমনা হইলেন, পরে পর দিবস পর্য্যন্ত যখন পুত্রেরা আসিল না তখন শোকাবেগ ও ক্রোধে পূর্ণ হইয়া খোদাদাদকে বলিলেন ওরে নির্ব্বোধ তুই নবীন বালকদিগের সমভিব্যাহারে না গিয়া কেন তাহারদিগকে একাকী যাইতে দিয়াছিস্, তোর প্রতি বিশ্বাস করিয়া আমি তাহারদিগকে তোর হস্তে অর্পণ করিয়াছিলাম তোর কি এই কর্ত্তব্য কর্ম্ম, যা এখনি গিয়া তাহারদিগকে অন্বেষণ করিয়া আন্, নতুবা তোর প্রাণ সংহার করিব।

ভূপতির এই কথায় যুবরাজ মহা শঙ্কিত হইয়া অশ্বারোহণপূর্ব্বক গো হারা রাখালের ন্যায় গ্রামে২ রাজকুমারদিগের অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহারদিগের কোন উদ্দেশ পাইলেন না ইহাতে খিন্ন হইয়া ভ্রমণ করিতে২ কয়েক দিবসের পর এক প্রকাণ্ড প্রান্তরে গিয়া পড়িলেন। ঐ প্রান্তরের মধ্যস্থলে কৃষ্ণ বর্ণ পরিষ্কার প্রস্তরে নির্ম্মিত এক অট্টালিকা ছিল, তন্নিকটে গিয়া দেখিলেন যে তাহার এক গবাক্ষে এক যুবতী রহিয়াছে সে পরম রূপসী কিন্তু মুক্তকেশী ও জীর্ণ বস্ত্র পরিহিতা এবং অত্যন্ত খিদ্যমানা। যুবরাজ গবাক্ষের অতি নিকটস্থ হইলে যুবতী তাহাকে বলিল হে যুবক তুমি এই যম পুরীতে কি জন্য আসিয়াছ, শীঘ্র পলায়ন কর, নতুবা যে কৃষ্ণবর্ণ কাফরি এই স্থানে বাস করে তাহার হস্তে পতিত হইবা, সে কেবল মনুষ্য শোণিতে প্রাণ ধারণ করে, এবং যাহারা দুরদৃষ্ট ক্রমে এই প্রান্তরে আইসে তাহারদিগকে ঘোর অন্ধকারময় কারাগারে রাখিয়া ক্রমে এক২ জনকে বাহির করিয়া আহার করে। যুবতী এই কথা বলিয়াছে মাত্র এমন সময় রাজপুত্র দেখিলেন যে ঐ কাফরি তাতার দেশীয় বৃহৎ একটা অশ্বে আরোহণ করিয়া তাহার অভিমুখে আসিতেছে, ঐ কাফরি বিকটাকার ও প্রকাণ্ড

কলেবর এবং তাহার হস্তে এমন গুরুতর একখান অসি যে সাধ্য কি তদ্ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তি তাহা উত্তোলন করে। তাহার প্রকাণ্ড ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দৃষ্টে যুবরাজ শঙ্কিত হইলেন; কিন্তু পরমেশ্বরের নাম স্মরণ পূর্ব্বক অসি কোষ হইতে স্বীয় অসি বাহির করিয়া যুদ্ধ করিবার সজ্জায় দাঁড়াইলেন।

মনুষ্য ভক্ষক রাজপুত্রকে সামান্য শত্রু জ্ঞান করিয়া তাচ্ছল্য পূর্ব্বক অস্ত্র ত্যাগ করিতে কহিল রাজপুত্র তাহা না করিয়া ক্রমে নিকটস্থ হইয়া তাহার জানুদেশে এমন খড়্গাঘাত করিলেন যে তাহাতে কাফরি ভয়ঙ্কর চীৎকার করিয়া উঠিল, এবং চীৎকারের প্রতিধ্বনিতে তাবৎ প্রান্তর কম্পমান হইল। কাফরি ঐ আঘাতে অস্থির হইয়া মহা ক্রোধ পূর্ব্বক রেকাবের উপর দাঁড়াইয়া রাজপুত্রকে কাটিবার জন্য খড়্গ উঠাইল, কিন্তু সেই সময় রাজতনয় এমন বেগে স্বীয় অশ্ব চালাইলেন যে ঐ খড়্গ তাঁহার অঙ্গে না লাগিয়া ভূমিতে পড়িল এবং তাহাতে ভূকম্পের ন্যায় মেদিনী কম্পমান হইল। কাফরি আপন খড়্গ পুনরুত্তোলন না করিতে২ রাজকুমার আপন অসি লইয়া মহাবল পূর্ব্বক তাহার দক্ষিণ হস্তে গুরুতর আঘাত করিলেন তাহাতে তাহার হস্ত শুদ্ধ খড়্গ খান একেবারে ভূমিতে পড়িল। রাক্ষস হস্তের জ্বালায় অস্থির হইয়া রেকাব হইতে পদ শূন্য হইয়া অশ্ব হইতে ভূমিতে পড়িল, ভূপতি তনয় তখনি আপন অশ্ব হইতে নামিয়া কাফরির মুণ্ড চ্ছেদন করিলেন।

সেই সময়ে ঐ যুবতী পরমেশ্বরকে ধ্যান করিয়া এই প্রার্থনা করিতেছিল কাফরির নিপাত হউক, পরে যখন দেখিল যে রাক্ষস নষ্ট হইল তখন আহ্লাদ ধ্বনি করিয়া বলিল হে বীর শ্রেষ্ঠ তুমি রাজার পুত্র ইহাতে সন্দেহ নাই কেননা রাজ ঔরসে জন্ম না হইলে এতাদৃশ সাহস সম্ভবে না, তুমি এই রাক্ষস বিনষ্ট করিয়া পৃথিবীকে উদ্ধার করিলে বটে, কিন্তু এখনও তাহা সম্পূর্ণ ভাবে হয় নাই, ঐ রাক্ষসের বস্ত্রের মধ্যে এই শিবিরের চাবি আছে তাহা লইয়া তুমি আমাকে উদ্ধার কর।

রমণী মুখে এই কথা শুনিয়া খোদাদাদ ধরণীতে পতিত রাক্ষ-

সের বস্ত্রান্বেষণ পূর্ব্বক কতক গুলা চাবি পাইয়া তদ্দ্বারা দ্বারমুক্ত করিয়া পুরী প্রবেশ করিলেন। রমণী ত্বরায় রাজপুত্রের নিকটে আসিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ জন্য তাঁহার পদানত হইবার উপক্রম করিল, কিন্তু রাজনন্দন তাহা করিতে দিলেন না। তথাচ যুবতী রাজপুত্রের বিস্তর সাধুবাদ করিতে লাগিল। রাজপুত্র তাহার উত্তর ও তাহার সহিত আলাপ করিতেছেন ইতিমধ্যে গৃহ মধ্যে রোদন ও চীৎকার ধ্বনি উঠিল, তাহা শুনিয়া রাজপুত্র জিজ্ঞাসা করিলেন যে এ সকল চীৎকার শব্দ কোথা হইতে আসিতেছে। যুবতী অঙ্গুলী দ্বারা প্রাঙ্গনের মধ্যে একটা ক্ষুদ্র দ্বার দেখাইয়া দিয়া বলিল যে ঐ ঘরের ভিতর হইতে এই সকল ক্রন্দন শব্দ আসিতেছে ঐ গৃহে যে সকল অভাগ্য পুরুষেরা বদ্ধ আছে তাহারা ক্রন্দন করিতেছে। এই কথা শুনিয়া রাজপুত্র তৎক্ষণাৎ কারাগারের দ্বার মুক্ত করিয়া একটা কদাকার সোপান দিয়া এক গহ্বরাকার গৃহে গেলেন, ঐ গহ্বরের একটী মাত্র ক্ষুদ্র জানালা ছিল তাহাতে কিঞ্চিৎ২ আলো আসিতেছিল তদ্দ্বারা দেখিলেন যে ন্যূনাধিক এক শত মনুষ্য প্রত্যেকের হস্ত পদ লৌহ শৃঙ্খল দ্বারা বদ্ধ। অপর তাহারদের এক২ জন এক২ খুঁটিতে বান্ধা রহিয়াছে।

খোদাদাদ বলিলেন হে হতভাগ্যগণ তোমরা রাক্ষসের উদরস্থ হইবে ইহা ভিন্ন অন্য আশা করিতে না কিন্তু পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ কর আমি সেই রাক্ষসকে বিনাশ করিয়া তোমারদিগকে কারাগার হইতে মুক্ত করিতে আসিয়াছি। এই বাক্য শ্রবণে সকলে একেবারে আহ্লাদ ধ্বনি করিয়া উঠিল, এবং যুবরাজের জয় এই শব্দে তাবৎ কারাগার পরিপূর্ণ হইল। পরে খোদাদাদ ও সেই যুবতী উভয়ে তাহারদের বন্ধন ছেদন করিতে লাগিলেন, এবং যে২ লোকের হস্ত পদ মুক্ত হইল তাহারাও আর২ সঙ্গিগণের বন্ধন মোচন করিতে নিযুক্ত হইল। এইরূপে অত্যল্প কালের মধ্যে সকলে বন্ধন বিমুক্ত হইয়া পতিত জানু হইয়া খোদাদাদের নানা প্রকার গুণানুবাদ করিল। তৎপরে সকলেই কারাগার হইতে বাহির হইল, তৎকালে রাজকুমার দেখিলেন যে ভ্রাতা-

দিগের অন্বেষণে তিনি ভ্রমণ করিতেছিলেন তাহারাও ঐ কারাগারে ছিলেন, ইহাতে তাঁহার কি পর্য্যন্ত আশ্চর্য্য ও আহ্লাদ জন্মিল তাহা কথিতব্য নহে।

খোদাদাদ বলিলেন হে যুবরাজগণ তোমরাও কি এই কারাগার মধ্যে ছিলে, পুত্র শোকে শোকাকুল জেহারানাধিপতির নিকটে তোমারদিগকে লইয়া যাইব এমত দিন কবে হইবে, যাহা হউক, তোমারদের সকলেই তো জীবদ্দশায় আছ, কেননা যদি একজনও নষ্ট হইয়া থাকে তবে তাহাতেই রাজার সকল সুখ বিনষ্ট হইবে, এই কথা শুনিয়া রাজকুমারগণ একে২ খোদাদাদের সম্মুখে আসিলেন। খোদাদাদ তাঁহারদিগকে আলিঙ্গন করিয়া ভূপতি তাঁহারদের জন্য কি পর্য্যন্ত ব্যাকুল তাহা জানাইলেন। রাজপুত্রগণ ও আর২ কারাগারস্থ ব্যক্তিরা খোদাদাদের অনেক প্রশংসা করিল।

অনন্তর শিবির নিরীক্ষণপূর্ব্বক পাদবিহার করিতে২ দেখিলেন যে ঐ শিবির ধনে পরিপূর্ণ এবং চমৎকার রেশমী বস্ত্র ও স্বর্ণবুটের কিংখাপ ও পারস্য দেশীয় গালিচা ও চীন দেশীয় সাটিন প্রভৃতি বিবিধ দ্রব্য স্তূপে২ রহিয়াছে, রাক্ষস পথিকগণের স্থানে যখন যাহা পাইয়াছিল তাহা অপহরণ পূর্ব্বক ভাণ্ডারপরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে, ফলতঃ তৎকালে যে সকল ব্যক্তিরা কারাবদ্ধ ছিল অধিকাংশ সামগ্রী তাহারদের, অতএব রাজপুত্র যাহার যে দ্রব্য তাহা তাহাকে তৎক্ষণাৎ দিলেন, এবং অবশিষ্ট যাহা রহিল তাহা সকলকে ভাগ করিয়া দিলেন, কিন্তু ঐ অরণ্য মধ্যে গো অশ্ব কিছুই ছিল না অতএব তাহারা ঐ সকল দ্রব্য কি রূপে লইয়া যাইবে এই কথা জিজ্ঞাসা করাতে এক ব্যক্তি উত্তর করিল যে এই সকল দ্রব্যাদি যে উষ্ট্রে বোঝাই করিয়া আনয়ন করিয়াছিল তাহাও রাক্ষস কর্ত্তৃক অপহৃত হইয়াছিল বোধ করি তাহা এই শিবিরের কোন স্থানে থাকিতে পারে।

খোদাদাদ ভাবিলেন ইহা সম্ভব নহে, তথাচ পাদবিহার করিতে২ অশ্বশালাতে গিয়া দেখিলেন যে কেবল উষ্ট্র নহে, রাজপুত্রেরা যে সকল অশ্বারোহণ করিয়া আসিয়াছিল তাহাও

তথায় রহিয়াছে, ইহাতে অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া আপনাপন দ্রব্যাদি লইয়া সকলে প্রস্থান করিল।

তদনন্তর খোদাদাদ নারীকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে তুমি কোন্ স্থানে গমন করিবে, তুমি যেস্থানে যাইবে সেইস্থানে আমি তোমাকে সঙ্গে করিয়া রাখিয়া আসিব, বরঞ্চ এই সকল রাজপুত্রেরাও তোমার সমভিব্যাহারী হইয়া যাইবেন। নৃপনন্দন গণও বলিলেন হাঁ আমরা অবশ্য তোমাকে পৌছিয়া দিয়া আসিব তুমি কোন স্থানে যাইবে বল। রমণী বলিল আমার প্রতি আপনি যে সৌজন্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে পুনর্ব্বার আপনাকে কোন বিষয়ে ক্লেশ দিলে সে সৌজন্যের মহিমা খর্ব্ব করা হইবে, অতএব সঙ্গে করিয়া রাখিয়া আসিতে কদাচ বলিতে পারি না, বিশেষত আমার বাসস্থান অনেক দূর এবং আমি স্বদেশ একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছি, আমার বাসনা ছিল না যে আমার পূর্ব্ব পরিচয় কাহার সাক্ষাতে কহি, কিন্তু আপনি আমার যে উপকার করিলেন তাহাতে আপনার নিকটে যথার্থ পরিচয় না দিলে মনুষ্যত্বার হানি হইবে অতএব বলি শ্রবণ করুন।

আমি ডাইয়রবেকর দেশের রাজার কন্যা, আমার পিতার শত্রুগণ বলপূর্ব্বক তাঁহার রাজ্যাপহরণ করিয়া তাঁহাকে বিনষ্ট করিলে আমি প্রাণ রক্ষার জন্য কোন বন্ধু লোকের সহিত পলায়ন পরায়ণ হইয়া সাগর যানারোহণে সাগর দিয়া গমন করিতেছিলাম, ইতিমধ্যে সমুদ্র তস্কর গণ জাহাজ আক্রমণ করত আমারদিগের দ্রব্যাদি লুঠ করিয়া আপনাদের মধ্যে আমারদিগকে বিভাগ করিয়া লইল, তাহাতে আমি জাহাজাধ্যক্ষের অংশে পড়িবাতে জাহাজাধ্যক্ষ আমাকে এই স্থান দিয়া লইয়া যাইতে ছিল পরমেশ্বরেচ্ছায় এই মনুষ্য ভক্ষকের হস্তে পতিত হওয়াতে সে আমারদিগের তাবৎ দ্রব্যাদি লুঠ করিয়া লইল এবং আর২ সকলকে কারাগারে পুরিয়া আমাকে আপনি যে স্থান হইতে উদ্ধার করিলেন সেই স্থানে বদ্ধ করিয়া রাখিল।

রমণীর এই বিবরণ শুনিয়া খোদাদাদ অনেক খেদ করিয়া বলিলেন হে সুন্দরি ভূত ভাবনা বৃথা, যাহা হইয়া গিয়াছে তাহা

ফিরিবে না, কিন্তু উত্তর কালে কি [করিবে] তাহা বিবেচনা কর, এ সকল রাজপুত্রগণ তোমাকে জেহারান নগরে লইয়া যাইতে উদ্যত আছে এবং তথায় গেলে জেহারানাধিপতি তোমার যথোচিত সম্মান করিবেন এবং যে ব্যক্তি তোমাকে উদ্ধার করিলেন তাহারো স্নেহের পাত্রী হইয়া থাকিবে আর যদি ঐ স্নেহে ঘৃণা না কর তবে সেই স্নেহ প্রকাশ জন্য তিনি তোমাকে এই সকল রাজপুত্রগণের সম্মুখে বিবাহ করিতেও প্রস্তুত আছেন। রাজকন্যা অত্যন্ত আহ্লাদ পূর্ব্বক তাহাতে সম্মত হইলেন। পরে সেই দিবসেই শিবির মধ্যে তাঁহাদের শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইল। তদুপলক্ষে কোন দ্রব্যের অভাব হইল না কেননা নর ভক্ষক অন্য২ দ্রব্যাদি ভক্ষণ করিত না এজন্য ঐ পুরী নানা জাতীয় অপূর্ব্ব উপাদেয় খাদ্য দ্রব্যে পরিপূর্ণ ছিল, এবং তন্মধ্যে উত্তমাধম বিবিধ প্রকার মদ্য ছিল তাহাতে ভোজের অনেক আনুকূল্য হইল।

বিবাহ সমাধা হইলে খোদাদাদ পাথেয় অর্থাৎ পথের জন্য আহারের দ্রব্যাদি লইয়া রাজনন্দন গণ সমভিব্যাহারে জেহারান নগরে যাত্রা করিলেন। পথে বড় সুখে কাল হরণ হইল, পরে জেহারান নগর এক দিবসের পথ ব্যবধান থাকাতে পর দিবস নগরে প্রবেশ করিবেন এই আহ্লাদে সকলে আনন্দিত হইতে লাগিলেন এবং অবশিষ্ট যে মদ্য ছিল তাহা পান করিলেন। ঐ আনন্দ কালে খোদাদাদ বিবেচনা করিলেন যে এখন কর্ম্ম সাধন হইল তবে ভ্রাতাগণের নিকট আর অপরিচিত কেন থাকি ইহা ভাবিয়া পরিচয় দিয়া বলিলেন হে ভ্রাতাগণ এপর্য্যন্ত আমি তোমারদিগকে আপন পরিচয় দেই নাই শুন আমি তোমারদের ভ্রাতা তোমার দিগের যে পিতার ঔরসে জন্ম আমিও তাঁহার ঔরসে জন্মিয়াছি, পীরোজ রাণী আমার জননী, এবং আমি শামরিয়া প্রদেশে পিতৃব্যের নিকটে থাকিয়া বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছি। রাজপুত্রেরা এই কথা শুনিয়া অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করিলেন, কিন্তু তাহাকে গুণ শ্রেষ্ঠ দেখিয়া নৃপতি পাছে অধিক স্নেহ ও মর্য্যাদা করেন এই আশঙ্কায় মনে২ তাহার প্রতি ঈর্ষাও জন্মিল, অতএব খোদাদাদ নিদ্রিত হইলে সকল ভ্রাতা-

একত্র হইয়া পরামর্শ করিল যে তাহারদের পরিত্রাণ দাতা খোদাদাদকে নষ্ট করে। এই পরামর্শ করিয়া খোদাদাদের নিদ্রাকালে সকলে তাঁহার উপর পড়িয়া তাহাকে শস্ত্রং অস্ত্রাঘাত করিল তাহাতে খোদাদাদ অচেতন হইয়া পড়িলেন তদ্দৃষ্টে ঐ দুরাত্মারা মনে করিল যে প্রাণত্যাগ হইয়াছে এই বিবেচনায় শিবির উত্তোলন পূর্ব্বক স্ব নগরে গমন করিল। ডাইয়র বেকর রাজার কন্যা খোদাদাদের রক্তময় দেহ ক্রোড়ে লইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল। রাজপুত্রেরা নগরে পুনরাগত হইলে জেহারানাধিপতি হারান পুত্রগণকে পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া আনন্দ সাগরে ভাসিলেন রাজপুত্রেরা রাক্ষস পুরী অথবা খোদাদাদের দ্বারা প্রাণ রক্ষার কোন কথা না বলিয়া নিকটস্থ নগর সকল দর্শনাকাঙ্ক্ষায় তত্তন্নগর দর্শনে গিয়াছিলেন ইহাই প্রকাশ করিলেন।

এদিগে খোদাদাদ রক্তময় শরীরে মৃতবৎ হইয়া তাম্বুর মধ্যে রহিলেন, তজ্জায়াও তাঁহার শোকে মৃতবৎ হইয়া কেশ ছিন্ন ভিন্ন করত নেত্র নীরে স্বামির তাবদঙ্গ ভাসাইয়া রোদন দ্বারা গগণ মণ্ডল ভেদ করিতে লাগিল। রাজকন্যা কহিল হে খোদাদাদ তোমার অদৃষ্টে কি এই ছিল যে ভ্রাতাগণকে রাক্ষসের উদর হইতে উদ্ধার করিবে তাহারা তোমাকে এমন নিষ্ঠুর রূপে সংহার করিবে, তাহারা কখন তোমার সহোদর নহে তাহা হইলে কদাচ এরূপ ব্যবহার করিত না, তাহারা অবশ্য পিশাচ হইবে তোমার বিনাশার্থ মনুষ্যাকার ধারণ করিয়াছিল। এই প্রকার খেদ করিতেং রাজকন্যা দেখিল যে খোদাদাদের কিঞ্চিৎং শ্বাস বহিতেছে তাহাতে অবিলম্বে নিকটস্থ এক গ্রামে গিয়া তথাহইতে এক জন অস্ত্র চিকিৎসক লইয়া আসিল কিন্তু শিবির প্রবেশ করিয়া দেখে যে খোদাদাদ তথায় নাই তাহাতে কোন হিংসক জন্তু তাহাকে আহার করিয়াছে ইত্যনুমানে রাজকন্যা আরও ক্রন্দন করিতে লাগিল। চিকিৎসক রাজকন্যাকে নানামত সান্ত্বনা করিয়া তাহাকে আপন আলয়ে লইয়া গেল।

তথায় দুই তিন দিবস থাকিয়া রাজকন্যার শোকের হ্রাসতা হইলে বৈদ্য তাহাকে পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল। রাজকন্যা কোন

কথা গোপন না করিয়া আদ্যন্ত সকল বৃত্তান্ত কহিল। তৎ-শ্রবণে চিকিৎসক রাজকন্যাকে ভরসা দিয়া বলিল যে তুমি শোক পরিত্যাগ কর, রাজপুত্র দিগের কুকর্ম্মের বিবরণ রাজার গোচর করিতে হইবে তাহা হইলে রাজপুত্রদিগের অবশ্য দণ্ড হই-বেক। রাজকন্যা ইহাতে তৎক্ষণাৎ সম্মত হইল, পরে দুই টা উষ্ট্র আনয়ন পূর্ব্বক তাহাতে দুই জনে আরোহণ করিয়া জেহারান নগ-রে গমন করিল। তথায় এক দোকানে অবস্থিতি করিয়া দোকানিকে রাজবাটীর সংবাদ জিজ্ঞাসা করাতে দোকানি কহিল যে পীরোজ রাণীর গর্ভজাত খোদাদাদ নামা রাজার এক পুত্র ছদ্মবেশে রাজসভায় আসিয়াছিলেন রাজা তাহা পূর্ব্বে জানিতে পারেন নাই, পরে রাজকুমারের জননী বহু দিবসাবধি পুত্রের কোন সংবাদ না পাইয়া শামারিয়া দেশ হইতে রাজ সভায় আ-গতা হইয়া সকল সংবাদ কহিবাতে রাজা যুবরাজ খোদাদাদের উদ্দেশ না পাইয়া অত্যন্ত উদ্বিগ্ন আছেন, তাঁহার আর২ যে সকল পুত্র আছেন তাহারা সকলে নির্গুণ, রাজা তাহাদের কাহার প্রতি সন্তুষ্ট নহেন।

এই সকল কথা শুনিয়া চিকিৎসক বিবেচনা করিল যে পীরোজ রাণীর সঙ্গে রাজকন্যার সন্দর্শন হইলে ভাল হয় কিন্তু রাজপুত্রেরা কোন প্রকারে তাহা জানিতে পারিলে সকল আশা নি-ষ্ফল হইবেক, এইভয়ে সে রাজপুত্রবধূকে দোকানে রাখিয়া রাজ-রাণীর সঙ্গে সাক্ষাতের উপায় জন্য জেহারান নগরে গমন করিল। চিকিৎসক নগর প্রবেশ করিয়া বিদেশস্থ মনুষ্যেরা যে প্রকারে রাজ সভা দর্শন করিতে যায় সেই ভাবে রাজপুরীর নিকটে গিয়া দেখিল যে এক উত্তম সুসজ্জিত অশ্বতরারোহণে এক রমণী আসিতেছে এবং আর কএক নারী তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া ঐ প্রকার খচ্চরারোহণ করিয়া এবং বহু সংখ্যক প্রহরী ও কাফরী ভৃত্য তাঁহার পশ্চাৎ২ পদব্রজে আসিতেছে। ঐ নারীর আগমনে পথিক গণ পথের দুই পার্শ্বে সারি দিয়া দণ্ডায়মান হইল। পরে অশ্বতরারূঢ়া নারী যেমন কোন শ্রেণীর মধ্য দিয়া চলিল তেমনি পথিকেরা ভূমিষ্ঠ হইয়া তাহাকে দণ্ডবৎ করিতে লাগিল।

চিকিৎসকও সেই প্রকারে দণ্ডবৎ করিল, পরে এক পথিককে জিজ্ঞাসা করিল ইনি কোন রাজমহিষী হইবেন বটে। এক পথিক কহিল হাঁ ভাই, ইনি রাজমহিষীই বটেন এবং সর্ব্বগুণান্বিত খোদাদাদ যুবরাজ এই রাণীর গর্ভে জন্মিয়াছিলেন এই জন্য সকল মহিষী অপেক্ষা এই রাণী অধিক মান্য।

চিকিৎসক এই কথা শুনিয়া রাজমহিষীর পশ্চাৎ২ গমন করিল। খোদাদাদের প্রত্যাগমনের জন্য জেহারানাধিপতি যে স্বস্ত্যয়নাদি করাইতে ছিলেন তাহার আনুকূল্য জন্য পীরোজ রাণী তখন আপনি মঠে যাইতে ছিলেন, তথায় গিয়া দান ধ্যান করিতে লাগিলেন এবং রাজপুত্রের শুভাকাঙ্ক্ষি ভূরি২ লোকের গমনাগমনে সেই স্থান পরিপূর্ণ হইয়া গেল। চিকিৎসক জনতার মধ্য দিয়া রাণীর প্রহরি দিগের নিকটে গিয়া দণ্ডায়মান থাকিল। অনন্তর দৈবার্চ্চনাদি সাঙ্গ হইলে নৃপদারা যখন পুনর্গমন করিলেন তখন বৈদ্য এক অনুচরকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসিল যে ভাই আমি এই রাজমহিষীকে কোন বিশেষ কথা বলিতে চাহি তুমি আমাকে তাঁহার নিকটে লইয়া যাইতে পার। ভৃত্য বলিল যদি খোদাদাদের কোন সংবাদ বলিতে পার তবেই লইয়া যাইতে পারি, তদ্ভিন্ন সাক্ষাতের অন্য উপায় নাই কেননা এক্ষণে তাঁহার খোদাদাদের চিন্তাই সার হইয়াছে তদ্ভিন্ন আর কোন কথা কহেন না এবং শুনেন না বৈদ্য বলিল হাঁ ভাই আমি খোদাদাদের সংবাদ আনিয়াছি। ভৃত্য বলিল তবে আমার সঙ্গে রাজবাটীতে আইস, সেই খানে রাণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া দিতেছি। তৎপরে রাজমহিষী রাজপুরীতে প্রত্যাগমন করিলেই ভৃত্য তাঁহার নিকটে গিয়া সংবাদ করিল যে এক ব্যক্তি খোদাদাদের সংবাদ লইয়া আসিয়াছে সে আপনার নিকটে আসিতে প্রার্থনা করে।

এই কথা শ্রবণ মাত্রে ভূপাল জায়া ঐ ব্যক্তিকে তখনি তাঁহার নিকটে আনয়ন করিতে আদেশ করিলেন, তাহাতে কিঙ্কর চিকিৎসককে তাঁহার সম্মুখে লইয়া গেল। রাণী দুই বিশ্বস্ত বন্দিনী ব্যতীত আর২ সকলকে তথা হইতে তৎক্ষণাৎ বিদায় করিয়া দিয়া বৈদ্যকে

জিজ্ঞাসা করিলেন যে খোদাদাদের কি সংবাদ আনিয়াছ তাহা কহ। বৈদ্য রাজমহিষীকে প্রণিপাত করিয়া কহিল শুনিতে আজ্ঞা হয়, ইহা বলিয়া খোদাদাদ ও তাহার ভ্রাতা গণের মধ্যে যাহা২ হইয়াছিল বিস্তার পূর্ব্বক সমুদায় কহিতে লাগিল, রাণী অতিশয় মনোযোগ পূর্ব্বক শুনিতে লাগিলেন। ক্রমে যখন হত্যার বিবরণ আরম্ভ হইল তখন রাণী সেই কথা শ্রবণ করিতে২ যেন তাঁহাকেই কেহ অস্ত্রাঘাত করিল এই জ্ঞানে অজ্ঞান হইয়া শয্যাতে পড়িলেন। পরে দাসীদ্বয়ের বিস্তর যত্নে অনেক ক্ষণের পর তাঁহার চেতন হইল, শেষে চিকিৎসক আর২ সংবাদ কহিল, তৎশ্রবণানন্তর রাণী একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বৈদ্যকে কহিলেন তুমি আমার পুত্রবধূকে লইয়া আইস, তোমার পরিশ্রমের পুরস্কার অবশ্যই হইবে।

চিকিৎসক গমন করিলে পর পিরোজ রাণী পুত্র শোকে ব্যাকুলা হইয়া পুনর্ব্বার শয্যাতে পড়িলেন, ও বলিলেন খোদাদাদ তোকে কি আর দেখিতে পাইব না, তুই যখন আমার নিকটে বিদায় হইয়া আইলি তখন দূর দেশে তোর এই প্রকার মৃত্যু হইবেক ইহা স্বপ্নেও দেখি নাই, রাজ্ঞী এই সকল কথা বলিতে২ আরো ক্রন্দন করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার শোক দেখিয়া দাসীরাও রোদন করিতে লাগিল।

কিয়ৎকাল পরে জেহারানাধিপতি তথায় আসিয়া তাহাদের রোদন দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন বুঝি খোদাদাদের কোন অমঙ্গল সংবাদ আসিয়াছে। রাণী মস্তকে করাঘাত পূর্ব্বক বলিলেন আর কি জিজ্ঞাসা করেন সকল আশা ভরসা শেষ হইয়াছে, খোদাদাদের মৃত্যু হইয়াছে কিন্তু অধিক দুঃখের বিষয় এই যে তাহার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়াদি হয় নাই এবং হইবারও আকার দেখি না যেহেতু বোধ হইল তাহার শব শৃগাল কুক্কুরে আহার করিয়াছে। ইহা বলিয়া চিকিৎসকের মুখে যাহা২ শুনিয়াছিলেন তৎসমুদয় রাজাকে কহিলেন এবং তাঁহার অন্যান্য পুত্রেরা খোদাদাদকে যে প্রকারে নষ্ট করিয়াছিল তাহাও বলিলেন। তচ্ছ্রবণে রাজার বিপর্য্যয় ক্রোধোদয় হইল তাহা সম্বরণে অসমর্থ হইয়া রাণীকে

বলিলেন হে প্রেয়সি এই কুসন্তানগণ যাহারদের কুকর্ম্মে তোমার অশ্রুধারা পড়িতেছে ও যাহারা আমার মহা শোকের মূল হইয়াছে তাহারদিগের যথোচিত দণ্ড করিতেছি তুমি শান্ত হও। ভূপতি ইহা বলিয়া রাগে জর্জ্জরীভূত হইয়া তৎক্ষণাৎ সভাতে গমন করিলেন, সভাসদগণ ও মন্ত্রীগণ ও বাদী প্রতিবাদী প্রভৃতি সকলে রাজার ক্রোধ দৃষ্টে মহা শঙ্কিত হইল।

মহীপাল সিংহাসনোপবেশন করিয়া মন্ত্রিকে বলিলেন শুন তুমি এখনি সহস্র পদাতিক লইয়া আমার ৪৫ পুত্রকে বন্ধন করিয়া হত্যাকারির কারাগারে রুদ্ধ করিয়া রাখ ইহাতে তিলার্দ্ধ বিলম্ব করিও না। এই আশ্চর্য্য আজ্ঞা শুনিয়া সভাস্থ সমস্ত লোক আরো শঙ্কিত হইল। সচীব বর মস্তকে কর স্থাপন অর্থাৎ রাজাজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া তখনি গমন করিল। ভূপতি তখন আর২ সভাস্থ লোককে বলিলেন এক মাস পর্য্যন্ত কোন রাজকার্য্য হইবেক না এই আজ্ঞা শুনিয়া সকলে বিদায় হইল। রাজমন্ত্রী পুনরাগত হইলে ভূপাল জিজ্ঞাসা করিলেন কেমন পাপিষ্ঠদিগকে কারাবদ্ধ করিয়াছ কি না, মন্ত্রী বলিল মহারাজের আজ্ঞা পালন করিয়াছি। ভূপতি কহিলেন মন্ত্রী তোমাকে আর এক কর্ম্ম করিতে হইবে ইহা বলিয়া তাহাকে অন্তঃপুরে লইয়া গিয়া রাণীর পরিচারিণীদিগের স্থানে চিকিৎসকের বাসার সন্ধান জিজ্ঞাসা করিয়া আজ্ঞা করিলেন যে সেই দোকানে যাইয়া তুমি রাজকন্যাকে শীঘ্র আনয়ন কর। মন্ত্রী রাজাজ্ঞাতে তৎক্ষণাৎ রাজসভাসদগণ সঙ্গে লইয়া পূর্ব্বোক্ত দোকানে গমন করিয়া রাজ কন্যাকে তাবদ্বিবরণ অবগত করাইয়া স্বর্ণ হীরা মণিতে খচিত আসন পৃষ্ঠে অপূর্ব্ব শ্বেত বর্ণ খচ্চরারোহণ করাইয়া রাজপুরীতে আনয়ন করিল, এবং বৈদ্য ও তাতার দেশীয় এক অশ্বারোহণ করিয়া তাঁহার সঙ্গে আইল। রাজ কন্যার গমন কালে নগরস্থ লোকেরা তাঁহার আগমনের সংবাদ শ্রবণে আপন২ বাটীর ছাদ ও গবাক্ষ হইতে তাঁহাকে দর্শন করিতে লাগিল এবং পথ লোকে পরিপূর্ণ হইল, আর খোদাদাদের ভার্য্যা যাইতেছে শুনিয়া তাবৎ লোকে আনন্দ ও জয় ধ্বনি করিতে লাগিল। খোদাদাদ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন ইহা কেহ

জানিত না, জানিলে ঐ আনন্দ ধ্বনি ক্রন্দন শব্দ হইয়া গগণমণ্ডল বিদীর্ণ হইত কেননা খোদাদাদ সকলের অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। রাজপুত্র বধূ রাজপুরীর সম্মুখে আসিলে রাজা স্বয়ং দ্বার পর্য্যন্ত আসিয়া রাজ কন্যাকে খচ্চর হইতে অবরোহণ করাইয়া তাঁহার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক পিরোজ রাণীর অন্তঃপুরে লইয়া গেলেন।

নরেন্দ্র সুতা অন্তঃপুরে স্বামির জনক ও জননীকে দেখিয়া যেমন শোকাকুল হইলেন রাজা ও রাণী মৃত পুত্র বধূকে দেখিয়া তনয় স্মরণে সেই মত শোকাকুল হইলেন। রাজনন্দিনী রাজপদে প্রণাম করত পদ দ্বয় চক্ষের বারিতে আর্দ্র করিল এবং অত্যন্ত শোক জন্য কতক ক্ষণ বাক্যালাপে অসমর্থা থাকিয়া শোকের কিঞ্চিৎ হাসতা হইলে রাক্ষসপুরী ও খোদাদাদের মৃত্যুর বিবরণ কহিয়া রাজপুত্রদিগের বিশ্বাস ঘাতকতার বিচার প্রার্থনা করিল। রাজা বলিলেন হে তনয়া তুমি তজ্জন্য চিন্তিত হইও না, আমি ঐ কুলাঙ্গার দিগের মস্তক ছেদন করিব, কিন্তু অগ্রে খোদাদাদের মৃত্যু সংবাদ প্রচার হউক তৎপরে ইহা হইবেক নতুবা প্রজাগণ আমার প্রতিকূলে উঠিতে পারে, আর পুত্রের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়াও করা যাউক। ইহা বলিয়া মন্ত্রিকে জেহারান নগরের সম্মুখস্থ প্রান্তরে শ্বেত চিক্কণ প্রস্তরে এক গাম্বুজ নির্ম্মাণ করিতে আজ্ঞা করিলেন। তৎপরে রাজপুরীর মধ্যে রাজকন্যাকে বাসস্থল দিয়া তাহাকে পুত্র বধূর ন্যায় রাখিলেন। রাজমন্ত্রী বহু সংখ্যক রাজমন্ত্রী নিযুক্ত করিয়া অল্পকালের মধ্যে এক গাম্বুজ প্রস্তুত করিল, ঐ গাম্বুজের মধ্যস্থলে খোদাদাদের প্রতিরূপ এক প্রস্তরময় মূর্ত্তি নির্ম্মিত হইল। গৃহ সমাপ্ত হইলে রাজা ঈশ্বরারাধনার নিমিত্ত আজ্ঞা দিলেন এবং রাজপুত্রের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার দিন স্থির করিয়া রাজপরিবারস্থ কোন ব্যক্তির পঞ্চত্বে যেমন২ যাগ যজ্ঞের আবশ্যক হয় তাহা সকল করাইলেন তাহাতে অষ্ট দিবস গত হইল নবম দিবসে বিশ্বাসঘাতক পুত্রগণের প্রাণ দণ্ড হেতু বধ মঞ্চ প্রস্তুত হইল এবং তদ্দর্শনার্থে প্রজা মণ্ডলী সোল্লাস চিত্তে সমাগত হইল।

পরন্তু রাজপুত্র গণের মুণ্ড ছেদন হয় আর বিলম্ব নাই এমন সময়ে হঠাৎ এক দূত আসিয়া কহিল যে চতুর্দ্দিগস্থ রাজগণ

যাহারা পূর্ব্বে যুদ্ধ করিয়াছিল তাহারা অগণ্য সৈন্য লইয়া সংগ্রাম করিতে আসিতেছে। ঐ রাজগণ অনেক কালাবধি যুদ্ধ সজ্জা করিতেছিল, তাহা জেহারানেশ্বর জ্ঞাত হইয়াছিলেন কিন্তু তাহাতে কোন চিন্তা ছিল না এক্ষণে হঠাৎ এই সংবাদ আসাতে মহা শঙ্কিত হইলেন এবং খোদাদাদ বর্ত্তমান থাকিলে এই সকল শক্রগণ অনায়াসে বিনাশ হইত ইহা ভাবিয়া খেদ করিতে লাগিলেন। কিন্তু অনর্থক কাল গৌণে কি হইবে ইহা বিবেচনায় জেহারানাধিপতি তখনি সেনা সংগ্রহ পূর্ব্বক সংগ্রাম সজ্জা করিলেন এবং শক্রগণ রাজ্যের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আক্রমণ না করে এ জন্য সৈন্য লইয়া নগরের বহির্ভাগে গমন করিলেন। শক্রগণ রাজার আগমনে স্ব২ গমনে ক্ষান্ত দিয়া সেই প্রান্তর মধ্যে রণ সজ্জা করিয়া দণ্ডায়মান রহিল। রাজাও তাহা দেখিয়া আপন সৈন্যগণকে শ্রেণিবদ্ধ করিয়া মহা বল পূর্ব্বক যুদ্ধারম্ভ করিলেন। শক্রেরাও অত্যন্ত বীরত্ব প্রকাশ করিল তাহাতে উভয় পক্ষে অসংখ্য মহা প্রাণী হত হইল কিন্তু কোন পক্ষে জয় নিশ্চয় হইল না। পরে প্রবল শক্রর দল সবল হইয়া যখন রাজাকে বেষ্টন করিতে উদ্যত হইল তখন অন্য এক দল অশ্বারোহি সৈন্য হঠাৎ প্রান্তর মধ্যে আসিয়া উভয় সেনার নিকটস্থ হইয়া রণ স্থলে দণ্ডায়মান হইল।

অনন্তর উক্ত অশ্বারোহিগণ জেহারানাধিপতির শক্রবর্গকে এমত বেগে আক্রমণ করিল যে তাহাতে শক্র শ্রেণি ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পলায়ন করিল এবং অশ্বারোহিগণ তাহারদের পশ্চাদ্গামী হইয়া অধিকাংশ সেনাকে সংহার করিল। এই অশ্বারোহিগণ অসম্ভব সাহসী বিশেষে তাহারদের প্রধান অতি সাহসিক রূপে যুদ্ধ করাতে রণ জয় হইল ইহা ভাবিয়া রাজা পরম বন্ধুর নিকট কৃতজ্ঞতা জানাইবার জন্য অগ্রসর হইয়া যাইবেন এমত মনে করিতেছেন ইতিমধ্যে দেখিলেন যে ঐ বীর পুরুষ তাঁহার নিকটে আসিতেছেন তাহাতে উভয়ে একত্র হইলে রাজা দেখিলেন যিনি তাঁহার শক্রগণকে পরাস্ত করিলেন তিনি তাঁহার পুত্র খোদাদাদ। রাজা তাঁহাকে দেখিয়া আনন্দ ও আশ্চর্য্যে স্পন্দহীন হইলেন। খোদাদাদ বলিলেন হে রাজ্যেশ্বর আমাকে দেখিয়া বিস্ময়ান্বিত

হইবেন চমৎকার নহে কেননা আমার মৃত্যু রাষ্ট্র হইয়াছে ইহাতে সন্দেহ নাই ফলতঃ আমার বাঁচিবার প্রত্যাশা ছিল না তবে তোমার শত্রুগণকে পরাভব করিয়া তোমার রাজ্য রক্ষা করিব বুঝি এই জন্য পরমেশ্বর আমার আয়ু বৃদ্ধি করিয়াছেন। রাজা বলিলেন হে তনয় তোমাকে পুনঃ প্রাপ্ত হইলাম ইহা সত্য, তোমাকে দেখিবার আশা ভরসা কিছুই ছিল না, ইহা বলিয়া বাহু বিস্তার করাতে যুবরাজ দৌড়িয়া পিতার ক্রোড় মধ্যে গেলেন, রাজা সন্তানকে বাহু পাশে বন্ধন করিয়া বলিলেন হে নন্দন আমি সকল সংবাদ জ্ঞাত হইয়াছি আমার আর২ পুত্রেরা তোমার দ্বারা উদ্ধৃত হইয়া তোমার প্রতি যে কুব্যবহার করিয়াছিল তাহা সমস্ত শুনিয়াছি, তাহারদিগের যথোচিত প্রতি ফল কল্য হইবেক। খোদাদাদ জিজ্ঞাসা করিলেন হে পিত, সে সংবাদ আপনি কোথায় শুনিলেন বুঝি ভ্রাতারা মনস্তাপ পাইয়া তাহা বলিয়া থাকিবেন। রাজা বলিলেন তাহা নহে ডাইয়র বেকরের রাজার কন্যা এ সকল কথা আমাকে বলিয়াছেন তিনি বিচারাকাঙ্ক্ষায় আমার সমীপে আসিয়াছিলেন, আমি তাঁহাকে আপন পুরীতে রাখিয়াছি। এই কথা শ্রবণে খোদাদাদ অত্যন্তাহ্লাদিত হইয়া বলিলেন তবে রাজপুরে চলুন, জননী ও রাজ কন্যা আমার শোকে ব্যাকুলা আছেন, শীঘ্র গিয়া তাঁহারদের শোক শান্ত করি। ইহা শুনিয়া রাজা তৎক্ষণাৎ সৈন্যগণকে বিদায় দিয়া পুত্র সমভিব্যাহারে জয়োল্লাসে নগর প্রবেশ করিলেন, নগরস্থ লোকে ধন্যবাদ করিতে লাগিল ও রাজপুত্রের প্রশংসা ধ্বনিতে গগণ মণ্ডল বিদীর্ণ হইল, রাজ রাণী ও রাজ কন্যা রাজাকে আনন্দাহ্বান করিবেন ইহা ভাবিয়াই অপেক্ষা করিতেছিলেন কিন্তু যখন দেখিলেন রাজার সমভিব্যাহারে খোদাদাদ আসিয়াছেন তখন তাঁহাকে দেখিয়া উভয়ের যে আনন্দোদয় হইল তাহা বর্ণন করিতে বর্ণাবলী অশক্তা। পূর্ব্বে যে চক্ষু হইতে শোকাশ্রু নির্গত হইতেছিল এখন সেই চক্ষু হইতে আনন্দাশ্রু নির্গত হইতে লাগিল, পরে খেদ ও প্রেম বাচক কথা বার্ত্তা শেষ হইলে রাণী খোদাদাদকে জিজ্ঞাসা করিলেন হে তনয় তুমি কি রূপে যম হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছ আমাকে বল।

জননীর কথায় রাজপুত্র বলিলেন যৎকালে আমি শিবির মধ্যে জ্ঞান শূন্য হইয়া পড়িয়াছিলাম তৎকালে এক জন কৃষক একটা খচ্চরারোহণ করিয়া যাইতেছিল আমাকে তদবস্থাতে দেখিয়া খচ্চরের উপর বন্ধন করিয়া আপন বাটীতে লইয়া গিয়া কতকগুলা বৃক্ষ চর্ব্বণ করিয়া আমার আঘাতীয় স্থানে দিল তাহাতে ঐ সকল ক্ষত আরোগ্য হইল পরে আমি আমার স্থানে যে হীরকাদি ছিল তাহা কৃষককে দিয়া নগরাভিমুখে আসিতেছিলাম পথিমধ্যে শুনিলাম যে চতুর্দ্দিগস্থ নৃপতিগণ পিতার রাজ্য আক্রমণের উপক্রম করিয়াছে ইহা শুনিয়া গ্রামস্থ লোকেরদের নিকট আপন পরিচয় দিয়া আনুকূল্য প্রার্থনা করাতে তাহারা অঙ্গীকার করিল যে রাজ্য রক্ষা করিবেক তাহাতে কতক গুলিন বলবান যুবা পুরুষকে লইয়া আমি সংগ্রাম স্থলে উপস্থিত হইয়াছিলাম। খোদাদাদের এই কথা বলা শেষ হইলে রাজা কহিলেন যে পরমেশ্বর খোদাদাদকে রক্ষা করিয়াছেন এ জন্য তাঁহার অর্চ্চনা করা কর্ত্তব্য কিন্তু যে সকল পাপিষ্ঠেরা তাহাকে বিনাশ করণের চেষ্টা করিয়াছিল অদ্য তাহারদের মুণ্ডচ্ছেদ হউক।

পীরোজ নন্দন কহিলেন হে পিতঃ যদিও তাহারা বিশ্বাস ঘাতক ও কৃতঘ্ন তথাপি তাহারা আপনার রক্ত ও মাংস ও আমারও ভ্রাতা এই বিবেচনাতে আমি তাহারদিগকে মার্জ্জনা করিলাম আপনিও মার্জ্জনা করুন। এই রূপ সৌজন্যের বাক্য শুনিয়া রাজার চক্ষে আনন্দাশ্রু নির্গত হইতে লাগিল পরে রাজা তখনি প্রজাগণকে আহ্বান করিয়া খোদাদাদকে আপনার উত্তরাধিকারি স্থির করিয়া লৌহ শৃঙ্খলে বদ্ধ রাজপুত্রদিগকে কারাগার হইতে রাজসভাতে আনয়ন করাইলেন খোদাদাদ স্বহস্তে তাহারদের শৃঙ্খল মোচন করিয়া একে২ সকলকে আলিঙ্গন করিলেন খোদাদাদের এই আচরণ দেখিয়া তাবৎ লোকে তাহার গুণানুবাদ করিতে লাগিল। পরে চিকিৎসক পুত্রবধূর সাহায্য করিয়াছিল এ প্রযুক্ত রাজা তাহাকে অসংখ্য ধন প্রদান করিলেন।

শাহরজাদি খোদাদাদ ও তাহার ভ্রাতা গণের কথা সমাপন করিয়া পর দিবস রাত্রি শেষে পশ্চাৎ গল্প আরম্ভ করিল।

নিদ্রোত্থিতের কথা।

হারুণলরসিদ রাজার রাজত্ব কালে বোগদাদ নগরে অতিশয় ধনবান্ এক বণিক ছিলেন, তিনি বয়োধিকা এক নারীকে বিবাহ করিয়াছিলেন এ জন্য তাহার একটি মাত্র পুত্র হইয়াছিল, ঐ পুত্রের নাম আবুহোসেন। বণিক বিদ্যারম্ভ কালাবধি তাহাকে অতিশয় শাসনে রাখিতেন। পরে ঐ পুত্রের বয়ঃক্রম যখন ৩০ বৎসর তখন বণিকের পরলোক প্রাপ্তি হইল তাহাতে বণিক তনয় পিতার বহু কষ্টে উপার্জ্জিত অতুলৈশ্বর্য্যের অধিপতি হইল।

আব হোসেনের রীতিপ্রকৃতি পিতার ন্যায় ছিলনা, তিনি বাল্য কালাবধি পিতৃ শাসনে ছিলেন, কখন টাকা কড়ি হস্তে পাইতেন না, সমবয়স্ক যুবাগণের স্বচ্ছন্দভাব ও যৌবনামোদের আধিক্য দেখিয়া মনে২ দুঃখিত থাকিতেন, অতএব পিতার মরণান্তে অসংখ্য অর্থ প্রাপ্তে সুখাভিলাষী হইয়া প্রাপ্ত ধন দুই অংশে বিভক্ত করিয়া এক অংশে বাটী ও ভূম্যাদি ক্রয় করিয়া এই স্থির করিলেন যে ইহার উপস্বত্ব স্পর্শ করিব না, ক্রমে সঞ্চয় হইতে থাকিবে, অপরার্দ্ধ সুখোল্লাসে ব্যয় করিয়া পূর্ব্বে ধনাভাবে যে মনস্তাপ পাইয়াছি তাহার শোধ তুলিব।

আবুহোসেন এই প্রতিজ্ঞা করিয়া সমবয়স্ক এবং তদবস্থ কতকগুলি যুবা পুরুষ লইয়া এক সম্প্রদায় হইয়া নিত্য২ নৃত্য ও ভোজ দিতে লাগিলেন আর নর্ত্তক নর্ত্তকী ও গায়ক গায়িকা নিযুক্ত করিয়া রাখিলেন এবং অহর্নিশি নৃত্য গান ও মদ্যপান ও বিহারে মত্ত থাকিলেন। এইরূপ অপব্যয়ে ধন কত দিন থাকিতে পারে, এক বৎসর অতীত না হইতেই সর্ব্বস্বান্ত হইল, তখন ভোজাদির খর্ব্বতা পড়াতে তাহার বন্ধুগণ তাহার বাটীতে আসিতে ক্ষান্ত দিল এবং তাহার সহিত আর সাক্ষাৎ করিত না, অকস্মাৎ কোন স্থানে সাক্ষাৎ হইলে কোন ছলে চলিয়া যাইত বাক্যালাপ করিত না।

আবুহোসেন বন্ধুগণের এই ব্যবহারে অতিশয় মনস্তাপ পাইল, তথাপি তাহারদের মনের প্রকৃত ভাব জানিবার জন্য মনে২ করিল দেখি দেখি তাহারদিগের স্থানে গিয়া এই কথা বলি যে আমার

সর্ব্বস্ব গিয়াছে এবং আমার ও আমার গর্ভধারিণীর দিন পাতের কোন উপায় নাই ইহাতে তাহারা কি উত্তর করে। ইহা ভাবিয়া যে ব্যক্তি আহারামোদের সময়ে অত্যন্ত হৃদ্যতা জানাইয়াছিল প্রথমে তাহার বাটীতে যাইয়া আপনার দুরবস্থা জ্ঞাপন পূর্ব্বক কিছু মুদ্রা কর্জ্জ চাহিল যে তদ্দ্বারা কোন ব্যবসায় করিয়া কোন প্রকারে দিনপাত করি. কেননা তদ্ব্যতিরেকে উদরান্নের অন্যোপায় দেখি না। তাহার কপট বন্ধু ঐ কথা শুনিয়া আপনার প্রকৃত মূর্ত্তি ধারণ করিল অর্থাৎ তাহাকে অবজ্ঞা করিয়া আলয় হইতে বহিস্কৃত করিয়া দিয়া বলিল তোমার কি হইবে আমি কি জানি। তদনন্তর আবুহোসেন আর কয়েক মিত্রের নিকট গমন করিল তাহারাও কোন সদ্ব্যবহার করিল না, তাহাতে অত্যন্ত মনোদুঃখে স্বালয়ে আসিয়া প্রতিজ্ঞা করিল যে ইহার পর যত কাল জীবন ধারণ করিব তাহার মধ্যে বোগদাদ দেশীয় কোন ব্যক্তিকে নিমন্ত্রণ করিব না, আর এই প্রতিজ্ঞা করিল যে প্রত্যহ রাত্রিতে এমন এক ভিন্ন দেশীয় অতিথি যে সেই দিবস সন্ধ্যার সময় বোগদাদে আসিয়া উপস্থিত হয় তাহাকে লইয়া একত্র আহারাদি করিব এবং এক রাত্রির অধিক তাহাকে বাটীতে অবস্থিতি করিতে দিব না।

তদনন্তর বাটী ভাড়া ও ভূম্যাদির উপস্বত্বের যে অর্থ সঞ্চয় হইয়া স্বতন্ত্র ছিল তাহা ধনাগারে আনাইয়া এই স্থির করিল যে আপনার ও একটী অতিথির আহারের নিমিত্ত নিত্য যে ব্যয় আবশ্যক তাহার অধিক ব্যয় করিব না, পরে এই নিয়মানুসারে ভোজনের দ্রব্যাদির আয়োজন করাইয়া প্রত্যহ সন্ধ্যার পূর্ব্বে বোগদাদের পুলের উপরে বসিয়া থাকিত, এবং বিদেশস্থ লোক দেখিলে তাহাকে প্রতিজ্ঞা জ্ঞাপন পূর্ব্বক স্বভবনে আনিয়া তাহার সঙ্গে একত্রে আহার পান ও কথোপকথনে অনেক রাত্রি বঞ্চন করিয়া সে রাত্রি তাহাকে গৃহেতে রাখিয়া প্রাতঃকালে বিদায় করিয়া দিত।

কতক দিন এই ভাবে অতীত হইলে পর এক দিবস বোগদাদাধিপতি হারুণলরসিদ এক কৃষ্ণবর্ণ ক্রীত কিঙ্কর সমভিব্যাহারে ছদ্ম

যেন তিনি তখনি নৌকা হইতে উঠিলেন এই ভাবে সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ প্রাক্কালে ঐ পলের উপর যে স্থানে আবুহোসেন বসিয়াছিল তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আবুহোসেন তাঁহাকে প্রকৃত সাধু অনুমানে এবং সম্ভ্রান্ত দেখিয়া গাত্রোত্থান পূর্ব্বক নমস্কার করিয়া বলিল মহাশয়ের শুভাগমনে আমি আনন্দিত হইলাম, কিন্তু আপনি শ্রান্ত হইয়া আসিয়াছেন এ জন্য আমি নিবেদন করি যে অদ্য রাত্রিতে আমার আলয়ে ভোজন শয়ন করেন, পরন্তু রাজা তাহার কথা অবহেলন না করেন এ নিমিত্ত আপন নিয়মের কথাও জ্ঞাপন করিল। বোগদাদাধিপতি আবুহোসেনের নিয়মের কথা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইলেন, কিন্তু নিগূঢ় ভাব জানিবার জন্য আতিথ্য স্বীকার করিলেন। পরে আবুহোসেন তাঁহাকে গৃহে লইয়া গিয়া আপনি যে ঘরে বসিত সেই ঘরের মধ্যে উত্তম স্থানে বসাইল। আবুহোসেনের মাতা রন্ধনাদি করাইয়া খাদ্য প্রস্তুত করিলে মেজে কাপড় বিছাইয়া অন্ন ব্যঞ্জন আনাইয়া দিল। তৎপরে আবুহোসেন ভূপালকে সম্মুখে উপবিষ্ট করাইয়া তাঁহার সঙ্গে আহার করিতে লাগিল, আহারান্তে রাজার ভৃত্য হস্ত মুখ প্রক্ষালনার্থ জল লইয়া দিল, ইতিমধ্যে আবুহোসেনের মাতা মেজের কাপড় উঠাইয়া জল সামগ্রী অর্থাৎ উত্তম২ ফল মূল ও মেওয়া দ্রব্যাদি আনিয়া দিল তাহাও দুই জনে আহার করিলেন, পরে সন্ধ্যা হইলে গৃহে আলোক আনিয়া দিলে পর আবুহোসেন রাজ ভৃত্যকে আহার করিতে বলিয়া আপনি মদ্য ভাণ্ড অর্থাৎ বোতল ও পান পাত্র পাড়িয়া রাজার সঙ্গে একত্রে বসিয়া পান করিতে লাগিল এবং কথোপকথন রহস্যাদি হইতে থাকিল। ভূপতি আবুহোসেনের কথা বার্ত্তায় অত্যন্ত তুষ্ট হইয়া পানানন্দ বৃদ্ধি হেতু পুনঃ২ মদ্য চাহিতে লাগিলেন, তদভিপ্রায় এই যে আবুহোসেনের চিত্তের চাঞ্চল্য জন্মিলে তাঁহার মনস্কামনা পূর্ণ হইবেক, ফলতঃ তাহাই হইল।

আবুহোসেন মদ্যপানে কিঞ্চিৎ উন্মত্ত হইলে রাজা তাহার পরিচয়াদি জিজ্ঞাসা করিলেন তাহাতে আবুহোসেন আপন নাম ও ব্যবহার ও পিতৃ বিভবাদি পাইয়া একাংশ রাখিয়া অপরাংশ

যে প্রকারে নষ্ট করিয়াছিল ও তাহার বন্ধুগণ তাহার সহিত যে প্রকার কুব্যবহার করিয়াছিল ও তৎপরে তাহারদের কৃতঘ্নতা প্রযুক্ত তদ্দেশীয় কোন ব্যক্তির সহিত আহার করিবে না আর প্রতিদিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে ভিন্ন দেশীয় একটী অতিথি ভোজন করাইবার যে নিয়ম করিয়াছিল তাহা বিস্তারিতরূপে রাজাকে কহিল। রাজা এই সকল কথা শুনিয়া আরো তুষ্ট হইলেন, এবং আবুহোসেনকে বলিলেন যে তোমার সুনীতির কথা শুনিয়া আমি বড় তুষ্ট হইলাম, বিশেষতঃ তোমার ন্যায় যুবা পুরুষেরা যৌবনাবস্থাতে ইন্দ্রিয়াদির সুখে বিরত থাকিতে পারে না, তাহাতে তুমি সে রীতি ত্যাগ করিয়া যে রূপ বিশিষ্ট পথাবলম্বন করিয়াছ তাহাতে তোমার আরো ধন্যবাদ করি।

এই রূপ বিবিধ আলাপে ও পানে অধিক রাত্রি হইলে বোগদাদাধিপতি আবুহোসেনকে কহিল আমি ভ্রমণে বড় ক্লান্ত হইয়াছি এইক্ষণে শয়নাভিলাষ করি, কিন্তু প্রত্যুষে এখান হইতে প্রস্থান করিব তৎকালে তোমার নিদ্রা ভঙ্গ হয় কি না হয় এইজন্য অগ্রে বিদায় হইয়া থাকি তিনি আরো কহিলেন যে তোমার সৌজন্যের আতিথ্যেতে কি পর্য্যন্ত বাধিত হইলাম তাহা বাক্য দ্বারা জানাইতে অক্ষম, ইচ্ছা করি কোন প্রকারে কৃতজ্ঞতা জানাই, অতএব আমার দ্বারা তোমার কি উপকার হইতে পারে তাহা বল, তুমি যে অবস্থার মনুষ্য তাহাতে তোমার কোন বিষয়ে কোন অভাব বা আকাঙ্ক্ষা নাই এমত হইতে পারে না, অবশ্য কোন বিষয়ে কোন আকাঙ্ক্ষা বা অভিলাষ থাকিতে পারে, অতএব আমাকে তাহা অকপটে কহ, আমি সওদাগর তথাপি আপনি হউক অথবা কোন বন্ধুর দ্বারা হউক তোমার প্রত্যুপকারের চেষ্টা পাইব।

আবুহোসেন কহিল মহাশয় আপনি মহৎ, এই সকল কথা বলিয়া কেবল যে আপনার সৌজন্য জানাইতেছেন এমত বোধ করি না, যাহা বলিতেছেন অবশ্য তাহা করিবার মানস রাখেন,

করি না, পরমেশ্বর আমাকে যে অবস্থাতে রাখিয়াছেন তাহাতেই সন্তুষ্ট আছি. অতএব আপনার সৌজন্য হেতু আপনাকে নমস্কার করি, আপনি এই অধীনের আলয়ে আহার করিয়া যে কৃপা প্রকাশ করিলেন ইহাতেই কৃতার্থ হইয়াছি। তবে এক বিষয়ে আমার কিঞ্চিৎ অসুখ আছে তাহা আপনাকে বলিতে পারি, আপনি জানিতে পারেন।

বোগদাদ নগর কএক অংশে বিভক্ত এবং প্রত্যেক অংশে এক২ মঠ আছে ঐ সকল মঠে এক২ জন ইমান আছে তাহারা নিয়মিত্ত কালে সকল লোক একত্র হইলে নেমাজ পড়িয়া থাকে, আমি যে খণ্ডে বাস করি এই খণ্ডের ইমান অতিশয় প্রাচীন ও কঠোর মূর্ত্তি কিন্তু তত্তুল্য ভণ্ড পৃথিবীতে আর নাই, এই পল্লীতে ঐ আকারের আর চারি জন প্রাচীন মনুষ্য আছে তাহারা ইমানের আলয়ে যাইয়া এই পল্লীস্থ তাবৎ ভদ্র লোকের জিঘাংসা ও গ্লানি ও অপমান ও অপবাদ করে কাহারও নিষেধ শুনে না ইহাতে তাবৎ লোক অস্থির। রাজা বলিলেন এই কুরীতি নিবারণ হয় বুঝি তাহাই তোমার বাঞ্ছা। আবুহোসেন্ উত্তর করিল হাঁ আমার তাহাই বাঞ্ছা, কিন্তু আমি ইচ্ছা করি যে এক দিবসের নিমিত্ত মহারাজাধিরাজ হারুণঅরসিদের পরিবর্ত্তে আমি রাজেশ্বর হইয়া সিংহাসনে উপবেশন করি। ভূপতি জিজ্ঞাসা করিলেন তাহা হইলে তুমি কি কর। আবুহোসেন্ বলিল তাহা হইলে আমি এই চারি বৃদ্ধের প্রত্যেক বৃদ্ধকে এক২ শত এবং ইমানকে পাঁচশত বেত্রাঘাত করিতে আজ্ঞা দেই, ইহা হইলে তাহাদের ভাল শিক্ষা হয় এবং ভদ্র লোকের ভদ্রতা থাকে।

বোগদাদাধিপতি আবুহোসেনের এমত মনস্কামনা জানিয়া মনে২ সন্তুষ্ট হইলেন এবং তাহা কি রূপে সিদ্ধ হইবে তাহা চিন্তা করিতে২ আবুহোসেনকে বলিলেন তোমার অভিপ্রায় উত্তম বটে, খল লোকে অনর্থক বিশিষ্ট জনের নিন্দা করে তুমি সহ্য করিতে পার না ইহা অবশ্য ভাল, আমার ইচ্ছা তোমার এই মনস্কামনা পূর্ণ হয় কিন্তু ইহা পূর্ণ হইবার আশ্চর্য্য কি যদ্যপি রাজা

কালের নিমিত্ত অবশ্যই তোমাকে আপন রাজপদ ছাড়িয়া দিতে পারেন, এইক্ষণে সে আলাপের প্রয়োজন নাই অধিক রাত্রি হইয়াছে শয়ন করা যাউক। আবুহোসেন বলিল তাহার বাধা কি, কিন্তু এখন পর্য্যন্ত বোতল টা খালি হয় নাই আইস যে মদ্যটুকি অবশিষ্ট আছে তাহা পান করি, তাহার পর শয়ন করা যাইবে, পরন্তু আর একটি কথা আপনাকে বলিয়া রাখি, যখন প্রত্যূষে আপনি উঠিয়া যাইবেন তৎকালে যদ্যপি আমার নিদ্রা ভঙ্গ না হয় তবে ঘরের কপাট মুক্ত রাখিয়া যাইবেন না রাজা বলিলেন তাহা অবশ্য করিব, পরে আবুহোসেন যেমন কথা কহিতে থাকিল তেমনি রাজা বোতল টা লইয়া দুই টা পাত্র সম্মুখে রাখিয়া প্রথমতঃ আপনার পাত্র মদ্য পূর্ণ করিয়া আবুহোসেনকে বলিলেন তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থ আমি এই পাত্র পান করিতেছি, তৎপরে দ্বিতীয় পাত্রে সুরা পূর্ণ করণপূর্ব্বক আপনার বস্ত্রের মধ্যে লুক্কায়িত যে এক চমৎকার চূর্ণ ছিল তাহা আবুহোসেন দেখিতে না পায় এমত করিয়া ঐ পাত্রে দিয়া তাহাকে বলিলেন আবুহোসেন তুমি সমস্ত রাত্রি আমাকে মদ্য ঢালিয়া২ দিয়াছ আমি একবার তোমাকে সুরা দেই, ইহা বলিয়া ঐ পাত্র তাহার হস্তে দিলেন। আবুহোসেন অতি ব্যগ্রভাবে ঐ পাত্র লইয়া তখনি তাহা পান করিল, কিন্তু পান করণানন্তর পাত্র মেজের উপর রাখিয়াছে কি না অমনি চূর্ণের গুণ দৃষ্ট হইল অর্থাৎ তাহার ঘোর নিদ্রা আকর্ষণ হইল তাহার মস্তক জাংঘার উপরে নত হইয়া পড়িল। বোগদাদাধিপতি তদ্দৃষ্টে হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না পরে যে ভৃত্য সঙ্গে আসিয়াছিল ও আহারান্তে দ্বারে বসিয়াছিল তাহাকে ডাকিয়া আজ্ঞা করিলেন যে এই ব্যক্তিকে তুলিয়া লইয়া আমার সঙ্গে২ আইস, আর এই বাটী স্মরণ করিয়া রাখ কেননা ইহাকে পুনর্ব্বার এখানে রাখিয়া যাইতে হইবে। রাজাজ্ঞায় কিঙ্কর আবুহোসেনকে পৃষ্ঠোপরি তুলিয়া তাঁহার পশ্চাৎ২ চলিল, রাজা গমন কালে বিস্মৃতিক্রমে দ্বাররুদ্ধ করিলেন না কপাট মুক্ত রহিল। পরে এক গোপন দ্বার দিয়া স্বীয় পুরী প্রবিষ্ট হইয়া রাজা আপন শয্যাগারে গেলেন তথায় ভৃত্যেরা তাঁহার অপেক্ষা করিতেছিল রাজা

তাহারদিগকে আজ্ঞা করিলেন যে এই নিদ্রিত ব্যক্তির বসনাদি ত্যাগ করাইয়া তাহাকে তাঁহার শয্যাতে শয়ন করাইয়া রাখে। ভৃত্যেরা ঐ আজ্ঞা পাইয়া তৎক্ষণাৎ আবুহোসেনকে রাজার শয়নের পালঙ্কে শয়ন করাইয়া রাখিল। তদনন্তর রাজবাটীর সকল কর্ম্মকারক ও কর্ম্মকারি দাস দাসীগণকে ডাকাইয়া রাজা বলিলেন তোমরা যে২ ব্যক্তি আমার দরবারে উপস্থিত থাক সকলে এই নিদ্রিত ব্যক্তির নিকটে কল্য উপস্থিত হইবা, এবং আমাকে যে রূপ সম্মান কর ইহাকেও সেইরূপ সম্মান করিবে ও ইনি যে আজ্ঞা করিবেন তাহা পালন করিবা এবং কথা বার্ত্তা ও উত্তর প্রত্যুত্তরে ও কর্ম্মে তাহাকে বোগদাদাধিপতির ন্যায় সম্বোধন ও সম্ভ্রম করিবা কোন বিষয়ে অবহেলন বা তাচ্ছল্য করিবা না, আর আমি যে রাজা তাহা মনে না করিয়া ইহাকেই প্রকৃত ভূস্বামি জ্ঞানে সকল কর্ম্ম করিবা ইহাতে যেন অন্যথা না হয়।

বোগদাদেশ্বর এইরূপ আদেশ করিলে পর সকলে বুঝিল যে রাজা কৌতুকাভিলাষী হইয়াছেন অতএব নত শির হইয়া তাহারা বিদায় হইল। তদনন্তর রাজা বাহিরে গিয়া প্রধান মন্ত্রি জাফেরকে ডাকাইয়া বলিলেন আমি এই২ রূপ করিয়াছি, কল্য প্রাতে ঐ ব্যক্তিকে রাজসিংহাসনোপবিষ্ট দেখিয়া তুমি আশ্চর্য্য বিবেচনা না করিয়া আমাকে যে রূপ সম্মান করিয়া থাক সেই রূপ করিবা, আর ঐ বক্তি যে আজ্ঞা করে তাহা পালন করিবা, কোন বিষয়ে অমান্য করিও না। মন্ত্রী যে আজ্ঞা বলিয়া বিদায় লইল। পরে রাজা মসরুর নামা প্রধান২ নপুংসককে ডাকাইয়া আবুহোসেনের চিত্ত সন্তোষের জন্য যাহা২ করিতে হইবে তাহা বলিয়া দিলেন আরো আজ্ঞা করিলেন যে আবুহোসেনের নিদ্রা ভঙ্গ না হইতে২ আমাকে জাগ্রৎ করিবা আমি দেখিব নিদ্রা ভঙ্গ হইলে সে কি করে।

এই রূপ আজ্ঞা দান করিয়া হারুনলরশিদ ভূপতি আবুহোসেনের শয়নাগারের পার্শ্ববর্ত্তি অথচ কিঞ্চিৎ উচ্চতর এক কুঠরি যেখান হইতে শয়নাগার উত্তম রূপে দৃষ্ট হয় তথায় গোপনভাবে শয়ন করিয়া থাকিলেন।

তদনন্তর যে সকল রাজকিঙ্কর ও বন্দিনী রাজদরবারে উপস্থিত থাকে তাহারা স্ব২ পদানুক্রমে শয্যাগারে গিয়া যে২ স্থানে দাঁড়াইতে হয় সেই২ স্থানে চুপে২ যাইয়া সারি দিয়া দণ্ডাইল, এবং আবুহোসেনের নিদ্রা ভঙ্গ হইলে রাজাকে যে রূপ সম্মান করিত সেই রূপ করণার্থ আপন২ কর্ম্ম নির্ব্বাহে প্রস্তুত হইয়া থাকিল।

অনন্তর প্রভাতে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে নেমাজ পড়িবার সময় হইলে যে রাজকিঙ্কর শয্যার অতি নিকটে দণ্ডায়মান থাকে সে দ্রাক্ষারসে কতকটা তুলা ভিজাইয়া তাহা আবুহোসেনের নাসিকার নিকট ধরিল, তাহাতে আবুহোসেন চক্ষু মুদ্রিত অথচ মস্তক ফিরাইয়া কতকগুলা শ্লেষ্মা ও কফ তুলিল। ঐ কফ শয্যাতে পড়িতে না পারে একারণ ঐ কিঙ্কর এক স্বর্ণ পিকদান তাহার মুখের নিকটে ধরিল, শ্লেষ্মাদি তাহাতে পড়িল। তৎপরে আবুহোসেন বালিসের উপর মস্তক স্থাপন পূর্ব্বক নেত্রোন্মীলন করাতে গৃহমধ্যে যে অরুণাভা আসিয়াছিল তদ্দ্বারা দেখিল যে ঘরে তিনি আছেন সে অতিউত্তম ও অতি সুসজ্জিত ঘর আর ঐ ঘরের কড়ি কাষ্ঠ ও বরগা সকল চিত্রিত এবং ঘরের স্থান২ স্বর্ণ ও রজত দ্রব্যাদিতে সুশোভিত এবং মাজিয়া রেসমের বিচিত্র বস্ত্র মণ্ডিত অধিকন্তু অনেক ষোড়শী ও রূপবতী কামিনী কেহ২ বাদ্য যন্ত্রাদি ধারণ পূর্ব্বক এবং বহু সংখ্যক কৃষ্ণবর্ণ নপুংসক কিঙ্কর অতি উত্তম বেশভূষা করিয়া সম্মান পুরঃসর দণ্ডায়মান আছে। তদ্ভিন্ন শয্যার যে আচ্ছাদন বস্ত্র তাহা সুবর্ণ সূত্রে অঙ্কিত এবং তাহা বহুতর হীরা ও মুক্তাতে খচিত অপর শয্যার নিকটেই এক মছলন্দ রহিয়াছে তদুপরি ঐ প্রকার জরির এক প্রস্থ রাজবেশ এবং হারূনলরশিদ ভূপতির এক মুকুট রহিয়াছে।

এই সকল জ্যোতির্ম্ময় বস্তু অবলোকনে আবুহোসেনের অন্তঃকরণে যে সংশয় হইল তাহা বর্ণনাতীত, বণিক্ নন্দন বিবেচনা করিল এসকল স্বপ্ন না হইয়া যায় না, বারান্তরে ভাবিল বুঝি আমি রাজ্যাধিপ কালিফ হইয়াছি, পনর্ব্বার পর্ব্ব রাত্রে শওদাগ-

রের সঙ্গে যে সকল কথোপকথন হইয়াছিল তাহা স্মরণ করিয়া মনে করিল বুঝি উৎকট ব্যক্তিকে এই সকল স্বপ্ন উদ্ভব হইয়াছে। এই প্রকারে কিছু স্থির করিতে না পারিয়া পার্শ্ব পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক পুনর্ব্বার নিদ্রা যাইবার চেষ্টা করিল। ঐ সময়ে নপুংসক সবিনয়ে কহিল ধর্ম্মাবতার রজনী প্রভাতা হইয়াছে, গাত্রোত্থান করিতে আজ্ঞা হউক, নেমাজের কাল অতীত হয়। তৎপরে রাজপুরীস্থ ষোড়শী বন্দিনী গণ আবু হোসেনের সম্মুখে আসিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া বংশী সানাই ও অন্যান্য বাদ্য যন্ত্র বাদন পূর্ব্বক এক স্বরে সংগীত করত তাহাকে অভিবাদন করিল। ঐ গান বাদ্যে আবু-হোসেন এমত মোহিত ও উল্লাসিত হইল যে তাহাতে একেবারে বিস্মিত; যদিও তাহার পূর্ব্ব কারণ স্মরণ হইল তথাপি স্বপ্ন দেখিতেছে কি প্রকৃত বস্তুই দৃষ্ট হইতেছে ইহা বিবেচনা করিতে অক্ষম হইয়া দুই হস্ত চক্ষে দিয়া চক্ষু মর্দ্দন করিতে২ নতশির হইয়া বলিল এ সকল কি দেখিতেছি, আমি কোথায়, এই রাজ অট্টালিকা কাহার, আর এই সকল খোজা ও এই সব সুসজ্জিত কর্ম্মকারি অপর এসমস্ত পরম রূপবতী ও যুবতী ও সঙ্গীত কারিণী রমণী, ইহারাই বা কে।

অনন্তর চক্ষু হইতে হস্ত উঠাইয়া চক্ষু মুক্ত করত মস্তক তুলিয়া দেখিল যে অরুণোদয় হইয়াছে সূর্য্যের কিরণ গবাক্ষে আসিয়া লাগিতেছে। তখনি খোজাধ্যক্ষ আসিয়া তাহার সম্মুখে প্রণিপাত করিয়া বলিল ধর্ম্মাবতার কিঙ্করের অপরাধ মার্জ্জনা হউক, আপনার গাত্রোত্থানের নিরূপিত কাল অপেক্ষা মেঘাচ্ছন্নবশতঃ কিঞ্চিৎ বেলা হইয়া নেমাজের সময় অতীত হইয়াছে। খোজাধ্যক্ষের এই কথা শুনিয়া আবুহোসেনের মনের মধ্যে আর এমত সন্দেহ রহিল না যে তিনি নিদ্রিত আছেন অথবা স্বপ্ন দেখিতেছেন, কিন্তু তখন কি করে তাহা স্থির করিতে না পারিয়া খোজাকে জিজ্ঞাসা করিল যে তুমি কাহাকে সম্বোধন করিয়া কথা কহিতেছ ও কাহাকে ধর্ম্মাবতার বলিতেছ তাহা তোমার বোধ আছে, আমি তোমাকে চিনি না, বুঝি তুমি ভ্রম প্রযুক্ত আমাকে এই রূপ সম্বোধন করিয়া বলিতেছ। অন্য কোন ভৃত্য হইলে এই

কথার উত্তর দানে অশক্ত হইত, কিন্তু খোজা পূর্ব্বাবধি উপদিষ্ট হইয়াছিল একারণ না ঠকিয়া অমনি উত্তর করিল যে মহারাজ আমার পরীক্ষা জন্য বুঝি এসকল কথা বলিলেন, আপনি কি পুণ্যাত্মা পালক এবং পূর্ব্বাবধি পশ্চিম পর্য্যন্ত তাবৎ পৃথিবীর স্বামী ও ঈশ্বর প্রেরিত পয়গম্বরের প্রতিভূ নহেন, মসরুর আপনার দাস এতকাল আপনার চরণ সেবা করিল কি মহারাজকে ভুলিতে পারে।

আবুহোসেন খোজাধ্যক্ষের এই কথা শুনিয়া অতিশয় হাস্য করিয়া উঠিল, এবং হাস্য করিতে২ পুনর্ব্বার বালিসের উপর পড়িল। রাজা পার্শ্ববর্ত্তি কুঠরি হইতে তাহা দেখিয়া হাস্য করণে উদ্যত হইলেন কিন্তু তাহাতে কর্ম্মে ব্যাঘাত হয় একারণ ক্ষান্ত থাকিলেন। অনন্তর আবুহোসেন হাস্যে শ্রান্ত হইয়া পুনর্ব্বার উঠিয়া বসিল এবং পুনর্ব্বার গৃহ সজ্জাদি দর্শন করণানন্তর নিদ্রাবেশে আছে কি না তাহা নিশ্চয় করণার্থ অতি নিকটে যে এক যুবতী দণ্ডায়মান ছিল তাহাকে স্বীয় অঙ্গুলী দংশন করিতে দিল। নারী আজ্ঞা পালনার্থ বিলক্ষণ বলপূর্ব্বক অঙ্গুলী দংশন করিল। আবুহোসেন তাহাতে বেদনা বোধ করিয়া হস্তখান তখনি টানিয়া লইল, আর তখন বুঝিল যে নিদ্রিত নহে জাগ্রদবস্থায় আছে কিন্তু এক রাত্রে কিরূপে রাজ্যেশ্বর হইল তাহা কোন প্রকারে বুদ্ধিতে আসিল না।

অনন্তর আবুহোসেন গাত্রোত্থান করিবে এমত মনস্থ বুঝিয়া খোজাধ্যক্ষ আপন হস্ত বাড়াইয়া দিল, আবুহোসেন তদবলম্বন পূর্ব্বক গাত্রোত্থান করিল এবং ভূমিতে পদক্ষেপ করিবা মাত্র রাজ কর্ম্মকারী ও বন্দিনীগণ এই কথা বলিয়া মঙ্গল ধ্বনি করিল, হে পুণ্যাত্মা পালক পরমেশ্বর এই দিন আপনার শুভদিন করুন। এই মঙ্গল ধ্বনি শ্রবণে আবুহোসেন অত্যন্ত উল্লাসিত হইল। তৎপরে দাসগণ তাহাকে রাজবেশ পরিধান করাইল।

তদনন্তর ঐ ঘর অবধি রাজসভা পর্য্যন্ত ভৃত্য ও নারীগণ শ্রেণিদিয়া দণ্ডায়মান হইল তন্মধ্য দিয়া খোজাধ্যক্ষ তাহাকে রাজ [illegible] লইয়া চলিল। সভাদ্বারে আসিবা মাত্র আর এক কিঙ্কর

দ্বার মুক্ত করিল, তৎপরে খোজাধ্যক্ষ অগ্রগামী হইয়া তাহাকে সিংহাসনের সমীপে লইয়া গেল। সিংহাসনের নিকটে আসিলে খোজাধ্যক্ষ এক হস্ত ও অন্য এক কর্ম্মকারী আর এক হস্ত ধরিল তাহাতে আবুহোসেন সিংহাসনারূঢ় হইল। তৎপরে সিংহাসনে উপবেশন করিলে সভাসদগণ মন্ত্রী রাজকর্ম্মকারী ও আর২ যে সকল লোক সভায় উপস্থিত ছিল তাহারা সকলে জয়ধ্বনি করিল।

ইহার মধ্যে হারুণলরসীদ ভূপতি গুপ্ত স্থান হইতে বাহির হইয়া আপন পীড়া কালে রাজসভায় গমনাক্ষম হইলে মন্ত্রিকে রাজকর্ম্মের ভারার্পণ করিয়া সভা সংলগ্ন যে কুঠরীতে বসিয়া গোপন ভাবে রাজকার্য্যাদি দর্শন করিতেন সেই কুঠরীতে গিয়া বসিলেন। তিনি দেখিলেন যে আপনি যেমত গম্ভীর ভাবে সিংহাসনে বসিতেন আবুহোসেন সেই ভাবে বসিয়াছে, তদ্দৃষ্টে মনে২ বড় সন্তোষান্বিত হইলেন।

অনন্তর সভ্যগণের অভিবাদনাদি হইলে পর যখন গোল নিবারণ হইল তখন প্রধান মন্ত্রী সিংহাসনের সম্মুখে আসিয়া অষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করণানন্তর কাগজ হস্তে ধরিয়া রাজকার্য্যের বিবরণ অর্থাৎ যে২ বিষয়ে আজ্ঞা প্রদান করিতে হইবে তাহা শুনাইল। পরন্তু সে দিবস কোন গুরুতর মোকদ্দমা উপস্থিত ছিল না, যাহা হউক মন্ত্রির পত্র পাঠ সমাপ্ত না হইতে২ আবুহোসেন দেখিল যে নগরের শান্তি রক্ষক রাজ সভায় উপস্থিত আছে অতএব মন্ত্রিকে পাঠে ক্ষান্ত করাইয়া বলিল বিলম্ব কর, অগ্রে শান্তি রক্ষককে এক গুরুতর আজ্ঞা প্রদান করি তৎপরে আর২ কর্ম্ম হইবে, ইহা বলিয়া শান্তি রক্ষককে নিকটে ডাকিয়া বলিল, শুন শান্তি রক্ষক তুমি অমুক পল্লীতে অমুক গলিতে যাও তথায় এক মঠ আছে ঐ মঠে এক ইমান থাকে এবং তৎসঙ্গী শ্বেত শ্মশ্রু বিশিষ্ট আর চারি জন বৃদ্ধ আছে, তাহারদিগকে আনিয়া প্রত্যেক বৃদ্ধকে এক২ শত বেত ও ইমানকে চারি শত বেত আঘাত কর, তৎপরে তাহাদিগকে ছিন্ন বাস পরিধান করাইয়া উষ্ট্রের উপর আরোহণ করাইয়া উষ্ট্রের লাঙ্গুলের দিকে মুখ করিয়া তাহারদিগকে তাবন্নগরে ভ্রমণ করাও, আর তাহারদের সঙ্গে কোন ব্যক্তিকে দেও সে এই

কথা বলিতে থাকুক যে যে সকল লোক পর নিন্দা এবং ভদ্র প্রতি-বাসীগণের মিথ্যা গ্লানি করিয়া তাহারদের মনোভঙ্গ করে ও বিবাদ ঘটায় সেই সকল লোকের এমন দণ্ড হয়। পরন্তু ইহাও আমার মানস তুমি ঐ পাঁচ ব্যক্তিকে কহিয়া দেও যে ভবিষ্যতে তাহারা ঐ পল্লীতে আর বাস বা পদার্পণ না করে, আর এই আজ্ঞা যে রূপে পালন হয় তাহা শীঘ্র আসিয়া আমাকে জ্ঞাত করাও। শান্তিরক্ষক এই কথা শুনিয়া মস্তকে হস্তার্পণ করিল তাহার ভাব এই যে আজ্ঞা করিলেন তাহা পালন করিতেছি যদি না করি তবে শিরশ্ছেদন করিবেন, তদনন্তর অষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া বিদায় হইল।

হারুণলরসীদ ভূপতি কুঠরী হইতে দুষ্ট দমনার্থ আবুহোসেনকে এইরূপ দৃঢ় ভাবে আজ্ঞা প্রদান করিতে দেখিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলেন।

অনন্তর মন্ত্রী রাজকার্য্যের বিবরণ পুনর্ব্বার পাঠ করিতে লাগিল পরে পঠনও সমাপন হইয়াছে এমত সময় শান্তি রক্ষক রাজাজ্ঞা পালন পূর্ব্বক প্রত্যাগত হওত ভূমিষ্ঠ হইয়া দণ্ডবৎ করণানন্তর যে২ লোকের সাক্ষাতে আজ্ঞা পালন করিয়াছিল তাহারদের নাম স্বাক্ষরিত এক কাগজ আনিয়া আবুহোসনের হস্তে দিল। আবুহোসেন দেখিল তাহার পরিচিত কয়েক জন লোকের নাম স্বাক্ষর আছে তদ্দৃষ্টে মনে২ সন্তুষ্ট হইল।

তদনন্তর প্রধান মন্ত্রিকে বলিল তুমি ধন রক্ষকের স্থানে এক সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা লইয়া লম্বট রূপে খ্যাত যে আবুহোসেন তাহার মাতাকে দিয়া আইস, যে পল্লীতে শান্তি রক্ষককে এখনি প্রেরণ করিয়াছিলাম সেই পল্লীতে তাহার ঘর, যাও, মুদ্রা দিয়া ত্বরায় প্রত্যাগমন করিও। রাজমন্ত্রী মস্তকে করার্পণ পূর্ব্বক প্রণাম করিয়া ধন রক্ষকের নিকট হইতে এক সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা লইয়া এক দাস দ্বারা তাহা আবুহোসেনের মাতাকে এই বলিয়া দিল যে বোগদাদাধিপতি তোমাকে এই মুদ্রা পাঠাইয়া দিয়াছেন। মন্ত্রির অনুপস্থিত কালে শান্তি রক্ষক আপনি যে রূপে আজ্ঞা পালন করিয়াছে তাহা বিস্তার পূর্ব্বক বলিতে আরম্ভ করিল ইতিমধ্যে মন্ত্রী

প্রত্যাগত হইয়া যে রূপে আবুহোসেনের মাতাকে মুদ্রা দিয়া আসিল তাহা নিবেদন করিল। পরে খোজাধ্যক্ষ মসরুর আসিয়া মন্ত্রী ও সভাসদ ও অন্যান্য কর্ম্মকারিগণকে সঙ্কেত দ্বারা জানাইল যে অদ্যকার দরবার এই পর্য্যন্ত হইল তাহাতে মন্ত্রী ও সভাসদ ও আরং কর্ম্মকারী সকলে আগমন কালে যেমন অষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়াছিল পুনর্ব্বার সেইরূপ অষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া বিদায় হইল।

তৎপরে আবুহোসেন খোজাধ্যক্ষ ও আর এক কর্ম্মকারিকে অবলম্বন করিয়া সিংহাসন হইতে অবরোহণ পূর্ব্বক যে স্থান হইতে আসিয়াছিল তথায় গমন করিল মন্ত্রী অগ্রেং চলিল। ঐ ঘরে গিয়া কিঞ্চিৎ কাল বিশ্রাম করিলে পর কিঙ্করগণ তাঁহাকে তথা হইতে আহারার্থ অন্তঃপুরস্থ এক ঘরে লইয়া গেল তথায় কতিপয় রূপবতী নারী বাদ্য যন্ত্র ধারণ পূর্ব্বক দণ্ডায়মানা ছিল তাহারা আবুহোসেনের আগমন মাত্রে সঙ্গীত আরম্ভ করিল। তচ্ছ্রবণে আবুহোসেন অত্যন্ত পুলকিত হইল। ঐ গৃহের মধ্যস্থলে এক মেজের উপর বড়ং সুবর্ণ থাল ও রেকাবিতে পক্বান্ন ও নানা জাতীয় মাংসের ব্যঞ্জন ছিল তাহার সৌগন্ধে তাবৎ ঘর আমোদিত হইয়াছিল। অপর পরম সুন্দরী সাত যুবতী অতি অপূর্ব্ব বেশ ভূষা করিয়া আহার কালে আবুহোসেনকে বায়ু ব্যজন করণার্থ প্রত্যেকে একং খান পাখা হস্তে মেজের চতুর্দ্দিগে দণ্ডায়মানা ছিল। এই সকল দৃষ্টে মত্ত লোকের মনে যেমন আনন্দ হয় আবুহোসেনের মনে তদ্রূপ হইল পরে কিয়ৎকাল গৃহের শোভা এবং নারীগণের লাবণ্য অবলোকনে চিত্ত সন্তোষ করিয়া আবুহোসেন আহারে বসিল এবং বায়ু ব্যজনকারিণী সাত রমণীর মধ্যে এক রমণীকে বায়ু ব্যজনে নিযুক্ত রাখিয়া অবশিষ্ট ছয় নারীকে সারি দিয়া আপনার দুই পার্শ্বে বসাইয়া তাহারদের সঙ্গে আহার ও আলাপ আরম্ভ করিয়া তাহারদের নাম জিজ্ঞাসা করিল। তাহারা উত্তর করিল যে আমারদের এক জনের নাম শুভ গ্রীবা, দ্বিতীয়ের নাম প্রবালাধরা, তৃতীয়ের নাম সুধাংশু বদনী চতুর্থের নাম অরুণবরণী, পঞ্চমের নাম নয়ন সুখা, ষষ্ঠের

নাম মনোরমা, আর যে নারী বায়ু ব্যজন করিতেছে তাহার নাম মধুরস্বরা। আবুহোসেন এই সকল নাম শ্রবণ করিয়া প্রত্যেকের নামের গুণ সম্বন্ধে তাহারদের সঙ্গে যে মিষ্টালাপ করিল তাহাতে তাহার রসবোধ ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধি এবং বাক্ চাতুরী বিলক্ষণ প্রকাশ পাইল রাজা এই সকল ব্যাপারও গোপন ভাবে দৃষ্টি করিতেছিলেন তিনিও মনে২ ধন্যবাদ করিলেন।

আবুহোসেনের ভোজন সমাপন হইলে নারীগণ সকলে দণ্ডায়মানা হইল, পরে খোজাগণ বারি আনয়ন করিলে কোন নারী স্বর্ণ ঝারি কোন রমণী স্বর্ণ ডাবর কোন মহিলা রুমাল লইয়া সকলে নত জানু হইয়া তাহার হস্ত প্রক্ষালন করাইল। তদনন্তর আবুহোসেন গাত্রোত্থান করিলে অন্য এক খোজা যে ঘরে ফলাহারের আয়োজন হইয়াছিল তদ্দ্বার উদ্ঘাটন করিল, পরে খোজাধ্যক্ষ তাহাকে লইয়া ঐ গৃহে প্রবেশ করিল, ঐ ঘর পূর্ব্বমত বড় এবং উত্তম ছবি ও স্বর্ণ রূপার পাত্রে এবং গালিচা ও অন্যান্য বহুমূল্য দ্রব্যে সুশোভিত ছিল, ঐ গৃহে ভিন্ন২ সাত সম্প্রদায় সঙ্গীতকারিণী নারীও উপস্থিতা ছিল, আবুহোসেন আসিবা মাত্র তাহারা গান বাদ্য আরম্ভ করিল। ঘরের মধ্যস্থলে এক মেজে সাত খান স্বর্ণ থালে নানাবিধ মিষ্টান্ন ও তৎকালীয় অতি অপূর্ব্ব ফল সকল মন্দিরাকারে সাজান ছিল এবং পূর্ব্ব ভোজনের ঘরে যে সাত নারী ছিল তদপেক্ষা আরো সুন্দরী সাত কামিনী চামর হস্তে করিয়া মেজের চতুষ্পার্শ্বে দণ্ডায়মানা ছিল। আবুহোসেন এই সকল দ্রব্যাদি ও রমণীগণের ভুবনমোহন রূপ দেখিয়া মনে২ তাহারদের বিস্তর প্রশংসা করিল, পরে মেজের সম্মুখে বসিয়া যুবতী নারীগণকে পার্শ্বে বসাইয়া তাহারদের সঙ্গে মিষ্টালাপ ও ফলাহার করিতে লাগিল, এই সকল নারীগণেরও গুণবাচক বিশেষ বিশেষ নাম ছিল, বিশেষতঃ এক জনের নাম মনোবন্ধন ছিল ঐ নারীর হস্তে একটী শুষ্ক ডুম্বর প্রদান পূর্ব্বক আবুহোসেন তাহাকে কহিল হে মনোবন্ধন তুমি ডুম্বরটী ভক্ষণ কর, তাহা হইলে তোমাকে দর্শন করণাবধি আমি যে প্রেম শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়াছি তাহার ভার খর্ব্ব হইবে তৎপরে শোকবারণী নাম্নী আর এক নারীর করে কয়ে-

কটী আঙ্গুর দিয়া তাহাকে কহিল হে শোকবারণী তুমি এই কয়েকটী আঙ্গুর ভক্ষণ কর তাহা হইলে তোমার প্রমত্ত প্রেমিকের শোক নিবারণ হইবে এই প্রকারে সকলের সঙ্গে মিষ্টালাপ করিতে লাগিল, তাহাতে প্রায় দিবাবসান হইল তৎপরে মসরুর তাহাকে আর এক ঘরে লইয়া গেল, ঐ গৃহ পূর্ব্ব দুই ঘর অপেক্ষা উৎকৃষ্ট এবং উত্তম রূপে সুসজ্জিত, ছিল এখানে স্বর্ণের সাত টা বড়২ঝাড় ছিল তাহাতে মোম বাতী জ্বালিয়া দেওয়াতে অতি সুন্দর আলোক হইয়াছিল অন্য দুই ঘরে ঝাড় ছিল না কেননা তথায় দিবসের কার্য্য হইত। পরন্তু এ ঘরেও পূর্ব্ব দুই ঘরের ন্যায় গান বাদ্যকারিণী রমণী অনেক ছিল, এবং পরম লাবণ্যবতী সাত যুবতী চামর হস্তে করিয়া মেজের চতুর্দ্দিগে দণ্ডায়মানা ছিল, আর মেজের উপর সাত খান বৃহৎ স্বর্ণ পাত্রে পিষ্টক ও শুষ্ক মিষ্টান্ন ও অন্যান্য সামগ্রী যাহাতে পান শক্তি বৃদ্ধি করে তাহা সাজান ছিল, অধিকন্তু এই ঘরে সাত টা রৌপ্যময় সোরাই শুদ্ধ অতি উৎকৃষ্ট মদ্যে পরিপূর্ণ এক মদ্যাধার ছিল এবং তন্নিকটে অতি উত্তম গঠনের সাতটী বেলওয়ারের পান পাত্র ছিল অন্য দুই স্থানে আহার কালে মদ্যের সম্পর্ক ছিল না এবং আবুহোসেন জল ব্যতীত আর কোন দ্রব্য পান করেন নাই, তাহার কারণ এই যে বোগদাদ নগরে কি নীচ কি ধনী সকল ঘরে এবং রাজপুরে এই রীতি ছিল যে দিবসে কেহ মদ্য পান করিবে না যদ্যপি কেহ ঐ রীতি উল্লঙ্ঘন করে তবে সে লম্পট শ্রেণিতে গণনীয় হইত এবং দিবসে বাটীর বাহির হইতে পারিত না।

এই গৃহ প্রবেশ করণানন্তর আবুহোসেন উপবিষ্ট হইয়া তত্রস্থ সাত রমণীকে দেখিয়া আরো উল্লাসিত হইল যেহেতু পূর্ব্ব দুই ঘরের নারীগণ অপেক্ষা অধিক সুন্দরী, তাহারদের নাম জ্ঞাত হইবার জন্য তিনি অধিক ব্যগ্র হইলেন কিন্তু গান বাদ্যে বিশেষতঃ তাণপুরার শব্দে তাহারদের কথা স্পষ্ট শুনিতে না পাইয়া করতালি দিলেন তাহাতে গান বাদ্য ক্ষান্ত হইলে পর যে নারী তাহার দক্ষিণে দণ্ডায়মানা ছিল তাহাকে আপন পার্শ্বে বসাইয়া তাহার হস্তে একটী পিষ্টক প্রদান পূর্ব্বক নাম জিজ্ঞাসা করিলেন। নারী কহিল আমার নাম মুক্তাদশনা। আবুহোসেন কহিলেন এ নাম

অপেক্ষা আর কোন নাম তোমার উপযুক্ত নহে, ফলিতার্থ অতি উত্তম যে মুক্তা তাহাও তোমার দন্তের তুল্য নহে। এই কথা বলিয়া তাহাকে বলিলেন হে মুক্তাদশনা তুমি আমাকে এক পাত্র মদ্য তোমার মনোহর হস্তে করিয়া আনিয়া দেও, এ কথা বলিলে ঐ নারী তখনি মদ্যাধার হইতে এক পাত্র মদ্য আনিয়া সহাস্য বদনে আবুহোসেনের হস্তে দিল। আবুহোসেন মন্দহাস্য পূর্ব্বক পাত্র লইয়া কাম দৃষ্টে তাহার প্রতি নিরীক্ষণ করত বলিল মুক্তাদশনা তোমার কুশলার্থ আমি এই মদ্য পান করিতেছি তুমি আর এক পাত্র পূর্ণ করিয়া আমার মঙ্গলার্থ পান কর। এই কথা শুনিয়া ঐ নারী আর এক পাত্র মদ্য আনিল কিন্তু পান করিবার পূর্ব্বে একটী গান করিল সে গানের নূতন ভাবে এবং কামিনীর সুমধুর স্বরে আবুহোসেন অত্যন্ত মোহিত হইল।

তদনন্তর মদ্য পান করিয়া আবুহোসেন আর এক নারীকে সেই রূপ নিকটে বসাইয়া স্বর্ণ থাল হইতে অতি উত্তম এক দ্রব্য তাহার হস্তে দিয়া তাহার নাম জিজ্ঞাসা করিল যুবতী কহিল আমার নাম শুকতারা। আবুহোসেন উত্তর করিল তোমার নেত্র-দ্বয়ে যে দুই তারা শোভা পাইতেছে তাহা শুকতারা হইতে ও অধিক উজ্জ্বল, তুমি আমাকে এক পাত্র মদ্য আনিয়া দেও দেখি এই কথা শুনিয়া কামিনী তখনি এক পাত্র মদ্য আনিয়া তাহাকে দিল। তদনন্তর দিবাজ্যোতি নাম্নী আর এক নারীকে সেই প্রকারে আর এক পাত্র মদ্য আনিতে আজ্ঞা করিল। তদনন্তর আর চারি নারীকে ঐ রূপ মদ্য আনিতে কহিল হারুণলরশিদ গোপন স্থান হইতে এতাবদ্দর্শনে অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলেন।

অনন্তর মুক্তাদশনা নাম্নী কামিনী মদ্যাধার হইতে আর এক পাত্র মদ্য তুলিয়া রাজা পূর্ব্ব রাত্রে যে গুঁড়া তাহাকে পান করিতে দিয়াছিলেন তাহার রতি পরিমাণ ঐ পাত্রে দিল পরে ঐ পাত্র আবুহোসেনকে দিয়া বলিল মহারাজ এই মদ্য পান করিতে আজ্ঞা হউক, পরন্তু অদ্য আমি একটি নূতন গান রচনা করিয়াছি তাহা পূর্ব্বে কখন গাহি নাই সেই গান অগ্রে শ্রবণ করুণ। আবুহোসেন মদ্য পাত্র গ্রহণ করত বলিল আমি তোমার

গান অবশ্য শ্রবণ করিব তুমি আমাকে ঐ গান শুনাও, তুমি যে রূপ সুন্দরী তোমার গান অবশ্যই উত্তম হইবে, এই কথায় যুবতী এক বীণা অনাইয়া তাহাতে আপন স্বর মিলাইয়া তাল মান শুদ্ধ করিয়া গান করিল. তাহাতে আবুহোসেন এমত মোহিত হইল যে ঐ গান শেষ হইলে তাহা পুনর্ব্বার গাহিতে আজ্ঞা করিল তৎশ্রবণেও তত্তুল্য আহ্লাদ জন্মিল।

সংগীত শ্রবণানন্তর আবুহোসেন মদ্য পান করিল। তৎপরে গানের প্রশংসা করিতে এমত মনস্থ ছিল, কিন্তু যে ঘোর নিদ্রা আইল তাহাতে বাক্য শক্তি রহিত হইয়া একেবারে অচেতন হইয়া মেজের উপর পড়িল এবং মদ্য পাত্রটা হস্ত হইতে নীচে পড়িয়া-গেল। ইহা দেখিয়া হারুণলরসীদ মহা আনন্দে গুপ্ত স্থান হইতে বাহিরে আসিয়া এক নপুংসককে আজ্ঞা করিলেন যে ইহাকে ইহার পূর্ব্ব বস্ত্রাদি পরিধান করাও, তাহা হইলে পর কহিলেন যে খোজা পূর্ব্বরাত্রে ইহাকে স্কন্ধে করিয়া আনিয়াছিল সে ইহাকে ইহার বাটীতে পালঙ্কের উপরে শয়ন করাইয়া গোপনে রাখিয়া আইসুক এবং কোন গোলযোগ না করিয়া যেন ঘরের দ্বার মুক্ত করিয়া রাখিয়া আইসে।

এই আজ্ঞা মাত্রে কিঙ্কর আবুহোসেনকে স্কন্ধে করিয়া লইয়া রাজবাটীর এক গোপন দ্বার মুক্ত করিয়া তাহার গৃহে পালঙ্কের উপর শয়ন করাইয়া রাখিয়া আসিল এবং আসিয়া রাজাকে নিবেদন করিল। রাজা ভাবিলেন আবুহোসেন মঠধারি ও তৎসঙ্গি নিন্দক গণের দণ্ডার্থ এক দিবস ভূস্বামী হইবার মানস রাখিত তাহা পূর্ণ হইল ইহাতে অবশ্য সন্তুষ্ট হইবে।

এদিকে আবুহোসেন চূর্ণের মাদকতা শক্তি প্রযুক্ত পরদিবস অনেক বেলাপর্য্যন্ত অচেতনে নিদ্রা গেল। তাহার পরে নেশা ছুটিয়া নিদ্রা ভঙ্গ হইলে নেত্রোন্মীলন পূর্ব্বক দেখিল যে আপন গৃহে রহিয়াছে ইহাতে অত্যন্ত আশ্চর্য্য বোধ হওয়াতে রাজগৃহের নারীগণের নাম স্মরণ পূর্ব্বক মুক্তাদশনা, শুকতারা, প্রবালাধরা, সুধাংশুবদনী তোমরা কোথায়, এখানে আইস, এই কথা বলিয়া তাহারদিগকে ডাকিতে লাগিল, আর এমত উচ্চস্বরে ডাকিল

যে তাহার গর্ভধারিণী অন্য ঘর হইতে তাহার স্বর শ্রবণে ত্বরায় তাহার নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল হে তনয় তুমি কাহাকে ডাকিতেছ, তোমার কি পীড়া হইয়াছে। আবুহোসেন এই কথায় মহা রাগান্বিত হইয়া মস্তক উত্তোলন পূর্ব্বক কহিল ওঁগো ভাল মানুষের মেয়্যা তুমি কাহাকে পুত্র সম্বোধন করিয়া কথা কহিতেছ। তাহার মাতা উত্তর করিল যে তোমাকে। তুমি কি আবুহোসেন ও তুমি কি আমার পুত্র নহ। আবুহোসেন কহিল ওরে বুড়ামাগী তোর পুত্র কে, আমি পুণ্যাত্মা পালক বোগদাদাধিপতি। তাহার মাতা কহিল বাছা এমন কথা কহিও না ইহা শুনিলে লোকে তোমাকে উন্মাদ কহিবে।

আবুহোসেন কহিল তুই মাগী আপনিই পাগল, আমি উন্মাদ নহি, আমি ধর্ম্ম পালক ও পরমেশ্বরের প্রতিভূ বোগদাদেশ্বর। আবুহোসেনের মাতা কহিল হে নন্দন তোমার যে সকল কথা শুনি তাহাতে জ্ঞানের বৈলক্ষণ্য জন্মিয়াছে এমত বিলক্ষণ বোধ হইতেছে, হায় তোমার দেহে কোন্ কুগ্রহ প্রবেশ করিল যে তুমি এমত ভ্রান্ত কথা কহিতেছ, কিন্তু বাছা আমার কথা শুন এরূপ বাক্য আর কহিও না কেননা ইহাতে আপদ উপস্থিত হইবার বাধা নাই, আইস অন্যালাপ করা যাউক, তুমি শুনিয়াছ কল্য মঠধারী ও তৎসমভিব্যাহারি চারি সেখের কি হইয়াছে কল্য অন্য এক জন শান্তি রক্ষক হইয়া এই পল্লীতে আসিয়াছে সে ঐ পঞ্চ জনকে বন্ধন করিয়া প্রত্যেক জনকে যৎপরোনাস্তি প্রহার করিয়া তাহার পর তাহারদিগকে উষ্ট্রে চড়াইয়া নগর প্রদক্ষিণ করিতে লইয়া গেল আর তাহারদের অগ্রে২ এক ব্যক্তি এই কথা উচ্চস্বরে বলিতে লাগিল যে নিন্দুকের এই দণ্ড, আর তাহারদের প্রতি এই আদেশ হইয়াছে যে এ পল্লীতে তাহারা আর কখন পদার্পণ করিতে পারিবেক না। আবুহোসেনের মাতা পুত্রকে অন্য মনস্ক করিবার জন্য এই কথা বলিল, কিন্তু তাহাতে বিপরীত ফলোৎপত্তি হইল কেননা ঐ কথা বলাতে তাহার স্মরণ হইল যে তিনি ঐ আজ্ঞা দিয়াছিলেন তাহাতে আরো দৃঢ় প্রত্যয় হওয়াতে মাতাকে কহিল তুই জানিস না আমার আজ্ঞাতে ঐ পাচ

জনের শাস্তি হইয়াছে অতএব ইহাতে নিশ্চয় বোধ কর যে আমি পুণ্যাত্মা পালক বোগদাদেশ্বর। তাহার মাতা এই কথার ভাব বুঝিতে না পারিয়া পুত্রের মস্তিভ্রম হইয়াছে তাহাই নিশ্চয় করিয়া কহিল হে তনয় তুমি এরূপ বাক্য আর কহিও না পরমেশ্বর তোমার প্রতি কৃপা করুণ। এই স্নেহ বাক্যে আবুহোসেন আরো ক্রোধান্ধ হইয়া উঠিল, এবং মাতাকে ধমকিয়া বলিল ওরে বুড়ী আমি তোকে নিষেধ করিতেছি আমার সঙ্গে কথা কহিস্ না যদ্যপি পুনর্ব্বার কোন কথা কহিবি তবে তোকে এমত প্রহার করিব যে তোর চিরকালের জন্য স্মরণ থাকিবে, তুই জানিস না আমি ধর্ম্মাত্মা পালক, এ কথা কত বার বলিব।

আবুহোসেনের এই সকল বাক্য শ্রবণে তাহার গর্ব্ভধারিণীর মনে আর এমত সন্দেহ রহিল না যে তাহার মস্তিভ্রম হয় নাই, অতএব মহা শোকে ব্যাকুলা হইয়া আপন শিরে ও বক্ষে করাঘাত করিতে লাগিল। আবুহোসেন ইহাতেও নিবৃত্ত না হইয়া আরো রাগোন্মত্ত হইল এবং শয্যা হইতে উঠিয়া অন্তর হইতে এক গাছ যষ্টি আনিয়া তাহা উত্তোলন পূর্ব্বক মাতাকে জিজ্ঞাসা করিল ওরে মাগি এখন বল আমি কে। তাহার মাতা পুত্রের প্রতি স্নেহ দৃষ্টি হেতুক নির্ভয় চিত্তে উত্তর করিল, হে কুমার তুমি আত্ম বিস্মৃত হইও না, দেখ আমি তোমার গর্ব্ভধারিণী জননী, তুমি আবুহোসেন, আমার পুত্র, আমারদিগের দেশাধিপতি হারুণলরসীদের খ্যাতি পুণ্যাত্মা পালক, সেই খ্যাতি তোমার কি রূপে হইতে পারে, অপর দেখ তিনি আমারদিগের প্রতি কেমন দয়ালু তিনি গত কল্য মন্ত্রি দ্বারা আমাকে এক সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা পাঠাইয়া দিয়াছিলেন, মন্ত্রী ঐ মুদ্রা আমাকে দিয়া বলিলেন যে এই মুদ্রা মহারাজ তোমাকে দিয়াছেন তুমি তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ কর।

এই কথা শুনিয়া আবুহোসেন আরো ক্ষিপ্ত হইল, বিশেষতঃ মাতার মুখে রাজার দানের কথা শুনিয়া বিশ্বাস হইল যে আমিই তো এই মুদ্রা পাঠাইয়া দিয়াছিলাম ইহা ভাবিয়া কহিল ওরে প্রেতনী বুড়ি আমারি আজ্ঞাতে মন্ত্রী তোকে ঐ টাকা দিয়া গিয়াছে ইহাতেও তোর প্রত্যয় হয় না যে আমি ধর্ম্মাত্মা

পালক বোগদাদাধিপতি, আবার বলিস্ যে আমি তোর পুত্র, র তোকে শাস্তি দিতেছি, ইহা বলিয়া রাগান্ধতা প্রযুক্ত নির্দয় রূপে আপন মাতাকে প্রহার করিতে লাগিল।

আবুহোসেনের জননীর এমত বোধ ছিল না যে পুত্র বাক্য প্রয়োগ ব্যতীত যষ্টি প্রহার করিবেক অতএব নির্দয় প্রহারে ত্রাহিং শব্দে ক্রন্দন করিতে লাগিল তাহা শ্রবণে প্রতিবাসিগণ দেখিতে আসিল যে কি হইয়াছে। কিন্তু তাহারা আসিয়া দেখিল যে আবুহোসেন তন্মাতাকে প্রহার করিতেছে আর জিজ্ঞাসা করিতেছে, বল্ আমি পুণ্যাত্মা পালক কি না, এবং তাহার মাতা কহিতেছে না বাছা তুমি আমার পুত্র আবুহোসেন। বৃদ্ধার এই বাক্য শ্রবণে প্রতিবাসিগণ আবুহোসেনের হস্ত হইতে যষ্টি লইয়া তাহাকে বলিল আবুহোসেন তোমার এ কি কর্ম্ম তুমি কি উন্মাদ হইয়াছ, মাতার গাত্রে কোন ভদ্র সন্তান কখন করোত্তোলন্ করে না. আর তোমার জননী তোমাকে এমত স্নেহ করেন তুমি তাঁহাকে প্রহার কর এ কি লজ্জার কথা, এমত কর্ম্ম কখন করিও না, আবুহোসেন কহিল এ মাগী কে এবং তোমরাই বা কে, আমি তাহা জানি না, আমি ধর্ম্মাত্মা পালক বোগদাদেশ্বর, আমি আবুহোসেন নহি।

এই কথা শুনিয়া প্রতিবাসিগণ নিশ্চয় বুঝিল যে আবুহোসেন উন্মাদ হইয়াছে অতএব মাতাকে পুনর্ব্বার প্রহারাদি করিতে না পারে এ কারণ তাহার হস্ত পদ বন্ধন করিল কিন্তু বাটীতে মাতার নিকটে ঐ ভাবে রাখা পরামর্শ সিদ্ধ না হওয়াতে উন্মাদ রক্ষককে সম্বাদ দিল, তাহাতে উন্মাদ রক্ষক পদ শৃঙ্খল ও হস্ত শৃঙ্খল ও চাবুক আর কতকগুলা পদাতিক সঙ্গে করিয়া আইল। সে আসিলেই আবুহোসেন বন্ধন মোচনের যত্ন করিল তাহাতে অধ্যক্ষ তাহার পৃষ্ঠে এমত বল পূর্ব্বক দুই তিন বার চাবুক প্রহার করিল যে আবু-হোসেন কথা কহিতে না পারিয়া স্থির হইয়া থাকিল। পরে সেই শৃঙ্খলে তাহার হস্ত পদাদি বন্ধন করিয়া কারাগারে লইয়া গেল এবং সে স্থানে লইয়া গিয়া আরো পঞ্চাশ চাবুক তাহার পৃষ্ঠে আঘাত করিল তৎপরে এক লৌহ পিঞ্জরে বদ্ধ করিয়া রাখিয়া এবং তিন সপ্তাহ পর্য্যন্ত কারাগারে প্রতি দিন পিঞ্জর হইতে বাহির

করিয়া পঞ্চাশ২ চাবুক মারিতে লাগিল আর প্রহারানন্তর জিজ্ঞাসা করিত কেমন আর বলিবা যে আমি বোগদাদাধিপতি আবু-হোসেন কোন উত্তর করিত না, কখন২ এই কথা বলিত যদ্যপি উন্মাদ হইতাম তবে এ রূপ চিকিৎসা করিলে ক্ষতি ছিল না কিন্তু আমি উন্মাদ নহি অতএব এ চিকিৎসা বৃথা।

আবুহোসেনের মাতা প্রত্যহ আবুহোসেনকে দেখিতে যাইত এবং তাহার যন্ত্রণা দেখিয়া তাঁহার অশ্রুধারা নিবারণ হইত না ফলতঃ নিত্য প্রহারে আবুহোসেনের পৃষ্ঠ দেশ এমত মলিন ও ক্ষত বিক্ষত হইয়াছিল যে পার্শ্ব ফিরিয়া শয়ন করিবার শক্তি ছিল না। এইরূপ নিদারুণ প্রহার ও যন্ত্রণাতে কএক দিবস অতীত হইলে পর "আমি সেই রাজা" এমত মনে করা ক্রমে হ্রাস পড়িল এবং বিবেচনা করিতে লাগিল যে এসকল প্রলাপ মাত্র, সত্য নহে।

আবুহোসেন এক দিবস এই চিন্তায় মগ্ন আছে এমত সময়ে তাহার গর্ব্ভধারিণী তাহাকে দেখিতে আসিল এবং পুত্রের দুরবস্থা দর্শনে ক্রন্দন করিতে২ যেমত পূর্ব্বে সম্ভাষা করিত সেইরূপে আদর করিল। আবুহোসেন অন্যান্য দিবস মাতার প্রতি দৃক্‌পাত করিত না সে দিবস তাঁহাকে নমস্কার করিল তাহাতে তজ্জননী অত্যন্ত আনন্দিতা হইয়া চক্ষের জল মুছিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল বাপু কেমন আছ, উপদেব কর্ত্তৃক তোমার যে ভ্রান্ত বুদ্ধি হইয়া-ছিল তাহা দূর হইয়াছে কি না। আবুহোসেন বিমর্শভাবে খেদ করিতে২ বলিল জননী আমার যে ভ্রান্ত বুদ্ধি হইয়াছিল আমি তাহা এইক্ষণে স্বীকার করি, তোমার অঙ্গে হস্তোত্তোলন করিয়া আমি যে পুত্রের অনুচিত কর্ম্ম করিয়াছি তজ্জন্য আমার অপ-রাধ মার্জ্জনা কর এবং প্রতিবাসিগণকেও অনেক কটূক্তি করি-য়াছি অতএব তাহারদের স্থানেও ক্ষমা প্রার্থনা করি। আমার এই দুর্বুদ্ধি কেবল এক স্বপ্ন হইতে্‌ হইয়াছিল কিন্তু ঐ স্বপ্ন কেমন অদ্ভুত তাহা আমি বলিতে পারি না, ফলতঃ তাহা এমত সত্যের ন্যায় হইয়াছিল যে কোন ব্যক্তি হউক না কেন, সেই রূপ স্বপ্ন দেখিলে আমার ন্যায় বরঞ্চ আমার অপেক্ষাও অধিক উন্মাদ হইতে পারে অতএব আমার অপরাধ নাই।

এই সকল কথায় আবুহোসেনের মাতা মহানন্দে মগ্ন হইয়া বলিল হে পুত্র তোমার ভ্রান্তি শান্তি দেখিয়া এবং তোমার এ সকল বাক্য শুনিয়া আমার অন্তঃকরণ যে প্রকার প্রফুল্ল হইল তাহা প্রকাশ করিয়া বলিতে পারি না, কিন্তু তোমাকে এক কথা জিজ্ঞাসা করি তোমার স্মরণ আছে এক দিবস সায়ংকালে তুমি এক সওদাগরকে ভোজনার্থ আনিয়াছিলে, সে ব্যক্তি যখন তোমার কুঠরী হইতে যায় তখন দ্বাররুদ্ধ করিয়া যায় নাই অনুমান হয় তাহাতে কোন উপদেব গৃহে প্রবেশ করিয়া তোমার স্থির বুদ্ধি অস্থির করিয়াছিল। আবুহোসেন বলিল মাতা তোমার অনুমান যথার্থ, আমি সেই রাত্রিতেই ঐ দুঃস্বপ্ন দেখি, আমি সাধুকে কহিয়াছিলাম যে গমন কালে দ্বার রুদ্ধ করিয়া যায়, কিন্তু সে দ্বার মুক্ত রাখিয়া গিয়াছিল তাহাতেই কোন উপদেব আমার শরীরে প্রবেশ করিয়া এই সকল যন্ত্রণা দিয়াছে কিন্তু আমি এইক্ষণে উত্তম রূপে আরোগ্য হইয়াছি এবং তোমাকে বিনতি করিতেছি আমাকে এই নরক তুল্য স্থান হইতে লইয়া চল, আমি আর প্রহার সহ্য করিতে পারি না, বরঞ্চ এখানে থাকিলে আমার পরমায়ু শীঘ্র শেষ হইবেক। তাহার মাতা এই সকল কথা শুনিয়া কারাধ্যক্ষের সমীপে গেল এবং তাহাকে পুত্রের আরোগ্যের কথা বলাতে সে আলাপ দ্বারা তাহার রোগোপশম বুঝিয়া তৎক্ষণাৎ কারাগার হইতে মুক্তি দিল।

আবুহোসেন কারাগার হইতে আসিয়া কয়েক দিবস গৃহে থাকিয়া ভাল রূপে আহারাদি ও শরীরের শুশ্রূষা করিল, তাহাতে ক্রমে বলবান্ হইলে পর বাটীতে একাকী থাকা ক্লেশকর বিবেচনা করিয়া পূর্ব্বে প্রত্যহ সন্ধ্যার প্রাক্কালে যেমত ভিন্ন দেশীয় অতিথি আনিয়া আহারামোদ করিত সেইরূপ আমোদে থাকিবার মনস্থ করিল।

এই মনস্থ করিয়া আবুহোসেন এক দিবস অতিথি অন্বেষণে গিয়া পুলের উপর বসিয়াছিল হারুণলরসীদ ভূপতি ইতিপূর্ব্বে তাহার সমুদয় বিবরণ শুনিয়া এবং তাহাতে যথেষ্ট আমোদ বোধ করিয়া সেই দিবস সেইরূপে সাধু বেশে ঐ পুলের উপর আসিয়া

উপস্থিত হইলেন। আবুহোসেন দূর হইতে তাঁহাকে দেখিয়া এবং ঐ সওদাগর তাহার অতুল যন্ত্রণার মূল ইহা মনে করিয়া তাহার প্রতি দৃষ্টি না করিয়া অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া রহিল। ধরাধর বুঝিলেন আমার প্রতি ক্রোধ করিয়াছে, অতএব তাহার সম্মুখে গিয়া বলিলেন কহ ভ্রাতা আবুহোসেন তুমি যে এখানে বসিয়া, আমি তোমাকে নমস্কার করি, আর আইস আলিঙ্গন করি। আবুহোসেন সেই ভাবে অর্থাৎ নত শির হইয়া বলিল তুমি কে হে আমি তোমার নমস্কার লইব না এবং তোমার সহিত আলিঙ্গন করিব না। রাজা বলিলেন এ কি কথা কহিতেছ তুমি কি আমাকে চিনিতে পার নাই, তোমার স্মরণ নাই গত মাসের প্রথম দিবসে আমি তোমার গৃহে অতিথি হইয়াছিলাম এবং আমাকে লইয়া তুমি কত আমোদাহ্লাদ করিয়াছিলা। আবুহোসেন বলিল যাও যাও তোমাকে কে চিনে, তুমি কি বাক্য ব্যয় করিতেছ, প্রস্থান কর।

ভূপতি তাহার এই ভাব দেখিয়া তাহাকে বল পূর্ব্বক ধরিয়া আলিঙ্গন করিতে২ কহিলেন, না ভাই লুণ খাইয়াছি অবশ্য গুণ ব্যাখ্যা করিব, তোমার সঙ্গে এত দিবসের পর পুনরায় সাক্ষাৎ হইল এখন কি রূপে অমনি ফিরিয়া যাই, আমি তোমার অতিথি হইলাম, আইস তোমার গৃহে গমন করি। আবুহোসেন বলিল না তাহা কখন-হইবে না, নেড়া কত বার বেলতলায় যায়, আমি তোমাকে একবার অতিথি করিয়া ভাল প্রতি ফল প্রাপ্ত হইয়াছি পুনরায় তোমার সঙ্গে আলাপের প্রয়োজন নাই তুমি প্রস্থান কর।

ধরণীশ্বর পুনরায় তাহাকে আঙ্গিলন করিয়া বলিলেন ভাই আবুহোসেন তুমি আমার প্রতি এত রুষ্ট কেন, আমি তোমার কি অনিষ্ট করিয়াছি, আমি সতত তোমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, মঙ্গলেচ্ছা করি, এবং করিব, অস্মদাদির দ্বারা যদ্যপি যুষ্মদীয় কোন অহিত হইয়া থাকে তবে ব্যক্ত কর, আমি তাহার যথা কর্ত্তব্য করি। রাজা এইরূপ উপরোধ করিলে আবুহোসেন তাহা ত্যাগ করিতে না পারিয়া তাঁহাকে বসিতে বলিল, ভূপাল উপবিষ্ট হইলে আবু-

যেং ব্যাপার হয় ও তাহার পর স্বভবনে যাহাং করিয়াছিল তৎসমুদয় বলিব, বিশেষতঃ আপন গর্ব্ভধারিণীর প্রতি হস্তোত্তোলন করাতে যথোচিত মনস্তাপ প্রকাশ করিল। আবুহোসেন এই সকল কথা অতি বিমর্শ ও মৃদু ভাবে বলিতেছিল, রাজা তাহা শুনিয়া হাস্য সম্বরণ করিতে না পারিয়া হাস্য করিলেন। আবুহোসেন তাহাতে কহিল এ কি আশ্চর্য্য আমার এই স্বপ্নের কথাতে তুমি হাস্য করিতেছ, এই সকল কথা কি মিথ্যা বিবেচনা হইল এই দেখ, ইহা বলিয়া কারাগারে যে প্রহার প্রাপ্ত হইয়াছিল, পৃষ্ঠের বস্ত্র মুক্ত করিয়া তাহার চিহ্ন সকল দেখাইল। নৃপতি তদ্দৃষ্টে বিস্ময়াপন্ন হইলেন এবং তৎকর্ত্তৃক এতদ্ভূত যন্ত্রণা হইয়াছে ইহা ভাবিয়া মনেং খেদ করিয়া বলিলেন তবে গৃহে চল ইহার প্রতীকার যে পর্য্যন্ত করিতে পারি করিব। আবুহোসেনের প্রতিজ্ঞা ছিল এক ব্যক্তিকে বারদ্বয় গৃহে স্থান দিবেক না, কিন্তু রাজার আলিঙ্গন ও উপরোধে ঐ প্রতিজ্ঞা রক্ষায় অক্ষম হইয়া তাঁহাকে বলিল তবে আমি তোমাকে গৃহে লইয়া যাইতে পারি যদ্যপি তুমি শপথ কর যে কল্য প্রস্থান কালে দ্বার রুদ্ধ করিয়া যাইবে. কেননা পুনর্ব্বার কোন উপদ্রব কর্ত্তৃক আমি আক্রান্ত না হই। রাজা শপথ করিলেন. তাহা করিব পরে আবুহোসেন গাত্রোত্থান পূর্ব্বক নৃপতিকে সমভিব্যাহারে লইয়া স্বগৃহে গমন করিল। গৃহে আসিতেং সন্ধ্যা হইল তাহাতে মাতাকে ডাকিয়া আলোক আনিতে কহিল রাজাকে পালঙ্কে বসাইয়া আপনি তৎপার্শ্বে বসিল। কিঞ্চিৎ কাল পরে ভোজনের সামগ্রী সকল আনীত হইলে উভয়ে একত্রে ভোজন করিল, তৎপরে আবুহোসেনের মাতা উচ্ছিষ্ট তুলিয়া ফল মূল ও মদ্য তথায় আনাইয়া দিয়া প্রস্থান করিল।

আবুহোসেন প্রথমত এক পাত্র মদ্য আপনি পান করিয়া পরে আর এক পাত্র রাজাকে পান করিতে দিল। এই রূপে দুই চারি পাত্র পান হইলে পর যখন বণিক্‌পুত্র কিঞ্চিৎ উন্মত্ত চিত্ত হইল তখন ভূপাল প্রেমবিষয়ক আলাপারম্ভ করিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে কখন তুমি কোন স্ত্রীলোকের জন্য প্রমত্তচিত্ত হইয়াছিলে কি না। আবুহোসেন কহিল ভাই প্রেম অথবা

বিবাহ করা তুল্য, উভয়েতেই নারীর দাসত্ব স্বীকার করিতে হয় অতএব আমি তাহাতে বিরত, আত্মীয় বন্ধু লইয়া পানাহার ও আলাপে যত সুখ অন্য কিছুতেই তত সুখ বোধ করি না, তবে অবশ্য কহিব ঐ কালরাত্রি যে নিশাতে তুমি প্রথমে এখানে আসিয়াছিলে ও পরে দ্বার মুক্ত রাখিয়া যাও সেই রাত্রিতে স্বপ্নে যে ভুবনমোহিনী ও মধুর ভাষিণী কামিনী দেখিয়াছিলাম যদ্যপি সেইরূপ এক কামিনী প্রাপ্ত হই এবং ঐ কামিনী সমস্ত যামিনী আমার সহিত বসিয়া মদ্য পান ও গান বাদ্য ও মিষ্টালাপ এবং আমি যাহাতে সন্তুষ্ট থাকি তাহা করে তবে অনুমান হয় বিবাহ বা স্ত্রী প্রণয়ে আমার এত অশ্রদ্ধা থাকে না আমি তাহার প্রেমের বশম্বদ অবশ্য হই।

রাজা বলিলেন এ কথা ভাল বলিয়াছ, বিশিষ্ট লোক মাত্রেই এইরূপ ইচ্ছা করেন অতএব আমি অঙ্গীকার করিতেছি এ বিষয়ে তোমার মনো বাঞ্ছা পূর্ণ করিব। ভূপতি এই কথা বলিয়া একটা পাত্রে মদ্য পূর্ণ করিয়া তাহাতে সেই চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া দিলেন, পরে ঐ পাত্র আবুহোসেনের হস্তে দিয়া বলিলেন যে ঐ রূপ নারী তোমাকে দেওয়াইব, কিন্তু তাহার কুশলার্থ অগ্রে তুমি এই মদ্য পাত্র পান কর। আবুহোসেন ঈষদ্ধাস্য পূর্ব্বক পাত্র লইয়া বলিল যখন তুমি এমত কথা বলিতেছ তখন পান না করিলে ভাল হয় না, অতএব পান করিতেছি কিন্তু তোমাকে অগ্রে বলিয়া রাখি তদীয় অঙ্গীকারে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি না, আমি যে অবস্থাতে আছি তাহাতেই আপনাকে সুখী জ্ঞান করি, এই কথা বলিয়া মদ্য পান করিল এবং পাত্র না রাখিতেং ঘোর নিদ্রাকর্ষণে নতশিরা হইয়া পর্য্যঙ্কে পড়িল। রাজা তখন কিঙ্করকে আজ্ঞা করিলেন যে ইহাকে তুলিয়া রাজবাটীতে লইয়া চল। রাজানুমতি প্রাপ্তে কিঙ্কর আবু-হোসেনকে স্কন্ধে করিয়া অগ্রেং চলিল, রাজা দ্বার রুদ্ধ করিয়া পশ্চাৎ চলিলেন।

অনন্তর আবুহোসেন রাজপুরে নীত হইলে প্রথম বারে সন্ধ্যার পর যে গৃহে পানাদি করণানন্তর নিদ্রা প্রাপ্ত হয় রাজা সেই গৃহে তাহাকে রাজবেশ পরিধান করাইয়া এক পালঙ্কের উপর

শয়ন করাইলেন তৎপরে খোজা ও কর্ম্মকারী ও গান বাদ্য কারিণী রূপবতী কামিনীগণকে যাহার যে কর্ম্ম আবুহোসেন গাত্রোত্থান করিলে সেই কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিতে আজ্ঞা দিয়া আপনি শয়ন করিতে গেলেন এবং খোজাধ্যক্ষকে আজ্ঞা করিলেন যে অতি প্রত্যূষে তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ করে কেননা আবুহোসেনের চরিত্রাদি দর্শনার্থ তিনি পূর্ব্বেই গৃহান্তরে লুক্কায়িত হইয়া থাকিবেন।

খোজাধ্যক্ষ তদাজ্ঞানুসারে রাজাকে নিশাবসান না হইতে চেতন করাইল। রাজা গাত্রোত্থান করিয়া দালানের পার্শ্বের এক ঘরে বসিলেন তৎপরে খোজা ও কর্ম্মকারী ও নর্ত্তকী ও গীতবাদ্য কারিণী ও সেবিকা নারী সকলে পালঙ্কের নিকট শ্রেণিবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান হইল।

অনন্তর ঔষধের গুণ ক্রমে হ্রাস পাইয়া আবুহোসেন জাগ্রদবস্থ অথচ চক্ষু মুদ্রিত করিয়া যখন কাশিতে লাগিল তখন এক জন তাহার মুখের নিকট স্বর্ণের পিকদান ধরিল সেই পিকদানে আবুহোসেন কাশ ত্যাগ করিল ঐ সময়ে যে সাত সম্প্রদায় নর্ত্তকী ও গায়িকা উপস্থিত ছিল তাহারা নানাবিধ যন্ত্রে আপনারদের সুমধুর স্বর মিলাইয়া অতি সুললিত গানারম্ভ করিল। ঐ গান শ্রবণে আবুহোসেন অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইল কিন্তু যখন নেত্রোন্মীলন পূর্ব্বক দেখিল যে পূর্ব্বে যে সকল খোজা ও যুবতী দেখিয়াছিল তাহারা গান বাদ্য করিতেছে তখন তাহার আরো আশ্চর্য্য জ্ঞান হইল এবং বোধ করিল যে প্রথম নিশাতে যে ঘরে ছিল সেই ঘরে আছে এবং পূর্ব্বে যে ঝাড়ও গৃহ সজ্জা দেখিয়াছিল তাহা সকলি সেইরূপ রহিয়াছে কিছু মাত্র প্রভেদ নাই।

আবুহোসেন এই সকল আশ্চর্য্য কাণ্ড দেখিয়া বিস্মিত হইয়া কি করে তাহা রাজাকে দেখাইবার জন্য সঙ্গীতকারিণী রমণী সকলে সঙ্গীত করণে ক্ষান্ত দিল, খোজাধ্যক্ষ ও রমণী এবং কর্ম্মকারী সকলে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া সসম্ভ্রমে মৌন ভাবে দণ্ডায়মান হইল। আবুহোসেন প্রথমতঃ আপন অঙ্গুলী দংশন করিল। তদনন্তর দূর হইতে শুনা যায় এমত ভাবে উচ্চৈঃস্বরে কহিল, হায় এক মাস হইল যে রূপ প্রলাপ ও স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম, পুনর্ব্বার সেইরূপ

প্রলাপাদি দেখিতেছি, আমার কপালে আবার বুঝি সেই প্রকার প্রহার ও লৌহ পিঞ্জর আছে. হে জগদীশ্বর আমি আপনাকে ভবদীয় হস্তে সমর্পণ করিলাম আপনার যাহা কর্ত্তব্য কর। এই কথা বলিয়া পুনর্ব্বার চক্ষু মুদ্রিত করিয়া কিয়ৎকাল ভাবনা পূরিত অন্তঃকরণে থাকিল, তৎপরে গাত্রোত্থান করিয়া চতুর্দ্দিক অবলোকন করত বলিতে লাগিল হে পরমেশ্বর আমার প্রতি কৃপা দৃষ্টি কর, হে জগদীশ্বর অস্মদাদির প্রতি অনুকূল হও, এই সকল অবশ্য স্বপ্ন হইবে।

পরন্ত অরুণবরণী যাহার নাম সে কামিনী পালঙ্কোপরি তাহার নিকটে বসিয়া বলিল হে ধর্ম্মাবতার গাত্রোত্থান করিতে আজ্ঞা হউক, ঈশ্বরারাধনার সময় হইয়াছে। আবুহোসেন বলিল প্রেতিনী দূর হ, ধর্ম্মাবতার কে, আমি আবুহোসেন। আবুহোসেনের এই কথায় রাজা হারুনলরসীদ অতিশয় হাস্য করিতে লাগিলেন। আবুহোসেন ঐ কথা বলিয়া পুনর্ব্বার শয়ন করিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিল, তাহাতে ঐ যুবতী পুনর্ব্বার কহিল ধর্ম্মাবতার আপনার গাত্রোত্থানের নিমিত্ত আমারদের যাহা বলা উচিত তাহা বলিলাম এইক্ষণে রাজকার্য্যের সময় হইল, যদ্যপি গাত্রোত্থান না করেন তবে আমারদিগের যাহা কর্ত্তব্য তাহা করি ইহা বলিয়া ঐ নারী তাহার এক হস্ত ধারণ করিল এবং অন্য এক যুবতীকে আর এক হস্ত ধরিতে বলিয়া তাহাকে উঠাইয়া গৃহের মধ্য স্থলে বসাইয়া সকল নারী হাত ধরাধরি করিয়া আবুহোসেনকে বেষ্টন করত নৃত্য করিতে লাগিল এবং সঙ্গীতকারিণী রমণী সমূহে বাদ্য বাদন পূর্ব্বক সঙ্গীত আরম্ভ করিল।

ইহা দেখিয়া আবুহোসেন অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইল এবং উচ্চৈঃস্বরে কহিল তবে কি আমি যথার্থ ভূপতি এবং ধর্ম্মাত্মা পালক। পরে মুক্তাদশনা ও শুকতারা নাম্নী যে দুই রূপসী নৃত্য করিতেছিল তাহারদিগকে নিকটে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল যে তোমরা মিথ্যা কহিও না, যথার্থ করিয়া বল আমি কে। শুকতারা কহিল মহারাজ ধর্ম্মাত্মা পালক এবং এই পৃথিবীর ও ভবিষ্যৎ পৃথিবীর কর্ত্তা পরমেশ্বরের প্রতিভূ ইহা আপনি জানেন না

এ কথা বলাতে এই অনুমান হয় যে মহারাজ আমারদের সঙ্গে বিদ্রূপ করিতেছেন অথবা গত রজনীতে কোন আশ্চর্য্য স্বপ্ন দেখিয়াছেন তাহাতে আপ্ত বিস্মৃত হইয়াছেন পরন্তু অদ্য এত বেলা পর্য্যন্ত নিদ্রা ভঙ্গ না হওয়াতে বোধ হয় যে আপ্ত বিস্মৃতি হইয়া থাকিবেন অতএব যদ্যপি আজ্ঞা হয় তবে গত কল্য যাহা২ হইয়াছে তাহা স্মরণ করিয়া দেই। ইহা বলিয়া তিনি যে প্রকারে সভাতে গমন করেন ও মঠধারি ও তাহার সঙ্গী দিগকে দণ্ড করেন ও তাহার পর আবুহোসেনের মাতাকে মন্ত্রীর দ্বারা এক সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা প্রেরণ করেন ও তদনন্তর অন্তঃপুরে যে প্রকারে আহারামোদ করেন একে২ সকল বলিয়া কহিল মহারাজ তাহার পর অবধি এখন পর্য্যন্ত অতি ঘোর নিদ্রাতে ছিলেন, একবার নিদ্রা ভঙ্গ হয় নাই বরং অরুণবরণী ও আর২ সেবিকা ও কর্ম্মকারকদিগকে জিজ্ঞাসা করুন তাহা হইলেই সত্য মিথ্যা জানিতে পারিবেন, এই সকল কথা নারী এমত দৃঢ়ভাবে বলিল যে তাহাতে সন্দেহ দূর হইবার অসম্ভাবনা রহিল না, আবুহোসেনের মনো মধ্যে আরো ভ্রান্তি উপস্থিত হইল এবং ভ্রান্তিযুক্ত হইয়া আক্ষেপ করিল হে বিধাতা আমি আবুহোসেন কি বোগদাদাধিপতি, হে পরমেশ্বর আমাকে আর ভ্রান্তিতে রাখিও না শীঘ্র জ্ঞান দান কর।

তদনন্তর আপন পৃষ্ঠের বস্ত্র তুলিয়া রামাগণকে চিহ্ন দেখাইয়া কহিল দেখ দেখি স্বপ্নে কখন এমত চিহ্ন হইয়া থাকে স্বপ্নাবস্থাতে ইহা কখন হইতে পারে না জাগ্রদবস্থাতে হইয়াছে, তবে যদ্যপি স্বপ্নাবস্থাতে হইয়া থাকে তাহাকে অতি আশ্চর্য্য বলিতে হইবেক ইহা বলিয়া আবুহোসেন নিকটস্থ দণ্ডায়মান এক কর্ম্মকারিকে ডাকিয়া নিদ্রিত কিম্বা জাগ্রদবস্থাতে আছে তাহা অবধারণার্থ স্বীয় কর্ণ মূল দংশন করিতে বলিল। ঐ কর্ম্মকারক আজ্ঞা পালন হেতু তাহার কর্ণ মূল এমত ভাবে দংশন করিল যে তাহাতে আবুহোসেন অতিশয় চীৎকার ধ্বনি করিল ঐ সময়ে বাদ্য পুনরারম্ভ হইল এবং রমণীগণ সঙ্গীত ও নৃত্য করিতে২ আবুহোসেনের চতুর্দ্দিগে এমত গোলযোগ আরম্ভ করিল যে তিনি তাহাতে একেবারে উন্মত্ত হইয়া পরিধৃত রাজবেশ ছিন্ন ও মস্তক

হইতে রাজ মুকুট ভূমে নিক্ষেপ করত লম্ফ দিয়া উঠিয়া দুই জন সখীর হস্ত ধারণ পূর্ব্বক তাহারদের সঙ্গে নৃত্য গান ও লম্ফ ঝম্প আরম্ভ করিল তদ্দৃষ্টে ধরণীধর হাস্য সম্বরণ করিতে না পারিয়া হাস্য করিতে২ শয্যাতে পড়িলেন, তাহার পর হাস্য করিতে২ উঠিয়া দ্বারের ঝিলিমিলি উদ্ঘাটন পূর্ব্বক মুখ বাহির করিয়া বলিলেন আবুহোসেন ক্ষান্ত হও আমি আর হাস্য করিতে পারি না কাব্য দেখিয়া হাসিতে২ আমার প্রাণ কণ্ঠাগত হইয়াছে।

বোগদাদাধিপতির স্বর শ্রবণে গান বাদ্যে ক্ষান্ত দিয়া সকল নারী কাষ্ঠ পুত্তলিকা প্রায় নিঃশব্দে দণ্ডায়মানা হইল. এবং আবুহোসেন দেখিল যে রাজা হারুনলরসীদ যিনি মৌচেল দেশীয় বণিকের বেশে তাহার আলয়ে অতিথি হইয়াছিলেন তিনি তাহাকে সম্বোধন করিয়া কথা কহিতেছেন কিন্তু ইহাতে লজ্জা বোধ না করিয়া মনের ভ্রম একেবারে দূর করিল এবং নিশ্চয় জানিল যে জাগ্রদবস্থায় আছে স্বপ্ন বোধ মিথ্যা অতএব কৌতুকাভাসে ভূপতিকে বলিল হে সাধু তুমি সাধু বট তুমি বলিতেছ যে আমার কাব্য দর্শনে তোমার প্রাণ কণ্ঠাগত, হায়২ এ কি চমৎকার, তোমার জন্য আমি আপন মাতাকে প্রহার এবং উন্মাদালয়ে বাস করি এবং তোমা কর্ত্তৃক আমার বিপরীত বুদ্ধির উদয় এবং অসীম যন্ত্রণা হয় অতএব তুমি দোষী না হইয়া আমি দোষী হইলাম কি আশ্চর্য্য। রাজা হাস্য করিতে২ উত্তর করিলেন আবুহোসেন তুমি যাহা বলিলে সকলি যথার্থ আমি দোষী বটে কিন্তু পরমেশ্বর সাক্ষী সে দোষ খণ্ডনার্থ তুমি যে প্রায়শ্চিত্ত করিতে বলিবা তাহা করিব এই কথা বলিয়া উপর হইতে নীচে আসিয়া আপনার অত্যুত্তম এক প্রস্থ পরিচ্ছদ আনয়ন করাইয়া নারীদিগকে সেই পরিচ্ছদ তাহাকে পরিধান করাইতে আজ্ঞা করিলেন তৎপরে তাহাকে আলিঙ্গন পুরঃসর কহিলেন আবুহোসেন অদ্যাবধি তুমি আমার ভ্রাতা, তোমার কি আকাঙ্ক্ষা আছে প্রকাশ করিয়া বল আমি তাহা পূর্ণ করিব। আবুহোসেন কহিল হে ধরণীপাল আপনি কি প্রকারে আমাকে ভ্রান্ত মতি করিলেন এবং তাহার কি অভিপ্রায় তাহা আমাকে অনুগ্রহ করিয়া বলুন তাহা হইলেই আমার

সকল আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইবে কেননা তদ্ভিন্ন আমার ভ্রমোপশমের আর উপায় নাই। এই কথা শুনিয়া বোগদাদাধিপতি এক দিবস ছদ্ম বেশে তাহার গৃহে অতিথি স্বীকার পূর্ব্বক তাহার রাজা হইবার ইচ্ছা জানিয়া যে প্রকারে তাহাকে অজ্ঞানাভিভূত করেন ও যে প্রকারে রাজপুরে লইয়া যান তাহা বিস্তার পূর্ব্বক সমুদয় কহিলেন, তৎপরে তাহার যন্ত্রণা জন্য বিশেষ মনস্তাপ প্রকাশ পূর্ব্বক কহিলেন আমার এমত বাসনা ছিল না যে তোমার কোন দৈহিক ক্লেশ হয় তবে যে হইয়াছে ইহা আমার ইচ্ছাধীন নহে কিন্তু তৎপরিহারার্থ আমি তোমার কি করিতে পারি এবং তোমার কিসে সন্তোষ হয় তাহা আমাকে নিঃশঙ্কায় কহ। আবুহোসেন কহিল হে নরভূষণ আমার যে দৈহিক যন্ত্রণা হইয়াছিল মদীয় প্রভু ও দেশাধিপতি তাহার নিমিত্ত ইহা জানাতে আমার সে সকল দুঃখ দূর হইল, পরন্তু মহারাজের দাতৃত্ব সদ্গুণ বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নাই কিন্তু আমার অন্য বাসনা নাই তবে যদি আমার প্রতি কৃপা কটাক্ষ করিতে চাহেন তবে এই করুন যখন মহারাজের চরণ দর্শনে আমার ইচ্ছা হয় তখনি তাহা করিতে পারি তাহা হইলে মহারাজের গুণ গান করি এবং জীবন সার্থক হয়।

আবুহোসেনের প্রতি ভূপতির যে শ্রদ্ধা ছিল তাহা এই নিরাকাঙ্ক্ষ বাক্যে আরো দৃঢ়তর হইল তাহাতে তিনি কহিলেন আবুহোসেন আমি তোমার বাক্যে সন্তুষ্ট হইলাম, এবং অনুমতি দিলাম তোমার যখন ইচ্ছা তখন তুমি আমার নিকটে আসিবা কেহ প্রতিবন্ধকতা করিবেক না। তদনন্তর রাজপুরীর মধ্যে তাহাকে এক স্বতন্ত্র আলয় দিলেন, এবং ব্যয়ার্থ মাসিক বার্ষিক ও বৃত্তি নিযোজিত না করিয়া এই আজ্ঞা করিলেন তাহার যখন যে অর্থের প্রয়োজন হইবেক ধনরক্ষকের প্রতি তখনি তাহার আজ্ঞা পত্র দিবেন।

এই প্রকার রাজানুগৃহীত হইয়া আবুহোসেন স্বীয় মাতার সমীপে যাইয়া আপন সৌভাগ্যের বৃত্তান্ত জানাইল, এবং পৈতৃক বিভবাদি সকল মাতাকে সমর্পণ করিল তাহার মাতা সৌভাগ্যের কথা শুনিয়া অতিশয় আনন্দিত হইল।

পরে রাজা অতিশয় প্রিয়তম আবুহোসেনকে সতত সমীপে রাখিলেন তিনি তাহাকে এমত স্নেহ করিতেন যে কখন২ অন্তঃপুরে রাজমহিষীর নিকটে লইয়া যাইতেন রাণীও তাহার কাহিনী শুনিয়া তাহার প্রতি বড় সন্তুষ্ট ছিলেন। পরন্তু যখন আবুহোসেন অন্তঃপুরে যাইত তখন রাজা দেখিতেন যে আবুহোসেন নিতান্ত সস্পৃহ হইয়া পূর্ণসুখা নাম্নী তাঁহার পরম রূপসী এক ক্রীত বন্দিনীর প্রতি কটাক্ষ পাত করে এবং ঐ যুবতীও তাহাকে দেখিয়া হাস্যাদি করিত। এক দিবস রাজা আবুহোসেনকে সমভিব্যাহারে লইয়া অন্তঃপুরে আসিলে রাণী কহিলেন মহারাজ আপনি দেখিয়া থাকিবেন আবুহোসেন যখন তোমার সঙ্গে আইসে তখন পূর্ণসুখার প্রতি সস্পৃহ হইয়া কটাক্ষ করে এবং সেও ইহার প্রতি অনুরাগিণী অতএব তাহারদের দুই জনের বিবাহ দেওয়া যাউক। নরেন্দ্র কহিলেন হে প্রিয়ে তোমার এই কথায় আমার এক অঙ্গীকার স্মরণ হইল তাহা পূর্ব্বে পালন করা উচিত ছিল. ইতি পূর্ব্বে আবুহোসেনের অভিপ্রায় শুনিয়া আমি এই অঙ্গীকার করিয়াছিলাম যে তাহার অভিপ্রেত মত এক ভার্য্যা তাহাকে দিব কিন্তু ঐ কথা আমার স্মরণ ছিল না অতএব তোমার এ কথা বলাতে অত্যন্ত তুষ্ট হইলাম এক্ষণে উভয়ে উপস্থিত আছে যদি পরস্পর উভয়ের মনোমিল হইয়া থাকে তবে তাহা ব্যক্ত করিলে এখনি শুভকর্ম্ম সমাধা হয়।

এই কথা শুনিয়া আবুহোসেন রাজা ও রাণী উভয়ের পদানত হইল তৎপরে গাত্রোত্থান করিয়া কহিল হে নরশ্রেষ্ঠ আপনারা আমার দার পরিগ্রহ করাইবেন এতদপেক্ষা আমার সৌভাগ্য আর কি আছে, কিন্তু পূর্ণসুখা আমার প্রতি সদয় হইবে ইহা আমি আশা করিতে সাহস পাই না. এই কথা বলিয়া ঐ কামিনীর প্রতি কটাক্ষ করিল তাহাতে ঐ নারী ঈষদ্ধাস্য পূর্ব্বক রাজাজ্ঞাপালনে সম্মতি জানাইল। তৎপরে মহা সমারোহ পূর্ব্বক তাহারদের শুভবিবাহ সমাপন হইল, এবং তাহাতে নৃত্যগীত ও ভোজনাদি হইল।

তৎপরে রাজরাণী সন্তোষার্থ প্রিয়তমা বন্দিনীকে অনেক ধন

ও অলঙ্কার যৌতুক দিলেন এবং আবুহোসেনকে রাজত্বের তুল্য বহু অর্থ প্রদান করিলেন। পরে মহা সমারোহে রাজদত্ত আবু-হোসেনের গৃহে কন্যা প্রেরিতা হইল এবং আবুহোসেন আপন প্রেয়সীকে যথোচিত সমাদর পূর্ব্বক আহ্বান করিল এবং সেই রাত্রে নৃত্যগীত আরম্ভ হইয়া কএক দিবসাবধি তাহাই চলিল। পরে নব বিবাহিত দ্বয় পরম আনন্দে সুখ ভোগ করিতে লাগিল। বিশেষে পূর্ণসুখা কেবল নব যৌবনা রূপবতী ছিল এমত নহে আবু-হোসেন যেমন গুণবতী ভার্য্যার আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিল ঐ নারী সেই প্রকার গুণবতী ছিল তাহাতে উভয়ে অতি সুখে কাল যাপন করিতে লাগিল।

এই কথা শুনাইয়া শাহরজাদি কহিল মহারাজ আর এক অতি উত্তম কাহিনী আগামি রজনীতে কহিব তাহাতে রাজা কোন আপত্তি না করাতে শাহরজাদী ঐ কাহিনী পরদিবস রজনীতে আরম্ভ করিল।

আলাদিন অথবা আশ্চর্য্যপ্রদীপের কথা।

চীন রাজ্যান্তর্গত কোন রাজধানীতে মস্তকা নামে এক দরজি থাকিত তাহার এক স্ত্রী ও একটি মাত্র পুত্র ছিল, কিন্তু সে এমন দীন যে এই দুইটি পরিজনের ও আপনার উদরান্নের জন্য ব্যাকুল থাকিত। দরজির পুত্রের নাম আলাদিন, সে বাল্যকালাবধি কুস্বভাব প্রাপ্ত হইয়াছিল. পরে কর্ম্ম শিক্ষার কাল উপস্থিত হইলে তাহার পিতা তাহাকে আপন কর্ম্ম শিক্ষা করাইবার জন্য দোকানে লইয়া যাইত কিন্তু মিষ্ট বাক্য অথবা তাড়না কিছুতেই তাহার শিক্ষা গ্রহণে ইচ্ছা হইত না পিতা একবার চক্ষের অগোচর হইলে কোন দিগে পালাইয়া যাইত আর সমস্ত দিবসের মধ্যে গৃহে আসিত না ইহাতে দরজি সর্ব্বদা ভৎর্সনা ও প্রহার করিত, কিন্তু কোন রূপে তাহার জ্ঞানোদয় না হওয়াতে দরজি অত্যন্ত মনোবেদনা পাইয়া এমত পীড়িত হইল যে তাহাতেই তাহার প্রাণ বিয়োগ হইল।

দরজির মরণান্তে আলাদিনের মাতা পুত্রের ব্যবসায় কর্ম্মে অমনোযোগ দেখিয়া দোকান উঠাইয়া দিল আর দোকানের

অস্ত্র সকল বিক্রয় করিয়া একটি চরখা ক্রয় পূর্ব্বক তদ্দ্বারা কোন প্রকারে পুত্রটিকে লইয়া দিন পাত করিতে লাগিল। আলাদিন পিতার তাড়না হইতে মুক্ত হইয়া মাতার অত্যন্ত অবাধ্য হইল, মাতার কোন কথা শুনিত না কর্ম্মকাযের কথা কহিলে তখনি গৃহ হইতে বাহির হইয়া সমস্ত দিবস পথে২ আর২ বালক দিগের সঙ্গে বেড়াইত এক বারও গৃহে আসিত না।

এক দিবস এই প্রকারে বাটী হইতে বাহির হইয়া কতক গুলা বালকের সঙ্গে বাল্যক্রীড়া করিতেছে এমত সময়ে আফ্রিকা দেশস্থ এক জন বিখ্যাত মায়াবী আপনার কোন কামনা সিদ্ধির নিমিত্ত ঐ দেশে আসিয়া ঐ পথ দিয়া যাইতে ছিল হঠাৎ আলাদিনকে দেখিয়া দাঁড়াইল. পরে অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার মুখাবলোকন করিয়া যখন বুঝিল যে তাহার দ্বারা কর্ম্ম সাধন হইবেক তখন তত্রস্থ তৎপ্রতিবাসি লোক দিগের স্থানে তাহার পরিচয়াদি অবগত হইয়া আলাদিনের নিকটে যাইয়া তাহাকে অন্তরে লইয়া কহিল হে কুমার তুমি না মস্তফা দরজির পুত্র। আলাদিন কহিল হাঁ আমি তাঁহার পুত্র বটি। পরন্তু অনেক দিবস হইল তিনি লোকান্তর গত হইয়াছেন।

মায়াবী এই কথা শুনিয়া আলাদিনের গলদেশ ধারণ করিয়া তাহার মুখ চুম্বন পূর্ব্বক রোদন করিতে লাগিল। আলাদিন রোদনের হেতু জিজ্ঞাসা করিলে জাদুকর একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল আমি ক্রন্দন না করিয়া কি রূপে থাকি, আমি তোমার পিতৃব্য, তোমার পিতা আমার জ্যেষ্ঠ সহোদর ছিলেন। মায়াবী অনেক ক্ষণ এই রূপ কপট শোক প্রকাশানন্তর আলাদিনকে জিজ্ঞাসা করিল তোমার মাতা কোথায়? আলাদিন মাতার বাস স্থানের পরিচয় দিলে, মায়াবী কএকটা স্বর্ণ মুদ্রা তাহার হস্তে দিয়া বলিল এই কএকটা মুদ্রা লইয়া তোমার মাতাকে দিও আর তাঁহাকে বলিও যদ্যপি আমি অবকাশ পাই তবে কল্য সন্ধ্যার পর আসিয়া তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিব।

এই কথা বলিয়া মায়াবী বিদায় হইল, আলাদিন ত্বরায় বাটীতে যাইয়া মাতাকে জিজ্ঞাসা করিল মাতা আমার কি খুড়া আছে

তাহার জননী কহিল হা বাছা তোমার খুড়া কোথায়, তোমার পিতৃব্যও নাই মাতুলও নাই। আলাদিন কহিল তবে এখনি আমার সঙ্গে এক ব্যক্তির সাক্ষাৎ হইল সে কহিল যে আমি তোমার পিতৃব্য, আর পিতার মৃত্যুর কথা শুনিয়া অতিশয় রোদন করিল ও আমাকে চুম্বন করিয়া কএকটী টাকা দিল, আর এই কথা বলিল যে কল্য তোমার মাতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিব। আলাদিন মাতার সহিত এই রূপ কথোপকথন করিল। পর দিবস জাদুগীর আলাদিনকে সেই প্রকার আর এক স্থানে খেলিতে দেখিয়া আলিঙ্গন করিয়া তাহার হস্তে দুইটি স্বর্ণ মুদ্রা দিয়া বলিল যে ইহা তোমার মাতাকে দিও আর তাঁহাকে বলিও যে অদ্য রাত্রে যৎকিঞ্চিৎ আহারের আয়োজন করিয়া রাখেন আমি সন্ধ্যার পর আসিব। আলাদিন তখনি বাটীতে যাইয়া মাতাকে ঐ সংবাদ কহিল। আলাদিনের মাতা স্বর্ণ মুদ্রায় ভ্রান্ত হইয়া আহারের আয়োজন করিল এবং আপনাদের যেং পাত্রাদি না ছিল তাহা প্রতিবাসি দিগের বাটী হইতে আনিয়া প্রস্তুত করিয়া রাখিল। তদনন্তর কতক রাত্রে মায়াবী আসিয়া দ্বারাঘাত করাতে আলাদিন তাহাও শুনিয়া দ্বার মুক্ত করিয়া দিল। জাদুগীর কএক প্রকার খাদ্য দ্রব্য ও ফল মূল ও মদ্য সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিল তাহা আলাদিনের হস্তে অর্পণ করিয়া তাহার মাতাকে নমস্কার করিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মস্তফা কোন্ স্থানে বসিতেন তাহা জিজ্ঞাসা করিল।

অনন্তর আলাদিনের মাতা সেই স্থান দেখাইয়া দিলে মায়াবী ভূমিষ্ঠ হইয়া ঐ স্থান কএক বার চুম্বন করিল, তৎপরে সজল নয়নে ক্রন্দন করিতেং কহিল হে জ্যেষ্ঠ তুমি একেবারে ইহ লোক ত্যাগ করিয়া গেলে, আমার কি দুরদৃষ্ট, আমি তোমাকে মরণ কালে এক বার দর্শন বা আলিঙ্গন করিতে পারিলাম না। পরে আলাদিনের মাতা তাহাকে আপন মৃত স্বামির আসনে উপবেশন করিতে বলিল, কিন্তু মায়াবী সে স্থানে না বসিয়া কহিল যে এই আসনে আমি বসিতে পারি না, ইহার সম্মুখে বসিতেছি, কেন না যদি জ্যেষ্ঠকে দেখিতে পাইলাম না তবে তাঁহার আসন দর্শনেও মনের

মালিন্য দূর হউক। ইহাতে আলাদিনের মাতা আর কোন কথা বলিল না, মায়াবী আপন ইচ্ছা মত এক স্থানে বসিল।

তদনন্তর মায়াবী আলাদিনের মাতাকে কহিল যে আমি চল্লিশ বৎসর এতদ্দেশে ছিলাম না ইহাতে তোমরা আমাকে চিনিবা না আশ্চর্য্য নহে, ইহা বলিয়া ভ্রাতার আর২ কথা জিজ্ঞাসা করিয়া আলাদিনের কর্ম্ম কার্য্যের কথা জিজ্ঞাসা করিল। তাহাতে আলাদিনের মাতা তাহার কুনীতির ও কুসংসর্গের কথা বলাতে মায়াবী কপটাশ্চর্য্য প্রকাশ করত বলিল যে ইহা বড় আক্ষেপের বিষয়, কিন্তু যদি আলাদিন কোন কর্ম্ম কার্য্য না করিতে পারে ক্ষতি নাই, তাহাকে রেশমী বস্ত্রের এক খান দোকান করিয়া দেওয়া যাইবেক তাহাতে সুন্দর উপার্জ্জন হইবে। এই কথা শুনিয়া আলাদিন বড়ই আনন্দিত হইল। পরে ভোজনাদি হইলে মায়াবী বিদায় হইল। পর দিবস মায়াবী পুনর্ব্বার আসিয়া আলাদিনকে সঙ্গে করিয়া লইয়া বাজার হইতে এক প্রস্ত পোশাক ক্রয় করিয়া তাহার আপাদ মস্তক ঢাকিয়া দিল, তাহাতে আলাদিন বড়ই তুষ্ট হইল তৎপরে তাহাকে নগরের উত্তম২ স্থান ও দ্রব্যাদি দেখাইয়া মিষ্টান্ন ও ফল মূলাদি হস্তে দিয়া সায়ং কালে বাটীতে লইয়া আসিল। তাহার মাতা তাহার উত্তম বেশ দেখিয়া পরমানন্দিতা হইয়া মায়াবির নিকট বিধিমতে সন্তোষ জানাইল। জাদুগীর আলাদিনের অনেক প্রশংসা করিয়া বলিল এ বালক উত্তম রূপে কর্ম্ম চালাইতে পারিবে কিন্তু যে দোকান করিয়া দেওয়ার কথা বলিয়াছি তাহা কল্য হইবে না কেননা কল্য শুক্রবার সকল দোকান বন্ধ থাকিবে, আগামী শনিবারে হইবে কিন্তু কল্য আসিয়া আমি তাহাকে নগর ও উদ্যানাদি দেখাইয়া আনিব. মায়াবী ইহা বলিয়া সে দিবস বিদায় হইল।

পর দিন প্রত্যুষে আলাদিন শয্যা হইতে উঠিয়া বস্ত্রাদি পরিধান করিয়া প্রস্তুত হইয়া থাকিল। মায়াবী আসিবা মাত্রই তাহার নিকটে দৌড়িয়া গেল. তাহাতে মায়াবী তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিল আইস বাপু আমি তোমাকে অদ্য অনেক উত্তমোত্তম দ্রব্য দেখাইয়া আনিব, ইহা বলিয়া গৃহাদি ও

পুষ্পোদ্যান ও অন্যান্য সামগ্রী দেখাইতে২ নগর হইতে অনেক দূর লইয়া গেল, পরে পথ শ্রান্তি হেতু পথিমধ্যে বিশ্রাম জন্য এক স্থানে বসিল এবং তাহার বস্ত্রের মধ্যে যে ফল ও মিষ্টান্ন ছিল তাহা বাহির করিয়া আপনি ও আলাদিন উভয়ে আহার করিল তদনন্তর পুনর্ব্বার তাহাকে লইয়া গমন করিতে লাগিল। আলাদিন পথ শ্রমে কাতর হইয়া পুনঃ২ বলিল খুড়া আর চলিতে পারি না, যাদুকর তাহাকে সাহস দিয়া বলিল আর বিস্তর দূর নাই কএক পদ গমন করিলেই হয় এইরূপ প্রবোধ দিয়া ক্ষুদ্র দুই পর্ব্বতের মধ্যস্থ এক গহ্বরে লইয়া গেল, মায়াবী আফ্রিকা দেশ হইতে যে কামনায় চীন দেশে আইসে তাহা সিদ্ধ হইবার এই স্থান, তথায় উপনীত হইয়া মায়াবী আলাদিনকে বলিল যে আমারদিগকে আর যাইতে হইবে না এই খানে তোমাকে এমত অদ্ভুত সামগ্রী দেখাইব যে তাহা কখন কেহ চক্ষে দেখে নাই, আর তাহা দেখিয়া তুমি আমাকে ধন্যবাদ করিবা, কিন্তু একটা অগ্নি জ্বালিতে হইবে অতএব আমি চকমকি হইতে অগ্নি বাহির করি, তুমি কতক গুলা তৃণ ও কাষ্ঠ একত্র কর ইহা বলিয়া মায়াবী চকমকি ঝাড়িতে লাগিল, ইতিমধ্যে আলাদিন কাষ্ঠাদি আনিয়া একত্র করিল। মায়াবী ঐ কাষ্ঠে অগ্নি সংলগ্ন করিয়া তাহাতে ধূনা নিক্ষেপ করিবাতে অনল প্রজ্বলিত হইল কিন্তু মেঘবৎ বিপরীত ধূম উঠিতে লাগিল। যাদুকর যদ্যপিও মায়া মন্ত্র দ্বারা ঐ ধূম ছিন্ন ভিন্ন করিল কিন্তু অগ্নির উত্তাপে ধরণী কম্পমানা হইল এবং ক্ষণেক পরে ঐ স্থান মধ্যে চতুস্র এক হস্তপরিমাণ একটা প্রস্তর দৃষ্ট হইল। এতাবদবলোকনে আলাদিন ভয়ে মূর্চ্ছাপন্ন হইল পরে তাহার চেতনা হইলে জাদুগীর তাহাকে বলিল দেখ আমার মন্ত্র দ্বারা কি হইল, এই প্রস্তরের অধো ভাগে প্রচুর গুপ্ত ধন আছে, সে ধন তোমার ভাগ্যে আছে তাহা প্রাপ্ত হইলে পৃথিবীর মধ্যে অতি ধনবন্ত রাজারাও কেহ তোমার তুল্য হইতে পারিবে না, কিন্তু তুমি ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তিকে এই প্রস্তর তুলিতে অনুমতি নাই অতএব তুমি প্রস্তর খান অগ্রে উত্তোলন কর তৎপরে যাহা২ করিতে হইবে তাহা বলিতেছি।

আলাদিন প্রচুর ধন প্রাপ্ত হইবে এই কথায় পরমানন্দিত হইয়া প্রস্তর খান তখনি উত্তোলন করিল। প্রস্তর তুলিয়া দেখিল যে তাহার ভিতরে দুই তিন হস্ত পরিসর এক সুড়ঙ্গ রহিয়াছে, তন্মধ্যে গমনাগমনের নিমিত্ত এক সোপান ও সুড়ঙ্গের অন্তর্ভাগে এক দ্বার মুক্ত রহিয়াছে। মায়াবী আলাদিনকে বলিল এইক্ষণে তোমাকে যাহা করিতে হইবে তাহা বলিতেছি মনোযোগ করিয়া শুন, এই সুড়ঙ্গের ভিতরে তোমাকে প্রবেশ করিতে হইবে, সোপান পার হইলে ঐ যে দ্বার দেখিতেছ তাহা দিয়া একটা বৃহৎ খিলান করা দালানে যাইতে হইবে, ঐ দালানে তিন টা বড়২ ঘর আছে তাহার প্রত্যেক গৃহের চারি কোণে রজত কাঞ্চনে পরিপূর্ণ চারি টা বৃহৎ পিত্তলের পাত্র আছে, কিন্তু তাহা দেখিয়া লোভ করিও না, আর প্রথম গৃহ প্রবেশ কালে পরিধেয় বস্ত্র জড়াইয়া ধরিবা যেন উড়িতে না পারে, প্রথম আগার দিয়া দ্বিতীয় ঘরে যাইতে হইবে ও দ্বিতীয় ঘর দিয়া তৃতীয় আলয়ে যাইবা, কোন স্থানে থাকিও না, আর দেওয়াল স্পর্শ করিও না, বরঞ্চ বস্ত্রাদিও তাহাতে না লাগে এমত করিবা কেননা তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ প্রাণ বিয়োগ হইবেক; তৃতীয় গৃহ উত্তীর্ণ হইলে এক দ্বার পাইবা তাহা দিয়া এক উদ্যানে যাওয়া যায়, ঐ উদ্যান ফল ফুলে পরিপূর্ণ এবং তন্মধ্যে এক এক পথ আছে তাহা দিয়া ক্রমাগত চলিয়া যাইবা, পরে পাঁচ টা সিড়ি দিয়া এক ছাদে উঠিতে হইবে ঐ ছাদের প্রাচীরের এক পার্শ্বে একটা প্রদীপ জ্বলিতেছে দেখিতে পাইবা ঐ প্রদীপ নির্ব্বাণ করিয়া তৈল ও সলিতা ফেলিয়া দিয়া বক্ষঃস্থলের জামার মধ্যে পুরিয়া আমার নিকট লইয়া আসিবা, কিন্তু মনে করিও না যে প্রদীপের তৈলে বস্ত্র নষ্ট হইবে কেননা তাহা তৈল নহে এক প্রকার দ্রব দ্রব্য তাহা ফেলিয়া দিলেই প্রদীপ শুষ্ক হইয়া যাইবে। উদ্যানের ফল দেখিয়া যদি লইতে বাঞ্ছা হয় তবে প্রত্যাগমন কালে যত ইচ্ছা হয় লইয়া আসিও। এই কথা বলিয়া যাদুকর আপন হস্তের একটা অঙ্গুরী খুলিয়া আলাদিনের অঙ্গুলিতে দিয়া বলিল যে তুমি নির্ভয়ে গমন কর তাহা হইলে কর্ম্ম সিদ্ধ হইবে এবং আমরা অতুল [redacted]র অধিকারী হইব। এই সকল উপদেশ প্রাপ্ত

হইয়া আলাদিন লম্ফ দিয়া একেবারে সুড়ঙ্গে প্রবেশ করিল পরে সোপান দিয়া নামিয়া ভিতরে গিয়া ছদ্ম বেশী খুড়া যে রূপ কহিয়াছিল সেইরূপ তিন ঘর দেখিল, এবং মৃত্যু শঙ্কায় যে রূপ সাবধান হইতে হয় সেইরূপ সাবধান হইয়া গৃহ পার হইল ও উদ্যান ছাড়াইয়া কুলঙ্গি হইতে প্রদীপ লইয়া তাহার সলিতা ও তৈল প্রক্ষেপ পূর্ব্বক বক্ষঃ স্থলের জামার মধ্যে পুরিয়া প্রত্যাগমন কালে যত ইচ্ছা উদ্যান হইতে ফল তুলিয়া জামার দামন পূর্ণ করিয়া লইল। মায়াবী আলাদিনকে বলিয়াছিল ঐ সকল ফল, কিন্তু তাহা বস্তুত ফল নহে বহু মূল্য রত্ন। যাহা হউক। জামার পাকেট ধরিয়া হাত যোড়া আলাদিন ত্বরায় সুড়ঙ্গের মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং অধৈর্য্য চিত্তে পিতৃব্যকে বলিল পিতৃব্য মহাশয় আপনি আমার হস্ত ধরিয়া আমাকে তুলুন। যাদুকর বলিল তুমি অগ্রে প্রদীপ আমার হস্তে দেও তাহা না হইলে উঠিতে পারিবা না। আলাদিন কহিল আমার দুই হস্ত বদ্ধ আপনি অগ্রে আমাকে উপরে তুলুন, পরে প্রদীপ দিতেছি। মায়াবী তাহাতে কোন মতে সম্মত হইল না, আলাদিনও বলিল যে উপরে না উঠিলে প্রদীপ দিতে পারি না, যাদুকর এই কথাতে মহা ক্রোধান্বিত হইয়া অবশিষ্ট ধূলা গুলা অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া দুই তিন টি মায়া মন্ত্র উচ্চারণ করিল, তাহাতে যে প্রস্তরে পূর্ব্বে সুড়ঙ্গের মুখ ঢাকা ছিল তাহা তখনি সরিয়া সুড়ঙ্গের মুখে পড়িল আর পূর্ব্বে যে রূপ মৃত্তিকা ঢাকা ছিল সেইরূপ মৃত্তিকা আচ্ছাদিত হইল সুড়ঙ্গের কোন চিহ্ন রহিল না।

পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে এই মায়াবী ব্যক্তি আফ্রিকা দেশস্থ, ঐ দ্বীপের লোকেরা অন্য মহা দ্বীপের অপেক্ষা যাদুগীরী বিদ্যাতে অধিক নিপুণ হয় এ জন্য ঐ ব্যক্তি বাল্য কালাবধি চল্লিশ বৎসর মায়া বিদ্যা অভ্যাস করিয়া তদ্দ্বারা সন্ধান করিয়াছিল যে এই পৃথিবী মধ্যে এক চমৎকার প্রদীপ আছে তাহা প্রাপ্ত হইলে ধরণী মণ্ডলে সকল ভূপতি অপেক্ষা অধিক পরাক্রমশালী হওয়া যায়, আর ঐ প্রদীপ যে স্থানে লুক্কায়িত ছিল তাহা গণনা দ্বারা

যদিও স্থানের নির্ণয় করিয়াছিল তথাপি সে আপনি তাহা গ্রহণ করে এমত আজ্ঞা ছিল না এ জন্য আলাদিনের দ্বারা তৎকর্ম্ম সমাধা হইলে প্রদীপ প্রাপণ কর্ত্তাকে কেহ জানিতে না পায়। তাহাকে ঐ সুড়ঙ্গ মধ্যেই বন্ধ করিয়া রাখে এই বাসনা করিয়াছিল কিন্তু যখন দেখিল সে আশা নিষ্ফল হইল, আলাদিন প্রদীপ দিলেক.না তখন নিরাশ হইয়া পূর্ব্ব কথিত রূপ সুড়ঙ্গ বন্ধ করিয়া স্বদেশে প্রস্থান করিল। আলাদিন মৃত্তিকার মধ্যে জীবিত প্রোথিত হইয়া ক্রন্দন আরম্ভ করিল, আর পিতৃব্যকে ডাকিয়া বলিতে লাগিল যে প্রদীপ দিতেছি তুমি আমাকে হত্যা করিও না কিন্তু মায়াবীর কথা শুনিতে পাইল না সুতরাং আলাদিনকে সেই ঘোর অন্ধকার সুড়ঙ্গ মধ্যে থাকিতে হইল।

আলাদিন ঐ সুড়ঙ্গের মধ্যে ঐ প্রকার দুই দিবস অনাহারে থাকিয়া নিশ্চয় মৃত্যু হইবে এই ভাবিয়া করদ্বয় একত্র যোগ করিয়া পরমেশ্বরকে স্মরণ করিয়া বলিতে লাগিল হে পরমেশ্বর তোমা ব্যতীত বল বা পরাক্রম নাই ইহাতে তাহার অঙ্গুলিতে জাদুকর যে অঙ্গুরী দিয়াছিল তাহা ঘর্ষণ হইল, এবং ঘর্ষণ হইবা মাত্র ধরণী বিদীর্ণ করিয়া এক প্রকাণ্ডাকার দৈত্য মৃত্তিকার ভিতর হইতে উঠিয়া তাহার সম্মুখে আসিয়া কহিল প্রভু আমাকে কি করিতে হইবে আজ্ঞা করুন যিনি ঐ অঙ্গুরিকা ধারণ করেন আমি তাঁহার আজ্ঞাকারী। এই ভয়ানক দৈত্যকে অন্য সময় দেখিলে আলাদিন আতঙ্কে মূর্চ্ছিত হইত তাহার সন্দেহ নাই, কিন্তু তৎকালে জীবনে মৃত্যু তুল্য জ্ঞান ছিল, অতএব নির্ভয়ে দৈত্যকে কহিল যে তুমি যে হও সে হও যদি পার তবে আমাকে এই স্থান হইতে মুক্ত কর। এই কথা বলিবা মাত্র পৃথিবী তৎক্ষণাৎ বিদীর্ণ হইল, আর আলাদিন দেখিল যে মায়াবী তাহাকে যে সুড়ঙ্গের দ্বারের নিকট প্রথমে আনিয়াছিল সেই খানে রহিয়াছে অতএব যে পৃথিবী পুনদর্শনের প্রত্যাশা গিয়াছিল তাহা পুনর্ব্বার দেখিয়া আলাদিন পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ করিয়া গৃহ মুখে গমন করিল। গৃহে যাইয়া জননীকে দর্শন করিয়া অত্যন্ত আহ্লাদ ও তিন দিবস আহার নিদ্রা না হওয়াতে অত্যন্ত দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত একবার

মূর্চ্ছা গিয়া মৃতবৎ হইয়া পড়িল। পরে মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইলে মাতাকে বলিল মা আমি তিন দিবস জল স্পর্শ করি নাই, তাহাতে অত্যন্ত ক্ষুধা হইয়াছে অতএব কিছু খাদ্য দ্রব্য আনিয়া দেও আমি খাইয়া জঠর জ্বালা নিবারণ করি। তাহার মাতা এই কথা শুনিয়া গৃহে যে খাদ্য দ্রব্য ছিল তখনি আনিয়া দিল আলাদিন তাহা আহার করিয়া কিঞ্চিৎ বল প্রাপ্ত হইয়া মায়াবী তাহাকে ছলনা করিয়া যে পর্ব্বত দ্বয়ের মধ্যস্থ সুড়ঙ্গে লইয়া গিয়াছিল ও সে যে আশ্চর্য্য প্রদীপ আনিয়াছে আর যে দৈত্য দেখিয়াছে তাহা বিস্তারিত করিয়া মাতাকে কহিল, তাহার মাতা এই সকল কথা শুনিয়া অজ্ঞান হইল আর প্রিয় নন্দনের দুর্দ্দশা জন্য মায়াবিকে যৎপরোনাস্তি গালি মন্দ দিতে লাগিল।

আলাদিন যাবৎ সুড়ঙ্গের মধ্যে ছিল এক বারও চক্ষু মুদ্রিত করে নাই ইহাতে অত্যন্ত নিদ্রাকর্ষণ হওয়াতে সমস্ত রাত্রি অচেতনে নিদ্রা গেল, প্রাতঃকালে নিদ্রা ভঙ্গের পর মাতাকে বলিল মাতা আমার অত্যন্ত ক্ষুধা বোধ হইয়াছে, আমাকে কিছু আহার করিতে দেও। আলাদিনের মাতা দুঃখিতান্তকরণে বলিল বাছা অদ্য ঘরে কোন সামগ্রী নাই যে তোমাকে খাইতে দেই যৎকিঞ্চিৎ ছিল তাহা তুমি কল্য আহার করিয়াছ। আলাদিন কহিল মাতা তবে যে প্রদীপটা কল্য আনিয়াছি তাহা আমাকে আনিয়া দেও দেখি, আমি তাহা বিক্রয় করিয়া আনি, তাহাতে এখনকার ও মধ্যাহ্ন ও সায়াহ্নের আহারোপায় হইতে পারিবে। আলাদিনের মাতা প্রদীপটা বাহির করিয়া বলিল যে প্রদীপটা অত্যন্ত অপরিষ্কার হইয়া আছে যদি মাজিয়া উহার বর্ণ উজ্জ্বল করিয়া দেওয়া যায় তবে অধিক মূল্য হইতে পারিবে ইহা বলিয়া বালুকা দ্বারা যেমন প্রদীপটা মর্দ্দন করিতে আরম্ভ করিল এমত সময়ে এক ভয়ঙ্কর দৈত্য উপস্থিত হইয়া মেঘ গর্জ্জনের ন্যায় শব্দে বলিল যে আমাকে কি করিতে হইবেক বল আমি তাহা করিতে প্রস্তুত আছি, যাহার স্থানে এই প্রদীপ থাকে আমি তাহার আজ্ঞাকারী। আলাদিনের মাতা দৈত্যকে দেখিয়া মহাভয় প্রযুক্ত কোন কথা বলিতে না পারিয়া আতঙ্কে মূর্চ্ছাগত হইল, তাহাতে আলা-

দিন বিবেচনা পূর্ব্বক প্রদীপটা মাতার হস্ত হইতে লইয়া নির্ভয়ে দৈত্যকে বলিল আমার অত্যন্ত ক্ষুধা হইয়াছে তুমি আমাকে কিছু খাদ্য দ্রব্য আনিয়া দেও। এই কথা শুনিয়া দৈত্য অন্তর্হিত হইল এবং কিঞ্চিৎ পরেই এক বৃহৎ রৌপ্যময় থালের উপর বার টা রূপার বড়২ বাটীতে নানা বিধ মাংসের ব্যঞ্জন আর দুই খান রূপার রেকাবে ছয় খান রুটী সাজাইয়া মস্তকে করিয়া এবং দুই বোতল মদ্য সমেত রূপার জল পাত্র দুই হস্তে লইয়া আসিয়া ঘরের মধ্যে রাখিয়া প্রস্থান করিল।

আলাদিনের মাতার মূর্চ্ছিতাবস্থায় এই সকল ব্যাপার হইল, তৎপরে আলাদিন জল আনিয়া মাতার মুখ প্রক্ষালন করিতে লাগিল তাহাতেই হউক অথবা দৈত্য কর্ত্তৃক আনীত মাংস ব্যঞ্জনের আঘ্রাণেতেই হউক তাহার মাতার চেতনা হইল তখন আলাদিন বলিল জননি যাহা দেখিলে তাহা আর মনে করিও না, তাহা কিছু নয়, উঠিয়া আইস, আহার কর, তাহা হইলেই তোমার মনের দুর্ভাবনা দূর হইবে এবং আমার যে জঠর জ্বালা হইয়াছে তাহা নিবৃত্তি পাইবেক, আইস, শীঘ্র উঠিয়া আইস, নতুবা এমন মাংসের ব্যঞ্জন শীতল হইয়া যাইবে।

আলাদিনের মাতা ঐসকল রৌপ্যময় বাসন দেখিয়া ও মাংসের আঘ্রাণ পাইয়া অত্যন্ত আহ্লাদিতা হইয়া পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিল বাছা এই সকল খাদ্য দ্রব্য কোথা হইতে আসিয়াছে বুঝি ভূপাল আমারদের দুঃখ দেখিয়া দয়া করিয়া পাঠাইয়া দিয়াছেন। আলাদিন কহিল মাতা সে কথায় এখন প্রয়োজন নাই, তুমি আসিয়া আহার কর, আমার যে রূপ ক্ষুধা হইয়াছে তোমারও সেই রূপ হইয়া থাকিবে, আহারান্তে সকল কথা বলিব। ইহা শুনিয়া আলাদিনের মাতা আহার করিতে বসিল, আর প্রচুর খাদ্য দ্রব্য পাইয়া মাতা পুত্রে উভয়ে উদর পূরিয়া আহার করিল। আহারান্তে আলাদিন মাতাকে তাবদ্বৃত্তান্ত অবগত করাইল।

দৈত্য কর্ত্তৃক আনীত খাদ্য দ্রব্যের যাহা অবশিষ্ট রহিল তাহাতে পর দিবস রাত্রি পর্য্যন্ত আহার চলিল, তৎপর

দিবস আহারের কোন সঙ্গতি না থাকাতে আলাদিন একটা রূপার বাটী বস্ত্রের ভিতর করিয়া বিক্রয়ার্থে চলিল, পথি মধ্যে এক ইহুদির সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে আলাদিন বাটী বাহির করিয়া তাহাকে ঐ বাটী দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিল ভাই তুমি এই বাটী ক্রয় করিবা। ধূর্ত্ত ইহুদি দেখিল যে বাটীর রূপা অতি উৎকৃষ্ট এবং তাহার মূল্য ৬০ স্বর্ণ মুদ্রা হইবে অতএব তাহা লইয়া আলাদিনকে একটী স্বর্ণ মুদ্রা দিয়া বিদায় করিল।

আলাদিন তাহাতেই মহা সন্তুষ্ট হইয়া রুটী বিক্রেতার দোকানে মুদ্রা টী ভাঙ্গাইয়া রুটী ক্রয় করত বাটী গিয়া মুদ্রার অবশিষ্ট যাহা রহিল তাহা আপন মাতাকে দিল, তজ্জননী তাহাতে আর২ খাদ্য সামগ্রী ক্রয় করিয়া আনিল তাহাতে কয়েক দিবস গেল, তদনন্তর আর একটী বাটী বিক্রয় করিল এইরূপে একে২ বারো টী বাটী বিক্রয় করিয়া কতক দিন গেল, পরে কেবল থাল খান রহিল, তাহা বাটী অপেক্ষা দশ গুণা ভারি আর তাহা লইয়া যাওয়া সহজ নহে অতএব আলাদিন ইহুদিকে বাটীতে ডাকিয়া আনিল ইহুদি থাল ওজন করিয়া লইয়া দশটী মুদ্রা মাত্র দিল, আলাদিন তাহাতেই পরম সন্তুষ্ট হইল এই দশ মুদ্রাতে অনেক দিবস আহার হইল পরে যখন তাহা ফুরাইল তখন আলাদিন পুনরায় প্রদীপ বাহির করিয়া তাহার মাতা যে প্রকারে বালুকা দ্বারা ঘর্ষণ করিয়াছিল তদ্রূপে ঘর্ষণ করিল তাহাতে সেই বিকটমূর্ত্তি দানব সম্মুখে আসিয়া বলিল আমাকে কি করিতে হইবেক আজ্ঞা করুন আমি তোমার ভৃত্য উপস্থিত। আলাদিন কহিল আমি ক্ষুধিত হইয়াছি আমাকে কিঞ্চিৎ খাদ্য সামগ্রী আনিয়া দেও, এই কথা শুনিয়া দৈত্য অন্তর্দ্ধান হইল ক্ষণেক বিলম্বে সেইরূপ রজত থালে খাদ্য দ্রব্যাদি আনিয়া ঘরের মধ্যে রাখিয়া অদৃশ্য হইল। আলাদিনের মাতা দৈত্য আসিবে জানিয়া পূর্ব্বেই সাবধান হইয়া কর্ম্মান্তরে গিয়াছিল গৃহে আসিয়া ঐ সকল রৌপ্য বাসন ও খাদ্য দ্রব্য দেখিয়া আশ্চর্য্য হওত প্রদীপের অনেক প্রশংসা করিল, তদনন্তর সেই দ্রব্য দ্বারা তনয়কে সন্তোষ পূর্ব্বক আহার করাইয়া অবশিষ্ট যাহা রহিল তাহা উঠাইয়া রাখিল তাহাতে আরো

দুই তিন দিবস উত্তম রূপে চলিল তাহা শেষ হইলে আলাদিন এক টী বাটী বস্ত্রের মধ্যে লইয়া ইতস্ততঃ সেই ইহুদির অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছে এমত সময় এক জন সচ্চরিত্র স্বর্ণকার তাহাকে ডাকিয়া বলিল বাপু হে, আমি সর্ব্বদা দেখি তুমি অমুক ইহুদির নিকট যাও, ইহাতে অনুমান করি তাহার স্থানে কোন দ্রব্য বিক্রয় করিয়া থাক, কিন্তু সে কেমন প্রতারক তাহা বুঝি তুমি জ্ঞাত নহ, এই দেশে যত ইহুদি আছে তাহার মধ্যে ঐ ব্যক্তির ন্যায় শঠ দ্বিতীয় আর কেহ নাই এবং সেই জন্য তাহার সঙ্গে কেহ আলাপ করে না, তোমার মঙ্গলের জন্য আমি ইহা বলিলাম, যদি বিক্রয়ার্থ কোন দ্রব্য আনিয়া থাক তবে আমাকে দেখাও আমি তাহার যথার্থ মূল্য দিয়া লইব অথবা যে মহাজনেরা প্রতারণা না করে তাহারদিগের স্থানে যাইয়া বিক্রয় করিতে বলিব। আলাদিন অধিক মূল্য প্রাপ্ত্যাশয়ে বাটী টী বাহির করিয়া স্বর্ণকারকে দেখাইল। স্বর্ণকার তাহা ওজন করিয়া প্রতি ভরি রূপাতে কত হয় ও তাহার কি মূল্য তাহা আলাদিনকে বুঝাইয়া কহিল আর প্রত্যেক ভরি হিসাব করিয়া ঐ বাটীর মূল্য ৬০ মুদ্রা হয়, ইহা বলিয়া তখনি আলাদিনের হস্তে দিল আলাদিন তাহা পাইয়া মহা সন্তুষ্ট হইল তদবধি সেই ব্যক্তি ভিন্ন অন্য কাহারও নিকটে বিক্রয়ার্থ যাইত না। অপর যদিও আলাদিনের প্রদীপের মধ্যে অক্ষয় ধন ছিল ও তদ্দ্বারা যাহা ইচ্ছা তাহা করিতে পারিত তথাপি তাহা না করিয়া পূর্ব্ববৎ পরিমিত ভাবেই কালযাপন করিতে লাগিল এখন কেবল পরিচ্ছন্ন হইয়া থাকিল এই মাত্র প্রভেদ কিন্তু তাহার মাতার তাহাও ছিল না, সে পূর্ব্বে যেমন আপন হস্তে চরখা কাটিয়া আপনার বস্ত্র প্রস্তুত করিত তখনও সেইরূপ করিত সুতরাং দৈত্য কর্ত্তৃক আনীত রৌপ্যের থাল ও রেকাবি ও বাটীর মূল্যে কতক দিন ভরণপোষণ হইল, তদনন্তর পুনর্ব্বার ঐ প্রদীপের প্রভাবে আলাদিন সুখে কালযাপন করিতে লাগিল।

আলাদিন এক দিবস পথে ভ্রমণ করিতেছে ইতিমধ্যে শুনিল যে রাজ কন্যা বেদ্রোলবদর স্নানার্থ গমন করিবেন এ নিমিত্ত রাজার অনুমতি হইয়াছে যে সমুদয় দোকানি পসারী ও অন্যান্য

লোককে দোকান ও বাটীর জানালা রুদ্ধ করিয়া রাখিতে হইবে, রাজ কন্যা বাটী প্রত্যাগমন করিলে তাহা খুলিতে পাইবে কিন্তু আলাদিন অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া মনে২ কহিল যে কোন আত্মীয় ব্যক্তির বাটী গিয়া গবাক্ষ দিয়া আমি রাজ কন্যাকে গোপনে দেখিব। রাজকন্যা মুখে আবরণ দিয়া স্নান মন্দিরে যাইতেন এ জন্য আলাদিন ঐ আশয়ে নিরাশ হইয়া স্নানাগারের এক দ্বারের পার্শ্বে লুক্কায়িত হইয়া থাকিল। রাজ কন্যা অনেক সহচরী ও দাস দাসী ও প্রহরী বেষ্টিতা হইয়া স্নানাগারে উপস্থিতা হইয়া দ্বারের নিকট মুখাবরণ খুলিয়া স্নানাগারে প্রবেশ করিলে আলাদিন ঐ সময়ে দ্বারের ছিদ্র দিয়া রাজ কন্যার অপরূপ রূপ দর্শন করিয়া একেবারে মোহিত হইল আর ঐ ভুবনমোহিনীর রূপ তাহার মনো মধ্যে জাগরূক হইল।

রাজবালা স্নানান্তে তাহাকে পশ্চাৎ করিয়া ফিরিয়া যাইবেন তাহাতে পুনরায় মুখাবলোকন হইবে না ইহা জানিয়া আলাদিন তথা হইতে বাহির হইয়া বাটী গমন করিল কিন্তু রাজনন্দিনীকে দেখিয়া মনো মধ্যে যে কামানল প্রজ্বলিত হইয়াছিল তাহা কোন রূপে নির্ব্বাণ করিতে না পারিয়া কামাগ্নিতে দগ্ধ হইতে লাগিল এবং তাহার গর্ভধারিণী তাহার বিমর্শভাব দেখিয়া ব্যস্ত হইল। পর দিন তাহার জননী গৃহে বসিয়া চরখা কাটিতেছে এমত সময় আলাদিন তাহার সম্মুখে শয্যাতে বসিয়া বলিল কল্যাবধি আমাকে বিমর্শ দেখিয়া তুমি মনে করিয়া থাকিবে যে আমার কোন পীড়া হইয়াছে ফলতঃ আমার পীড়া নহে, রাজ কন্যার অপরূপ রূপ দেখিয়া আমার মন অত্যন্ত অধৈর্য্য হইয়াছে। তৎপরে রাজ কন্যাকে যে কৌশলে দেখিয়াছিল তাহা সকল বিস্তার পূর্ব্বক বলিয়া মাতাকে কহিল মা রাজকুমারীকে দর্শন করিয়া আমি যে রূপ চঞ্চল হইয়াছি তাহা প্রকাশ করিয়া বলিতে পারি না আমার নিতান্ত প্রতিজ্ঞা হইয়াছে তাহাকে বিবাহ করিব। তাহার মাতা বলিল হে পুত্র তুমি কি আপ্ত বিস্মৃত হইয়াছ এমত দীন হীন হইয়া রাজ দুহিতাকে পরিণয় করিতে মানস কর এ কি অসম্ভব কথা অপর যদিও মনো মধ্যে বাঞ্ছা কর তথাপি এই বিবা-

হের সম্বন্ধ করিতে কোন্ ব্যক্তি রাজার নিকটে যাইবে। আলাদিন বলিল। তোমা ভিন্ন আর কে করিবেক। তাহার মাতা বলিল আমি উন্মত্তা নহি যে একথা গিয়া রাজাকে বলিব।

আলাদিন বলিল জননি তুমি যে২ কথা বলিলে ও বলিবে তাহা আমি অগ্রেই ভাবিয়াছি, কিন্তু আমি তোমাকে স্পষ্ট করিয়া বলিতেছি তুমি কোন প্রকারে আমার মনকে প্রবোধ দিতে পারিবা না, আমি তোমার নিকট এই ভিক্ষা চাহি যাহাতে বেদ্রোলবদর রাজ কন্যার সঙ্গে আমার বিবাহ হয় তাহা করিয়া দেও, যদি আমার মৃত্যু দর্শন করিবার বাঞ্ছা না থাকে তবে ইহার অন্যথা করিও না। আলাদিনের মাতা পুত্রের এই সকল কথা শুনিয়া মহা বিস্ময়ান্বিত ও বিপদ্ গ্রস্ত হইল আর অনেক প্রকারে পুত্রকে বুঝাইতে লাগিল. কিন্তু কোন প্রকারে তনয়ের প্রতিজ্ঞা ভঞ্জন করিতে পারিল না শেষে তাহাকে বলিল যে রাজার নিকটে যদি কোন ব্যক্তি কোন প্রার্থনা করে তবে প্রথমে তাহাকে ভেট দিতে হয় তুমি ইহা জান কি না। উপহার দান হইলে প্রথমে শুনানি হয় প্রার্থনা সিদ্ধ হওয়া না হওয়া পরের কথা, কিন্তু তোমার কি আছে যে রাজাকে দিবা, অতএব এমন অসম্ভবাশা কখন করিও না।

আলাদিনের মাতা এই কথা বলিয়া ভাবিল যে ইহাতেই বুঝি পুত্র ক্ষান্ত হইবে, কিন্তু সে মাতার তাবৎ কথা মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ করিয়া মনে২ সকল বিবেচনা করিয়া এই উত্তর করিল মাতা রাজাকে উপঢৌকন দিতে হয় তাহা আমি পূর্ব্বে জ্ঞাত ছিলাম না কিন্তু উপঢৌকন দিবার সামগ্রী নাই এ কথা কি রূপে বলিলে আমি সুড়ঙ্গ হইতে যে সকল দ্রব্য আনিয়াছি তাহা কি রাজাকে সওগাদ দেওয়া যায় না ঐ সকল দ্রব্য আমি প্রথমতঃ মূল্য হীন রঙ্গ করা কাঁচ জ্ঞান করিয়াছিলাম কিন্তু পরে জানিয়াছি তাহা বহু মূল্য প্রস্তর এবং রাজাধিরাজ রাজাদের ভাণ্ডারের উপযুক্ত দ্রব্য, আমারদের এক খান বড় চিনার বাসন আছে সেই বাসন খান আন দেখি, প্রস্তর গুলা শ্রেণী পূর্ব্বক তাহার উপর সাজাইলে কেমন দেখায় দেখি। আলাদিনের মাতা তৎ-

ক্ষণাৎ চিনার বাসন খান আনিয়া দিল আলাদিন থলিয়া হইতে রত্ন গুলা বাহির করিয়া তাহার উপরে একে২ সাজাইল। আলাদিন পূর্ব্বে এই সকল রত্ন রাত্রি কালে প্রদীপের আলোকে দর্শন করিয়াছিল এখন দিনমানে তাহার আভা ও জ্যোতি এবং বিবিধ বর্ণের শোভা দেখিয়া অত্যাশ্চর্য্য বোধ করিল এবং তাহার মাতা অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার প্রশংসা করিল পরে আলাদিন মাতাকে বলিল জননী এখন আর বলিতে পারিবে না ভূপতিকে উপঢৌকন দিবার দ্রব্য নাই রাজার নিকট গমনে অশক্তা হইব। ইহাতেও তাহার বৃদ্ধা মাতা তনয়কে নানা মত বুঝাইতে লাগিল কিন্তু রাজ কন্যার যে রূপ তাহার অন্তঃকরণে মুদ্রিত হইয়াছিল তাহা কি মাতার কথাতে মোচন হইতে পারে, আলাদিন কোন মতে জননীর কথায় কর্ণপাত করিল না সুতরাং পুত্র কি করিতে কি করিয়া ফেলিবে এ জন্য তাহার মাতা স্নেহ প্রযুক্ত সন্তানের মনোমত কার্য্যে সম্মতা হইল কিন্তু সে দিবস অধিক বেলা হইয়াছিল তজ্জন্য পর দিবস যাইবে এই স্থির হইয়া রহিল। ঐ দিবস অতি প্রত্যূষে আলাদিন মাতার নিদ্রা ভঙ্গ করিয়া ত্বরায় রাজ সভায় যাইতে কহিল।

আলাদিনের মাতা বস্ত্রাদি পরিধান পূর্ব্বক পূর্ব্ব দিন যে চিনার বাসনে মণি মুক্তাদি রাখিয়াছিল তাহা একখান উত্তম রুমালে জড়াইয়া আর একখান রুমাল দিয়া ঢাকিয়া তাহার চারি কোণ বান্ধিয়া হস্তে ঝুলাইয়া লইয়া চলিল। আলাদিন মাতার গমন দেখিয়া আহ্লাদ সাগরে মগ্ন হইল। তজ্জননী রাজ দরবারে গিয়া দেখিল যে সভারম্ভ হইয়াছে, যদিও ঐ সভা লোকে পরিপূর্ণ ছিল তথাপি ভিড় ঠেলিয়া দালানে প্রবিষ্ট হইয়া রাজা যে স্থানে মন্ত্রী ও অমাত্যগণ বেষ্টিত হইয়া বসিয়াছিলেন ঠিক তাহার সম্মুখে বসন মণ্ডিত চিনার বাসন খান হস্তে করিয়া দণ্ডায়মানা হইল তৎকালে ভূপাল বিচারে নিযুক্ত ছিলেন বিচার শেষ হইলে তিনি সভা ভঙ্গ করিয়া অন্তঃপুরে গমন করিলেন এবং মন্ত্রী প্রভৃতি আর২ সকল লোক তথা হইতে প্রস্থান করিল। আলাদিনের মাতা তাহা দেখিয়া বিবেচনা করিল নরেন্দ্র আর

সভাতে বসিবেন না অতএব সে দিবস আলয়ে আসিয়া আলা-
দিনকে বলিল হে পুত্র আমি অদ্য রাজাকে দর্শন করিয়াছি এবং
যে স্থানে দণ্ডায়মান হইয়াছিলাম তাহাতে তিনিও আমাকে
সুস্পষ্ট দেখিয়াছেন এমত অনুমান হয়, কিন্তু চতুর্দ্দিকস্থ লোক
সমূহের কথা শুনিতে রাজা এমত আবিষ্ট চিত্ত ছিলেন যে
তাহা দেখিয়া আমার অন্তঃকরণে দয়া জন্মিয়াছে এবং তাঁহার
ধৈর্য্যাবলম্বন দেখিয়া আমি আশ্চর্য্য হইয়াছি, অবশেষে বোধ
করি অতিশয় ক্লান্তি হইল তাহাতেই সিংহাসন হইতে হঠাৎ উঠি-
য়া গেলেন আরং অনেক লোক আপনং প্রার্থনা জ্ঞাপনার্থ
আগ্রহান্বিত ছিল তাহারদের কথা শুনিলেন না, কিন্তু ইহাতে আ-
মার কোন হানি হয় নাই, কল্য আমি পুনর্ব্বার রাজ সভায় গমন
করিব, অনুমানকরি কল্য এত ব্যস্ত থাকিবেন না। আলাদিন যদ্য-
পিও অধৈর্য্য হইয়াছিল তথাপি এ কথা শুনিয়া তাহাকে ধৈর্য্যা-
বলম্বন করিতে হইল।

পর দিন আলাদিনের মাতা রাজ সভাতে গমন করিল, কিন্তু
তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিল যে সভা বাটীর দ্বার রুদ্ধ, তাহাতে
জিজ্ঞাসা করাতে শুনিল যে একং দিন অন্তর রাজ সভা হইয়া
থাকে সুতরাং বিফল গিয়া প্রত্যাগমন করিতে হইল। আলা-
দিন একে ব্যস্ত তাহাতে এই সংবাদ শুনিয়া বড়ই বিমর্শ
হইল পরে তাহার মাতা ক্রমাগত ছয় দিবস রাজ সভাতে গমন
করিল কিন্তু ছয় দিবসেই রাজাকে কোন কথা বলিতে পারিল না
আর কত দিবস সেই প্রকারে গিয়া রাজ সভাতে দণ্ডায়মানা
থাকিতে হইত তাহা কে বলিতে পারে কেননা অন্যান্য প্রার্থকেরা
প্রার্থনা পত্র লইয়া যাইত তাহা রাজাকে দিয়া উত্তর প্রত্যুত্তর
করিত আলাদিনের মাতা সে প্রকার প্রার্থনা পত্র লইয়া যায়
নাই সুতরাং কোন কথা বলিবার সুযোগ ছিল না। দৈবাৎ
এক দিন আপন কুঠরিতে বসিয়া রাজা মন্ত্রিকে বলিলেন কয়েক
দিবসাবধি দেখিতেছি এক বৃদ্ধা স্ত্রী লোক সভায় আসিয়া একখান
রুমালে বান্ধা কোন দ্রব্য হস্তে করিয়া আমার সম্মুখে দণ্ডায়মানা
হইয়া থাকে তাহার কারণ কিছু বুঝিতে পারি নাই, যদ্যপি

কল্য সেই প্রকার আসিয়া দাঁড়ায় তবে অবশ্য তাহাকে আমার নিকট আনিও কদাচ ভুলিও না। মন্ত্রী রাজাজ্ঞা শ্রবণে হস্ত চুম্বন পূর্ব্বক সেই হস্ত মস্তকে অর্পণ করিল, তাহার ভাব এই যে আজ্ঞা পালন করিব, নতুবা শিরশ্ছেদ হইবেক।

পর দিন আলাদিনের মাতা রাজ সভায় আসিয়া সেইরূপে দণ্ডায়মানা হইলে রাজা আপনি তাহাকে দেখিয়া মন্ত্রিকে বলিলেন তোমাকে যে স্ত্রীলোকের কথা বলিয়াছিলাম সে ঐ আসিয়াছে অতএব অন্য কর্ম্ম রাখিয়া তাহাকে অগ্রে ডাক তাহার প্রার্থনা শুনা যাউক। মন্ত্রী রাজাজ্ঞা প্রাপ্তি মাত্র তৎক্ষণাৎ আলাদিনের মাতাকে সিংহাসনের নিকট আনাইল। আলাদিনের মাতা সিংহাসনের সোপান পর্য্যন্ত নতশিরা হইয়া রাজাকে প্রণাম করিল। রাজা বলিলেন হাঁগো বৃদ্ধা তোমাকে অনেক দিবস পর্য্যন্ত সভারম্ভাবধি সভা ভঙ্গ পর্য্যন্ত এখানে দণ্ডায়মানা হইয়া থাকিতে দেখি, তোমার কি মানস বল দেখি। এই কথায় আলাদিনের মাতা দ্বিতীয়বার ভূমিষ্ঠ হইয়া রাজাকে প্রণিপাত করিল পরে ভূমি হইতে গাত্রোত্থান করিয়া বিনয় পূর্ব্বক বলিল হে রাজন্ আমি অসম সাহসী হইয়া মহারাজের নিকট যাহা প্রার্থনা করিতে আসিয়াছি তজ্জন্য আমাকে অগ্রে ক্ষমা করিবেন তৎপরে যে আশ্চর্য্য ও অবিশ্বসনীয় বিষয়ের কারণ মহারাজের পদতলের নিকট পর্য্যন্ত আসা তাহা নিবেদন করিব। আলাদিনের মাতা সে কথা নির্ভয়ে বলিতে পারে এ জন্য ভূপতি কেবল মন্ত্রীকে তথায় রাখিয়া আর সকল লোককে সভা হইতে বিদায় করিয়া দিলেন, পরে সে কথা জিজ্ঞাসা করাতে আলাদিনের মাতা বলিল আমি যাহা যাচঞা করিব যদি তাহা কোন অংশে মহারাজের ক্ষতি বোধক অথবা মানের হানি জনক বোধ হয় তবে পূর্ব্বেই আমাকে আজ্ঞা করুন আমার দোষ গ্রহণ না করিয়া ক্ষমা করিবেন।

রাজা বলিলেন তাহার কোন চিন্তা নাই তুমি সে কথা নির্ভয়ে বল, আমি তোমার দোষ গ্রহণ করিব না। এইরূপ চতুর্দ্দিগ বন্ধন করিয়া আলাদিনের মাতা রাজ কন্যা বেদ্রোলবদরকে যে

প্রকারে আলাদিন দেখিয়াছিল ও তাহাকে দেখিয়া যে প্রকার চঞ্চল চিত্ত হইয়াছে তাহা সমস্ত বিস্তার পূর্ব্বক কহিয়া বলিল আমি পুত্রকে বিধি মতে বুঝাইয়া ছিলাম যে এমত আশা করিও না, কিন্তু সে কোন প্রকারেই বুঝিল না, অতএব আমি মহারাজের নিকটে না আসিলে কি জানি যদি কোন দুঃসাহসি কর্ম্ম করে এই নিমিত্ত আপনার সন্নিধানে আসিয়াছি। রাজা এই কথা শান্ত ভাবে শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন বস্ত্র মণ্ডিত কি দ্রব্য আনয়ন করিয়াছ। আলাদিনের মাতা রাজাকে প্রণাম করিবার কালে চিনার বাসন খান সিংহাসনের নিম্নভাগে রাখিয়াছিল তখন তাহা উত্তোলন পূর্ব্বক রুমাল খান খুলিয়া বহু মূল্য প্রস্তর শুদ্ধ সেই পাত্র রাজহস্তে দিল। রাজা এত গুলা ও এত বড়২ অপূর্ব্ব মণি মাণিক্য দেখিয়া অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং একেং সকল রত্ন গুলি হস্তে লইয়া ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিয়া যথোচিত প্রশংসা করিলেন পরে মন্ত্রিকে ঐ বহুমূল্য রত্ন পাত্র দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন মন্ত্রি বল দেখি এমন আশ্চর্য্য প্রস্তর কখন দেখিয়াছ কি না। মন্ত্রী উত্তর কি করিবে দেখিয়াই বিস্ময়াপন্ন হইল। পরে রাজা বলিলেন এই উপহারের বিষয়ে তুমি কি বল, ইহা রাজকন্যার যোগ্য কি না। মন্ত্রী মৃদুস্বরে কহিল এই ভেট রাজকন্যার যোগ্য ইহাতে সন্দেহ কি, কিন্তু আলাদিনের মাতা সামান্য ব্যক্তি এবং আপনি তাহাকে জানেন না অতএব মহারাজ তিন মাস কাল দেউন তন্মধ্যে আমার পুত্র ইহা অপেক্ষাও অধিক উপঢৌকন দিবে তৎপরে যাহাকে কন্যা দান করিতে বাঞ্ছা হয় তাহাকে কন্যা সম্প্রদান করিবেন। ধরণীপাল মনেং বুঝিলেন মন্ত্রিনন্দন কখনই ইহার সমান ভেট দিতে পারিবেক না তথাচ তাহার প্রার্থনায় সম্মত হইয়া আলাদিনের মাতার প্রতি দৃষ্টি করিয়া বলিলেন ওগো বাছা তুমি গৃহে যাইয়া তোমার পুত্রকে বল বিবাহের বিষয়ে আমার অসম্মতি নাই কিন্তু কন্যার জন্য আমি কতক গুলা দ্রব্য প্রস্তুত করাইব তাহা না হইলে বিবাহ দিতে পারি না, তাহাতে তিন মাস বিলম্ব হইবে তৎপরে তুমি আমার নিকট আসিও।

যে রাজার বার পাওয়া দুষ্কর, তিনি এ পর্য্যন্ত অনুগ্রহ করি-

বেন আলাদিনের মাতা তাহা স্বপ্নেও ভাবে নাই অতএব মহীপা-লের মুখে এই কথা শুনিয়া পরমানন্দে গৃহে আসিল, মাতা আসিবা মাত্র আলাদিন জিজ্ঞাসা করিল. জননি বল দেখি সে আশার সঞ্চার হইবে কিম্বা নিরাশ হইয়া আমাকে প্রাণত্যাগ করিতে হইবেক। আলাদিনের মাতা সুস্থির হইয়া পুত্রের নিকট বসিয়া সকল বিবরণ কহিল আর বলিল যে কেবল উপঢৌকন দেওয়াতে এই অচিন্তনীয় ফল দর্শিয়াছে. রাজা ভালই বলিতেছিলেন কিন্তু রাজমন্ত্রী গোপনে ভূপতিকে কি কথা বলিল অনুমান হয় তাহাতেই ব্যাঘাত জন্মিল। আলাদিন এই কথা শুনিয়া আনন্দ সাগরে মগ্ন হইয়া জননীকে সহস্র২ প্রণাম করিয়া বলিল মাতা তোমার পরিশ্রমেতেই আমার মানস সফল হইবেক।

অনন্তর মাস ত্রয়ের দুই মাস গত হইলে পর আলাদিনের মাতা এক দিবস তৈল ক্রয়ার্থে সন্ধ্যা কালে কলুর দোকানে যাইয়া দেখিল যে নগর মধ্যে মহা মহোৎসব হইতেছে আর রাজ কর্ম্মকারিগণ কোন ক্রিয়া হইলে যে রূপ বসন পরিধান করিয়া থাকে সেইরূপ বেশে অশ্বারোহণ পূর্ব্বক রাজপথে ভ্রমণ করিতেছে এবং তাহারদের এক জনের সঙ্গে বহু কিঙ্কর নিযুক্ত আছে। ইহা দেখিয়া আলাদিনের মাতা কলুকে জিজ্ঞাসা করিল। হাঁ বাছা এ সকল কি, অদ্য এত গোলযোগ কেন। তৈলকার বলিল তুমি কোন্ দেশে বাস কর, অদ্য রাত্রিতে রাজকন্যা বেদ্রোলবদরের সহিত মন্ত্রিপুত্রের বিবাহ হইবে তাহা কি তুমি কর্ণে শুন নাই। এই কথা শ্রবণ করিবা মাত্র আলাদিনের মাতা অমনি ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া গৃহাগত হওত পুত্রকে বলিল আলাদিন সকল আশা ভরসা ব্যর্থ হইল, তুমি রাজার অঙ্গীকারে নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত আছ, কিন্তু অদ্য রাত্রিতে মন্ত্রি পুত্রের সহিত রাজকন্যার বিবাহ হইবেক, ইহা বলিয়া যাহা২ দেখিয়া ও শুনিয়া আসিল তাহা বিস্তার পূর্ব্বক পুত্রকে কহিল। এই সংবাদ শুনিয়া আলাদিনের মস্তকে একেবারে শত কোটি প্রস্তর ভাঙ্গিয়া পড়িল কিন্তু তাহার অন্তঃকরণ মধ্যে হঠাৎ একটা কেমন ঈর্ষা জন্মিল তাহাতে বিষাদ বা বৈরক্তি প্রকাশ না করিয়া পরমোপকারি প্রদীপ স্মরণ পূর্ব্বক মাতাকে বলিল

জননি দেখ দেখি মন্ত্রি পুত্রের আশা বুঝি সফল না হয় এই কথা বলিয়া মাতাকে বলিল তুমি গিয়া রন্ধন কর। ইহাতে তাহার মাতা রন্ধনশালায় গমন করিলে আলাদিন আপন কুঠরিতে গিয়া প্রদীপ বাহির করিয়া ঘর্ষণ করিতে লাগিল তাহাতে তৎক্ষণাৎ সেই ভয়ানক দৈত্য উপস্থিত হইয়া আলাদিনকে বলিল, প্রভু আমাকে কি করিতে হইবে আজ্ঞা করুন আমি আজ্ঞাকারী উপস্থিত।

আলাদিন বলিল দৈত্য শুন এ পর্য্যন্ত তোমার স্থানে যখন যে খাদ্য দ্রব্য চাহিয়াছি তাহা তুমি তৎক্ষণাৎ আনিয়া দিয়াছ তাহাতে ত্রুটি হয় নাই, কিন্তু সম্প্রতি তোমাকে এক অতি গুরুতর কর্ম্ম করিতে হইবে আমি রাজার নিকটে তাঁহার কন্যা যাচ্ঞা করিয়াছিলাম তাহাতে তিনি অঙ্গীকার করিয়াছিলেন তিন মাসের পর রাজকন্যার সঙ্গে আমার বিবাহ দিবেন কিন্তু ঐ তিন মাস গত না হইতেই সেই অঙ্গীকার ভঙ্গ করিয়া অদ্য নিশাতে মন্ত্রি নন্দনের সহিত সেই কন্যার বিবাহ দিবেন, আমি এই সংবাদ এখনি প্রাপ্ত হইলাম অতএব তোমাকে এই অনুমতি করি বর কন্যা যেমন একত্রে শয়ন করিবে, তেমনি শয্যা শুদ্ধ তুমি তাহারদিগকে তুলিয়া এইখানে আনিবে। দৈত্য বলিল যে আজ্ঞা প্রভু, আপনার অনুমতি উল্লঙ্ঘন হইবেক না এই কথা বলিয়া অন্তর্দ্ধান হইল। তৎপরে আলাদিন বাহিরে আসিয়া মাতার সঙ্গে একত্র বসিয়া আহারাদি করিলে তাহার মাতা শয়ন করিতে গেল আলাদিন আপন শয়নাগারে বসিয়া দৈত্য বর কন্যা কখন আনিবে এই অপেক্ষা করিতে লাগিল। এ দিকে রাজ কন্যার শুভ বিবাহে মহা সমারোহ প্রবৃত্ত সন্ধ্যার পর অবধি দুই প্রহর রাত্রি পর্য্যন্ত নিয়মিত ক্রিয়া ও নৃত্য ভোজাদি হইল, পরে ভৃত্যগণ কর্ত্তৃক মন্ত্রি পুত্র অন্তঃপুরে বাসর গৃহে নীত হইয়া বাসর শয্যাতে শয়ন করিলে পর রাজ রাণী সহচরীগণ সমভিব্যাহারে রাজকন্যাকে বরের সঙ্গে একত্রে শয়ন করাইতে আসিলেন, রাজ কন্যা স্বামির নিকট শয়ন করিতে যায় না তাহাতে ধরাধরি করিয়া রাণী রাজকুমারীকে বাসর শয্যাতে বল পূর্ব্বক শয়ন করাইয়া চুম্বনাদি করিয়া কপাট রুদ্ধ করিয়া প্রস্থান করিলেন কিন্তু দ্বার রুদ্ধ হইয়াছে কি না এমত সময় কোথা

হইতে সেই দৈত্য আসিয়া বর কন্যাকে পরস্পর আলিঙ্গনের অবকাশ না দিয়া অমনি পালঙ্ক শুদ্ধ তুলিয়া শূন্য দিয়া তাহারদিগকে লইয়া আলাদিনের শয়নাগারে উপস্থিত হইল। বর কন্যা দৈত্যকে দেখিয়া ভয়ে মূৰ্চ্ছাপন্ন হইয়াছিল।

আলাদিন এ পর্য্যন্ত অত্যন্ত অধৈর্য্য হইয়া দৈত্যের অপেক্ষা করিতেছিল বর কন্যা আনীত হইলেই দৈত্যকে বলিল এই নব বিবাহিত পুরুষকে লইয়া বাহিরের ঘরে বদ্ধ করিয়া রাখ, আর কল্য নিশাবসান কালে তুমি আমার নিকটে পুনর্ব্বার আসিও। দৈত্য তৎক্ষণাৎ মন্ত্রি তনয়কে শয্যা হইতে লইয়া আলাদিন যে স্থানে বলিল সেই স্থানে দাঁড় করাইয়া তাহার অঙ্গেতে নিশ্বাস পরিত্যাগ দ্বারা গতি শক্তি রহিত করিয়া দিয়া চলিয়া গেল। আলাদিন যদিও রাজ কন্যার নিমিত্ত অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত ছিল তথাপি তাহার সঙ্গে একত্র বসিয়া অধিক কথা না কহিয়া কেবল এই কথা বলিল, হে প্রাণাধিকা, হে পরমারাধ্যা যদ্যপিও তোমার ভুবনমোহন রূপে আমি অত্যন্ত চঞ্চল হইয়াছি তথাপি আমা কর্তৃক তোমার সম্মানের ত্রুটি হইবেক না, তুমি নির্ভয়ে থাক, তোমার কোন চিন্তা নাই রাজ কন্যা এ কথার উত্তর কি করিবে বিকটাকার দৈত্য দর্শনে আতঙ্কে মূৰ্চ্ছাপন্ন প্রায় হইয়া আলাদিনের বাক্য শুনিল মাত্র। আলাদিন বস্ত্র ত্যাগ করিয়া মন্ত্রী পুত্রের স্থানে পর্য্যঙ্কোপরি শয়ন করিয়া রাজ কন্যার দিকে পৃষ্ঠ ফিরাইয়া রহিল. আর মধ্য ভাগে একখান নিষ্কোষ অসি রাখিল, তাহার তাৎপর্য্য এই যদি রাজ কন্যার সতীত্ব বিনাশ করি তবে এই অসিতে আমার মস্তক চ্ছেদন হইবেক।

পর দিন প্রত্যূষে দৈত্য আলাদিনের নিকট আসিয়া কহিল ভৃত্য উপস্থিত কি করিতে হইবেক আজ্ঞা করুন। আলাদিন বলিল মন্ত্রি পুত্রকে যে স্থানে রাখিয়াছ তথা হইতে আনিয়া এই পর্য্যঙ্ক শুদ্ধ তাহাকে ও রাজকন্যাকে রাজ সদনে রাখিয়া আইস। দৈত্য আজ্ঞা মাত্র মন্ত্রি নন্দনকে আনিয়া পালঙ্কে শয়ন করাইল, পরে আলাদিন অসি খান তুলিয়া লইলে দৈত্য মন্ত্রি পুত্র ও রাজ দুহিতাকে পালঙ্ক সহিত রাজ বাটীতে বাসর গৃহে রাখিয়া প্রস্থান করিল।

তদনন্তর ক্ষণেক পরেই রাজা কন্যাকে আশীর্ব্বাদ করিবার নিমিত্ত বাসর গৃহে আসিলেন। মন্ত্রি পুত্র সমস্ত রজনী দণ্ডায়মান থাকিয়া শীতে মৃত প্রায় হইয়াছিল তখন পর্য্যন্ত শীত দূর হয় নাই রাজা দ্বার মুক্ত করিতেই লজ্জায় শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া যে স্থানে পূর্ব্ব রাত্রে শয়ন কালে বস্ত্র ত্যাগ করিয়াছিল সে স্থানে দৌড়িয়া গেল। রাজা শয্যার নিকটে আসিয়া কন্যার মুখ চুম্বন করিয়া সহাস্য বদনে জিজ্ঞাসা করিলেন কন্যে কিরূপে নিশা যাপন হইয়াছে। রাজ কন্যা কোন উত্তর না করিয়া অত্যন্ত বিমর্শ ভাবে রাজার প্রতি দৃষ্টি করিয়া থাকিল এবং রাজা যে২ কথা বলিলেন তাহার উত্তর দিল না। ইহাতে ভূপাল মনে করিলেন কন্যা লজ্জা প্রযুক্ত কথা কহিল না অতএব তথা হইতে প্রস্থান করিলেন কিন্তু মনে২ ভাবিলেন যে কোন একটা আশ্চর্য্য ঘটনা হইয়া থাকিবেক অতএব রাণীর নিকটে গিয়া সকল বিবরণ কহিলেন।

রাণী কহিল হে নরেন্দ্র ইহাতে চমৎকার কি আছে নব বিবাহিত নারীরা স্বামির সঙ্গে প্রথম সহবাস করিয়া পর দিবস অতিশয় লজ্জিতা হয় ইহা নূতন নহে যাহাহউক আমি কন্যাকে দেখিতে যাইতেছি, তাহাতে যদি আমার সঙ্গে উত্তম রূপে বাক্যালাপ না করে তবে জানিব যাহা বলিলাম তাহা মিথ্যা। এই কথা বলিয়া বস্ত্রাদি পরিধান পূর্ব্বক রাজরাণী বাসর গৃহে যাইয়া মশারি উত্তোলন পূর্ব্বক কন্যার মুখ চুম্বন করিলেন কিন্তু রাজকন্যা মৌন ভাবে রহিলেন কোন কথা কহিলেন না। তাহাতে দুঃখিত হইয়া রাণী বলিলেন কন্যা আমি তোমাকে আসিয়া আদর করিলাম তুমি অনাদর করিয়া মৌন হইয়া রহিলে একি আশ্চর্য্য, বিবাহের রাত্রে যাহা হইয়া থাকে তাহা কি আমি জানি না তবে কেন তুমি উত্তর করিতেছ না তোমার বিমর্ষ ভাবে বোধ হয় কোন বিপরীত ঘটনা হইয়া থাকিবে তাহাতেই এই প্রকার বিরস হইয়া আছ, যাহাহউক সবিশেষ কহিয়া আমার দুর্ভাবনা শীঘ্র দূর কর। ক্ষণেক পরে রাজকন্যা একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন হে জননি যদি কোন বিষয়ে আমার ত্রুটি হইয়া থাকে তবে আপনি আমার অপরাধ মার্জ্জনা করুন।

আমি গত রাত্রে যেং ভয়ানক ব্যাপার দেখিয়াছি তাহার আতঙ্কে এখন পর্য্যন্ত আমার চেতনা হয় নাই. ইহা বলিয়া রাত্রি মধ্যে যেং ঘটনা হইয়াছিল তাহার সমস্ত বিবরণ মাতাকে কহিল। রাণী কন্যার তাবৎ কথা মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ করিলেন কিন্তু তাহাতে প্রত্যয় না করিয়া দুহিতাকে বলিলেন এ কথা যে পিতাকে বল নাই সে অত্যন্ত মঙ্গলের বিষয় কিন্তু সাবধান আর কাহার সাক্ষাতে ব্যক্ত করিও না তাহা করিলে তোমাকে উন্মাদ জ্ঞান করিবে।

এদিকে আলাদিন সংবাদ পাইল যে সে দিবসেও মন্ত্রিপুত্র ও রাজকন্যা একত্রে শয়ন করিবে অতএব প্রদীপ বাহির করিয়া সেইরূপে ঘর্ষণ করিল তাহাতে তৎক্ষণাৎ সেই দৈত্য উপস্থিত হইয়া বলিল ভৃত্য উপস্থিত কি করিতে হইবে আজ্ঞা করুন। আলাদিন বলিল অদ্য রাত্রিতে মন্ত্রিপুত্র ও রাজকন্যা একত্র শয়ন করিবে, অতএব কল্য যে প্রকার তাহারদিগকে আনিয়াছিলে, অদ্যও সেই রূপ তাহারদিগকে উঠাইয়া আনিও, দৈত্য আজ্ঞানুসারে সে দিনও নিশান্তে বর কন্যাকে আলাদিনের শয়নাগারে আনয়ন করিলে আলাদিন মন্ত্রিপুত্রকে সেইরূপ বাহিরে রাখিয়া শয্যাতে অসি স্থাপন পূর্ব্বক রাজকন্যার সঙ্গে একত্র শয়ন করিল।

নিশাবসানে দৈত্য আগত হইলে আলাদিন তাহারদিগকে সেইরূপে রাজবাটীতে রাখিয়া আসিতে কহিল. দৈত্য তাহা করিল। রাজা পূর্ব্ব দিবস কন্যাকে বিমর্শভাবে দেখিয়া আসিয়াছিলেন তৎপরে কি রূপে নিশা বঞ্চন হইল তাহা জানিবার জন্য পর দিনেও প্রত্যূষে বাসর গৃহে গমন করিলেন। মন্ত্রি তনয় পূর্ব্ব রাত্রের ব্যাপার বিবেচনায় লজ্জিত হইয়া রাজার পদ শব্দ পাইবা মাত্র ত্বরায় পালঙ্ক হইতে উঠিয়া অন্য এক কুঠরিতে পলাইয়া গেল। রাজা পূর্ব্ব দিনের ন্যায় কন্যাকে চুম্বনাদি করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন কহ তনয়া কল্য তুমি কি রূপে রজনী যাপন করিয়াছ। রাজকন্যা এই কথায় কোন উত্তর না করিয়া মৌন হইয়া রহিল। পরে রাজা দেখিলেন যে দুহিতা পূর্ব্ব দিনাপেক্ষাও ঐ দিবস অধিক বিমর্শ ভাবাপন্ন অতএব অবশ্য কোন আশ্চর্য্য ঘটনা হইয়া থাকিবে তাহা আমার সাক্ষাৎ গোপন করিতেছে এই ভাবিয়া

মহা ক্রোধান্বিত হইয়া অসি উত্তোলন পূর্ব্বক কহিলেন আমাকে সবিশেষ সকল বল নতুবা তোমার মস্তক ছেদন করিব।

নৃপবালা ঐ অসি দৃষ্টে যত ভীতা না হইল রাজার বাক্যে ততোধিক শঙ্কাযুক্তা হইয়া যেং ঘটনা হইয়াছিল তাহার সমস্ত বিবরণ বলিল। তাদ্বৃত্তান্ত অবগত হওয়াতে রাজার অন্তঃকরণে করুণোদয় হইল। কন্যা আরো বলিতে লাগিল হে পিতঃ যদি আমার বাক্যে আপনার প্রত্যয় না হয় তবে আমার স্বামিকে জিজ্ঞাসা করুন তাহাতে অবশ্যই সন্দেহ দূর হইবেক। এই অদ্ভুত ব্যাপারের কথা শ্রবণে রাজা অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইয়া কন্যাকে বলিলেন হে তনয়ে এই অদ্ভুত ব্যাপারে তোমার যে প্রকার চিন্তা হইয়াছে আমারও মনে সেই রূপ দুঃখ হইল, কল্য তুমি আমাকে এ কথা কেন বল নাই।

অনন্তর রাজা আপন মন্দিরে গিয়া প্রধান মন্ত্রিকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন তোমার পুত্রের সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল কি না আর তোমাকে সে কোন কথা বলিয়াছে কি না। মন্ত্রী বলিল, না তাহার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ অথবা কোন কথা হয় নাই। তৎপরে রাজা আপন কন্যার স্থানে যাহাং শ্রবণ করিয়াছিলেন তাহা মন্ত্রিকে শুনাইয়া কহিলেন আমার কন্যা যাহা বলিয়াছে তাহা মিথ্যা এমত সম্ভব নহে তথাপি তোমার পুত্র কি বলে তাহা শুনিলে নিঃসন্দেহ হইবে, অতএব তাহার নিকট ইহার সবিশেষ শুনিয়া আমাকে আসিয়া বল। রাজ মন্ত্রী তৎক্ষণাৎ পুত্রের নিকট যাইয়া রাজার স্থানে যাহাং শুনিল তাহা সমস্ত বলিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল এ বিষয়ে সত্য মিথ্যা তুমি যাহাং জান আমাকে সত্য করিয়া বল।

মন্ত্রি নন্দন কহিল হে জনক আপনার সাক্ষাতে মিথ্যা কেন কহিব, রাজ কন্যা যেং কথা বলিয়াছেন তাহা সমুদয় সত্য কিন্তু আমার দুর্গতির বিবরণ তিনি কিছুই অবগত নহেন ইহা বলিয়া তাহাকে যে কদর্য্য স্থানে রাখিয়াছিল ও তাহাতে দুই রাত্রি যে প্রকার যন্ত্রণা ভোগ হইয়াছিল তাহা অবগত করাইয়া বিনতি পূর্ব্বক বলিল তিনি রাজাকে বলিয়া রাজকন্যার সহিত তাহার বিবা-

হ ঘুচাইয়া দেন নতুবা তাহার প্রাণ সংশয় হইবেক। রাজকন্যার সঙ্গে পুত্রের বিবাহ দিয়া মন্ত্রী আপনাকে শ্লাঘ্য জ্ঞান করিয়াছিল এবং এমনও বাঞ্ছা করিয়াছিল যদি কাল বিলম্ব করিলে ভবিষ্যতে সুখ হয় তাহাতেও ক্ষতি নাই, কিন্তু তনয়ের বিবাহ ভঞ্জনে নিতান্ত আকিঞ্চন দেখিয়া তাহাকে রাজার সাক্ষাতে লইয়া গিয়া সমস্ত বিবরণ শুনাইয়া আপন পুত্রের জন্য রাজ কন্যা কোন প্রকার ক্লেশ না পান এই কারণ দর্শাইয়া পুত্রকে রাজ বাটী হইতে লইয়া যাইবার অনুমতি প্রার্থনা করিল সুতরাং ভূপতি তাহাতে আপত্তি করিলেন না. আর সেই দিবস অবধি বিবাহোপলক্ষে যে নৃত্য গীত ও মহোৎসব হইতেছিল তাহা স্থগিত হইল, তাহার কারণ কেহই অবধারণ করিতে পারিল না কিন্তু আলাদিন তাহার হেতু বুঝিতে পারিয়া মনেং অত্যন্ত আহ্লাদিত হইল দৈত্য দ্বারা ঐ বিবাহ ভঞ্জনের আর কোন চেষ্টা পাইতে হইল না। রাজা তিন মাস নির্দ্ধারিত করিয়াছিলেন সেই তিন মাস অপেক্ষা করিয়া তদ্যাতে রাজাকে বিবাহের বিষয় স্মরণ করিয়া দেওনার্থ আলাদিন মাতাকে রাজ সভায় প্রেরণ করিল।

আলাদিনের মাতা রাজসভাতে গিয়া পূর্ব্ববৎ রাজার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া রহিল। রাজা দৃষ্টি মাত্রে তাহাকে চিনিতে পারিলেন এবং সে যে বিষয়ের নিমিত্ত গতি বিধি করিত তাহাও স্মরণ হইল, ইহাতে মন্ত্রিকে বলিলেন সেই যে স্ত্রী লোক কএক মাস হইল ভেট লইয়া আইসে সে পুনর্ব্বার আসিয়াছে অতএব কি বলে তাহা অগ্রে শুনি, পরে আরং কর্ম্ম হইবে ইহা বলিয়া বৃদ্ধাকে ডাকিল, তাহাতে আলাদিনের মাতা সিংহাসনের নিকটে গিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণিপাত করিল। ভূপাল তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি কি চাহ, আলাদিনের মাতা বলিল মহারাজ আমাকে তিন মাস পরে আসিতে আজ্ঞা করিয়াছিলেন সে তিন মাস গত হওয়াতে সেই বিষয় স্মরণার্থে মহারাজের সন্নিধানে আসিয়াছি। রাজা এই কথা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত ভাবনাযুক্ত হইয়া কি উত্তর করিবেন তাহা স্থির করিতে না পারিয়া মন্ত্রিকে গোপনে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। মন্ত্রী বলিল মহারাজ তাহার চিন্তা কি

যদি আলাদ্দিনকে কন্যা দান করা বিধেয় না হয় তবে পণের টাকা অধিক করিয়া বলুন তাহা হইলে সে অসঙ্গতি প্রযুক্ত অধিক মুদ্রা দিতে পারিবেক না সুতরাং বিবাহ হইবেক না।

রাজা মন্ত্রির পরামর্শ গ্রহণ করিয়া আলাদিনের মাতাকে বলিলেন অগো বৃদ্ধা শুন, আমি যে অঙ্গীকার করিয়াছি তাহা পালন করিতে প্রস্তুত আছি কিন্তু আলাদিনকে গিয়া বল একবার যে প্রকার দ্রব্যের উপঢৌকন দিয়াছিল চল্লিশ থান বৃহৎ২ স্বর্ণ থালে সেই প্রকারে দ্রব্যাদি সাজাইয়া চল্লিশ জন ক্রীত দাসের মস্তকে দিয়া এবং তাহার সঙ্গে নানা অলঙ্কারে ভূষিত পরম রূপবান্ গৌরাঙ্গ এক২ জন যুবা পুরুষ দিয়া পাঠাইয়া দিতে হইবেক তাহা হইলেই আলাদিনের সহিত আমার কন্যার বিবাহ দিব। এ বিষয়ে আলাদিন যাহা বলে তাহা শীঘ্র আসিয়া আমাকে বলিয়া যাইও। ভূপতির এই কথা শুনিয়া আলাদিনের মাতা ক্ষুব্ধ চিত্তে অষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া বিদায় হইল এবং বাটীতে আসিয়া আলাদিনকে বলিল হে পুত্র রাজকন্যার সহিত বিবাহের বিষয় আর মনে করিও না, আমি রাজবাটীতে যাওয়াতে ভূপতি আমার প্রতি অনেক অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং তোমার পক্ষেও অনুকূল হইবেন এমত বোধ হইয়াছিল কিন্তু মন্ত্রী তাঁহাকে গোপনে কি বলিল তাহাতে তাঁহার মন ফিরিয়া গেল। অনন্তর রাজা যে২ সামগ্রী চাহিলেন তাহা বিশেষ করিয়া পুত্রকে বলিয়া হাসিতে২ কহিল রাজা তোমার উত্তরের অপেক্ষাতে বসিয়া আছেন বোধ করি এইরূপ বসিয়া থাকিতেই হইল। আলাদ্দিন উত্তর করিল মাতা রাজা বসিয়া থাকিবেন কেন, তিনি মনে করিয়াছেন এই সকল দ্রব্যের কথা শুনিয়া আমি রাজকন্যার আশা পরিত্যাগ করিব, কিন্তু ইহা তাঁহার নিতান্ত ভ্রান্তি এ সকল দ্রব্যের জন্য চিন্তা কি।

এইরূপ কথা বার্ত্তার পর আলাদিনের মাতা বাজার করিতে গেল, আলাদিন প্রদীপ বাহির করিয়া ঘর্ষণারম্ভ করিল তাহাতে সেই দৈত্য উপস্থিত হইলে আলাদিন বলিল রাজা অঙ্গীকার করিয়াছেন আমার সহিত রাজকন্যার বিবাহ দিবেন কিন্তু যে

উদ্যান হইতে আমি এই প্রদীপ আনয়ন করিয়াছি সেই উদ্যানের রত্নাদি চল্লিশ খান বড় স্বর্ণ পাত্রে সাজাইয়া চল্লিশ জন কৃষ্ণাঙ্গ দাসের মস্তকে দিয়া এবং তাহারদের একং ব্যক্তির সঙ্গে উত্তম বস্ত্র পরিধৃত ও নানা অলঙ্কারে বিভূষিত একং জন গৌরবর্ণ পরম সুন্দর পুরুষ অগ্রে না পাঠাইলে বিবাহ হইবেক না অতএব তুমি ঐ সকল দ্রব্যাদি শীঘ্র আনয়ন কর আমি এখনি রাজার নিকট প্রেরণ করিব।

দৈত্য এই কথা শুনিয়া যে আজ্ঞা বলিয়া তখনি প্রস্থান করিল তাহার কিঞ্চিৎকাল পরে চল্লিশ জন কৃষ্ণাঙ্গ দাসের মস্তকে বিবিধ রত্ন পূর্ণ চল্লিশ খান বৃহৎ২ স্বর্ণ থাল দিয়া তথায় উপস্থিত হইল। ঐ কালে আলাদিনের মাতা বাজার হইতে আসিয়া অনেক লোক জন ও ধন রাশি দেখিয়া একেবারে বিস্মিতা হইল, আহারীয় দ্রব্য নামাইয়া মুখাবরণ খুলিতে উদ্যতা হয় এমত সময়ে আলাদিন কহিল মাতা মুখের বস্ত্র খুলিও না, সকল সামগ্রী প্রস্তুত, যেমন আসিয়াছ অমনি রাজবাটীতে গিয়া রাজা সভা ভঙ্গ করিয়া না উঠিতে২ এই সকল দ্রব্যাদি দিয়া আইস, ভূপাল দেখুন আমি কেমন তৎপর, ইহা বলিয়া মাতার উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া দাসগণকে উপঢৌকন লইয়া যাইতে আদেশ করিল তাহাতে প্রথমতঃ একং জন সুরূপ দাস অগ্রে২ চলিল তৎপশ্চাৎ২ একং জন কৃষ্ণাঙ্গ দাস স্বর্ণ থাল মস্তকে ধারণ পূর্ব্বক শ্রেণীবদ্ধ হইয়া চলিল ঐ সকল দাসগণের উত্তম বেশ দেখিয়া রাজার দ্বারপালেরা দ্বার রোধ না করিয়া পথ ছাড়িয়া দিল তাহাতে তাহারা স্বচ্ছন্দে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া রাজ সভায় গিয়া রাজার বাম দক্ষিণ উভয় পার্শ্বে অর্দ্ধচন্দ্র হইয়া দণ্ডায়মান হইল কৃষ্ণ বর্ণ দাসগণ গালিচার উপর স্বর্ণ থাল রাখিয়া অষ্টাঙ্গে রাজাকে প্রণাম করিল গৌরবর্ণ ভৃত্যেরাও সেই প্রকারে ভূমিষ্ঠ হইল অনন্তর দাসেরা থাল পোষ খুলিয়া দিয়া রাজার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া রহিল। আলাদিনের মাতা ঐ কালে সিংহাসনের নিকট যাইয়া পূর্ব্ববৎ অভিবাদনাদি করিয়া বলিল মহারাজ এই যে ভেট আনিয়াছি ইহা রাজকন্যার যোগ্য নয় ইহা আমার পুত্র বিলক্ষণ জানে,

কিন্তু এখনি না দিলে নয় অতএব যৎকিঞ্চিৎ পাঠাইয়া দিল গ্রহণ পূর্ব্বক রাজকন্যার তুষ্টি জন্মাইতে আজ্ঞা হউক।

আলাদিনের মাতা এই রূপ শিষ্টাচার করিল, কিন্তু রাজা তাহার কি উত্তর করিবেন, চক্ষে যাহা কখন দেখেন নাই এমত অপূর্ব্ব মণি মুক্তা হীরকাদি চল্লিশ খান বৃহৎ স্বর্ণ পাত্রে পরিপূর্ণ আর দাস গণের অপূর্ব্ব রূপ ও রাজতুল্য পরিচ্ছদাদি দেখিয়া স্পন্দ রহিত হইলেন, পরে অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত ঐ সকল দ্রব্যের প্রশংসা করিয়া কোন উত্তর করিতে না পারিয়া মন্ত্রির প্রতি দৃষ্টি করিলেন কিন্তু মন্ত্রীই বা কি উত্তর করিবেন, সে ততোধিক আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া কহিল এই সকল বহুমূল্য রত্নাদি কোথা হইতে আনিল। কতক ক্ষণ চিন্তা করিয়া পরম সমাদরে রাজা আলাদিনের মাতাকে বলিলেন তোমার পুত্রকে আমি কন্যা দান করিব এবং যত শীঘ্র তিনি আমার কন্যার পাণি গ্রহণ করেন ততই অধিক আহ্লাদের বিষয়, তুমি তাহাকে শীঘ্র করিয়া আসিতে বল।

আলাদিনের মাতা এই কথায় বিদায় হইল পরে রাজা সে দিবসের মত সভা ভঙ্গ করিয়া নপুংসক ভৃত্য গণকে ঐ সকল রত্ন গুলা থাল সমেত কন্যার সদনে লইয়া যাইতে আজ্ঞা করিলেন এবং আপনিও তথায় যাইয়া একত্র কন্যার সঙ্গে বসিয়া সেই সকল রত্নাদি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন আর যে আশী জন কিঙ্কর ঐ সকল দ্রব্য আনয়ন করিয়াছিল তাহারদের অপূর্ব্ব রূপ ও বেশ ভূষা কন্যাকে দেখাইবার জন্য তাহারদিগকে রাজবাটীতে আনাইলেন রাজ কন্যা পর্দার ভিতর হইতে কিঙ্করদিগকে দৃষ্টি করিলেন।

এদিকে আলাদিনের মাতা বাটী আসিলে তাহার সহাস্য বদন দেখিয়া আলাদিন বুঝিল যে সংবাদ ভাল হইবে পরে তাহার মাতা কহিল বাছা আর তোমার সুখের সীমা পরিসীমা নাই। রাজা সকল সভ্য গণের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া বলিলেন তুমি তাহার জামাতা হইবার যোগ্য বট, এবং তোমাকে দর্শনেচ্ছায় রাজা অধৈর্য্য হইয়া আছেন, অতএব তথায় গমনের উদ্যোগ

কর, কিন্তু রাজা তোমাকে যে প্রকার মনুষ্য জ্ঞান করিয়াছেন সেই প্রকার বেশ ও সজ্জা করিয়া তথায় যাইতে হইবেক। আলাদিন এই সংবাদ শ্রবণে মহা আনন্দ সাগরে মগ্ন হইয়া মাতার কথায় কোন উত্তর না করিয়া আপন শয়নাগারে গিয়া প্রদীপ ঘর্ষণ করিতে লাগিল তাহাতে দৈত্য উপস্থিত হইলে আলাদিন দৈত্যকে বলিল আমি স্নান করিব তৎপরে রাজাধিরাজ যে পরিচ্ছদ কখন পরিধান করেন নাই তদ্রূপ পরিচ্ছদ আনিয়া দিতে হইবেক এই কথা বলিবা মাত্র তাহাকে লইয়া দৈত্য অন্তর্হিত হইল।

তদনন্তর আলাদিন দেখিল যে নানা বর্ণ বিশিষ্ট উত্তম এক পাষাণ নির্ম্মিত স্নানাগারে আনিয়াছে তথায় বস্ত্রাদি ত্যাগ পূর্ব্বক স্নান কুণ্ডে নীত হইয়া নানা সুগন্ধ দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া উষ্ণ জলে অবগাহন করিল তাহাতে শরীরে অপূর্ব্ব কান্তি হইল, তৎপরে দালানে আসিয়া দেখিল যে অপূর্ব্ব পরিচ্ছদ রহিয়াছে তাহার জ্যোতিতে চক্ষু স্থির হইয়া গেল। দৈত্য তাহাকে ঐ পরিচ্ছদ পরিধান করাইয়া তাহার গৃহে লইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিল আমাকে আর কিছু করিতে হইবেক। আলাদিন বলিল হাঁ তুমি আমাকে এমত এক উত্তম অশ্ব আনিয়া দেও, রাজার অশ্ব শালায় যে সকল উত্তম২ ঘোটক আছে তাহা অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট হয় এবং ঐ অশ্বের লাগাম ও জিন ইত্যাদি এমত হইবে যে তাহার মূল্য কোটি মুদ্রা হইতে পারে, অপর যেমত চল্লিশ জন ভৃত্য রাজার নিকটে পূর্ব্বে প্রেরিত হইয়াছে সেই রূপ আর চল্লিশ জন ভৃত্য আনিয়া দেও তাহারা বিংশতি জন দশ২ জন করিয়া দুই পার্শ্বে শারি দিয়া যাইবে, আর বিংশতি জন অগ্রে২ যাইবেক তদ্ভিন্ন রাজকন্যার দাসী যেমত সুসজ্জিত হয় এমত ছয় জন দাসী আমার মাতার জন্য আনিয়া দেও তাহারদের প্রত্যেকের হস্তে রাজ রাণীর উপযুক্ত একং প্রস্ত বস্ত্র আনিবে আর দশ থলিয়াতে দশ সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা চাহি। এই সকল দ্রব্য শীঘ্র আনিয়া দেও, বিলম্ব করিও না।

দৈত্য এই কথা শুনিয়া অন্তর্ধান হইল, কিঞ্চিৎ পরে আলাদিন যে২ দ্রব্য আনিতে আজ্ঞা করিয়াছিল তাহা লইয়া উপস্থিত

হইল। আলাদিন নিত্য ব্যয়ের জন্য চারি সহস্র মুদ্রা মাতাকে দিয়া অবশিষ্ট ছয় সহস্র মুদ্রা ছয় জন ভৃত্যের হস্তে দিয়া আজ্ঞা করিলেন যখন আমি রাজ বাটী গমন করিব তখন তোমরা এই সকল মুদ্রা মুষ্টিং করিয়া পথে দিয়া ছাড়াইয়া যাইবে।

এই প্রকারে আয়োজনাদি হইলে দৈত্য বিদায় হইল। পরে আলাদিন অশ্বারোহণ পূর্ব্বক নিরূপিত ধারাতে রাজবাটীতে চলিল, রাজপথে লোকারণ্য হইল এবং ঐ সকল লোকেরা আলাদিনকে ধন্যবাদ করিতে লাগিল। রাজপুরী প্রবেশ করিলে মহীপাল যেমন তাহার বেশ ভূষা দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন তাহার মুখশ্রী দেখিয়াও সেইরূপ সন্তুষ্ট হইলেন। পূর্ব্বে আলাদিনের মাতা যৎকুৎসিত বেশে সভায় আসিয়াছিল ইহাতে রাজা বিবেচনা করেন নাই যে তাহার পুত্র এমত শ্রীমান্ হইবে ও এমত সজ্জা করিয়া আসিবে যাহা তিনি কখন চক্ষে দেখেন নাই কিন্তু যদিও এতাবদ্দর্শনে রাজা মুগ্ধ হইলেন তথাপি আলাদিন উপস্থিত হইবা মাত্র সিংহাসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক অগ্রসর হইয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া সিংহাসনে আপন পার্শ্বে বসাইয়া নানা বিধ মিষ্টালাপ করিতে লাগিলেন। অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত কথোপকথন হইলে পর নানা যন্ত্রের বাদ্যারম্ভ হইল, তখন ভূপাল আলাদিনকে সমাদর পূর্ব্বক অন্য এক সুসজ্জিত গৃহে লইয়া গেলেন তথায় ভোজনের অপূর্ব্ব আয়োজন হইয়াছিল, রাজা আলাদিনের সঙ্গে বসিয়া আহার করিতে লাগিলেন প্রধান মন্ত্রী ও অন্যান্য অমাত্য এবং সভাসদ্‌গণ স্বং মর্য্যাদা ও পদানুসারে চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইল। ভোজনান্তে রাজা নগরের প্রধান বিচার কর্ত্তাকে আহ্বান করিয়া রাজকন্যার সঙ্গে আলাদিনের বিবাহের সম্বন্ধ পত্র প্রস্তুত করাইলেন, তদনন্তর পরিণয়ের কথা উপস্থিত হওয়াতে আলাদিন বলিল রাজকন্যার উপযুক্ত স্থান এ পর্য্যন্ত প্রস্তুত করি নাই অতএব যদবধি অট্টালিকা নির্ম্মাণ না হয় তদবধি বিবাহ স্থগিত রাখিতে আজ্ঞা হউক এবং রাজপুরীর নিকট আমাকে কিঞ্চিৎ স্থান দান করিতে আজ্ঞা হয় সেইখানে গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া সতত মহারাজের নিকটে থাকিব। রাজা এই কথা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ বাটী

নির্ম্মাণার্থে স্বীয় পুরীর সম্মুখে স্থান নিরূপণ করিয়া দিলেন, তৎপরে আলাদিন রাজার স্থানে বিদায় হইয়া পূর্ব্ববৎ অশ্বারোহণে গৃহে গমন করিল. পথিমধ্যে তখনও সেই প্রকার লোকারণ্য ছিল এবং তাহারদের জয়২ ধ্বনিতে গগণ মণ্ডল বিদীর্ণ হইতেছিল। আলাদিন বাটীতে আসিয়া, গৃহে উপস্থিত হওনানন্তর আপন শয়নাগারে যাইয়া প্রদীপ ঘর্ষণ দ্বারা দৈত্যকে আহ্বান করিল দৈত্য আগত হইলে তাহাকে কহিল রাজ বাটীর সম্মুখে রাজকন্যার বাসের যোগ্য এক পুরী নির্ম্মাণ করিতে হইবেক, পুরী অতি অপূর্ব্ব হয় এবং তৎ শোভার্থে যেখানে যে সাজ দিতে হয় তাহা বিবেচনা মত তুমি আপনি দিবা আর সর্ব্বোপরি গোলাকার এক বৈঠকখানা বানাইতে হইবে তাহার চতুর্দ্দিকে একই প্রকার বারান্দা থাকিবেক ইহাতে ইষ্টকের দেওয়াল না হইয়া স্বর্ণ ও রজতের দেওয়াল হইবে এবং প্রত্যেক বারান্দার ছয়২ দ্বার থাকিবে ও তাহার খড়খড়ি ও গবাক্ষ মণি মুক্তা হীরাতে খচিত হইবেক, আর এই অট্টালিকা এমত হইবে যে পৃথিবীতে কেহ কখন তদ্রূপ চক্ষে দেখে নাই।

এই কথা শুনিয়া দৈত্য প্রস্থান করিল, প্রত্যূষে পুনরুপস্থিত হইয়া বলিল অট্টালিকা প্রস্তুত। আলাদিন অট্টালিকা দর্শনেচ্ছা করাতে দৈত্য তৎক্ষণাৎ তাহাকে তথায় লইয়া গেল আলাদিন ঐ গৃহের শোভা ও সজ্জা দেখিয়া একেবারে মুগ্ধ কি বলিয়া প্রশংসা করিবে তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিল না, কেননা তাহার যে রূপ ইচ্ছা তাহা অপেক্ষা সহস্র গুণ উৎকৃষ্ট। দৈত্য আলাদিনকে লইয়া একে২ সকল ঘর দেখাইল আলাদিন দেখিল যে যেখানে যে সাজে শোভা হয় সেখানে সেই সাজ দিয়াছে এবং যেখানে যে দ্রব্যের আবশ্যক সে দ্রব্য রহিয়াছে এবং দ্বারী প্রহরী ভৃত্য যাহার যে কর্ম্ম সে সেই২ কর্ম্মে নিযুক্ত আছে আর অশ্বশালায় উত্তমোত্তম অশ্ব রহিয়াছে এবং অশ্বপালেরা তাহারদের সেবা করিতেছে, ধনাগার ধনে পরিপূর্ণ, খাদ্য ভাণ্ডারে অপরিযাপ্ত খাদ্য সামগ্রী রহিয়াছে এই সকল দেখিয়া আলাদিন পুলকিত হইয়া দৈত্যকে বলিল দৈত্য আমি তোমার প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট

হইলাম, তুমি এই অট্টালিকা প্রস্তুত করিয়াছ ইহা অতি অপূর্ব্ব ইহাতে দোষ মাত্র নাই কিন্তু রাজকন্যা যে স্থানে থাকিবেন সেখান অবধি রাজবাটী পর্য্যন্ত এক খান বড় মলমল পাতিয়া দিতে হইবেক রাজকন্যা তাহার উপর দিয়া আমার গৃহে আসিবেন এই কথা বলিবা মাত্র দৈত্য অন্তর্ধান হইয়া ক্ষণ কাল মধ্যে এক খান অতি উৎকৃষ্ট মখমল সেইরূপে বিস্তৃত করিয়া দিল পরে রাজবাটীর দ্বার মুক্ত না হইতে তাহার পূর্ব্ব বাটীতে রাখিয়া দৈত্য বিদায় হইল।

প্রাতঃকালে রাজবাটীর দ্বারীগণ দ্বার মুক্ত করিয়াই দেখে রাজবাটীর সম্মুখে অপূর্ব্ব পুরী নির্ম্মাণ হইয়াছে তদ্দৃষ্টে সকলে আশ্চর্য্যান্বিত হইল এবং সেই সংবাদ অবিলম্বে রাজবাটীতে প্রচার হইয়া পড়িল, পরন্তু রাজমন্ত্রী ঐ অট্টালিকা দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া রাজাকে তাহা জানাইল আর কহিল এই গৃহ মায়া বিদ্যা দ্বারা রচিত হইয়া থাকিবেক। রাজাও পুরী দৃষ্টে আশ্চর্য্য হইলেন কিন্তু তাহা মায়াময় বিবেচনা না করিয়া বলিলেন এই অট্টালিকা আলাদিনের হইবেক রাজকন্যার বাসের জন্য প্রস্তুত করিয়া থাকিবে এই বাটী এক রাত্রিতে প্রস্তুত হইল ইহাতে যাদু বোধ হইতে পারে বটে কিন্তু আলাদিন আমাকে যেং অদ্ভুত রত্নাদি দিয়াছে তাহাতে এই পুরী অনায়াসে নির্ম্মাণ করিবে ইহা বিচিত্র নহে।

এদিকে আলাদিন গৃহে আসিয়া দেখিল যে তাহার মাতা শয্যা হইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক দৈত্য দত্ত রাজ পরিচ্ছদ পরিধান করিতেছে, রাজার সভাভঙ্গ করিয়া অন্তঃপুরে গমন কাল উপস্থিত হইলে আলাদিন মাতাকে বলিল দৈত্যানীত দাসী গণ সমভিব্যাহৃতা হইয়া তুমি রাজ বাটীতে গমন কর এবং রাজাকে এই কথা বল যে রাজকন্যাকে নূতন পুরীতে লইয়া যাইতে আসিয়াছি। আলাদিনের মাতা এই কথা শুনিয়া রাজ পুরীতে গমন করিল। অনন্তর আলাদিন আপনি অশ্বারোহণ পূর্ব্বক পূর্ব্ব জঘন্য স্থান একেবারে পরিত্যাগ করিয়া মহা ঐশ্বর্য্য ও সুখের মূল যে প্রদীপ তাহা লইয়া অতিশয় সমারোহ পূর্ব্বক আপনার নূতন

প্রাসাদে গমন করিল। দিবাবসানে রাজকন্যা সজলনয়নে রাজরাণীর নিকট বিদায় হইয়া নূতন অট্টালিকাতে যাত্রা করিল।

আলাদিনের মাতা ও রাজকন্যার বন্দিনী গণ উত্তম বেশ ভূষা করিয়া তাহার সঙ্গেং চলিল আলাদিন অত্যন্ত সম্মান পূর্ব্বক তাহাকে বাটার মধ্যে লইয়া গেল পরে রাজকন্যা ও তাহার মাতা একত্র অপূর্ব্বাসনে উপবিষ্ট হইয়া আহার করিতে বসিল, পরম রূপবতী নারী গণ গান বাদ্য যন্ত্র লইয়া আহারের শেষ পর্য্যন্ত অতি উত্তম গান বাদ্য করিতে লাগিল। তৎপরে আহারান্তে নৃত্য আরম্ভ হইল সেই নৃত্য অর্দ্ধরাত্রি পর্য্যন্ত চলিল। তৎপরে চীন দেশের রীত্যনুসারে আলাদিন রাজকন্যার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক স্ত্রী পুরুষে নৃত্য করিতে লাগিল এবং ঐ নৃত্য এমন সুন্দর রূপে করিল যে সভাস্থ লোকে অতিশয় প্রশংসা করিল পরে যেমন রাজকন্যার হস্ত ধারণ করিয়াছিল তেমনি হস্ত ধরিয়া বাসর গৃহে প্রবেশ করিল। রাজকন্যার পরিচারিণী গণ রাজকন্যার বস্ত্র ত্যাগ করাইয়া শয্যাতে শয়ন করাইল আলাদিনও বস্ত্র ত্যাগ করিয়া রাজকন্যার সঙ্গে শয়ন করিল।

পর দিবস প্রত্যূষে আলাদিনের নিদ্রা ভঙ্গ হইলে পর তাহার ভৃত্যেরা তাহাকে বস্ত্র পরিধান করাইতে আইল এবং পূর্ব্ব দিনে তিনি যেমন উত্তম ও বহু মূল্য পরিচ্ছদ পরিধান করিয়াছিলেন সেই প্রকার উত্তম বস্ত্রাদি পরাইল, তদনন্তর আলাদিন অশ্বশালা হইতে এক অশ্ব সুসজ্জিত করিয়া আনিতে আজ্ঞা দিল এবং অশ্ব আনীত হইলে তদারোহণে সৈন্য শ্রেণির ন্যায় ভৃত্যগণ দ্বারা বেষ্টিত হইয়া রাজপুরে গমন করিল। রাজা পূর্ব্বমত সম্মান পূর্ব্বক আলাদিনকে আলিঙ্গন করিয়া সিংহাসনে আপন পার্শ্বে বসাইলেন এবং প্রাতর্ভোজনের আয়োজন করিতে আজ্ঞা দিলেন, তাহাতে আলাদিন কহিল মহারাজ অদ্য আমাকে ক্ষমা করিতে হইবেক, আমি মহারাজকে নিমন্ত্রণ করিতে আসিয়াছি, অদ্য আমার ভবনে কৃপা করিয়া ভোজন করিবেন।

রাজা আলাদিনের নিমন্ত্রণে হৃষ্টান্তঃকরণে তখনি গাত্রোত্থান করিলেন এবং আলাদিনের আলয় অধিক দূর নয় এ কারণ তাহা-

র সহিত পদব্রজেই গমন করিলেন পরে যত নিকট গমন করিতে লাগিলেন ততই অট্টালিকার সৌন্দর্য্য দেখিয়া অধিক চমৎকৃত হইলেন। অনন্তর যখন বাটীতেপ্রবেশ করিলেন তখন তাঁহার আরো আশ্চর্য্য জ্ঞান হইল এবং মোহিত হইয়া চিত্ত মধ্যে কতই প্রশংসা করিতে লাগিলেন, পরে যে বৈঠকখানায় ভোজনের আয়োজন হইয়াছিল তথায় গিয়া ঘরের সাজ বিশেষতঃ ২৪ টা গবাক্ষ অতি উৎকৃষ্ট ও বড়২ হীরা ও মণি এবং পান্নাতে খচিত অবলোকন করিয়া বিস্ময়াপন্ন, হইলেন অপর যখন আলাদিনের স্থানে শুনিলেন ভিতরে যে প্রকার কর্ম্ম বাহিরেও তদ্রূপ, তখন অজ্ঞান হইয়া ক্ষণেক কাল পর্য্যন্ত স্পন্দ হীন হইয়া থাকিলেন, পরে চৈতন্য হইলে আরং গৃহাদি দেখিতে গেলেন এবং যেং ঘর ও সাজাদি অবলোকন করিলেন তাহাতে ক্রমশঃ তাঁহার আশ্চর্য্য জ্ঞান বাড়িতেই লাগিল এবং সহস্র মুখে প্রশংসা করিলেন। অনন্তর এই অতুল্য অট্টালিকা অবলোকন দ্বারা অনুসন্ধানেচ্ছার কতক তৃপ্তি হইলে যে স্থানে রাজকন্যা ছিলেন আলাদিন রাজাকে তথায় লইয়া আসিল এবং রাজকন্যা রাজাকে যে ভাবে আহ্বান করিলেন তাহাতে সে বিবাহে সুখী হইয়াছে ইহা সম্যক্ প্রকারে রাজার প্রতীত হইল তৎপরে তাঁহারা ভোজন করিতে বসিলেন এবং অতি আশ্চর্য্য ও অপ্রাপ্য আহারীয় দ্রব্যের আহরণ হওয়াতে রাজা অত্যন্ত উল্লাসিত হইলেন, ফলতঃ এই আশ্চর্য্য বাটীতে তিনি যাহা২ দৃষ্টি করিলেন কেবল তদালাপ এবং তৎ প্রশংসা অনবরত করিতে লাগিলেন। আলাদিন ঐ সকল প্রশংসা বাদ শিষ্ট ভাবে শুনিয়া এই উত্তর করিল যে আমার প্রতি মহারাজের অনুগ্রহ থাকে এবং আমি যাহা করি তাহা আপনি ভাল বলেন এই আমার প্রার্থনা যাহাতে আপনার অনুগ্রহ ও স্নেহের আধিক্য হয় তাহা করিতে আমি সর্ব্বদা যত্নবান্ থাকিব।

অনন্তর চীনেশ্বর বিদায় হইয়া যে রূপে আসিয়া ছিলেন সেই রূপে অর্থাৎ পদব্রজে আপন পুরীতে গমন করিলেন, এবং যদিও আলাদিন সঙ্গে যাইতে চাহিল তথাপি তাহাকে যাইতে দিলেন না। রাজা জামাতার পুরী যাইয়া যে সকল অদ্ভুত

ব্যাপার দেখিয়া আসিলেন তাহার বিবরণ প্রধান মন্ত্রিকে কহিলেন এবং তাহার এমত প্রশংসা করিলেন যে তদ্বিষয়ে মন্ত্রির আর কোন সন্দেহ রহিল না ইহাতে তাহার স্পষ্ট বোধ হইল যে আলাদ্দিনের পুরী তাহার নয়, মায়ার পুরী।

তদনন্তর কএক দিন আলাদিন নীরব ছিল কিন্তু কেবল বাটীতে কাল হরণ না করিয়া মধ্যে২ দুই এক বার দেবালয় দর্শন বা দেবার্চ্চনার্থ বাহির হইত। কখন বা রাজমন্ত্রি বা অন্য কোন রাজ সভাস্থ যাঁহারা তাহার সদনে আসিয়া আহারাদি করিত তাহারদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যাইত কিন্তু যখন২ বাটী হইতে বাহির হইত তখনই তাহার অশ্বের দুই পার্শ্বে দুই জন ভৃত্য যাইত তাহারা দুই জনে দুই দিকে মুষ্টি২ করিয়া মুদ্রা ছড়াইত এবং তাহা গ্রহণার্থ রাজপথে মহা জনতা হইত, এতদ্ভিন্ন যে ব্যক্তি তাহার নিকটে যাইত সে প্রচুর দান পাইয়া সন্তুষ্ট হইয়া আসিত। পরন্তু আলাদিন সপ্তাহ মধ্যে বার দ্বয় শিকার করিতে গমন করিত, কখন বা নগরের নিকটে মৃগয়া করিত কুচিৎ দূরে যাইত এবং যে সকল গ্রাম দিয়া গমন করিত তত্রস্থ ভাবল্লোক তাহার সৌজন্যের ফল ভোগী হইত সুতরাং আলাদিন সকলের প্রিয়ম্বদ হইয়াছিল এবং সকল লোক তাহার মঙ্গল প্রার্থনা করিত, অধিকন্তু তাহার কীর্ত্তি ও যশ এমত রাষ্ট্র হইল যে কোন বিষয়ে শপথ করিতে হইলে লোকেরা তাহার নাম গ্রহণ করিত।

আলাদিন এইরূপে কয়েক বৎসর সুখে কালযাপন করিল। পরে সেই আফ্রিকা দেশস্থ মায়াবী যাহার দ্বারা আলাদিনের এত ঐশ্বর্য্য, সে অনেক দেশ ভ্রমণ করণানন্তর স্বদেশে প্রত্যাগত হইয়া এক দিবস আলাদিনকে স্মরণ হওয়াতে মনে করিল তাহাকে গহ্বর মধ্যে রাখিয়া আসিয়াছি সেইস্থানে বোধ হয় তাহার মৃত্যু হইয়াছে. কিন্তু এতদ্বিষয়ে সন্দেহ দূর করণার্থ সিন্দুক হইতে বস্ত্র মণ্ডিত একটী ছোট চতুষ্কোণ বাক্স যদ্দ্বারা গণনাদি করিত তাহা বাহির করিয়া আচ্ছাদন মুক্ত করত তন্মধ্যে যে বালুকা ছিল তাহা বিস্তার করণ পূর্ব্বক তদুপরি অঙ্কপাত করিতে লাগিল অঙ্কপাত শেষ হইলে দেখিল, আলাদিন ইহ লোক ত্যাগ

করে নাই. গহ্বর হইতে উত্তীর্ণ হইয়া পরম সুখ ও ঐশ্বর্য্য ভোগ করিতেছে ও চীন রাজার কন্যাকে বিবাহ করিয়াছে এবং তাহার মান সম্ভ্রমের সীমা পরিসীমা নাই। আলাদিনের এত দূর পর্য্যন্ত ভাগ্য ফিরিয়াছে গণনা দ্বারা জানিতে পারিবাতে সেই মায়াবির শরীর ক্রোধেতে একেবারে প্রজ্বলিত হইল সে উচ্চৈঃস্বরে বলিল কি সেই হতভাগা দরজীর পুত্র অদ্ভুত প্রদীপের প্রতাপ জানিয়াছে, হায়২ আমি বোধ করিয়াছিলাম তাহার প্রাণ বিয়োগ হইল কিন্তু এইক্ষণে দেখিতেছি সে ছোঁড়াই আমার বিদ্যা ও শ্রমের সকল ফল ভোগ করিতেছে, ভালং ইহার প্রতীকার করিতে হইয়াছে, আমি তাহার সর্ব্বস্বান্ত করিব তাহাতে আমার প্রাণ যায় সেও ভাল।

মায়াবী এই প্রকার প্রাণ পণ করিয়া পর দিন প্রাতঃকালে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া অশ্বশালা হইতে এক অশ্ব লইয়া তদারোহণে চীন দেশাভিমুখে যাত্রা করিল, পথিমধ্যে আহারাদি নিমিত্ত যে কালগৌণ তদ্ভিন্ন ক্ষণ মাত্র বিলম্ব না করিয়া যদবধি চীন দেশে উপস্থিত না হইল তদবধি অবিশ্রান্ত গমন করিতে লাগিল। এইরূপে চীন দেশে উপনীত হইয়া এক দোকানে বাসা করিয়া প্রথম দিবস তথায় বিশ্রাম করিল, পর দিবস উঠিয়া আলাদিনের কথাতে কে কি বলে তাহা শুনিবার জন্য পথ ভ্রমণ করত এক স্থানে কয়েক জন ভদ্র লোক একত্র বসিয়া পানাদি করিতেছিল তথায় গিয়া উপবিষ্ট হইল তাহাতে এক ব্যক্তি মায়াবিকে এক পাত্র মদ্য দিয়া পান করিতে বলিল। ঐ মদ্য পান কালে তত্রস্থ কোন লোক আলাদিনের অট্টালিকার কথা কহিতেছিল তাহা শুনিয়া মায়াবী মদ্য পান করিল তদনন্তর যে ব্যক্তি মদ্য পান করিতে দিয়াছিল তাহাকে মায়াবী জিজ্ঞাসা করিল ভাই এখনি ঐ ব্যক্তি কোন্ অট্টালিকার কথা কহিতেছিল। সে ব্যক্তি উত্তর করিল তুমি বুঝি ভিন্ন দেশীয় হইবা, নতুবা আলাদিনের এমত বিখ্যাত অট্টালিকার কথা কেন জিজ্ঞাসা করিবা, যদ্যপি তাহার কথা না শুনিয়া থাক তবে শুন ধরণী মধ্যে অনেক অদ্ভুত বস্তু আছে, কেবল তন্মধ্যে এই অট্টালিকা এক অদ্ভুত বস্তু. এমত

নহে, সৃষ্টির মধ্যে এই অট্টালিকা অত্যুত্তম, যেহেতু এমত উত্তম মূল্যবান ও সৌন্দর্য্যশালী আর কিছু দেখা যায় নাই এই অট্টালিকার কথা প্রায় তাবৎ পৃথিবীতে রাষ্ট্র হইয়াছে তুমি তদ্বার্ত্তা অবগত নহ, ইহাতে অনুমান করি তুমি অতি দূর দেশীয় হইবা। যাহাহউক। তোমার ঐ অট্টালিকা দর্শন করা কর্ত্তব্য এবং তাহা হইলে আমি যে কথা বলিলাম তাহার সত্যাসত্য জানিতে পারিবা। এই কথা বলিয়া ঐ ব্যক্তি তাহাকে আলাদিনের বাটীর পথ প্রদর্শন করাইল তাহাতে মায়াবী তথা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া তৎক্ষণাৎ বাটীর উদ্দেশে চলিল পরে অট্টালিকার সমীপবর্ত্তী হইয়া চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ পূর্ব্বক মনে২ বুঝিল যে প্রদীপ ব্যতীত আর কিছুতে এই বাটী প্রস্তুত হয় নাই কিন্তু ঐ প্রদীপ আলাদিনের সঙ্গে২ থাকে অথবা অন্য কোন স্থানে রাখে তাহা জানা আবশ্যক হইয়াছে এই কথা ভাবিতে২ বাসায় যাইয়া বালুকা সিন্দুক বাহির করিয়া তাহাতে অঙ্কপাত করণ পূর্ব্বক গণনা করিয়া দেখিল যে প্রদীপ আলাদিনের বাটীর মধ্যে থাকে, ইহাতে মনে২ অত্যন্ত হর্ষযুক্ত হইল, অনন্তর পরম্পরায় শুনিল আলাদিন মৃগয়া করিতে গিয়াছে অষ্টাহের মধ্যে গৃহে আসিবে না, ইহাতে অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া মনে২ ভাবিল আমার মনস্কামনা সিদ্ধির এই উত্তম সময়, এই সময়ে কোন প্রকারে কর্ম্মোদ্ধার করিতে হইল নতুবা অসাধ্য হইবে ইহা ভাবিয়া এক প্রদীপ বিক্রেতার দোকানে যাইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল ভাই তুমি আমাকে দ্বাদশ টা প্রদীপ দিতে পার। প্রদীপ বিক্রেতা কহিল এত প্রদীপ আমার নিকট প্রস্তুত নাই, যদি কল্য আইস তবে প্রস্তুত করাইয়া দিতে পারি। মায়াবী বলিল ক্ষতি নাই তুমি প্রদীপ প্রস্তুত করিয়া রাখ, আমি কল্য অমুক সময়ে আসিব কিন্তু দেখিও প্রদীপ গুলা যেন ভাল জ্বলে এবং পরিষ্কার হয়, মূল্য অধিক দিব।

এই কথা বলিয়া মায়াবী সে দিবস বাস স্থানে গেল, পর দিন একখান চাঙ্গারি শুদ্ধ প্রদীপ বিক্রেতার দোকানে যাইয়া দ্বাদশ টী প্রদীপ গ্রহণ পূর্ব্বক তাহাকে মূল্য প্রদান করিয়া চাঙ্গারিতে সেই কয়েক টি প্রদীপ সাজাইয়া চাঙ্গারি খান স্কন্ধোপরি লইয়া

আলাদিনের অট্টালিকার দিকে চলিল পরে তথায় উপস্থিত হওত বাটীর চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতেং এই কথা উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল কেহ পুরাতন প্রদীপ বদল দিয়া নূতন প্রদীপ লইবে। এই কথা শুনিয়া যত বালক ও আরং পথিক লোক তাহাকে উন্মত্ত জ্ঞান করিয়া তাহার চতুর্দ্দিক বেষ্টন করত করতালি দিয়া হোঽ ধ্বনি করিয়া তাহার সঙ্গেং ফিরিতে লাগিল।

মায়াবী তাহাতে দৃক্‌পাত না করিয়া সেই কথা পুনঃং বলিতে লাগিল, ক্রমে রাজকন্যা ছাদের উপর হইতে শুনিতে পাইয়া এক বন্দিনীকে পাঠাইয়া দিল যে দেখিয়া আইস কি গোল হইতেছে। বন্দিনী বাহিরে আসিয়া প্রদীপ বিক্রয়ের কথা শুনিয়া অত্যন্ত হাস্য করিতেং রাজনন্দিনীর সম্মুখে গেল, তাহার ঐ হাস্য দৃষ্টে রাজ তনয়া আপনিও হাস্য সম্বরণ করিতে পারিল না, পরে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল অরে হাস্যকারিণী তুমি এত হাস্য কেন করিতেছ। বন্দিনী বলিল ঠাকুরাণী হাসিবার কথা কি বলিব যাহা দেখিয়া আসিলাম তাহাতে কে হাস্য সম্বরণ করিয়া থাকিতে পারে এক জন মনুষ্য কতক গুলিন অতি উত্তম নূতন তাম্র প্রদীপ বিক্রয় করিতে আসিয়াছে কিন্তু সে অর্থ চাহে না বলিতেছে পুরাতন প্রদীপ বদল দিয়া নূতন প্রদীপ লইবে, এই কথা শুনিয়া পথের যাবতীয় লোক ও সকল বালক তাহাকে বিদ্রূপ করিতেছে। এই কথা শুনিয়া রাজকন্যার অন্য এক পরিচারিণী বলিল ঠাকুরাণী দেখিয়াছেন কি না বলিতে পারি না এই ঘরের আলিসার উপর এক টা পুরাতন বড় প্রদীপ আছে সে প্রদীপ টা যাহারই হউক যদি তাহা বদল দিয়া একটা নূতন প্রদীপ পাওয়া যায় তবে আমি বোধ করি তাহাতে কিছু মাত্র হানি নাই লভাই আছে।

দাসী যে প্রদীপের কথা বলিল তাহা আলাদিনের আশ্চর্য্য প্রদীপ, তাহা কেহ লইতে না পারে একারণ আলাদিন মৃগয়া গমন কালে উচ্চ স্থান বিবেচনা করিয়া আলিসার উপর রাখিয়া গিয়াছিল। ঐ প্রদীপের অদ্ভুত গুণ রাজ কন্যা কিছু জানিত না সুতরাং দাসীর বাক্যে রহস্য প্রযুক্ত এক জন নপুংসক দাসকে

আজ্ঞা করিল ঐ প্রদীপ টা দিয়া একটা নূতন প্রদীপ লইয়া আইস, কিঙ্কর রাজকন্যার আজ্ঞানুসারে প্রদীপটা পাড়িয়া লইয়া দ্বারের নীচে গিয়া আফ্রিকা দেশস্থ মায়াবিকে ডাকিয়া সেই প্রদীপ দেখাইয়া কহিল এই প্রদীপটা লইয়া তুমি উত্তম প্রদীপ দেও। মায়াবী ভাবিল এই প্রদীপ সেই প্রদীপ না হইয়া যায় না অতএব তখনি তাহা খোজার হস্ত হইতে লইয়া বক্ষের বসন মধ্যে ফেলিল, পরে খোজার সম্মুখে চাঙ্গারি খুলিয়া দিয়া বলিল যে প্রদীপ বাঞ্ছা হয় তুলিয়া লও। নপুংসক চাঙ্গারি হইতে একটী উত্তম প্রদীপ বাছিয়া লইয়া তাহা রাজকন্যার হস্তে দিল।

এদিকে মায়াবী আপন মনস্কামনা সিদ্ধ করিয়া প্রদীপ পাইবা মাত্র সেখান হইতে প্রস্থান করিয়া যে পথে অধিক লোকের সমাগম নাই এমত পথ দিয়া কতক দূর গেল, তাহার পরে এক নির্জ্জন স্থানে ক্রীত প্রদীপ শুদ্ধ চাঙ্গারি খান ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়া ক্রমে আর দুই তিন গলি দিয়া নগর প্রবেশার্থে যে সকল দ্বার আছে তাহার এক দ্বারে পৌছিয়া তথা হইতে উপনগর পার হইয়া প্রান্তরে পড়িয়া অন্য এক পথ দিয়া এক নির্জ্জন স্থানে গেল, ঐ স্থানে দিবাবসানানন্তর নিশা আগত হইলে বক্ষঃ স্থল হইতে প্রদীপ বাহির করিয়া ঘর্ষণ করিল তাহাতে সেই বিকট মূর্ত্তি দৈত্য উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল আপনি কি চাহেন আজ্ঞা করুন আমি ঐ প্রদীপ এবং যাহার হস্তে ঐ প্রদীপ থাকে তাহার দাস আমাকে যে আজ্ঞা করিবেন তাহা আমি ভৃত্যের ন্যায় পালন করিব।

জাদুগীর কহিল শুন আমি তোমাকে এবং এই প্রদীপের আজ্ঞাকারি আরং দৈত্য গণকে এই আদেশ করিতেছি যে তোমরা এই নগর মধ্যে যে অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়াছ তাহা ও তন্মধ্যে যে সকল লোক ও দ্রব্যাদি আছে তাহা শুদ্ধ আমাকে আফ্রিকা দেশের অমুক স্থানে লইয়া চল। দৈত্য এই কথা শুনিয়া দৈত্য গণকে আনয়ন পূর্ব্বক জাদুগীর এবং আলাদিনের বাটী যে ভাবে ছিল সেই ভাবে সর্ব্ব শুদ্ধ তৎক্ষণাৎ আফ্রিকা দেশের এক স্থানে লইয়া গেল।

পরদিবস প্রাতঃকালে চীনাধিপতি গাত্রোত্থান করিয়া অন্তঃ পুর হইতে বাহিরে আসিয়া পূর্ব্ব রীত্যনুসারে আপন কুঠরী মধ্যে এই মনে করিয়া গেলেন যে গবাক্ষ দিয়া আলাদ্দিনের অপূর্ব্ব অট্টালিকা এক বার দর্শন করি, কিন্তু গবাক্ষাভিমুখ হইয়া দেখিলেন যেস্থানে অট্টালিকা ছিল তথায় গৃহ চিহ্ন কিছুই নাই সেই স্থান পূর্ব্ববৎ শূন্য পড়িয়া আছে ইহাতে মনেং করিলেন এমত কখন হইবেক না দৃষ্টি ভ্রম হইয়া থাকিবে অতএব চক্ষু দ্বয় ঘর্ষণ পূর্ব্বক পুর্নদৃষ্টি করিলেন। কিন্তু তাহাতে ও অট্টালিকা দেখিতে না পাওয়াতে বিস্ময় যুক্ত হইয়া কুঠরী মধ্যে যাইয়া তৎক্ষণাৎ মন্ত্রিকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন এবং যে পর্য্যন্ত মন্ত্রী না আসিল সে পর্য্যন্ত বিবিধ ভাবনায় ব্যাকুল হইয়া নিতান্ত অস্থির থাকিলেন।

ক্ষণেক কাল পরে মন্ত্রী আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল হে ধরণীশ্বর অদ্য আমাকে এমত অসময়ে আহ্বান করিয়াছেন ইহাতে অনুমান করি কোন আশ্চর্য্য ঘটনা হইয়া থাকিবে। রাজা কহিলেন সে আশ্চর্য্যের কথা কি কহিব, তুমি বলিতে পার আলাদ্দিনের অট্টালিকা কি হইল সম্মুখে যাইয়া দেখ দেখি ঐ অট্টালিকা দেখিতে পাও কি না। মন্ত্রী গবাক্ষে গিয়া দেখে সে অট্টালিকা নাই শূন্য ভূমি পড়িয়া আছে তাহাতে অত্যন্ত বিস্ময় যুক্ত হইয়া রাজার নিকটে আসিলে রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন কেমন সে অট্টালিকা দেখিতে পাইলে মন্ত্রী উত্তর করিল হে নরেন্দ্র, আপনি স্মরণ করিয়া দেখুন আমি পূর্ব্বেই কহিয়াছিলাম এত অপরিমেয় ঐশ্বর্য্যযুক্ত বাটী শুদ্ধ মায়া দ্বারা হইয়াছে কিন্তু মহারাজ আমার কথায় কিছু মাত্র মনোযোগ করেন নাই। রাজা তখন ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া কহিলেন আমি সেই প্রতারকের মস্তক এখনি ছেদন করিব, সে নরাধম কোথায়। মন্ত্রী কহিল মহারাজ তিনি মৃগয়া করিতে গিয়াছেন। রাজা কহিলেন তুমি ঐ পাপিষ্ঠকে লৌহ শৃঙ্খলে বন্ধন করিয়া আনয়নার্থ ৩০ জন অশ্বারূঢ় সেনা প্রেরণ কর। মন্ত্রী যে আজ্ঞা বলিয়া তখনি ৩০ জন অশ্বারোহি সেনা প্রেরণ করিল, ঐ সেনাগণ প্রায় নয় ক্রোশ দূরে গমন করিয়া

আলাদিনের সাক্ষাৎ পাইল তখন তাহাকে কোন কথা না বলিয়া সেনাপতি এই মাত্র বলিল যে মহারাজ আপনাকে দেখিবার জন্য অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়াছেন এ জন্য আমরা তোমাকে লইতে আসিয়াছি।

আলাদিন তাহার নিগূঢ় অর্থ বুঝিতে না পারিয়া স্বচ্ছন্দ পূর্ব্বক মৃগয়া করিতে২ আসিল পরে যখন রাজবাটীর এক ক্রোশ অন্তরে আসিয়া উপস্থিত হইল তখন সেনাপতি তাহাকে রাজাজ্ঞা জ্ঞাপন পূর্ব্বক কহিল হে রাজকুমার আমারদিগের প্রতি রুষ্ট হইবেন না আমরা আজ্ঞাকারি মাত্র। এই কথা বলিয়া আলাদিনকে লৌহ শৃঙ্খলে বন্ধন করিয়া রাজার সম্মুখে আনয়ন করিল। রাজা তৎক্ষণাৎ ঘাতুক পুরুষকে তাহার শিরশ্ছেদন করিতে আজ্ঞা করিলেন। আলাদিন কহিল মহারাজ আমি কি অপরাধ করিয়াছি যে আমার প্রাণদণ্ড করিবেন। রাজা উত্তর করিলেন ওরে পাপিষ্ঠ তুই কি দোষ করিয়াছিস্ তাহা জানিস্ না, তোর অট্টালিকা কোথায় আর আমার দুহিতা কি হইল। আলাদিন তখন বাটীর দিকে চাহিয়া দেখে যে বাটী নাই শূন্য ভূমি পড়িয়া আছে ইহাতে বজ্রাঘাতে আঘাতিত হইলে যেমন হয় সেই রূপ হইয়া কহিল হে ধরণীপতি অট্টালিকা নাই সত্য বটে, কিন্তু আমি শপথ করিয়া বলিতেছি আমি ইহার কিছুই জানি নাই রাজা কহিলেন তোর অট্টালিকার জন্য আমার চিন্তা নাই, তোর বাটী অপেক্ষা আমার কন্যা সহস্র গুণের প্রিয়তমা তাহাকে যে প্রকারে পারিস্ অন্বেষণ করিয়া দে নতুবা তোর শিরশ্ছেদন করিব। আলাদিন বলিল মহারাজ আমাকে চল্লিশ দিবস ক্ষমা-করুন এই কালের মধ্যে আমি রাজকন্যাকে যেখান হইতে পারি আনিয়া দিব, যদ্যপি আনিয়া দিতে না পারি তবে আমার প্রাণ দণ্ড করিবেন রাজা কি করেন তাহাতেই সম্মত হইলেন।

পরে আলাদিন বিদায় হইয়া অধোবদনে এবং অতি বিমর্শ-ভাবে রাজপুরী হইতে বাহির হইয়া তিন দিবস পর্য্যন্ত অনাহারে ও অনিদ্রায় নগর ভ্রমণ করিয়া তাহার কোন উপায় না দেখিয়া অবশেষে নগর পরিত্যাগ করত গ্রামাভিমুখে চলিল যাইতে২

নিশা আগতা হইল তাহাতে অন্ধকারে মহাত্রাসে দুর্গম প্রান্তর পার হইয়া রাত্রি শেষে এক নদীর তটে আসিল, সেখানে প্রাণ ত্যাগ করিবে এই প্রতিজ্ঞা করিয়া আপন দেহ জলসাৎ করিতে উদ্যত হইল কিন্তু ঈশ্বরারাধনা না করিয়া তাহা করা অনুচিত বিবেচনা করিয়া প্রথমতঃ নদীর জলে হস্ত পদ প্রক্ষালন করিতে গেল, সেই নদীর তট প্রস্তর ময় অবতরণোত্তরণের সুবিধা ছিল না এবং প্রস্তর সকল পিচ্ছল তাহাতে পা পিছলাইয়া গিয়া একেবারে গভীর জলে পড়িল ইহাতেই তাহার প্রাণ ত্যাগ হইত কিন্তু এক খান বড় পাত্তর জল হইতে উচ্চ হইয়াছিল তদবলম্বন করাতে নিমগ্ন হইল না আরও কেমন পরমেশ্বরেচ্ছা প্রদীপ আনয়নার্থ গহ্বর প্রবেশ কালে মায়াবী তাহার অঙ্গুলিতে যে অঙ্গুরী দিয়াছিল তাহা তদবধি অঙ্গুলিতেই ছিল পাষাণ অবলম্বন কালে ঐ অঙ্গুরী কি প্রকারে ঘর্ষণ হইল তাহাতে গহ্বর হইতে যে দৈত্য তাহাকে মুক্ত করে সেই দৈত্য আসিয়া হঠাৎ সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিল আমার প্রতি কি আজ্ঞা হয় আমি ঐ অঙ্গুরীর দাস এবং আপনার আজ্ঞাবহ যে আজ্ঞা করিবেন তাহাই পালন করিব। আলাদিন আপন দুঃসময় বুঝিয়া কহিল হে দৈত্য এবার আমার প্রাণ রক্ষা কর, আমি যে অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইয়াছিলাম হয় তাহা এইক্ষণে যেস্থানে আছে সে স্থানে আমাকে লইয়া যাও অথবা সেই অট্টালিকা যে স্থানে ছিল সেই খানে আনিয়া দেও ইহা হইলে আমার প্রাণ রক্ষা হয়। দৈত্য উত্তর করিল আপনি যাহা আজ্ঞা করিতেছেন তাহা দীপের আজ্ঞাকারি দানবগণের দ্বারা প্রতিপালিত হওয়া সম্ভব, আমার দ্বারা তাহা পালন হইতে পারে না।

তদনন্তর আলাদিন কহিল তবে আমি তোমাকে এই আজ্ঞা করিতেছি ঐ অট্টালিকা যে স্থানে আছে তথায় আমাকে লইয়া চল। আর রাজকন্যা বেদ্রোলবদরের গবাক্ষের নিকট আমাকে রাখিয়া আইস। এই কথা বলিবা মাত্র দৈত্য শূন্য মার্গ দিয়া মুহূর্ত্তেকের মধ্যে আফ্রিকা দেশের প্রান্তর মধ্যে এক বৃহৎ নগর নিকটে যেখানে সেই অট্টালিকা চালিত হইয়াছিল সেইখানে

বাটীর গবাক্ষের নীচে তাহাকে রাখিয়া অন্তর্ধান হইল। আলাদিন যখন সেখানে পঁহুছিল তখন রাত্রি, তথাপি আপন অট্টালিকা দেখিয়া চিনিতে পারিল কিন্তু তখন অনেক রাত্রি হইয়াছিল এবং কাহাকেও যাতায়াত করিতে দেখিতে পাইল না এ কারণ কিয়দ্দূরে এক বৃক্ষের মূলে শয়ন করিয়া থাকিল, রজনী প্রভাত হইলে ঐ বৃক্ষের উপরি স্থিত এবং বাটীর উদ্যানস্থ পক্ষি সকল গান করিতে লাগিল, তাহাতে আলাদিনের নিদ্রা ভঙ্গ হইলে আপন অট্টালিকা অবলোকন করিয়া একেবারে আহ্লাদে পরিপূর্ণ হইল এবং মনেং ভরসা জন্মিল যে এই অট্টালিকা ও রাজকন্যা পুনঃ প্রাপ্ত হইব।

তদনন্তর গাত্রোত্থান পূর্ব্বক বাটীর নিকটে গিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিল তাহার মানস এই যে রাজকুমারী শয্যা হইতে উঠিয়া তাঁহাকে দর্শন করে আর মনেং কহিতে লাগিল এই অট্টালিকা এখানে কি রূপে আইল পরে অনেক ভাবনার পর ইহা স্থির করিল এই সকল ঘটনা দীপ ঘটিত অবশ্য হইবে, প্রদীপ আমার নিকটে ছিল না এই কারণ এই দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে।

রাজকন্যা ঐ স্থানে গিয়া অবধি অত্যন্ত অসুখে ছিলেন, কেননা একে পিতা ও পতির সঙ্গে বিচ্ছেদ তাহাতে তদপহারি মায়াবী কদর্য্যাভিলাষে তন্নিকটে নিত্যং একং বার আসিত সুতরাং রাজকন্যা সদা শঙ্কিত থাকিতেন কিন্তু তিনি মায়াবিকে এমত অবজ্ঞা করিতেন যে সহবাস দূরে থাকুক সে পাপিষ্ঠ সেই বাটীতে থাকিতে পাইত না। পরন্তু সে দিবস অতি প্রত্যূষে রাজকন্যা শয্যা হইতে উঠিয়াছিলেন যখন দাসীগণ তাঁহার বেশাদি করায় তখন রাজকন্যার এক বন্দিনী হঠাৎ গবাক্ষ মুক্ত করিয়া দেখিল আলাদিন রহিয়াছে তাহা দেখিয়া তখনি রাজকন্যাকে সংবাদ কহিল। রাজকন্যা দাসীর বাক্যে বিশ্বাস না করিয়া সন্দেহ ভঞ্জনার্থে গবাক্ষ দ্বার মুক্ত করিলেন, আলাদিন দ্বার খোলার শব্দ পাইয়া ঊর্দ্ধ নেত্র করাতে রাজকন্যাকে দেখিয়া পুলকিত হস্তে হাসিতেং নমস্কার করিল। রাজকন্যা স্বামিকে দেখিয়া আনন্দে পরিপূর্ণা হইয়া তখনি বন্দিনীগণকে খিড়কীর দ্বার খুলিয়া আলা-

দিনকে উপরে আনয়নার্থ আজ্ঞা করিল, বন্দিনীরা দ্বার মুক্ত করিয়া তাহাকে উপরে লইয়া গেল।

রাজকন্যার অথবা আলাদিনের এমত বিচ্ছেদের পর অবধি ইহা মনে হয় নাই যে তাহারদের কখন পুনর্ব্বার সাক্ষাৎ হইবে অতএব পুনর্মিলনে উভয়ের কি পর্য্যন্ত আনন্দ জন্মিল তাহা বর্ণনা করা যায় না। অনন্তর স্ত্রী পুরুষে আলিঙ্গনাদি হইলে পর আলাদিন কহিল হে প্রেয়সি আমি তোমাকে এক টি কথা জিজ্ঞাসা করি সর্ব্বাগ্রে তাহার উত্তর কর, পরে .অন্যালাপ হইবেক, আমি মৃগয়া গমনের পূর্ব্বে একটি পুরাতন প্রদীপ ঘরের মধ্যে আলিসার উপর রাখিয়া গিয়াছিলাম তুমি বলিতে পার তাহা কি হইল। রাজকন্যা উত্তর করিল হে নাথ সে কথা কি কহিব বুঝি সেই প্রদীপ হইতেই আমাদের এই সকল দুরবস্থা ঘটিয়াছে এবং আমিই সেই দুর্দ্দশার মূল। আলাদিন বলিল প্রিয়ে তোমার কি দোষ, যে দোষ সে আমারি, কারণ আমি যদ্যপি ঐ প্রদীপ যত্ন করিয়া রাখিতাম তবে কি চিন্তা ছিল তাহা না করাতে এই সকল বিপদ ঘটিয়াছে।

তদনন্তর রাজকন্যা ঐ পুরাতন প্রদীপ দিয়া যে প্রকারে নূতন প্রদীপ লয় ও পর দিন অট্টালিকা ও আপনাকে ভিন্ন দেশ আফ্রিকাতে দেখে এবং দীপাপহারি মায়াবী আপনার জয় জানাইয়া তাহার নিকট যে রূপে দর্প করে তাহা সমুদয় বিস্তারিত করিয়া বলিল। আলাদিন আফ্রিকা মহা দ্বীপের কথা শুনিয়া বলিল হে নরেন্দ্র সুতা যে বিশ্বাসঘাতক এই কর্ম্ম করিয়াছে তাহাকে আমি চিনিলাম, সে বেটার তুল্য পাপাত্মা পৃথিবীতে আর নাই কিন্তু তাহার দুশ্চরিত্রের কথা বলিবার এ সময় নয়. তুমি বলিতে পার ঐ প্রদীপ সে কোথায় রাখে। রাজনন্দিনী কহিল প্রদীপ সে বস্ত্রে মণ্ডিত করিয়া আপন বক্ষঃ স্থলে বস্ত্রের মধ্যে অতি যত্ন পূর্ব্বক রাখে ইহা আমি নিশ্চয় জানি কেননা এক দিবস বক্ষঃস্থল হইতে ঐ দীপ বাহির করিয়া আমাকে দেখাইয়া আপনার অহঙ্কার প্রকাশ করিয়াছিল।

কিয়ৎকাল এইরূপ কথোপকথন হইলে পর আলাদিন রাজ-

কন্যাকে বলিল তোমার মুক্তির নিমিত্ত আমি এক উপায় স্থির করিয়াছি অতএব আমার একবার নগরে যাইবার প্রয়োজন হইল ইহা বলিয়া রাজকন্যার স্থানে বিদায় লইয়া নগরে গমন করিয়া বণিকের দোকান হইতে এক প্রকার গুঁড়া ক্রয় করিল, তৎপরে বাটীতে আসিয়া রাজকন্যাকে বলিল তোমাকে এক কর্ম্ম করিতে হইবে, তুমি অদ্য উত্তম বেশ ভূষণাদি করিয়া থাক যখন ঐ পাপিষ্ঠ আসিবে তখন তাহাকে সমাদর করিয়া বসাইবা এবং এমত সম্প্রীতি জানাইবা যে প্রতারণা বোধ না করিতে পারে এ জন্য তাহার সঙ্গে একত্রে আহার পান করিতে বসিবা, তদনন্তর তাহাকে যে মদ্য পান করিতে দিবা তাহাতে কোন কৌশলে এই গুঁড়া মিশ্রিত করিয়া দিবা তাহা হইলেই কর্ম্ম সিদ্ধি হইবেক এবং তোমার পিতা যিনি তোমার শোকে জীবন্মৃত প্রায় হইয়া আছেন তিনি তোমাকে দেখিয়া পুনর্জীবন পাইবেন। ভূপাল তনয়া কহিল অন্তর বিরুদ্ধ কর্ম্ম যদিও অকর্ত্তব্য কিন্তু যখন তদ্ব্যতীত আমারদের জীবন বিফল হয় তখন তাহা করা অবশ্য কর্ত্তব্য হইয়াছে, ইহা বলিয়া বেশ বিন্যাস করিতে গেল, আলাদিন অট্টালিকা হইতে স্থানান্তরে গিয়া রহিল।

রাজকন্যা আফ্রিকা মহা দ্বীপে চালিতা হইয়া অবধি পতি ও পিতার বিচ্ছেদে এবং যাদুকর কর্ত্তৃক সতীত্ব নাশের আশঙ্কায় অঙ্গরাগ প্রায় ভুলিয়াছিল আলাদিনের সন্তোষার্থ মায়াবির উপর মায়া করণ হেতু অতি উৎকৃষ্ট ও বহুমূল্য পরিচ্ছদ বাহির করিয়া পরিধান করিল এবং মণি মুক্তা হীরকে খচিত নানা ভূষণ যে অঙ্গে যেমন শোভা পায় বাহির করিয়া পরিধান পূর্ব্বক ভূষিত হইল তাহাতে তাঁহার রূপ লাবণ্য ও শরীরের যে শোভা হইল তাহা বর্ণনে বর্ণাবলী অসমর্থ।

নরেন্দ্র নন্দিনী এই রূপে বেশ ভূষা করিয়া গৃহ উজ্জ্বল করত ভুবন জয়ি বেশে বসিয়া আছে এমত সময়ে মায়াবী আসিল রাজকন্যা তাহাকে দেখিয়া গাত্রোত্থান পূর্ব্বক সম্মান করিয়া উত্তম স্থানে উপবিষ্ট করাইল, তৎপরে আপনি তন্নিকটে বসিল। মায়াবী রাজকন্যার অলঙ্কারাদি দৃষ্টে যত আহ্লাদিত না হউক তাহার

মনোহর রূপে মোহিত হইল কিন্তু তখন তাহার এইরূপ সমাদর দেখিয়া পূর্ব্ব অনাদর স্মরণে কিছু বুঝিতে না পারিয়া মহা সঙ্কটে পড়িল। রাজকন্যা বলিল আমার ভাবান্তর দেখিয়া তুমি অবশ্য আশ্চর্য্য হইয়াছ কিন্তু তাহার কারণ শুন, আলাদিনের বিচ্ছেদে আমার অন্তঃকরণে আনন্দ মাত্র ছিল না কিন্তু তাহার যে কথা তুমি আমাকে বলিয়াছ এবং পিতার যে স্বভাব জানি তাহাতে বিবেচনা করিয়া দেখিলাম পিতা নিশ্চয় তাহার প্রাণ দণ্ড করিয়াছেন অতএব তাহার নিমিত্ত আর শোক করিলে কি হইবে, জীবনাবধি ক্রন্দন করিলেও তাহাকে পুনঃ প্রাপ্ত হইব না, এখন আপন মনকে কেন যাতনা দেই, পত্নীর পতির জন্য যে বিলাপ করা কর্ত্তব্য তাহা করিলাম এখন আপন সুখ চিন্তা উচিত এই বিবেচনা করিয়া স্বামির শোক পরিত্যাগ করিয়াছি এবং তোমার সঙ্গে একত্র আহার করণেচ্ছায় অদ্য ভোজনের আয়োজন করিয়াছি। মায়াবী এমত বোধ করে নাই রাজকন্যা কখন তাহার প্রতি সদয় হইবে কিন্তু এইক্ষণে এই সকল প্রণয়ের কথা শুনিয়া আহ্লাদে বিহ্বল, কি প্রত্যুত্তর করিবে তাহা বিবেচনা করিয়া উঠিতে পারিল না। রাজকন্যা কহিল আমি ভোজনের সকল দ্রব্য সংগ্রহ করিয়াছি কিন্তু আমার স্থানে চীন দেশীয় মদ্য ব্যতীত আর কোন প্রকার মদ্য নাই আমার নিতান্ত ইচ্ছা এই দেশীয় মদ্য পান করি অতএব এখানকার সর্ব্বোত্তম যে মদ্য তাহা যদ্যপি আনাইতে পার তবে অত্যন্ত সন্তোষ প্রাপ্ত হইব। মায়াবী কহিল আফ্রিকা দেশে যত প্রকার দ্রব্য জন্মে তন্মধ্যে সুরাই অত্যুত্তম, আমার গৃহে এক পাত্র সুরা আছে তাহা সাত বৎসরাবধি থাকিয়া সুপক্ব হইয়াছে যদ্যপি অনুমতি কর তবে এখনি আনয়ন করি। রাজকন্যা বলিল তুমি আপনি আনয়নের ক্লেশ স্বীকার কর এমত আমার বাঞ্ছা নহে কোন ব্যক্তিকে আজ্ঞা কর সে যাইয়া আনয়ন করুক। মায়াবী কহিল আমি ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তি তাহা আনয়ন করিতে পারিবেক না যে গৃহে ঐ মদ্য আছে তাহার দ্বার অপর কোন ব্যক্তি মুক্ত করিতে পারে না। রাজকন্যা বলিল তবে শীঘ্র আনয়ন কর বিলম্ব করিও না, কেননা

তুমি মদ্য না আনিলে আমার ভোজন করা হইবেক না।

মায়াবী বিপরীত আশয়ে লুব্ধ হইয়া পক্ষির ন্যায় গমন করিল রাজকন্যা যে পাত্রেতে করিয়া মায়াবিকে মদ্য পান করিতে দিবে সেই পাত্রে মদ্য পূর্ণ করিয়া আলাদিনের দত্ত চূর্ণ তন্মধ্যে মিশ্রিত করিয়া রাখিল এবং পরিচারিণীকে বলিয়া রাখিল আমি সঙ্কেত করিলে এই মদ্য আনিয়া দিও। তৎপরে মায়াবী প্রত্যাগত হইলে রাজকন্যা তাহাকে আপন সম্মুখে বসাইয়া উত্তম২ যে সকল সামগ্রী ছিল তাহা ভক্ষণ করিতে দিল, তদনন্তর মায়াবির আনীত মদ্য রাজকন্যা এক পাত্রে ঢালিয়া তাহার কুশলার্থ পান করিল এবং তাহার হস্তে ঐ মদ্য পূর্ণ আর পাত্র দিয়া কহিল এই মদ্য অতি উত্তম বটে আমি এমত উত্তম মদ্য কখন পান করি নাই। মায়াবী কহিল হে সুন্দরি এই মদ্য যথার্থ উত্তম কিন্তু তুমি ভাল বলিলে ইহাতে আরো উত্তম জ্ঞান করিলাম। নৃপাত্মজা কহিল তবে ঐ পাত্র আমার কুশলার্থ পান কর তাহাতে মায়াবী ঐ মদ্য পান করিল এবং পাত্র রাজকন্যার হস্তে দিয়া কহিল হে ভুবনমোহিনি এই মদ্য যে কর্ম্মে লাগিল তাহাতে আমি অত্যন্ত সুখী হইলাম এই মদ্য সর্ব্বাংশে উৎকৃষ্ট।

এইরূপ এক২ জনের দুই তিন পাত্র মদ্য পান করা হইলে পর রাজকন্যা যখন দেখিল তাহার বাক্য ও ব্যবহারে মায়াবী মোহিত হইয়াছে তখন দাসীকে সঙ্কেত করাতে সে বিষাক্ত মদ্য পাত্র রাজকন্যার হস্তে আনিয়া দিল। রাজকন্যা আর এক পাত্র পূর্ণ করিয়া মায়াবীকে দিল পরে উভয়ে পানোদ্যত হইলে রাজকন্যা বিষাক্ত পাত্র হস্তে করিয়া বলিল পান কালে প্রেম প্রকাশার্থ এ দেশে কি রীতি আছে আমি তাহা জ্ঞাত নহি কিন্তু চীন দেশে এই প্রকার ব্যবহার আছে যে পুরুষ আপন পাত্র নারীকে এবং নারী স্বীয় পাত্র পুরুষকে দিয়া পরস্পর কুশল প্রার্থনা করে এই কথা বলিয়া স্বহস্তস্থ পাত্র মায়াবিকে দিয়া তাহার পাত্র গ্রহণার্থ কর প্রসারণ করিল। এই ব্যবহারে মায়াবী আরো মুগ্ধ হইল কেননা ইহাতে মায়াবির এই প্রতীতি হইল রাজকন্যা সর্ব্ব মতে তাহার বশীভূতা হইয়াছে অতএব পাত্র হস্তে রাজকন্যাকে

বলিল হে রূপ মাধুরি আমরা আফ্রিকা দেশীয় অসভ্য, তোমারদের চীন দেশীয়দিগের নিকট প্রেম প্রসঙ্গে অবশ্য অপটু এক্ষণে তোমার স্থানে উপদেশ পাইলাম এবং ইহাতে তোমার গুণের আরো বশীভূত হইলাম এবং ভবদীয় নিষ্ঠুর ব্যবহারে পূর্ব্বে যে জীবনাশা ত্যাগ করিয়াছিলাম এক্ষণে তোমার দত্ত এই মদ্য পানে সেই জীবন পুনঃ প্রাপ্ত হইব। ইহা বলিয়া আপন পাত্র রাজকুমারীকে দিয়া তাহার পাত্র গ্রহণ পূর্ব্বক তাহাতে যে মদ্য ছিল তাহা একেবারে সমুদায় পান করিয়া পাত্র শুষ্ক করিয়া মেজের উপর রাখিল তৎপরে বালিসে হেলান দিয়া বসিল ক্ষণ কাল পরে চক্ষুদ্বয় উর্দ্ধে উঠিল তাহার কিঞ্চিৎ পরে চক্ষুঃ স্থির হইয়া প্রাণ ত্যাগ হইল। তখন রাজকন্যা আলাদিনকে আনয়ন করিতে ইঙ্গিত করিলেন, সঙ্কেত মাত্রে দাসীগণ নির্ভয়ান্তঃকরণে প্রকাশ্য দ্বার দিয়া তাহাকে আনয়ন করিল। আলাদিন গৃহ প্রবেশ করিয়া দেখিল যাদুকরের মৃত শরীর শয্যাতে পড়িয়া আছে। রাজকন্যা শশব্যস্তে গমন পূর্ব্বক আলাদিনকে আলিঙ্গন করিল কিন্তু আলাদিন কহিল এখন আলিঙ্গনের সময় নহে তুমি ক্ষণেক কাল আপন কুঠরীতে গিয়া বৈস আমি তোমাকে চীন দেশে লইয়া যাইবার চেষ্টা করি।

অনন্তর রাজকন্যা ও তৎ সঙ্গি এবং খোজা গণ স্থানান্তর হইলে আলাদিন দ্বার রুদ্ধ করিয়া মায়াবির বক্ষঃস্থলের বস্ত্র খুলিয়া বসন মণ্ডিত প্রদীপ বাহির করিয়া লইয়া তাহা ঘর্ষণ করিল, তাহাতে সেই ভয়ানক দৈত্য তাহার সম্মুখে আসিয়া বলিল দাস উপস্থিত কি আজ্ঞা হয়। আলাদিন কহিল দৈত্য আমি তোমাকে এই কারণ ডাকিয়াছি যে এই অট্টালিকা চীন দেশের যে স্থান হইতে আনিয়াছ সেই স্থানে এখনি লইয়া চল, দৈত্য সম্মত হইয়া অন্তর্ধান হইল, তৎপরে অট্টালিকা তখনি চীন দেশে চলিল কিন্তু কিমতে চলিল তাহা কেহ জানিতে পারিল না, কেবল উত্থান কালে একবার এবং স্থাপিত কালে একবার এই দুই বার কিঞ্চিৎ কম্পমান হইল।

অট্টালিকা চীন দেশে আনীত হইলে আলাদিন রাজকন্যার

নিকট যাইয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া কহিল হে প্রেয়সি এখন তুমি আপন দেশে আসিলে রজনী প্রভাতে আমারদের আনন্দ পূর্ণ হইবে অর্থাৎ তোমার পিতাকে দর্শন করিবা। রাজকন্যা এই কথা শুনিয়া মহানন্দিত হইল, পরন্তু তাহার সুন্দর রূপ আহার হয় নাই এবং আল্লাদিনও ক্ষুধিত ছিল অতএব আহারের যে সকল সামগ্রী প্রস্তুত হইয়া ছিল তাহা আনাইয়া উভয়ে আহার করিল, তৎপরে আহারান্তে শয়নাগারে গিয়া একত্র শয়ন করিয়া থাকিল।

এদিকে যদবধি আলাদিনের অট্টালিকা ও রাজকন্যা আফ্রিকাতে চালিত হইয়া যায় তদবধি চীনাধিপতি কন্যার শোকে জীবন্মৃত হইয়া ছিলেন। দিবসে আহার করিতেন না এবং রাত্রিতে নিদ্রা হইত না কেবল কন্যাকে নিরন্তর ভাবিতেন, এবং ক্ষণেং গবাক্ষ দ্বারে দাণ্ডাইয়া যে স্থানে অট্টালিকা ছিল সেই স্থান নিরীক্ষণ করিতেন। সেই দিবস প্রত্যূষে উঠিয়া সেই ভাবে গবাক্ষদ্বারে গিয়াছেন অকস্মাৎ দেখিলেন যেখানকার অট্টালিকা সেইখানে রহিয়াছে, ইহাতে মনে করিলেন কুজ্ঝটিকাতে বুঝি এমত দেখাইতেছে, কিন্তু যখন মনোযোগ পূর্ব্বক দেখিলেন যে তাহা জামাতার পুরীই বটে তখন আনন্দের সীমা পরিসীমা রহিল না, তখনি অশ্ব আনয়নার্থে আজ্ঞা করিলেন পরে অশ্বানীত হইলে তদারোহণ পূর্ব্বক জামাতার গৃহ দর্শন করিতে গমন করিলেন।

আলাদিন পূর্ব্বেই বুঝিয়া ছিল যে প্রাতঃকালে রাজা আসিবেন অতএব অতি প্রত্যূষে উত্তম বস্ত্রাদি পরিধান করিয়া বৈঠক খানার উপর বসিয়া ছিল পরে যখন দেখিল যে রাজা আসিতেছেন তখন সিঁড়ির নীচে গিয়া তাঁহাকে সম্মান করণোদ্যত হইল কিন্তু চীনাধিপতি কহিলেন আলাদিন অগ্রে আমি কন্যার সঙ্গে সাক্ষাৎ করি তদনন্তর তোমার সঙ্গে আলাপ করিব, ইহা বলিয়া উপরে উঠিয়া গেলেন আলাদিন সঙ্গেং চলিল। রাজকন্যা তখন সজ্জাদি করিয়া বসিয়া ছিলেন। রাজা দুহিতা দর্শনে আনন্দাশ্রু নয়নে তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন এবং

কন্যাও তদুপযুক্ত আনন্দ প্রকাশ করিল। রাজা ঐ আনন্দে এমত বিহ্বল হইলেন যে কতক ক্ষণ পর্য্যন্ত বাক্যালাপ করিবার ক্ষমতা রহিল না, পরে কিঞ্চিৎ সুস্থির হইয়া তনয়াকে জিজ্ঞাসা করিলেন কহ কন্যা তোমাকে যে রূপ দেখিতেছি তাহাতে বোধ হয় পূর্ব্বে তোমার কোন বিপদ ঘটিয়াছিল তাহার কারণ কি এবং তদবধি তুমি কি প্রকারে কোথায় ছিলে তাহা আমাকে বল, কোন কথা গোপন করিও না। কন্যা উত্তর করিল পিতঃ আমার স্বভাবে বৈলক্ষণ্য না হইয়াছিল এমত নহে, তোমাকে দর্শন না করাতে এবং নিরপরাধি স্বামী পাছে তোমার কোপানলে ভস্ম হয় এই ভাবনায় আমার শরীরে কিছু ছিল না। কিন্তু গত কল্যাবধি উদ্ধার কারি পতিকে দর্শন করিয়া পুনর্জীবন পাইয়াছি এইক্ষণে কোন দুর্ভাবনা নাই, পরন্তু আমার এই দুর্ঘটনার বিষয়ে স্বামির কোন অপরাধ ছিল না যে অপরাধ সে আমার, ইহা বলিয়া ছদ্মবেশী যে প্রকার প্রদীপ হরণ করিয়াছিল, এবং আপনি দীপের গুণ না জানিয়া রহস্য ক্রমে তাহা দিয়া যে প্রকারে নূতন প্রদীপ লয় আর ঐ প্রদীপ দ্বারা মায়াবী যেপ্রকারে অট্টালিকা আফ্রিকা দেশে লইয়া যায় ও তথায় তাহার সঙ্গে যে রূপ ব্যবহার করে ও আপনি তাহাকে যে রূপ তাচ্ছল্য করে ও আলাদিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে পর প্রদীপ পুনঃপ্রাপ্তি হেতু যে উপায়ে কৃত হয় তাহা সমুদায় বিস্তার পূর্ব্বক কহিয়া বলিল ইহার পর যাহা হইয়াছে তাহা আলাদিনের স্থানে শ্রবণ করুন।

তৎপরে যাহা হইয়াছিল আলাদিন তদ্বর্ণন পূর্ব্বক কহিল মহারাজ আপনার আজ্ঞা পালন করিয়াছি এক্ষণে আপনার কন্যাকে ও আপনাকে পুনর্দর্শন করিয়া আমার অন্তঃকরণে যে আনন্দোদয় হইয়াছে তাহা বর্ণনাতীত, যদ্যপি আপনি মনে করিয়া থাকেন ইহাতে আমার প্রতারণা আছে তবে কিঞ্চিৎ ক্লেশ স্বীকার পূর্ব্বক আমার সঙ্গে আইসুন, আমি ঐসকল অমঙ্গলের মূল মায়াবিকে যে প্রতিফল দিয়াছি তাহা প্রত্যক্ষ দেখাই। চীনাধিপতি আলাদিনের কথা সত্য বা মিথ্যা জানিবার জন্য তাহার সঙ্গে বৈঠক খানাতে যাইয়া দেখিলেন যে মায়াবির মৃত শরীর

পড়িয়া আছে, এবং বিষেতে তাহার মুখ নীল বর্ণ হইয়াছে ভূপতি এই ব্যাপার দেখিয়া আলাদিনকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন আলাদিন আমি তোমার সঙ্গে যে ব্যবহার করিয়াছি তাহাতে ক্ষুণ্ণ হইও না, আমি শুদ্ধ কন্যার কারণ তাহা করিয়াছিলাম তজ্জন্য আমাকে মার্জ্জনা করিও। আলাদিন কহিল হে নরভূষণ আপনার কর্ম্মে আমার কিছু মাত্র অসন্তোষ নাই, আমার দুরদৃষ্টের মূল শুদ্ধ এই মায়াবী, এই পাপাত্মার হস্তে আমি আর এক বার মহা ক্লেশ পাইয়াছি কিন্তু পরমেশ্বর রক্ষা করিয়াছেন, এ বৃত্তান্ত পশ্চাৎ কহিব। ভূপাল কহিলেন ভাল তাহা পরে শুনিব সম্প্রতি এই শব স্থানান্তর করাও। আলাদিন এই কথা শুনিয়া অনুচর গণকে আজ্ঞা দিল যে মায়াবির মৃতদেহ গোর দিবার স্থানে নিক্ষেপ কর তথায় পশুপক্ষি তাহার মাংস ভক্ষণ করিবে। তাহার পর চীনাধিপতি কন্যা ও জামাতার উপলক্ষে পুরীমধ্যে আনন্দোৎসব প্রকাশ করিতে আজ্ঞা দিলেন আর এই আনন্দোৎসবের মঙ্গলাচরণার্থে দশ দিবস পর্য্যন্ত নৃত্য গীত ও ভোজ হইল।

তদনন্তর আলাদিন রাজকন্যাকে লইয়া পরম সুখে কাল যাপন করিতে লাগিল। ক্রমে চীনাধিপতি অতিশয় বৃদ্ধ হইয়া পরলোক গমন করিলেন এবং তাহার পুত্র সন্তান না থাকাতে কন্যাই রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া স্বামিকে রাজ্য ভারার্পণ করিয়া আপনি রাজরাণী হইল, এবং আলাদিন রাজ্য শাসন করিতে লাগিল।

এই কাহিনী সমাপ্ত করিয়া শাহরজাদী কহিল এই গল্প শ্রবণ করিয়া মহারাজ অবশ্য বিবেচনা করিয়া থাকিবেন যে আফ্রিকা দেশস্থ মায়াবিরা অত্যন্ত লোভি, ধনোপার্জ্জনার্থ সৎকুৎসিত কর্ম্মে ঘৃণা করিত না, পক্ষান্তরে আলাদিন নীচ কুলোদ্ভব হইয়াও লোভের বশীভূত ছিল না কেবল কর্ম্ম সাধনার্থে যে অর্থের প্রয়োজন তাহারই আকাঙ্ক্ষা করিত এবং ঐ ধন সৎকর্ম্মে বিতরণ করিয়া তন্মাহাত্ম্যে রাজসিংহাসন প্রাপ্ত হইল। সাহরীয়ার উত্তর করিলেন এই প্রদীপের কথা অতি অপূর্ব্ব, এবং ইহার পূর্ব্বে আর২ যে সকল কাহিনী শুনিয়াছিলেন তাহাতেও সন্তোষ জানাইয়া বলিলেন তোমার সকল গল্পই অতি মনোহর এবং প্রত্যেক গল্পে হিতোপ-

দেশের কথা আছে। শাহরজাদী এক গল্প সমাপ্ত করিয়া আর এক গল্পের প্রসঙ্গ এমত বিচক্ষণতা পূর্ব্বক করিয়া আসিতেছিল যে সাহরীয়ার নিত্য নিশিতে এক নব যুবতীকে বিবাহ করিয়া নিশাবসানে তাহার মস্তকচ্ছেদন করিবার যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন তাহা তাঁহাকে স্থগিত করিতে হইয়াছিল কিন্তু তাঁহার মনোগত ভাব এই ছিল শাহরজাদী কত কাহিনী বলিতে পারে বলুক তাহার পর যখন তাহার কাহিনী কহা শেষ হইবে তখন তাহাকে বিনাশ করিব। সাহরীয়ারের মনে২ এই সংকল্প ছিল কিন্তু আলাদিনের আশ্চর্য্য কাহিনী শ্রবণানন্তর গল্প শ্রবণে এমত কৌতুকী হইলেন যে পর দিবস রজনী শেষে দিনারজাদীর চেতনা না হইতেই রাজা স্বয়ং শাহরজাদীকে জাগাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন কেমন তোমার গল্পের শেষ হইয়াছে কি না শাহারজাদী ঈষদ্ধাস্য পূর্ব্বক কহিল মহারাজ এখনি কি শেষ হইবে এখনো কত কাহিনী আছে তাহা মহারাজকে সংখ্যা করিয়া বলিতে পারি না কিন্তু আমার এই আশঙ্কা হইতেছে পাছে তাহা শ্রবণে মহারাজের বৈরক্তি বোধ হয় এবং তাহাতে আমার ত্রুটি জ্ঞান করেন। ভূপাল উত্তর করিলেন সে আশঙ্কা করিও না, আর কি কাহিনী জান বল। এই কথা শুনিয়া শাহরজাদী গল্প আরম্ভ করিল।

বোগদাদাধিপতি হারুণলরসীদ রাজার কর্ম্ম ভ্রমণ।

শাহরজাদী কহিল মহারাজ আপনি জানিতে পারেন আমারদের অন্তঃকরণে কখন২ এমত বিষাদোদয় হয় যে তাহাতে চিত্ত বিহ্বল করে এবং কেহ তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তাহা বলা দূরে থাকুক আপনারাও অনুভব করিতে পারি না।

হারুণলরসীদ রাজা সেই প্রকার বিষাদযুক্ত হইয়া এক দিন একাকী বসিয়া আছেন এমত সময়ে তাঁহার প্রিয় ও বিশ্বাসী মন্ত্রী নিকটে আসিল। রাজা প্রায় সঙ্গি ব্যতীত থাকিতেন না কিন্তু সে দিবস একাকী এবং এমত বিমর্শ ভাবে ছিলেন যে মন্ত্রির প্রতি চক্ষু তুলিয়াও দেখিলেন না তাহাতে মন্ত্রী কতক ক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান থাকিল। অনেক ক্ষণ পরে রাজা তাহার প্রতি দৃষ্টি করিলেন কিন্তু দৃষ্টি করিয়াই পুনর্ব্বার নম্র বদন হইলেন।

রাজার মুখ ভঙ্গিতে মন্ত্রী এমতও বিবেচনা করিতে পারিল না যে ভূপতি তাহার প্রতি ক্রোধ করিয়াছেন অতএব মন্ত্রী সাহস পূর্ব্বক সবিনয়ে কহিল হে পুণ্যাত্মা পালক আপনাকে এমত অপ্রফুল্ল কখন দেখি নাই এই বিষাদের কারণ কি? এই কথায় ভূপাল চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া কহিলেন মন্ত্রি যথার্থ বটে আমি প্রায় এমত বিমর্শ ভাবে থাকি না কিন্তু বিমর্শ হওয়ার কারণ কিছুই বলিতে পারি না, তুমি জিজ্ঞাসা করিলে তাহাতেই জানিতে পারিলাম নতুবা জ্ঞাত হইবার উপায়ও ছিল না যাহাহউক । এক্ষণে এ ভাবে থাকা আর কর্ত্তব্য নহে অতএব যদ্যপি কোন কর্ম্ম থাকে বল নতুবা এই বিমর্শ বিমোচনের অন্য কোন উপায় কর। মন্ত্রী উত্তর করিল মহারাজ এই রাজধানীতে শান্তি রক্ষার যে নূতন নিয়ম করিয়াছেন তাহা কি রূপে চলিতেছে অদ্য তাহা দেখিবেন আজ্ঞা করিয়াছিলেন আমি মহারাজকে তাহা স্মরণ করিয়া দিতে আসিয়াছি বোধ হয় তাহা দেখিতে গেলেই আপনার এই বিমর্শ ভাব দূর হইয়া স্বাভাবিক প্রসন্ন ভাব জন্মিতে পারিবে। রাজা কহিলেন আমি সে কথা বিস্মৃত হইয়াছিলাম তুমি স্মরণ করিয়া দিলে ভাল হইল যাও শীঘ্র বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া আইস, আমিও ছদ্ম বেশ ধারণ করিতেছি।

তদনন্তর ভূপতি সাধুর বেশ ধারণ করিলেন তৎপরে মন্ত্রী আগত হইলে তৎসমভিব্যাহারে গুপ্ত ভাবে গোপন পথ দিয়া রাজ-পুরী হইতে বহির্গত হইয়া নদীর তট দিয়া নগরের বাহির্ভাগে চলিলেন, পথে শান্তি রক্ষার কোন বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট করিলেন না পরে এক তরি আরোহণ করত পরপারে গিয়া সহর প্রদক্ষিণ করিলেন তাহার পরে পারাপার হেতু যে সেতু ছিল তদ্দারা নগরে পুনর্ব্বার আসিলেন প্রত্যাগমন কালে দেখিলেন এক প্রাচীন অন্ধ ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেছে তাহাকে স্বনিকটে ডাকিয়া তাহার হস্তে একটি স্বর্ণ মুদ্রা দিলেন অন্ধ ঐ স্বর্ণ মুদ্রা প্রাপ্তে রাজার কর ধারণ পূর্ব্বক বলিল হে দাতা তুমি যে হও যদি আমার প্রতি দয়াবান্ হইয়া ভিক্ষা দান করিলে তবে তোমার স্থানে আমার আর একটা যাচঞা আছে তাহাতে কিঞ্চিৎ মনোযোগ

কর তুমি আমার মস্তকে এক চপেটাঘাত কর এই কথা বলিয়া রাজার কর ত্যাগ কবিল যেহেতু তদ্দ্বারা প্রহার করিবেন কিন্তু যদি প্রহার না করিয়া প্রস্থান করেন এ কারণ বসন ধারণ করিয়া রহিল। ধরণীপাল অন্ধের এবম্প্রকার যাচ্ঞাতে চমৎকৃত হইয়া উত্তর করিলেন হে চক্ষুহীন আমি তোমার এই কথা রক্ষা করিতে অক্ষম যেহেতু তাহাতে দানের ফল হইবেক না, এই কথা বলিয়াই প্রস্থান পরায়ণ হইতেন কিন্তু অন্ধ বল পূর্ব্বক বসন ধারণ করিয়াছিল তাহাতে যাইতে পারিলেন না।

তদনন্তর অন্ধ কহিল আমি বিনতি করিতেছি আমাকে প্রহার কর নতুবা আপনার মুদ্রা ফিরিয়া লও, কেননা আমি পরমেশ্বরকে সাক্ষি করিয়া শপথ করিয়াছি বিনা প্রহারে কোন ব্যক্তির দান গ্রহণ করিব না। রাজা কি করেন তাহার মস্তকে অতি ধীরে একটী মুষ্ট্যাঘাত করিলেন তখন অন্ধ তাঁহাকে ছাড়িয়া দিল এবং আশীর্ব্বাদ করিল। রাজা কিয়দ্দূরে গিয়া মন্ত্রিকে বলিলেন এই ভিক্ষুক বিনা প্রহারে দান গ্রহণ করে না ইহার কোন মাহাত্ম্য থাকিবেক অতএব ইহাকে গিয়া আমার পরিচয় দেও এবং কল্য সায়ং কালে আমার সভায় আসিতে বল আমি তাহার বিবরণ শুনিব। মন্ত্রী তৎক্ষণাৎ অন্ধের নিকটে গিয়া তাহাকে কিঞ্চিদ্দান করিল এবং নিয়মিত মুষ্ট্যাঘাত করণানন্তর তাহাকে রাজাজ্ঞা জ্ঞাপন করিয়া রাজার সন্নিধানে আসিল।

তৎপরে এক গলি দিয়া যাইতে২ রাজা একটা বৃহৎ অট্টালিকা দেখিলেন তাহাতে দ্বারী পদাতিক ও দাস দাসী বিস্তর। রাজা ঐ পথে অনেক বার গমন করিয়াছিলেন কিন্তু উক্ত অট্টালিকা কখন দেখেন নাই অতএব আশ্চর্য্য বোধ করিয়া মন্ত্রিকে জিজ্ঞাসা করিলেন মন্ত্রি বলিতে পার এই বৃহৎ অট্টালিকা কে নির্ম্মাণ করিল। মন্ত্রীও সে বাটী তৎপূর্ব্বে দেখে নাই, রাজা জিজ্ঞাসা করাতে নিকটস্থ এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিল সে ব্যক্তি নিকটে আসিয়া রাজাকে বলিল এই অট্টালিকা খোজা হাসন দড়িওয়ালার, সে পূর্ব্বে দরিদ্র ছিল এবং দড়ি বিক্রয় করিত হঠাৎ অনেক অর্থ পাওয়াতে ধনী হইয়া এই অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়াছে।

রাজা এই বৃত্তান্ত শুনিয়া মন্ত্রিকে আজ্ঞা করিলেন যে ইহাকেও কল্য সন্ধ্যার সময় আমার সভাতে আসিতে বলিয়া আইস, মন্ত্রী তদাজ্ঞা পালন করিল। পর দিবস আপরাহ্নিক উপাসনা করিয়া বোগদাদেশ্বর আপন কুঠরীতে বসিলে পর মন্ত্রী উপরোক্ত দুই ব্যক্তিকে আনিয়া উপস্থিত করিল। ঐ ব্যক্তি দ্বয় সিংহাসন সমক্ষে অষ্টাঙ্গে ভূমিষ্ঠ হইয়া রাজাকে দণ্ডবৎ করণানন্তর গাত্রোত্থান করিলে ভূপাল অন্ধকে জিজ্ঞাসা করিলেন অন্ধ তোমার নাম কি। অন্ধ কহিল আমার নাম বাবা আবদুল্লা। রাজা বলিলেন বাবা আবদুল্লা কল্য তুমি যে প্রকারে ভিক্ষা চাহিলে তাহাতে আমার বড় আশ্চর্য্য বোধ হইয়াছে আমি তোমার কথা শুনিয়া কখন প্রহার করিতাম না, কি করি অপর্য্যমাণে তাহা করিতে হইয়াছিল। যাহাহউক তুমি ভদ্র লোককে পথের মধ্যে ধরিয়া টানাটানি কর ইহা সুনীতি নহে, অতি দুর্নীতি, এবং সর্ব্বতোভাবে তাহার দমন আবশ্যক কিন্তু অগ্রে তাহার কারণ অবগত হওয়া উচিত তাহার পর যাহা বিহিত হয় করা বিধেয় অতএব তুমি যথার্থ করিয়া বল কি জন্য প্রহারাকাঙ্ক্ষা কর, সাবধান, মিথ্যা কহিও না।

বাবা আবদুল্লা রাজার এই কথায় ভীত হইয়া পুনর্ব্বার ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করণানন্তর গাত্রোত্থান করিয়া কহিল মহারাজ কল্য আমি আপনার সহিত যে ব্যবহার করিয়াছি তাহাতে অবশ্য অপরাধ হইয়াছে এবং তজ্জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি কিন্তু আমি অতি নরাধম, আমার তুল্য পাপিষ্ঠ পৃথিবীতে আর নাই, আমি যে কুকর্ম্ম করিয়াছি তাহার প্রায়শ্চিত্ত কিছুই হয় নাই এবং পৃথিবীস্থ যাবতীয় মনুষ্য প্রত্যেক যদ্যপি আমাকে প্রহার করে তথাপি আমার দোষের দণ্ড হয় না, ঐ কুকর্ম্মের বিস্তারিত বিবরণ নিবেদন করিতেছি তাহাতেই সমুদয় বিদিত হইবেক ইহা বলিয়া আপন কাহিনী কহিতে আরম্ভ করিল।

বাবা আবদুল্লার কাহিনী।

অন্ধ কহিল বোগদাদ নগর আমার জন্ম ভূমি, পিতা মাতার পরলোক গমনান্তে আমি পৈতৃক ধন কিঞ্চিৎ প্রাপ্ত হইয়াছিলাম তৎকালে আমার যৌবনাবস্থা কিন্তু আমি লম্পট দিগের ন্যায়

ঐ ধন কুকর্ম্মে অপব্যয় না করিয়া শ্রম ও যত্ন দ্বারা তাহা বৃদ্ধি করিয়া ক্রমে অশীতি উষ্ট্র করিয়াছিলাম এবং দেশ বিদেশে বাণিজ্য ব্যবসায়ি লোকদিগকে ঐ উষ্ট্র ভাড়া দিয়া ধনোপার্জ্জন করিতেছিলাম এবং আরো উপার্জ্জনের আশা ছিল পরে বাল্‌সোরা দেশে ভাড়া পহুছাইয়া দিয়া উষ্ট্র লইয়া বোগদাদে আসিতে লোকালয় হইতে কিঞ্চিৎ অন্তর দিব্য এক প্রান্তরে উষ্ট্রগণকে চারণার্থ মুক্ত করিয়া দিয়াছি এমত সময় বাল্‌সোরা গমন শীল এক উদাসীন শ্রান্তিযুক্ত হইয়া আমার নিকট আসিয়া বসিল তাহাতে আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম তুমি কোথা হইতে আসিলে এবং কোন্ স্থানে গমন করিবে; সে উত্তর দিয়া আমাকেও ঐ রূপ প্রশ্ন করিল। এইরূপ পরিচয়াদি হইলে আপন২ খাদ্য দ্রব্যাদি বাহির করিয়া উভয়ে ভোজন করিলাম তৎপরে বিবিধ বিষয়ের কথোপকথন হইতেং উদাসীন আমাকে কহিল তথা হইতে অদূরে এক স্থানে এত অর্থ আছে যে তাহার অশীতি উষ্ট্রে কেবল স্বর্ণ ও বহু মূল্য প্রস্তর বোঝাই করিয়া আনিলেও তাহার কিছু মাত্র হ্রাস হইবে না। এই কথায় আমার যেমন চমৎকার বোধ হইল তেমনি অন্তঃকরণে লোভ ও আহ্লাদ জন্মিল, উদাসীন অমূলক বাক্য কহে নাই ইহা বিশ্বাস করিয়া তাহাকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক কহিলাম হে ধার্ম্মিকবর তুমি যোগী তোমার অর্থের প্রয়োজন নাই বিশেষত তুমি একাকী এবং অধিক ধন লইয়া যাইবার সামর্থ্য রাখ না অতএব আমাকে যদ্যপি ঐ ধন দেখাইয়া দেও তবে আমি আমার ৮০ উষ্ট্রে ধন বোঝাই করিয়া লইয়া পরমানন্দে গৃহে গমন করি এবং এই লাভের প্রত্যুপকারার্থ তোমাকে এক উষ্ট্র ধন প্রতি দান করি। এক উষ্ট্রধন অবশ্য তাহার তুচ্ছ কিন্তু আমার অন্তঃকরণে তখন এমত লোভ জন্মিয়াছিল যে ৭৯ উষ্ট্র ধন পাইয়া এক উষ্ট্র ধন তাহাকে দিতে হইবেক অতএব আমার পক্ষে অধিক বোধ হইল, যাহাহউক, সন্ন্যাসী আমার কথাতে বৈরক্তি ভাব প্রকাশ না করিয়া বলিল হে ভাই আমি তোমাকে এত ধন দেওয়াইব তুমি আমাকে কেবল এক টি উষ্ট্র দিবা ইহা কি সঙ্গত, আমি তোমাকে ধনের কথা না বলিলে তুমি কিছুই জানিতে না কিন্তু যাহা বলি-

য়াছি তাহার অন্যথা করিব না, তোমাকে ধনবান্ করিব এবং তাহাতে তুমি আমাকে স্মরণ করিবা এবং আমিও স্বয়ং অদৈন্য হইব পরন্তু আমি এক প্রস্তাব করি তুমি বিবেচনা করিয়া দেখ তোমার অশীতি টা উষ্ট্র আছে ঐ উষ্ট্রের চল্লিশ টা উষ্ট্র আমাকে দেও অবশিষ্ট চল্লিশ টা উষ্ট্র তোমার থাকুক তাহা হইলেই সঙ্গত হইবে।

তদনন্তর আমি বিবেচনা করিলাম এ কথা অসঙ্গত নহে কিন্তু যদিও অতুলৈশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইব তথাপি চল্লিশ টা উষ্ট্র তাহাকে দিতে হইবে ইহাতে বড় ক্ষতি বোধ হইল। সেই উদাসীন যদ্দ্বারা আমার ধন লাভ হইবে সেও এত ধন প্রাপ্ত হইবে ইহা মনে২ সহ্য হইল না অথচ তাহা না করিলে একেবারে ধনাশায় নিরাশ হই এ কারণ তাহাই স্বীকার করিয়া উষ্ট্র গুলা লইয়া যোগির সঙ্গে চলিলাম, কতক দূর গিয়া দুই উচ্চ পর্ব্বতের মধ্যে এক গহ্বরে উত্তীর্ণ হইলাম। ঐ গহ্বরের মুখ অতি অপ্রশস্ত তাহাতে উষ্ট্র গুলাকে একে২ প্রবেশ করাইতে হইল পরে প্রশস্ত স্থান পাইয়া উষ্ট্র সকল একত্রে চলিল কিয়দ্দূরে গমন করিয়া যোগী কহিল ধন স্থান এই। উষ্ট্র গুলাকে এইস্থানে বসাও তাহা হইলে বিনা ক্লেশে রত্নাদি বোঝাই করা যাইবে, আমি তাহাই করিলাম। তদনন্তর সন্ন্যাসী চকমকি ঝাড়িয়া অগ্নি তুলিল পরে কতক গুলা কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া তাহাতে অগ্নি দিয়া মন্ত্র পাঠ করিল তাহাতে অগ্নি প্রবল হইয়া মহা ধূম উঠিতে লাগিল, পরে মন্ত্র দ্বারা ঐ ধূম ছিন্ন করিলে দেখা গেল যে গহ্বরে ছিদ্রাদি কিছু মাত্র ছিল না তাহাতে কপাট যুক্ত এক দ্বার হইয়াছে, ঐ দ্বার দ্বারা গহ্বরের নিম্ন ভাগে এক অপূর্ব্ব পুরী দৃষ্ট হইল তাহা নানা বিধ মণি মুক্তা রত্নতে পরিপূর্ণ। আমি ঐ স্থানের সৌন্দর্য্য বা ঐ সকল ধন কোথা হইতে আইল তাহা কিছু বিবেচনা না করিয়া লুব্ধ আশাতে বাজ-পক্ষী বেগে আসিয়া যেমন স্বীকার লইয়া যায় সেই প্রকারে প্রথমত যে স্বর্ণস্তব দেখিলাম তাহা হইতে আপন থলিয়া পূর্ণ করিয়া উষ্ট্রের উপর বোঝাই করিতে আরম্ভ করিলাম। উদাসীনও আপন থলিয়া পুরিতে লাগিল, কিন্তু সে স্বর্ণ না লইয়া কেবল রত্ন-

তাদি লইতে লাগিল, তাহার তাৎপর্য্য ব্যক্ত করিয়া বলিলে আমিও স্বর্ণ ত্যাগ করিয়া তাহাই লইতে লাগিলাম।

এই প্রকারে উষ্ট্র বোঝাই করা হইলে পর উদাসীন পুনর্ব্বার ধন স্থলে প্রবেশ করিয়া তথা হইতে কাষ্ঠ নির্ম্মিত এক ক্ষুদ্র কৌটা আনয়ন পূর্ব্বক তন্মধ্যে যে তৈলাক্ত দ্রব্য ছিল তাহা আমাকে দেখাইয়া কৌটা আপন বক্ষঃস্থলে বস্ত্র মধ্যে রাখিল পরে দ্বার উদ্ঘাটন নিমিত্ত যেমত প্রক্রিয়া করিয়াছিল দ্বাররুদ্ধ করণার্থে সেইরূপ করিয়া মন্ত্র পাঠ করিল তাহাতে প্রথমতঃ যেমত দ্বার হীন পর্ব্বত দেখিয়াছিলাম পরেও সেইরূপ দেখিলাম, তদনন্তর উষ্ট্র অংশ করণ পূর্ব্বক আমি চল্লিশটা ও উদাসীন চল্লিশটা লইয়া গহ্বর হইতে বহির্গত হইয়া কতক দূর পর্য্যন্ত দুই জনে একত্রে চলিলাম পরে যে স্থান হইতে উদাসীন বাল্‌সোরাতে গমন করিবে এবং আমি বোগদাদে আসিব সেই স্থানে আমি উদাসীনকে কহিলাম তোমার কৃপাতে আমার এত অর্থ লাভ হইল অতএব তুমি আমার পরম বন্ধু এবং তোমাকে আমি চিরস্মরণ করিব এই প্রকার কৃতজ্ঞতা সূচক অনেক কথা বলিয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া বিদায় হইলাম। কিয়দ্দূর আসিয়া আমি মনে২ বিবেচনা করিলাম উদাসীনের এধনে কি প্রয়োজন, সেই যে ধন ভাণ্ডার তাহা তাহারই বলা যাইতে পারে কেননা সে মনে করিলেই তুলিয়া লইয়া যাইতে পারিবে বিশেষতঃ আমার চল্লিশ টা উষ্ট্র ক্ষতি হইতেছে।

এইরূপ কৃতঘ্নতা মনো মধ্যে বলবান্ হওয়াতে উষ্ট্র গুলাকে দাঁড় করাইয়া সন্ন্যাসির পশ্চাৎ ধাবমান হওত উচ্চস্বরে ডাকিতে লাগিলাম, তাহাতে উদাসীন গমনে ক্ষান্ত দিয়া দণ্ডায়মান হইল। পরে আমি তাহার নিকটস্থ হইয়া কহিলাম হে ভাই আমার একটা কথা স্মরণ হইল তাহা বলিতে আসিলাম, তুমি যোগী স্বচ্ছন্দে থাক এবং পরমেশ্বরের আরাধনা করাই তোমার প্রধান কার্য্য, এত গুলা উষ্ট্র চালান তোমার পক্ষে কেমন ক্লেশকর কর্ম্ম তাহা তুমি অনবগত নহ অতএব তোমার অধিক কষ্ট না হয় এ কারণ তোমাকে বলি যে চল্লিশ টা উষ্ট্র না লইয়া কেবল ত্রিশ টা

উষ্ট্র লইয়া যাও। যোগী কহিল এ কথা যথার্থ বটে আমিও এই ভাবনা ভাবিতেছিলাম অতএব তোমার যে দশ টা উষ্ট্র লইবার বাঞ্ছা হয় তাহা লইয়া যাও। এই কথায় আমি দশটা উষ্ট্র লইয়া যে পথে গমন করিব সেই পথে চলিলাম।

পরন্ত আমি ইহা একবারও মনে ভাবি নাই যে উদাসীন এত সহজে ঐ দশ টা উষ্ট্র আমাকে দিবেক তাহার এই উদার চরিত্রতা দেখিয়া আমার আরো লোভবৃদ্ধি হইল তাহাতে পুনর্ব্বার উদাসীনের নিকটে গমন করিয়া কহিলাম, হে যোগিবর এখনও আমার ভাবনা হইতেছে তুমি ত্রিশ টা উষ্ট্র কি প্রকারে চালাইয়া যাইবা, তোমার এ ব্যবসা কখন নাই অতএব আমাকে আরও দশ টা উষ্ট্র দেও; অপর তাহাকে কহিলাম ইহাতে তুমি এমত মনে করিও না যে আমি কেবল আত্ম লাভের নিমিত্ত তোমাকে এ রূপ কহিতেছি, তোমার আপনকার ক্লেশ লাঘব জন্যই কহিলাম। তপস্বী এই কথায় কোন আপত্তি না করিয়া আরো দশ টা উষ্ট্র আমাকে দিল তাহাতে সন্ন্যাসির বিংশতি মাত্র উষ্ট্র রহিল এবং আমার যাইট টা উষ্ট্র হইল সেই সকল উষ্ট্রে এত ধন ছিল যে তাহা রাজাধিরাজদিগের ভাণ্ডারেও থাকা অসম্ভব এবং তাহাই আমার পক্ষে যথেষ্ট ছিল কিন্তু মদ্যপায়ি যেমন যত পান করে ততই আসক্ত হয় সেইরূপ আমি যাইট টা উষ্ট্র পাইয়াও অবশিষ্ট বিংশতি টা লইবার জন্য অধিক সতৃষ্ণ হইলাম অতএব লোভাকৃষ্ট হইয়া আর দশ টা উষ্ট্রের কারণ তাহাকে বিনতি ও ব্যগ্রতা করিলাম তাহাতে সেই যোগী অনায়াসে তদ্দানেও সম্মত হইল পরে তাহার দশ টি মাত্র উষ্ট্র রহিল কিন্তু আমি ভাবিলাম তাহা কেন হস্ত ছাড়া হয় এ জন্য তাহাও লইবার অভিলাষে তাহাকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক স্তবস্তুতি আরম্ভ করিলাম উদাসীন তাহাও দিতে সম্মত হইয়া কহিল ভাল তবে ইহাও লইয়া যাও কিন্তু তুমি এই ধনের যথার্থ ব্যবহার করিও, আর ইহা মনে জানিও অর্থ পাইয়া যদ্যপি সৎকর্ম্মে ব্যয় না করা যায় অর্থাৎ দীন দরিদ্রদিগকে না দেওয়া যায় তবে পরমেশ্বর আমারদিগের নিকট তাহা রাখেন না অর্থাৎ পুনর্ব্বার লয়েন, আরও

জ্ঞাত হইও ধন সৎকর্ম্মে ব্যয় না করিলে ইহ কালে সুখ ও পরকালে মঙ্গল হয় না।

সন্ন্যাসী এইরূপ সদুপদেশ করিয়া প্রস্থান করিল কিন্তু আমার এমন কুবুদ্ধি যে তদনুরূপ কার্য্য করা দূরে থাকুক এত অপরিমিত অর্থ পাইয়াও আপন লোভ শান্তি করিতে পারিলাম না, উদাসীনকে যে কৌটা বক্ষঃ স্থলে রাখিতে দেখিয়াছিলাম আমি মনে ভাবিলাম উষ্ট্র ধনাপেক্ষাও বুঝি তাহা অধিক মূল্যবান্ নতুবা যোগী কেন তত যত্ন করিয়া বক্ষঃ স্থলে রাখিবে অতএব তাহাও লইবার বাঞ্ছা হইল। পুনর্ব্বার তাহার নিকটে গমন করিয়া কহিলাম আমার স্মরণ হইল তুমি একটা কৌটা আনিয়াছ তাহাতে কোন ঔষধ আছে, তুমি তপস্বী, তোমার তাহাতে প্রয়োজন কি যদ্যপি ঐ কৌটাটি আমাকে উপঢৌকন দেও তবে আমি চির কৃতার্থ হই। যোগী উত্তর করিল তাহার বাধা কি, ইহা বলিয়া বক্ষঃ স্থলের বস্ত্র হইতে কৌটা বাহির করিয়া আমার হস্তে অর্পণ করিল আমি তাহা পাইয়া অত্যন্ত তুষ্ট হইলাম, তদনন্তর সন্ন্যাসিকে কহিলাম হে যোগীন্দ্র, যদি আমার প্রতি এত কৃপা বিতরণ করিলে তবে এই ওষধির কি গুণ তাহা আমাকে বলিয়া দেও। সন্ন্যাসী কহিল ইহার গুণ অতি আশ্চর্য্য। যদি ইহা বাম চক্ষে দেও তবে পৃথিবীর তাবদ্ধন দেখিতে পাইবা কিন্তু দক্ষিণ চক্ষে দিলে অন্ধ হইবা।

এই আশ্চর্য্য গুণের কথা শুনিয়া আমার নিতান্ত বাসনা হইল ঐ গুণ পরীক্ষা করি এ জন্য উদাসীনকে কহিলাম এমত গুণ অতি অসম্ভব বোধ হইতেছে তুমি এই অঞ্জন আমার বাম চক্ষে লেপন করিয়া দেও তাহাতে সকল ধন স্থল দেখা যায় কি না দেখি এই কথায় ফকীর আমাকে চক্ষু মুদ্রিত করাইয়া ঐ কজ্জল আমার বাম নেত্রে লেপন করিয়া দিল তাহার পরে আমি দক্ষিণ অক্ষি মুদ্রিত করিয়া রত্ন গর্ভা পৃথিবীর রত্ন ভাণ্ডার এবং নানা জাতীয় মণি মাণিক্য ও অন্যান্য এত রত্নাদি দৃষ্টি করিলাম যে তদ্বর্ণনে বর্ণাবলী অশক্তা কিন্তু বাম চক্ষুরুন্মীলন পূর্ব্বক দেখিলাম উদাসীন যাহা কহিয়াছিল যথার্থ. কেননা এক চক্ষু মুদ্রিত করিয়া

থাকাতে বড় ক্লেশ বোধ হইল, তাহাতে উদাসীনকে কহিলাম ঐ অঞ্জন কিঞ্চিৎ দক্ষিণ চক্ষেও লাগাইয়া দেও। যোগী কহিল আমি তাহা দিতে প্রস্তুত আছি কিন্তু তাহা হইলে তুমি একেবারে অন্ধ হইবা। আমি এ কথায় মনোযোগ না করিয়া বিবেচনা করিলাম ইহার গুণ আরো চমৎকার হইবে এই জন্য গোপন করিতেছে ইহা ভাবিয়া ঈষদ্ধাস্য পূর্ব্বক কহিলাম হে ভাই তুমি আমাকে কেন বঞ্চনা করিতেছ এক দ্রব্যের এমত বিপরীত গুণ কদাচ সম্ভব হয় না। উদাসীন কহিল, ইহার এই প্রকার গুণ সত্য, পরমেশ্বর সাক্ষী, আমি তোমাকে বঞ্চনা করি নাই. একথা বলাতেও আমার প্রত্যয় হইল না, দুই চক্ষু মুক্ত করিয়া বিনা ক্লেশে পৃথিবীস্থ ধন দর্শন করিব এই বাঞ্ছাই প্রবল হইল, অধিকন্তু ইহাও মনে করিলাম তাহা দক্ষিণ নেত্রে দিলে ধন গ্রহণের শক্তি হয়, ইহা ভাবিয়া তল্লে-পন হেতু উদাসীনকে অত্যন্ত অনুরোধ করিলাম। উদাসীন কহিল আমি তোমার প্রতি যে কৃপা করিয়াছি তাহার পর যদি এই কর্ম্ম করি তবে সকল মিথ্যা হইবে কেননা চক্ষু হইতে আর মূল্য-বান্ রত্ন পৃথিবীতে নাই, তাহার হানি হইলে কি দুর্গতি হয় তাহা ভাবিয়া দেখ। আমি কহিলাম ভ্রাতা ইহাতে আর দোষ দর্শাইও না, আমার এত উপকার করিয়া তুচ্ছ এক বিষয়ে কেন নানা প্রকার বুঝাইতে লাগিলে ইহাতে যোগী যখন দেখিল আমি বল করিলেও করিতে পারি তখন ঐ অঞ্জন লইয়া আমার দক্ষিণ চক্ষে লাগাইয়া দিল। পরে আমি নেত্রোন্মীলন করিয়া কোথায় ধরণীর তাবদ্ধন দর্শন পূর্ব্বক হরণ করিব, না, দুই চক্ষের এক চক্ষেও কিছুই দেখিতে পাইলাম না সকল অন্ধকার দেখিতে লাগিলাম, ইহাতে শোক সাগরে মগ্ন হইয়া কহিলাম হে সন্ন্যাসী তুমি যাহা কহিয়াছিলে তাহা প্রত্যক্ষ হইল, হে বিনাশকারী বিভু, হে অতৃপ্ত লোভ, তোমরা আমাকে কি দুঃখ সাগরে ভাসাইলে আমি এইক্ষণে জানিলাম এই দুর্দ্দশা আপনা হইতেই হইল।

এইরূপ অনেক বিলাপ করিয়া উদাসীনকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলাম হে পরম কারুণিক যোগী হে প্রিয় ভ্রাতা তুমি আমার প্রতি বিধি মতে করুণা করিয়াছ, তোমার বিস্তর গুণ আছে. যদি

কোন গুণে আমার চক্ষু পুনঃ প্রদান করিতে পার তবে কর। উদাসীন কহিল অরে পাপিষ্ঠ তুই যদ্যপি আমার পরামর্শ শুনিতিস্ তবে তোর এই দুর্দ্দশা কেন ঘটিবে, তোর আপন দোষে এই দুর্গতি হইল, তোর অন্তঃকরণ মলিন এ জন্য তোর চক্ষেরও মলিনতা জন্মিল, আমার সঙ্গে তোর অল্প কালের আলাপ তাহাতে অবশ্য তুই আমার গুণের পরিচয় পাইয়াছিস্ আমার গুণ আছে সত্য বটে মিথ্যা নহে কিন্তু এমত সাধ্য নাই যে তোর চক্ষু পুনর্দান করি অতএব এখন কেবল পরমেশ্বরকে স্মরণ কর্ তিনি যদ্যপি তোকে চক্ষুর্দান করেন তবে তুই অক্ষি পাইবি নতুবা অন্যোপায় নাই, ফলতঃ তিনিই তোকে এত ঐশ্বর্য্য দিয়াছিলেন কিন্তু তুই অতিশয় অপাত্র এ জন্য তোর নিকট হইতে তাহা লইয়া সুপাত্রে অর্পণার্থ আমাকে দিলেন।

উদাসীন ইহা বলিয়া আমার অশীতি উষ্ট্র লইয়া বাল্সোরার পথে গমন করিল, আমি বিস্তর বিনতি করিলাম আমাকে এই দুঃখে এখানে একাকী রাখিয়া যাইও না, বরং কোন লোকালয়ে লইয়া দেও তাহাতে আমার প্রাণ রক্ষা হউক কিন্তু সে আমার কথায় কর্ণপাতও করিল না। আমি চক্ষের শোকে ও ক্ষুধায় ঐ স্থানে রহিলাম এবং ঐ স্থানেই আমার প্রাণ বিয়োগ হইত কিন্তু তৎকালে এক দল যাত্রি বাল্সোরা হইতে আসিতেছিল তাহারদের সঙ্গে যোগদাদে আসাতে প্রাণ রক্ষা হইয়াছে।

হে মহারাজ আমি যে ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়াছিলাম তাহা রাজাদেরও ধনাগারে ছিল না, যদ্যপি ঐ ধন থাকিত তবে আমার সুখের সীমা পরিসীমা থাকিত না কিন্তু আত্ম দোষে তাহাতে বঞ্চিত হইয়াছি এখন ভিক্ষা বিনা উদরান্নের অন্যোপায় নাই অতএব আমি ভিক্ষা করিয়া জীবন ধারণ করিতেছি এবং পরমেশ্বরের নিকটে অতি পাপ কর্ম্ম করিয়াছি তাহার প্রায়শ্চিত্ত হেতু এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে যে ব্যক্তি আমাকে দান করিবেন তিনি আমাকে মুষ্ট্যাঘাত করিবেন নতুবা তাঁহার দান গ্রহণ করিব না এই কারণ মহারাজকে গত কল্য প্রহার করিতে কহিয়াছিলাম তজ্জন্য আমি মহারাজের স্থানে অপরাধী আছি এবং পুনর্ব্বার

ঐ অপরাধ হেতু ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি কিন্তু মহারাজ বিবেচনা করিয়া দেখুন আমি যে দুষ্কর্ম করিয়াছি তাহার দণ্ড কেবল মুষ্ট্যাঘাতও হইতে পারে না আমি তদপেক্ষা অধিক দণ্ডের পাত্র, বরঞ্চ মহারাজ তাহার বিচার করুন। রাজা বলিলেন বাবা আবদুল্লা তোমার পাপ অতি গুরুতর বটে কিন্তু আহ্লাদের বিষয় এই যে এখন সে কর্ম্ম তোমার দুষ্কর্ম্ম বোধ হইয়াছে এবং তদবধি তুমি আপনাকে এইরূপ দণ্ডাধীন করিয়াছ ইহাই তোমার পক্ষে যথেষ্ট দণ্ড কিন্তু ভবিষ্যতে যখন তুমি নিত্য২ ঈশ্বরারাধনা করিবা তখন নিয়ত তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিও, ভিক্ষানুরোধে তোমার ঈশ্বর সেবায় ব্যাঘাত না হয় এ জন্য আমি মন্ত্রিকে আজ্ঞা করিতেছি তুমি যাবজ্জীবন প্রতি দিন চারি মুদ্রা পাইবে তাহা হইলে ভিক্ষা করিতে হইবেক না, স্বচ্ছন্দে থাকিয়া পরমেশ্বরকে স্মরণ করিতে পারিবা। এই কথা শুনিয়া বাবা আবদুল্লা রাজাকে অষ্টাঙ্গে প্রণাম করিল তাহার পরে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক যথোচিত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ এবং রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিল।

রাজা হারুণল্‌রশীদের কর্ম্মভ্রমণের অনুবৃত্তি।

তদনন্তর বোগদাদাধিপতি, খোজা হোসেনকে কহিলেন খোজা গত কল্য তোমার বাটীর নিকট দিয়া যাইতেছিলাম ঐ বাটী অতি উত্তম বোধ হইল তাহাতে নিকটস্থ লোক দিগকে জিজ্ঞাসা করাতে তাহারা কহিল তুমি রজ্জুর বাণিজ্য যদ্দ্বারা উদরান্ন হওয়া কঠিন তাহার লাভ হইতে ঐ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়াছ, আরো শুনিলাম পরমেশ্বর তোমাকে যে অর্থ দিয়াছেন তুমি তাহা সদ্ব্যয় করিয়া থাক, এবং তোমার প্রতিবাসিগণ তোমার গুণানুবাদ করে ইহাতে আমি বড় তুষ্ট হইয়াছি এবং বোধ করি যে উপায় দ্বারা পরমেশ্বর তোমাকে এত ঐশ্বর্য্য দিয়াছেন তাহা অতি আশ্চর্য্য হইবেক, অতএব তদ্বৃত্তান্ত শ্রবণ বাঞ্ছায় তোমাকে এখানে আহ্বান করিয়াছি, তুমি আমাকে সে বৃত্তান্ত অকপটে কহ. তাহাতে কোন সন্দেহ বা শঙ্কা করিও না আমি তোমাকে সে ধনে বঞ্চিত করিতে মানস করি নাই। রাজা এই কথা বলাতে খোজা হোসেন সিংহাসন সম্মুখে ভূমিষ্ঠ হইয়া

রাজাকে প্রণাম করিল। তদনন্তর গাত্রোত্থান পূর্ব্বক কহিল, মহারাজ আপনি সাক্ষাৎ ধর্ম্ম, আপনার চরণ সমীপে উপস্থিত হইতে হইবে এই আজ্ঞা পাইলে যে ব্যক্তির অন্তঃকরণ নির্ম্মল নহে সেই অবশ্য শঙ্কা করে, কিন্তু মহারাজের প্রতি সম্মান ও ভক্তি ভাব ব্যতীত আমার অন্য ভাব নাই, এবং মহারাজের আজ্ঞা ও ব্যবস্থা বিরুদ্ধ কোন কর্ম্ম করি নাই যে তাহাতে আমার প্রতি মহারাজের ক্রোধোদয় হইবে, অতএব আমার মনে কিছু শঙ্কা হয় নাই. তবে এই মাত্র শঙ্কা যে আমি অতি অধম এবং মহারাজের সম্মুখে থাকিবার অযোগ্য কিন্তু অতি সামান্য প্রজার প্রতিও আপনার স্নেহ আছে এই সাহসে আমি মহারাজের অনুসন্ধানেচ্ছা পূর্ণ করিতে সাহসিক হইতেছি। এই কথা বলিয়া খোজা হোসেন স্বীয় কাহিনী বলিতে আরম্ভ করিল।

খোজাহোসেন দাড়িওয়ালার কথা।

খোজাহোসেন কহিল মহারাজ পরমেশ্বর সকলের সুখ দাতা, তিনি বিবিধ প্রকারে আমারদিগকে অর্থ ও সুখ দেন, আমার ধনোপার্জ্জনের হেতু ঐ নগরস্থ দুই বন্ধু হইয়াছিলেন, এই দুই বন্ধুর পরস্পর অত্যন্ত প্রণয় ছিল, তাহারদের এক জনের নাম সাদি ও দ্বিতীয় জনের নাম সাদ, সাদি অত্যন্ত ধনবান ছিলেন এবং তাঁহার এই প্রতীতি ছিল যে ব্যক্তির অনেক অর্থ আছে এবং কোন বিষয়ে অন্যের উপাসনা করিতে না হয় সেই ব্যক্তি সুখী, যে ব্যক্তির তদ্রূপ অর্থ নাই তিনি তাহাকে সুখী বলিতেন না। সাদ ধনবান ছিলেন না কিন্তু তাঁহার এই মত ছিল যে স্বচ্ছন্দে থাকার জন্য অর্থ প্রয়োজনীয় বটে, কিন্তু যথার্থ যে সুখ তাহা সদ্গুণ ব্যতীত আর কিছুতে হইতে পারে না এবং এই সুখের নিমিত্ত উত্তম২ দ্রব্যাদি বা অট্টালিকা কিম্বা দাতব্য শক্তির কিছু আবশ্যক নাই, তাহার অভাবেও এ সুখ হইতে পারে।

এক দিবস এই বিষয়ের কথোপকথন উপস্থিত হইলে সাদি বলিলেন দরিদ্র হইয়া জন্মগ্রহণ অথবা ধনবন্ত হইয়া কুকর্ম্মে বা অন্য কোন অচিন্তিত কারণে অর্থ নাশ করিলেই মনুষ্যকে দুঃখী বলাযায়, নতুবা ধনাভাবেই যে মনুষ্যের দৈন্য হয় এমত নহে,

তবে নির্ধন দরিদ্রের দৈন্য এই যে তাহারা দুর্গতি বিমোচনার্থ অর্থ সঙ্গতি হয় না কিন্তু শ্রম বা অন্য কৌশল করিলে তাহাও করিতে পারে, অপর আমি ইহা বিবেচনা করি যদ্যপি তাহারা কিছু ধন প্রাপ্ত হয় এবং তাহার সদ্ব্যয় করে তবে তাহাতে কেবল ঐ দৈন্যবস্থা যায় এমত নহে, অত্যন্ত ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইতে পারে। সাদি ঐ মতে সম্মত হইলেন না, তিনি কহিলেন দরিদ্রকে ধনবান করিবার তুমি যে উপায় কহিতেছ, তাহা অব্যর্থ বলা যায় না তদ্বিরুদ্ধে আমি অনেক তর্ক করিতে পারি, কিন্তু তাহাতে অনেক কথা কহিতে হইবেক, ফলত আমি বিবেচনা করি ধন পাইলে দরিদ্র যেমন ধনবান হইতে পারে তেমন বিনা ধনে ধনবান হইবারও কতক উপায় আছে।

সাদি কহিলেন বন্ধো এই বিষয়ের মীমাংসা কেবল বাক্যদ্বারা হইতে পারে না। অতএব কোন নির্ধন ব্যক্তি যাহার পিতা পিতামহ পরিশ্রম দ্বারা উদরান্ন করিয়া আসিতেছে এবং যাহার অদ্য ভক্ষ্য নাই তাহাকে কিছু ধন দান করিয়া আমি তোমাকে ইহার প্রত্যক্ষ ফল দেখাইব, ইহাতেও যদি আমি কৃতকার্য্য না হই তবে তুমি যাহা কহিলে তাহার পরীক্ষা করা যাইবেক।

এইরূপ বিবাদের কিয়দ্দিবস পরে ঐ দুই বন্ধু আমার কর্ম্ম স্থানের নিকট দিয়া যায়, আমি রজ্জু বিক্রয় করিতাম, এই ব্যবসায় আমার পিতা ও পিতামহ প্রভৃতি সকলে করিয়া আসিয়াছিলেন, এবং ঐ ব্যবসায় দ্বারা আমি স্ত্রী পুত্রাদি লইয়া কোন প্রকারে দিনপাত করিতাম, এবং আমার অবস্থা অতি দরিদ্রের ন্যায় ছিল, অতএব সাদ আমাকে দেখাইয়া সাদিকে কহিলেন হে সখে সে দিবস যে প্রস্তাব হইয়াছিল যদ্যপি তাহা বিস্মৃত না হইয়াথাক তবে ঐ ব্যক্তি অতি দরিদ্র, ইহাকে ধন দান কর, তাহা হইলে ধনে ধনোৎপত্তি হয় এ কথার পরীক্ষা হইবে সাদি কহিলেন বন্ধো ভাল মনে করিয়া দিয়াছ ঐ ব্যক্তি দরিদ্র বোধ হইতেছে বটে, অতএব আইস ইহার সঙ্গে আলাপ এবং এব্যক্তি যথার্থ দরিদ্র কি না অনুসন্ধান করি ইহা বলিয়া দুই বন্ধু আমার নিকট আসিলেন, আমি রজ্জু পাকাইতে ছিলাম

তাহারদিগকে দেখিয়া কর্ম্মে ক্ষান্ত দিলে তাহারা মঙ্গল হউক, এই কথা বলিয়া আমাকে সম্ভাষিলেন, এবং সাদি আমার নাম জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি তাহারদিগের প্রতি সমাদর করিয়া কহিলাম আমার নাম হোসেন আমি রজ্জু ব্যবসা করিয়া থাকি এ কারণ আমার উপাধি হোসেন আলহাব্বল (দড়িওয়ালা)। সাদি বলিলেন হোসন বোধ করি এই ব্যবসায়ে তোমার স্বচ্ছন্দ রূপে দিনপাত হয়, কিন্তু এত কাল ব্যবসায় করিতেছ এখন পর্য্যন্ত কিছু সঞ্চয় করিতে বা বাণিজ্য বৃদ্ধি করিতে পার নাই ইহা বড় আশ্চর্য্য। আমি কহিলাম আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই, আমি যে ব্যবসায় করি তাহাতে সূর্য্যোদয় অবধি রাত্রিপর্য্যন্ত কর্ম্ম করিলেও আপন উদরান্ন হওয়া কঠিন তাহাতে আমার এক স্ত্রী এবং পাঁচ সন্তান, তাহারা সকলে শিশু, কেহ উপার্জ্জন করিতে পারে না সুতরাং আমাকে তাহারদের ভরণপোষণ করিতে হয়, এই পরিবার যদিও অধিক নহে তথাপি আয় নাই ব্যয় বিস্তর ইহাতে কি রূপে সঞ্চয় করিব, রজ্জু বিক্রয় করিয়া যাহা উপার্জ্জন করি সকলই পরিবার পোষণে ব্যয় হইয়া যায় কিন্তু ইহাতেও আমি সন্তুষ্ট আছি ভিক্ষা করিতে হয় না ইহাই পরম ভাগ্য। এই কথা শুনিয়া সাদি বলিলেন হোসেন তোমার ধন সঞ্চয় না হইবার কারণ বুঝিলাম কিন্তু যদ্যপি তোমাকে আমি দুই শত স্বর্ণ মুদ্রা প্রদান করি তবে তুমি তাহার সদ্ব্যয় কর কি না এবং তাহাতে এমন মনে কর কি না যে বড় ধনবন্ত ব্যবসায়ি লোকে যেমন কারবার করিয়া থাকে তুমিও সেই মত করিতে পার। আমি উত্তর করিলাম আপনি যে প্রকার ভদ্র তাহাতে আমার সহিত পরিহাস করিতেছেন এমত বোধ করি না কিন্তু আমি মনে করি আপনি যে অর্থের কথা কহিলেন তাহার কিয়দংশ হইলে ধনবন্ত মহাজনেরা যে রূপ ব্যবসায় করিয়া থাকে সেইরূপ ব্যবসায় চালাইতে পারি এবং অত্যল্প কালের মধ্যে অনেক ধন সঞ্চয় হয়। এই কথা শুনিয়া সাদি স্বীয় বক্ষঃস্থলের বস্ত্র হইতে এক তোড়া স্বর্ণ মুদ্রা বাহির করিয়া আমার হস্তে অর্পণ পূর্ব্বক কহিলেন হোসেন এই তোড়াতে দুই শত স্বর্ণ মুদ্রা আছে, তুমি ইহা গ্রহণ কর, এবং

পরমেশ্বর করুন ইহার দ্বারা তোমার ব্যবসা উত্তম রূপে চলুক এবং তুমি আরো সুখে কাল যাপন কর।

এই অর্থ প্রাপ্তে আমি এমত আহ্লাদিত হইলাম যে তাহাতে বাক্য শক্তি রহিত হইয়া থাকিলাম এবং অন্য প্রকারে দাতার নিকটে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করণে অক্ষম হইয়া তাহার জামার পকেট ধরিলাম কিন্তু সাদি তাহা টানিয়া লইলেন তৎপরে উভয়ে প্রস্থান করিলেন।

সাদি ও সাদ গমন করিলে পর আমার এই চিন্তা হইল এই টাকা কোথায় রাখি কেননা গৃহে সিন্ধুক বা পেটারা কিছুই ছিল না যে তাহাতে টাকা বন্ধ করিয়া রাখিব এবং এ বিষয় কাহাকে জ্ঞাত করিতেও বাঞ্ছা ছিল না সুতরাং অন্যান্য লোকের ন্যায় পূর্ব্বে যেমন দুই এক টাকা পাগড়ীর মধ্যে রাখিতাম তখনও সেই মত স্থির করিয়া আবশ্যক ব্যয়ার্থে দশ মুদ্রা বাহির রাখিয়া অবশিষ্ট ১৯০ টাকা পাগড়ীর ভিতর গোপন করিয়া রাখিলাম পরে কতক গুলা শণ ক্রয় করা সে দিবসের প্রধান কর্ম্ম ছিল তাহা ক্রয় করিয়া আনিলাম। অনেক দিবসাবধি মাংস ভক্ষণ হয় নাই এ জন্য ভক্ষণে মানস হওয়াতে বাজারে গমন করিয়া মাংস ক্রয় করিলাম, তদনন্তর মাংস হস্তে করিয়া গৃহে আগমন করিতেছি ইতিমধ্যে এক টা চিল ঐ মাংসে ছোঁ দিল, কিন্তু তাহা লইতে না পারিয়া মাংস খণ্ড ধরিয়া একবার এ দিকে একবার ও দিকে এইরূপে টানাটানি করিতে লাগিল তাহাতে আমার পাগড়ী ভূমে পতিত হইল, তখন পক্ষি মাংস ত্যাগ করিয়া ঐ পাগড়ী মুখে করিয়া ঊর্দ্ধে উঠিল। আমার প্রাণ সর্ব্বস্ব পাগড়ী লইয়া গেলে আমি মহা শোকে চীৎকার করিতে লাগিলাম এবং আমার দুঃখে দুঃখিত হইয়া প্রতিবাসি সকলে ঐ প্রকার চীৎকার করত পাগড়ী আনিয়া দিবার বিবিধ চেষ্টা করিল কিন্তু কোন প্রকারে লইতে পারিল না। চিল পাগড়ী লইয়া অতি উচ্চে প্রস্থান করিল এবং ক্ষণকালের মধ্যে অদৃশ্য হইল। তখন পাগড়ী ও মুদ্রা পুনঃ প্রাপ্তের আশায় নিরাশ হইয়া অত্যন্ত বিমর্শভাবে গৃহে আসিয়া আর এক টা পাগড়ী ক্রয় করিলাম তাহাতে দশ মুদ্রার আরো

কিঞ্চিৎ হ্রাস হইল অবশিষ্ট মুদ্রাতে পুনর্ব্বার শণ ক্রয় করিলাম কিন্তু তাহাতে কি ঐশ্বর্য্য বা সুখ হইতে পারে অর্থাৎ কিছুই হইল না, অধিকন্তু আমার এই মহা ভাবনা উপস্থিত হইল যে যে ব্যক্তি আমাকে ঐ ধন দিলেন তাঁহাকে কি কহিব, চিলে টাকা লইয়া গিয়াছে এ কথা বলিলে তিনি কখন প্রত্যয় করিবেন না। যাহা হউক, যে অবধি ঐ কয়েক মুদ্রা না ফুরাইল সে পর্য্যন্ত তাহাতে যে উপকার সম্ভাবনা তাহা হইল তদনন্তর তাহা শেষ হইলে যেমত দরিদ্র ছিলাম তেমনি হইলাম। তখন এই মনে করিলাম যে পরমেশ্বর আমার পরীক্ষা হেতু এই ধন দিয়াছিলেন, কি জানি কি বুঝিলেন পুনর্ব্বার তাহা লইলেন ইহাতে খেদ কি, তিনি দাতা, তিনি হর্ত্তা, যাহা করেন তাহাই ভাল, এই প্রকারে মনকে প্রবোধ দিলাম কিন্তু আমার বনিতা যখন ধন ক্ষতির কথা শুনিতে পাইল তখন সে অত্যন্ত ব্যাকুলা হইল।

এই দুর্ঘটনার ছয় মাস পরে সাদ ও সাদি এক দিবস আমার বাস স্থানের নিকট দিয়া যাইতেছিলেন তাহাতে আমাকে স্মরণ হওয়াতে সাদ সাদিকে কহিলেন বন্ধো হোসন দাড়িওয়ালা না এই খানে থাকে, চল দেখি, দেখিয়া আসি, তুমি যে দুই শত স্বর্ণ মুদ্রা দিয়াছিলে তাহাতে তাহার কি ধন বৃদ্ধি হইয়াছে। সাদি কহিলেন মিত্র ভাল কথা মনে করিয়া দিয়াছ, আমি কিয়দ্দিবসাবধি মনে করিতেছিলাম তোমাকে তাহার অবস্থার রূপান্তর দেখাইয়া তোমার ভ্রম উপশম করিব, এইক্ষণে তাহা হইবে, চল তাহার নিকটে গমন করি, অনুমান হয়, তুমি এখন তাহাকে দেখিয়া চিনিতে পারিবে না।

ইতিমধ্যে সাদ দূর হইতে আমাকে দেখিয়া সাদিকে কহিলেন বন্ধো তুমি যাহা মনে করিয়াছ বুঝি এখন পর্য্যন্ত তাহা সফল হয় নাই, ঐ দেখ হোসন পূর্ব্বে যে বেশে ছিল এইক্ষণেও সেই বেশে রহিয়াছে কিছু পরিবর্ত্তন হয় নাই তবে পাগড়ী টা কিছু পরিষ্কার দেখা যাইতেছে পূর্ব্বে এত পরিষ্কার ছিল না। এই কথা বলিতেং দুই বন্ধু আমার দোকানে আসিলেন। সাদি দেখিলেন সাদ যাহা কহিয়াছিলেন তাহা যথার্থ। পরে সাদ

আমাকে সম্ভাষা করিয়া কহিলেন হোসন তোমার সহিত আমারদের শেষ যে সাক্ষাৎ তদবধি ব্যবসায় ভাল চলে নাই ইহা তোমাকে দেখিয়াই জ্ঞাত হইলাম কিন্তু তুমি যে দুই শত স্বর্ণ মুদ্রা প্রাপ্ত হইয়াছিলে তাহাতে তোমার বাণিজ্য আরো উত্তম রূপে সম্পন্ন হওয়া উচিত ছিল তাহা না হওয়াই চমৎকার : আমি কহিলাম আপনাদের এত যত্ন এবং আমার এমন আশা বিফল হইল ইহাতে আমি কি পর্য্যন্ত মনস্তাপিত তাহা বাক্য দ্বারা বর্ণনা করিতে অক্ষম কিন্তু যে অদ্ভুত কারণে আপনাদের সদাকাঙ্ক্ষা এবং আমার উচ্চাশা বিফল হইয়াছে তাহা আপনারা কদাচ বিশ্বাস করিবেন না তথাচ আমি প্রতারণা বাক্য কহিব না যাহা ঘটিয়াছে তাহা যথার্থ কহিব। ইহা বলিয়া চিল যে প্রকারে টাকা লইয়া গিয়াছিল তাহা আনুপূর্ব্বিক সমুদায় কহিলাম।

পরন্ত আমার বাক্য শ্রবণে সাদি প্রত্যয় করিলেন না. তিনি কহিলেন হোসন তুমি যে কথা কহিতেছ তাহা কোন প্রকারে বিশ্বাস যোগ্য নহে, চিল পাগড়ী লইয়া যায় এ কথা কেহ কখন শুনে নাই, তাহারা আহারীয় দ্রব্য অন্বেষণ করে তাহা পাইলেই লইয়া যায় তুমি আমাকে প্রতারণা করিতেছ এবং দরিদ্র লোকের যেমন ঘটিয়া থাকে অর্থাৎ ঐ সকল লোক হঠাৎ অর্থাদি প্রাপ্ত হইলে আপনাদের কর্ম্ম কার্য্য ত্যাগ করিয়া যত দিন অর্থ থাকে তত দিন সুখোল্লাসে কালযাপন করে তাহার পরে যে দুর্গতি সেই দুর্গতি, তোমাতেও সেইরূপ ঘটিয়া থাকিবেক, এবং বোধ হইতেছে আমি অতি অপাত্রে অর্থ দান করিয়াছিলাম। আমি কহিলাম মহাশয় আপনাকে সত্য কহিয়াছি এবং আমি আপন মনে জানি যে আমি আপনাকে প্রবঞ্চনা করি নাই ইহাতে যদ্যপি আপনি আমাকে ভৎর্সনা করেন উপায় নাই, পক্ষী পাগড়ী লইয়া যায় অসম্ভব বটে কিন্তু অঘট্য ঘটনাও অনেক ঘটিয়া থাকে ইহাও সেইরূপ ঘটিয়াছে এবং এ পল্লীস্থ তাবৎ লোকে তাহা জ্ঞাত আছে তাহারদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে সত্যাসত্য জানিতে পারিবেন। সাদ আমার কথায় পোষ-

কর্ত্তা করিলেন এবং চিলে অনেকানেক দ্রব্য লইয়া গিয়াছে তাহার কয়েক উদাহরণ কহিলেন। এই সকল কথা শুনিয়া সাদি স্বীয় বক্ষঃস্থলের বস্ত্র হইতে আর দুই শত স্বর্ণ মুদ্রা দিয়া কহিলেন তুমি ইহা সাবধানে রাখিও এবং দেখিও যে অভিপ্রায়ে এই মুদ্রা তোমাকে দিতেছি যেন তাহার অন্যথা না হয়। আমি একবার দুই শত মুদ্রা হারাইয়া এমন মনে করি নাই যে সাদি পুনর্ব্বার আমার প্রতি এমত অনুগ্রহ প্রকাশ করিবেন অতএব পুনর্ব্বার এই দুই শত মুদ্রা পাইয়া আরো অধিক কৃতজ্ঞতা জানাইতে উদ্যত হইলাম কিন্তু তাহার অপেক্ষা না করিয়া তিনি স্বীয় বন্ধু সমভিব্যাহারে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

তাঁহারদের গমনানন্তর আমি কর্ম্ম করিতে লাগিলাম, তাহার পর গৃহে গিয়া দেখিলাম স্ত্রী পুত্রাদি সকলে বাহিরে গিয়াছে এ জন্য দশ টী মুদ্রা বাহিরে রাখিয়া অবশিষ্ট ১৯০ খান মোহর এক খান বস্ত্রে বন্ধন করিয়া একটা ছোট জালাতে কতক গুলা ভূষি ছিল তন্মধ্যে গোপন ভাবে রাখিলাম তৎপরে যে দশ মুদ্রা বাহিরে রাখিয়াছিলাম তাহাতে শণ ক্রয় করিতে গমন করিলাম।

আমার অনুপস্থিত কালে আমার বনিতা গৃহে প্রত্যাগত হইলে এক ব্যক্তি সাজিমাটি বিক্রয় করিতে২ আমারদের বাটীর নিকট দিয়া যাইতেছিল ঐ দ্রব্যের প্রয়োজন প্রযুক্ত আমার গৃহিণী মৃত্তিকা বিক্রেতাকে ডাকিয়া মুদ্রাভাবে ভূষি লইয়া সাজি-মাটটী দিবার প্রস্তাব করিল, সাজিমাটী বিক্রেতা ভূষি দেখিতে চাহিল, তাহার পর বিনিময় নির্দ্ধারিত হওয়াতে আমার ভার্য্যা সাজিমাটী লইয়া তাহাকে জালা শুদ্ধ ভূষি দিল, সাজিমাটী-ওয়ালা তাহা লইয়া প্রস্থান করিল।

তদনন্তর আমি শণ ক্রয় করিয়া আপনি ও পাঁচ জন বাহকে তাহা আনয়ন পূর্ব্বক গৃহ জাত করণানন্তর বাহকগণকে বিদায় করিয়া বিশ্রমার্থ বসিলে যে স্থানে জালা ছিল সেই স্থানে দৃষ্টি পড়িল তাহাতে জালা না দেখিয়া ভার্য্যাকে জিজ্ঞাসা করিলাম ভূষির জালা কি হইল। বনিতা কহিল তদ্বিনিময়ে সাজিমাটী ক্রয় করিয়াছি এবং বিনিময়ে বড় লাভ হইয়াছে। আমি কহিলাম

অরে অভাগ। নারী কি করিয়াছিস্ সেই দুই বন্ধু আসিয়া অদ্য আমাকে আবার দুই শত স্বর্ণ মুদ্রা দিয়াছিলেন তাহা হইতে দশ মুদ্রা লইয়া অবশিষ্ট ১৯০ টাকা ঐ জালার মধ্যে রাখিয়াছিলাম তুই ঐ জালা দিয়াছিস্ কি সর্ব্বনাশ। এই কথা বলা মাত্র আমার স্ত্রী স্বর্ণ শোকে মস্তকের কেশ ও পরিধেয় বসন ছিন্ন ও বক্ষে করাঘাত করত ক্রন্দন করিতে লাগিল, আর বলিল হায় আমি কি হতভাগ্যা আমি স্বর্ণ দিয়া মৃত্তিকা লইলাম, আমার তুল্য অভাগা পৃথিবীতে আর নাই, এখনি আমার প্রাণ ত্যাগ করা কর্ত্তব্য, আমি ঐ সাজি মাটি বিক্রেতাকে চিনি না ও তাহাকে দেখি নাই কোথা তাহার অন্বেষণ করিব, তৎপরে আমাকে অনুযোগ করিয়া বলিল হে স্বামী আমার প্রতি তোমার এমন কি অপ্রত্যয় ছিল যে আমাকে তাহা কহ নাই অগ্রে কহিলে কখন এমত ঘটনা ঘটিত না হায়২ আমাকে কেন বল নাই। এই প্রকার নানা মতে বিলাপ করিতে লাগিল, আমি আপনি শোকাকুল, ভার্য্যাকে ব্যাকুলা দেখিয়া তাহাকে কহিলাম অরে এইক্ষণে আর খেদ করা বিফল, প্রতিবাসিগণ শুনিলে হাস্য করিবে, সকলি পরমেশ্বরের ইচ্ছা, তিনি আমারদের অদৃষ্টে ধন লেখেন নাই অতএব ধনের জন্য খেদ কি, কিন্তু আহ্লাদের বিষয় এই যে দশ মুদ্রা বাহিরে রাখিয়া ছিলাম তাহাতে সম্প্রতি ব্যবসায়ের কিছু আনুকূল্য হইবেক। এই প্রকার আপনং মনকে প্রবোধ দিয়া পুনর্ব্বার স্বীয় কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলাম, কিন্তু অন্তঃকরণে মহা উদ্বেগ থাকিল যে সেই দুই বন্ধু আসিলে তাহারদিগকে কি কহিব, এক বার তাহারদিগের নিকট লজ্জিত হইয়াছি এবারও সেইরূপ ঘটিল অথচ আমার অপরাধ নাই, আমি তাহারদিগকে কি রূপে বুঝাইব এবং তাহারা আমাকে কি ঠাহরাইবেন। এই ভাবনায় অতিশয় ব্যাকুল থাকিলাম।

কিয়দ্দিবস পরে ঐ দুই বন্ধু পুনর্ব্বার আমার সদনে আসিলেন আমি দূর হইতে তাহারদিগকে দেখিয়া অতিশয় লজ্জিত হইলাম এবং মনে করিলাম কোথাও লুকাইয়া থাকি, কিন্তু তাহা না করিয়া অধোবদনে কর্ম্ম করিতে লাগিলাম। পরে যখন তাঁহারা

নিকটে আসিয়া আমাকে সম্ভাষণ করিলেন তখন সে ভাবে থাকিতে না পারিয়া নমস্কার করিলাম তাহার পর অধোমুখে সকল বৃত্তান্ত কহিয়া যুক্তি পূর্ব্বক বলিলাম আপনারা অনুযোগ করিতে পারেন আমি ঐ মুদ্রা ভূষির জালার মধ্যে কেন রাখিয়া ছিলাম, কিন্তু ঐ জালা কএক বৎসরাবধি ঐ স্থানে ছিল তাহা কখন কেহ তথা হইতে নাড়ে নাই, কি রূপে জানিব আমার ভার্য্যা মুদ্রাভাবে তাহা দিয়া ক্ষার মাটি লইবে আপনারা বলিতে পারেন যে আমি ভার্য্যাকে মুদ্রার কথা কেন জানাইলাম না. কিন্তু স্ত্রী জাতিকে এ সকল কথা বলা উচিত কি অনুচিত তাহা আপনারা বিবেচনা করুন, তবে বলিবেন স্থানান্তরে মুদ্রা কেন না রাখিলাম, কিন্তু তাহাতেও নিঃশঙ্ক থাকিতাম ইহা কে নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারে, পরে সাদিকে সম্বোধন করিয়া কহিলাম আপনার এত যত্নেও যখন আমার দৈন্যদশা ঘুচিল না তখন অবশ্য বিবেচনা করিতে হইবেক পরমেশ্বর আমারদের ধনস্থান শূন্য লিখিয়াছেন তথাপি এমত মনে করিবেন না যে তজ্জন্য আমার কৃতজ্ঞতার ন্যূনতা হইবেক, আমি আপনার নিকট চিরবাধিত হইয়া থাকিব।

সাদি কহিলেন যদিও আমার ইচ্ছা হয় তুমি যে সকল কথা বলিলে তাহা সত্য জ্ঞান করি এবং তুমি লম্পটতা বা অন্য অপকর্ম্মে ধন ব্যয় কর নাই ইহা বুঝিতে চাহি তথাপি আমার স্বীয় অভিপ্রেত বিষয়ের পরীক্ষার জন্য তোমাকে ধন দিয়া আপনাকে দীন করা শ্রেয়ঃ কল্প নহে, আমার চারিশত স্বর্ণ মুদ্রা গিয়াছে তাহাতে ক্ষুণ্ণ হই নাই, সে মুদ্রা আমি পরমেশ্বরের প্রীত্যর্থ এবং তোমার মঙ্গল ইচ্ছায় অর্পণ করিয়াছি, ক্ষেদের বিষয় এই যে সুপাত্রে দান না করিয়া অতি অপাত্রে দান করিয়াছি। তৎপরে সাদের প্রতি দৃষ্টি করিয়া কহিলেন আমি যাহা কহিলাম তাহাতে এমত অনুভব করিবে না ধনে ধন বৃদ্ধি হয় এই যে কথা কহিয়াছি তাহার প্রমাণে অশক্ত হইলাম. কিন্তু তুমি যে বলিয়াছ বিনাধনে ধন হয় তাহার পরীক্ষা হউক, এবং এই ব্যক্তিকে দিয়াই সেই পরীক্ষা করা যাউক কেন না চারি শত স্বর্ণ মুদ্রা পাই-

য়া যাহার দৈন্যদশা ঘুচিল না তাহার অদৈন্য হইবার আর কি উপায় আছে।

তদনন্তর এই কথায় সাদ, সাদিকে এক খান শীসা দেখাইয়া কহিলেন যে এই শীসা খান আমি কুড়াইয়া পাইয়াছি তাহা তুমি দেখিয়াছ, এই শীসা খান আমি হোসেনকে দিতেছি, তুমি দেখিও, ইহাতে তাহার ঐশ্বর্য্য হইবে। সাদি হাস্য করিয়া কহিলেন এক খান শীসা হইতে ঐশ্বর্য্য হইবেক, হা হা হা, ইহার মূল্য দুই পয়সাও নহে। সাদ ঐ শীসা খান আমার হস্তে দিয়া কহিলেন সাদি হাস্য করেন করুন তাহাতে হানি নাই তুমি অগ্রাহ্য করিও না ইহাতে তোমার মহৈশ্বর্য্য হইবেক। আমি মনে বুঝিলাম সাদ পরিহাস্য করিতেছেন তথাপি শীসা খান তাহার হস্ত হইতে লইয়া তাহাকে নমস্কার করিলাম এবং তাহার পারিতোষার্থ তাহা আপন বক্ষের বস্ত্রের মধ্যে রাখিলাম। তৎপরে দুই বন্ধু প্রস্থান করিলেন, আমি কর্ম্ম করিতে থাকিলাম, শীসার কথা মনেও থাকিল না, পরে রাত্রিতে শয়নকালে যখন কটি বন্ধন মুক্ত করিলাম তখন শীসা খান ভূমিতে পড়িল তাহা তুলিয়া এক স্থানে ফেলিয়া রাখিলাম তাহার পর শয়ন করিলাম।

অনন্তর দৈবাৎ সেই রাত্রিতে এক প্রতিবাসি ধীবর আপন জাল সৌষ্ঠব করিতে২ দেখিল যে তাহাতে একখান শীসা নাই এবং তাহা না হইলে মৎস্য ধরা হইতে পারে না, অপর মৎস্য না ধরিলে আপন পরিবারের উদর পোষণ হইবেক না, অথচ তখন সকল দোকান বন্ধ হইয়াছে ইহাতে মহা বিপদগ্রস্ত হইয়া আপন বনিতাকে প্রতিবাসি কাহারও নিকট হইতে এক খান শীসা ভিক্ষা করিয়া আনিতে কহিল।

ধীবরজায়া অনেক দ্বারে ভ্রমণ করিয়া আসিল কিন্তু কোথাও শীসা পাইল না তাহাতে রুক্ষ হস্তে স্বামির সদনে পুনরাগমন করিল এবং কএক ব্যক্তির নাম করণ পূর্ব্বক কহিল ইহারদের বাটীতে গিয়াছিলাম, কোথাও পাইলাম না। ধীবর পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসিল হোসেন দাড়িওয়ালার বাটীতে গিয়া ছিলা কি না। ধীবর রমণী কহিল তাহার গৃহে যাই নাই, কিন্তু তাহার

গৃহে গমন করাতে কি উপকার, তাহার ঘরে কখন কাণা কড়িটাও থাকে না। ধীবর কহিল সে কথা কিছু নয়; তুমি আলস্য ত্যাগ করিয়া একবার তাহার গৃহে যাও। ধীবর জায়া এই কথায় বিরক্ত হইয়া আমার গৃহে আসিয়া দ্বারাঘাত করিতে লাগিল। আমার তখন নিদ্রা আসিয়াছিল দ্বারাঘাতের শব্দে নিদ্রা ভঙ্গ হইলে জিজ্ঞাসা করিলাম কি চাহ। তাহাতে ধীবর বনিতা কহিল আমার স্বামির জাল বেষ্টন জন্য একখান শীসার প্রয়োজন হইয়াছে, অতএব তিনি আমাকে তোমার নিকট পাঠাইয়া দিলেন যদি তোমার গৃহে শীসা থাকে আমাকে দেও।

সাদ যে শীসা খান আমাকে সে দিবস দিয়াছিলেন তাহা আমার স্মরণ ছিল অতএব ঐ কথা বলাতে আমি আপন স্ত্রীকে কহিলাম অমুক স্থানে এক খান শীসা রাখিয়াছি সেই শীসা খান আনিয়া ধীবর পত্নীকে দেও। তাহাতে আমার ভার্য্যা শীসা খান আনিয়া ধীবর পত্নীকে দিল। ধীবর জায়া তৎ প্রাপ্তে অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া কহিল এই শীসা খান দিয়া তুমি অত্যন্ত উপকার করিলে, আমার স্বামী প্রথম বার জাল নিক্ষেপ করিয়া যতগুলি মৎস্য পাইবে তাহা সকল তোমারদিগকে দিব। পরে স্বামির নিকট গিয়া তাহাকে শীসা দিয়া তাহাকে আপন অঙ্গীকারের কথা কহিল। ধীবর শীসা প্রাপ্তে মহা সন্তুষ্ট হইয়া পত্নীর অঙ্গীকারে সম্মত হইল পরে জাল সারিয়া স্বীয় নিয়মানুসারে ছয় দণ্ড রাত্রি থাকিতে মৎস্য ধৃত করিতে গেল এবং প্রথম বার জাল নিক্ষেপ করিয়া এক হস্ত পরিমাণ একটা বৃহৎ মৎস্য পাইল, তাহার পর আর অনেক মৎস্য ধরিল কিন্তু সে সকল ক্ষুদ্র। অনন্তর প্রাতঃকালে আমি যখন কর্ম্ম করিতে ছিলাম তখন ধীবর উক্ত মৎস্য হস্তে করিয়া আমার নিকট আসিয়া কহিল হে প্রতিবাসি কল্য রাত্রে যখন আমার ভার্য্যা তোমার নিকট হইতে এক খান শীসা লইয়া আইসে তখন এই কথা বলিয়া ছিল যে প্রথম ক্ষেপে যে মৎস্য উঠিবে তাহা তোমাকে দিব অতএব এই মৎস্য প্রথমে ধৃত করিয়াছি তাহা লও। আমি কহিলাম হে প্রতিবাসি তুমি এক খান শীসা লইয়াছ তার মূল্য কি, প্রতিবাসী হইলে প্রতিবা-

সির উপকার করিতে হয়, এক সময়ে আমার দ্বারা তোমার উপকার হইল সময়ান্তরে তুমি আমার উপকার করিবে, মৎস্য আনিবার প্রয়োজন কি ছিল।

তদনন্তর মৎস্য লইয়া ভার্য্যাকে দিয়া কহিলাম দেখ দেখি গত রজনীতে ধীবর জায়া যে শীসা খান লইয়া গিয়াছিল তৎপরিবর্ত্তে এই মৎস্য পাওয়া গিয়াছে, আরো বলিলাম যে সাদ ঐ শীসা খান দিয়া আমাকে বলিয়াছিলেন যে ইহাতে আমার অনেক ধন হইবে, কিন্তু তাহাতে মৎস্য লাভ হইল আর অধিক কি হইতে পারে। আমার বনিতা এই বৃহৎ মৎস্য দেখিয়া বলিল এই মৎস্য কি হইবে আমারদের যে পাকস্থালী আছে তাহাতে ক্ষুদ্র মৎস্য পাক হইতে পারে বৃহৎ মৎস্য সিদ্ধ করিবার কোন উপায় নাই, ইহা বলিয়া মৎস্য কুটিতে আরম্ভ করিল। কুটিতে২ মৎস্যের উদর হইতে এক খান বৃহৎ হীরক বাহির হইল, হীরক কি বস্তু তাহা আমার ভার্য্যা জানিত না অতএব পায়রা কলাই বোধ করিয়া তাহা তুলিয়া ছোট বালকটীর হস্তে দিল। কনিষ্ঠ সন্তান তাহা লইয়া খেলা করিতে গেল, তাহার পর আর২ বালকেরা ঐ হীরা লইয়া একে২ সকলে দেখিতে লাগিল এবং তাহার সৌন্দর্য্য ও জ্যোতি দেখিয়া সকলে পুলকিত হইল।

এই প্রকারে ঐ হীরক লইয়া তাহারা সমস্ত দিবস খেলা করিল রাত্রিতে তাহার জ্যোতি আরো বৃদ্ধি হইল, বিশেষে যখন আমার ভার্য্যা রন্ধন শালায় প্রদীপ লইয়া গেল তখন তাহার জ্যোতিতে অন্ধকার ঘর আলোক ময় হইল তাহাতে সকলে আশ্চর্য্যান্বিত হইল এবং তাহা লইয়া সকলে কাড়াকাড়ি ও হুড়াহুড়ি ও চীৎকার শব্দ করিতে লাগিল। বালকেরা তুচ্ছবিষয়ে বিবাদ আরম্ভ করে এজন্য আমি অথবা আমার বনিতা তাহাতে মনোযোগ করিনাই। পরে আহার কালে আহারে মত্ত থাকাতে বালকেরা গোল করিল না। আহারান্তে সকল বালক বালিকা একত্র হইয়া পুনর্ব্বার সেই রূপ চীৎকার শব্দ করিতে লাগিল, তাহাতে আমি জেষ্ঠ পুত্রকে নিকটে ডাকিয়া গোলের বিবরণ জিজ্ঞাসিলাম সে

কহিল পিতঃ এক খান পরকলা অন্ধকারে জ্বলে তাহার জন্য এই গোল হইতেছে। এই কথায় আমি ঐ হীরক লইয়া দেখিলাম এবং আশ্চর্য্য বোধ করিয়া স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলাম এই পরকলা খান কি। বনিতা কহিল মৎস্য কুটিতেং তাহার উদর হইতে এই পরকলা খান পাইয়াছিলাম, ইহা পরকলা কি, কি, তাহা বলিতে পারি না। ইহাতে আমিও তাহা পরকলা জ্ঞান করিলাম, কিন্তু দীপ স্থানান্তর করিয়া দেখিলাম যে তাহাতে অন্ধকার ঘর উজ্জ্বল হয়, ইহাতে প্রদীপ নির্ব্বাণ করিয়া ঐ প্রস্তর খান ঘরের এক কোণে রাখিয়া দিলাম তাহাতে তাহা দীপের ন্যায় জ্বলিতে লাগিল পরে সাদকর্ত্তৃক দত্ত শীসার হওয়াতে কহিলাম তিনি কহিয়াছিলেন ইহাতে মহৈশ্বর্য্য হইবেক কিন্তু ইহাতে তৈলের খরচ বাঁচিবেক ইহাও পরম লাভ বটে। অনন্তর বালক বালিকা গণ হীরকের দীপ্ত অবলোকনে আনন্দধ্বনি করিয়া উঠিল, আমি ও আমার বনিতা তাহারদিগকে যত স্থির হইতে বলিলাম ততই আরো গোল করিতে লাগিল, এই রূপে যতক্ষণ পর্য্যন্ত নিদ্রা না গেল তাবৎ পর্য্যন্ত গোল করিল তাহার পর তাহারা নিদ্রিত হইলে আমরা স্ত্রী পুরুষে নিদ্রা গেলাম।

আমারদের গৃহের পার্শ্বে এক রত্নবণিক ধনবন্ত ইহুদি বাস করিতেন; আমার সন্তান গণের চীৎকারে তাঁহার এবং তাঁহার বনিতার সমস্ত রাত্রি নিদ্রা হয় নাই, একারণ পরদিবস আমি আপন কর্ম্মে গেলে তাঁহার বনিতা আমারদের গৃহে আসিয়া আমার ভার্য্যাকে অনুযোগ করিতে লাগিল, তাহাতে আমার ভার্য্যা বিনতি করিয়া তাঁহাকে কহিল তুমি সৎকুলোদ্ভবা তুমি জান বালক কি জাতি, অতি তুচ্ছ বিষয়ে তাহারা হাস্য ও কৌতুক করে এবং তুচ্ছ বিষয়ে তাহাদের রোদন চীৎকার হয়, আইস যে জন্য তাহারা গোল করিয়া ছিল তাহা তোমাকে দেখাই। ইহা বলিয়া তাহাকে গৃহ মধ্যে লইয়া গিয়া হীরক হস্তে দিয়া বলিল দেখ এই পরকলা খানার জন্য তাহারা গোল করিয়াছিল।

ঐ বণিক্ রমণীকে রত্নাদি পরীক্ষা করিতে আসিত অতএব হীরক খান হস্তে পড়াতে সে বুঝিল তাহা বহু মূল্য প্রস্তর কিন্তু

সে কথা প্রকাশ না করিয়া আমার ভার্য্যাকে কহিল সত্যইতো ইহা পরকলাই বটে কেবল সামান্য পরকলা হইতে কিঞ্চিৎ ভাল, আমার এইরূপ একখান পরকলা আছে দুই খান হইলে এক যোড়া হয় অতএব তোমার যদি ইহা বিক্রয় করা বাঞ্ছা হয় তবে আমি ক্রয় করিতে প্রস্তুত আছি। পরকলা বিক্রয়ের কথা শুনিয়া আমার বালকগণ ক্রন্দন করিয়া উঠিল এবং তাহাদের মাতাকে কহিল ইহা বিক্রয় করিও না। বালকদের এই বাক্য শ্রবণে আমার ভার্য্যা তাহারদিগকে শান্ত করণার্থে তখন অঙ্গীকার করিল বিক্রয় করিব না. সুতরাং বণিক জায়া প্রস্থান করিল, গমন কালে গোপনে বলিয়া গেল এই পরকলা খান যদ্যপি বিক্রয় করা হয় তবে আমাকে না জানাইয়া আর কাহারো নিকট বিক্রয় করিও না। তদনন্তর বণিক রমণী স্বীয় স্বামির দোকান হইতে গৃহে আসার অপেক্ষা না করিয়া আপনি তাহার নিকট যাইয়া ঐ হীরকের বৃত্তান্ত অর্থাৎ তাহার আনুমানিক ওজন ও সৌন্দর্য ও জ্যোতি বিশেষতঃ তাহাতে অন্ধকার ঘর আলোকময় হয় ইহা সমস্ত কহিল। ইহুদী তাহা শুনিয়া হীরকের মূল্য স্থির করণার্থে পত্নীকে পুনর্ব্বার আমার স্ত্রীর নিকট পাঠাইল এবং তাহাকে বলিয়া দিল ঐ হীরক যে মূল্যে ক্রয় করিতে হইবেক তাহা একেবারে না বলিয়া ক্রমেং সুযোগ বুঝিয়া বলিবে।

স্বামির অনুমতি প্রাপ্তে বণিক রমণী আমার ভার্য্যার স্থানে আসিয়া হীরক বিক্রয় করা পরামর্শ কি না তাহা জিজ্ঞাসা না করিয়া একেবারে বলিল তোমাকে বিংশতি স্বর্ণ মুদ্রা দিতেছি তুমি আমাকে সেই পরকলা খান দেও। আমার ভার্য্যা তাহা পরকলা বলিয়াই জানিত অতএব বিংশতি স্বর্ণ মুদ্রা অধিক জ্ঞান করিল কিন্তু তাহার কোন উত্তর না করিয়া এই কথা বলিল আমি স্বামিকে জিজ্ঞাসা না করিয়া তাহা বিক্রয় করিতে পারি না, ইতিমধ্যে আমি গৃহাগত হইলে আমার ভার্য্যা আমাকে জিজ্ঞাসা করিল বিংশতি মুদ্রাতে ঐ পরকলা কি বিক্রয় করিব?। আমি হঠাৎ কোন উত্তর করিলাম না, সাদ বলিয়াছিলেন তদ্দত্ত শীসাতে আমার সৌভাগ্য হইবে তাহা স্মরণ হওয়াতে মৌন ভাবে

থাকিলাম তাহাতে বণিক জায়া বিবেচনা করিল বিংশতি মুদ্রা অত্যল্প জ্ঞান করিয়াছে, ইহা ভাবিয়া কহিল হে প্রতিবাসি আমি তোমাকে পঞ্চাশটা স্বর্ণমুদ্রা দিতে পারি, তাহাতে সন্তুষ্ট হইবা কি না। বিংশতি হইতে একবারে পঞ্চাশ স্বর্ণমুদ্রা বলাতে আমি বিবেচনা করিলাম তাহার মূল্য আরো অধিক হইবে অতএব বণিক রমণীকে কহিলাম এই প্রস্তরের যে মূল্য তুমি এইক্ষণে তাহার নিকটেও আইস নাই। বণিক বনিতা কহিল তবে এক শত মুদ্রা দিতেছি ইহার অধিক আর কি চাহ এক শত মোহর অল্প নহে এবং ইহাতে আমার স্বামী সম্মত হইবেন কি না তাহাও বলিতে পারি না। আমি কহিলাম এই প্রস্তরের মূল্য লক্ষ স্বর্ণ মুদ্রার অধিক, কিন্তু তোমরা প্রতিবাসী তোমারদের সন্তোষার্থ আমি এক লক্ষ মুদ্রা পাইলে দিতে পারি যদ্যপি তাহা দিতে পার তবে লও নতুবা অন্য জহরীর নিকট বিক্রয় করিলে আমি অধিক অর্থ পাইব।

এই কথা বলিলে বণিকজায়া ক্রমেং পঞ্চাশ সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা পর্য্যন্ত দিতে স্বীকৃত হইল কিন্তু আমি কহিলাম লক্ষ মুদ্রার ন্যূনে দিব না তাহাতে বণিক বনিতা আমাকে কহিল স্বামির বিনা অনুমতিতে আমি ইহার অধিক বলিতে পারি না কিন্তু তিনি দোকান হইতে যে পর্য্যন্ত গৃহে না আইসেন সে পর্য্যন্ত তুমি এই হীরক অন্য কোন ব্যক্তিকে দেখাইও না। আমি তাহাতে সম্মত হইলাম, পরে সন্ধ্যার পর রত্ন বণিক গৃহে আসিয়া শুনিলেন তাহার ভার্য্যা পঞ্চাশ সহস্র স্বর্ণমুদ্রা বলিয়া গিয়াছে তাহাতেও আমি দেই নাই অতএব আপন গৃহ হইতে আস্তে ব্যস্তে আমার সদনে আসিয়া বলিলেন হে ভ্রাতা হোসেন তোমার বনিতা আমার ভার্য্যাকে যে হীরক খান দেখাইয়াছিল তুমি তাহা আমাকে একবার অনুগ্রহ করিয়া দেখাও দেখি, ইহাতে আমি তাহাকে গৃহের মধ্যে লইয়া গিয়া ঐ হীরক খান দেখাইলাম তখন রাত্রি হইয়াছিল এবং ঘরে প্রদীপ দেওয়া হয় নাই ইহাতে হীরকের জ্যোতিঃ অতি উত্তম দৃষ্ট হইল এবং হীরক খান আমার হস্তের উপর জ্বলিতে থাকিল তাহাতে ইহুদি দেখিলেন তাহার পত্নী যে

কথা বলিয়াছিল তাহা অপ্রকৃত নহে। পরে বণিক ঐ প্রস্তর খান আমার হস্ত হইতে লইয়া কতক ক্ষণ পর্য্যন্ত নিরীক্ষণ করিলেন, তৎপরে আমাকে কহিলেন আমার ভার্য্যা আমাকে বলিল সে পঞ্চাশ সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা পর্য্যন্ত এই প্রস্তরের মূল্য কহিয়া গিয়াছে এক্ষণে আমি তোমার সন্তোষার্থ আরো বিংশতি সহস্র স্বর্ণমুদ্রা দিতেছি তুমি সোত্তর সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা লইয়া আমাকে এই প্রস্তর খান দেও। আমি কহিলাম হে প্রতিবাসি তোমার ভার্য্যা তোমাকে কহিয়া থাকিবেন আমি এক লক্ষ মাত্র চাহিয়াছি যদ্যপি তাহা প্রাপ্ত হই তবে হীরক বিক্রয় করিব নতুবা বিক্রয় করিব না ইহাতে বাঞ্ছা হয় লও। মূল্য ন্যূন করণাভিপ্রায়ে ইহুদি অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত চেষ্টা করিল কিন্তু যখন দেখিল যে মূল্য ন্যূন হইল না। অপর আমি অন্য কোন রত্ন বণিককে দেখাইলে তাহা হস্ত ছাড়া হয় তখন এক লক্ষ স্বর্ণ মুদ্রাই মূল্য স্থির করিয়া তখনি দুই সহস্র মোহর বায়না দিল পরে পর দিবস অবশিষ্ট অষ্টনবত্তি স্বর্ণ মুদ্রা দিয়া ঐ প্রস্তর গ্রহণ করিল।

এই প্রকারে আশার অতীত অতুল অর্থ প্রাপ্ত হইয়া আমি ঐহিক ও পরমার্থিক সুখের মূল যে পরমেশ্বর তাঁহার ধন্যবাদ করিলাম, পরন্তু সাদ ও সাদি যাঁহারদের যত্নে এই ধন প্রাপ্তি হইল কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থ তাঁহারদের নিকট যাইতে উদ্যতহইলাম তাঁহারদের বাস স্থান জ্ঞাত ছিলাম না এ কারণ যাইতে পারিলাম না, তদনন্তর এই অর্থের কি রূপ সদ্ব্যয় করিব ইহা বিবেচনা করিতে লাগিলাম। আমার ভার্য্যা স্ত্রীজাতির ন্যায় ধন মদে মত্তা হইয়া তাহার এবং পুত্রাদির কারণ বসনাভরণ ও ভবন ক্রয় করিয়া তাহা সুদৃশ্য দ্রব্যাদির দ্বারা সুসজ্জিত করিয়া দিতে কহিল কিন্তু আমি তাহাকে বলিলাম বনিতা বস্ত্রালঙ্কারের জন্য ব্যস্ত হইও না, ধন ব্যয়ের নিমিত্তই হইয়াছে কিন্তু এক টা মূল ধন থাকিয়া তাহা হইতে ব্যয়াদি চলে এমত হইলেই উত্তম হয় আমি তাহার পন্থা প্রথমত করি তাহার পর যে বস্ত্রাভরণ চাহ তাহা দিব।

ইহা বলিয়া আমি পর দিন নগর মধ্যে রজ্জু ব্যবসায়ি যে সকল মহাজন ও কারিগর ছিল তাহারদের নিকট গমন করিয়া

তাহারদিগকে কিছু২ অর্থ অগ্রে দিলাম এবং বলিলাম তোমরা যে ব্যক্তি যেমন রজ্জু প্রস্তুত করিতে পার তাহা প্রস্তুত করিয়া আমাকে দিবা আমি তৎক্ষণাৎ তাহার মূল্য দিয়া গ্রহণ করিব পরে রজ্জু প্রস্তুত হইয়া আসিলে তাহা রাখিবার জন্য কতক গুলি গুদাম ভাড়া করিলাম এবং প্রত্যেক গুদামে এক২ জন সরকার নিযুক্ত করিয়া তাহারদিগকে আমদানী ও বিক্রয়ের আয় ব্যয় লিখিতে অনুমতি করিলাম। এইরূপে অল্প কালের মধ্যে অত্যন্ত বাণিজ্য চলিতে লাগিল এবং আমার যথেষ্ট লাভ এবং আয় হইল এবং স্ত্রীরও যে মনস্কামনা ছিল তাহা পূর্ণ করিয়া দিলাম। অনন্তর গুদাম সকল এক স্থানে থাকিলে কর্ম্মের সুবিধা হইবে এ জন্য কতক স্থান ব্যাপিয়া এক টা পুরাতন বাটী ছিল তাহা ক্রয় করিয়া সেই ভবন ভগ্ন করত তথায় গত কল্য মহারাজ যে অট্টালিকা দেখিয়াছেন তাহা নির্ম্মাণ করিলাম এই বাটী যদিও দৃষ্টে উত্তম তথাপি তাহাতে কেবল বাণিজ্য দ্রব্যাদি রাখিবার এবং আপনি ও আপন পরিবার সকল থাকিবার উপযুক্ত গৃহাদি আছে। এই অট্টালিকা নির্ম্মাণের কিয়ৎকাল পরে এক দিবস সাদ ও সাদি আমার পূর্ব্ব বাস স্থানের নিকট দিয়া যাইতে২ আমাকে তথায় না দেখিয়া অত্যন্ত চমৎকৃত হইয়া তত্রস্থ লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন আমি জীবদ্দশায় আছি কি লোকান্তর গত হইয়াছি তাহাতে কোন ব্যক্তি তাঁহারদিগকে কহিলেন আমি ভারি কারবার আরম্ভ করিয়াছি তৎকালে আমাকে লোকে হোসেন দড়িওয়ালা না বলিয়া সম্মান সূচক খোজা শব্দ আমার নামাগ্রে প্রয়োগ করিয়া আমাকে খোজা হোসেন দড়িওয়ালা কহিত আমি এখন যে গৃহে বাস করি লোকে সে গৃহকে রাজপুরী বলিয়া ব্যাখ্যা করিল। এই কথা শ্রবণে তাঁহারদের অতিশয় আশ্চর্য্য বোধ হইল পরে আমার আলয় অনুসন্ধান করিয়া আসিতে২ সাদি সাদকে কহিলেন রজ্জু বিক্রয়ির সৌভাগ্যের কথা শুনিয়া আমি পরমাহ্লাদিত হইলাম, আমার ধনেই তাহার ধনোৎপত্তি হইয়াছে ইহাতে সন্দেহ নাই কেননা তুমি যে একখান শীসা দিয়াছিলে তাহাতে এতদ্রূপ ধন হওয়া অসম্ভব কিন্তু সে আমার

দুই শত মুদ্রাতে সন্তুষ্ট না হইয়া আর দুই শত মোহর লওনার্থ আমার সঙ্গে যে দুই বার চাতুরী করিয়াছিল তাহাতে এই ধন হইয়া থাকিবে। সাদি কহিল বন্ধো তুমি যাহা মনে করিতে চাহ কর, কিন্তু খোজা হোসেন তোমার সঙ্গে চাতুরী করিয়াছে ইহা আমি কখন বিশ্বাস করি না, আমি বোধ করি সে যাহা বলিয়াছে তাহা যথার্থ কদাচ মিথ্যা নহে, বরঞ্চ আমার জ্ঞান হইতেছে আমি তাহাকে যে একখান শীসা দিয়াছিলাম তাহাতেই তাহার ঐশ্বর্য্য হইয়াছে।

এই প্রকার কথোপকথন করিতে২ দুই মিত্র আমার বাটীর দ্বারে আসিলেন, কিন্তু বাটী দৃষ্টে এমত বোধ করিলেন না যে ঐ বাটী আমার, তাহাতে কাহার বাটী যাইতে কাহার বাটীতে যাইবেন এই আশঙ্কায় দ্বারিকে জিজ্ঞাসা করিলেন কেমন এই অট্টালিকা খোজা হোসেন দড়িওয়ালার কি না। দৌবারিক কহিল হাঁ এই বাটী তাঁহার, তিনি বৈঠকখানায় আছেন, আপনারা ভিতরে যাউন, সেখানে অনেক কিঙ্কর আছে তাহারা সংবাদ করিবে। অনন্তর মদীয় দাস তাঁহাদের আগমনের সংবাদ করিলে আমি দ্বার হইতে তাঁহারদিগকে দেখিয়া আস্তেব্যস্তে তাহারদের নিকটে গিয়া অভ্যার্থনা করিলাম, এবং তাহারদের চরণ ধারণে উদ্যত হইলাম কিন্তু তাঁহারা চরণ ধরিতে না দিয়া আমাকে আলিঙ্গন করিলেন। পরে বৈঠকখানায় আনিয়া আমি তাঁহারদিগকে এক পর্য্যঙ্কে বসাইলাম। তাহার পর সাদি আলাপারম্ভ করিয়া আমাকে কহিলেন খোজা হোসেন আমি তোমার যে সৌভাগ্য বাঞ্ছা করিয়াছিলাম তাহাই এখন দেখিতেছি ইহাতে আমি কি পর্য্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি তাহা বাক্য দ্বারা প্রকাশ করিতে অক্ষম বোধ করি আমি তোমাকে দুইবারে যে ৪০০ শত স্বর্ণমুদ্রা দিয়াছিলাম তাহাতে তোমার অদৃষ্ট ফিরিয়া থাকিবে, কিন্তু আমার সাক্ষাতে তুমি দুইবার দুইটা আরোপিত কথা কেন বলিয়াছিলা ইহার ভাব বুঝিয়া উঠিতে পারিনাই, অনুমান হয় তৎকালে মনোমত ধন লাভ হয় নাই এইজন্য সত্যকথা গোপন করিয়াছিলা, বল দেখি এই কথা যথার্থ কি না।

সাদী যখন এই সকল বাক্য কহেন তখন শাদ মনে২ বিরক্ত হওত অধোবদন হইয়া থাকিলেন পরে সাদির কথা সমাপন হইলে তিনি কহিলেন সখা তুমি যে কথা কহিলে খোজা হোসেন স্বয়ং তাহার উত্তর দিবেন, কিন্তু আমি তোমাকে এক কথা বলি তুমি বিরক্ত হইও না তোমার এমত মনে করা অনুচিত যে ইনি তোমাকে কল্পিত বাক্য কহিয়াছিলেন, আমার বোধ হয় যথার্থ যাহা ঘটিয়াছিল ইনি তাহাই বলিয়া থাকিবেন। সাদের এই কথা শেষ হইলে আমি উভয়কে সম্বোধন করিয়া কহিলাম হে মহাশয়েরা, যদি আমি এমত অনুমান করিতাম যে আমার উত্তরে আপনারদের মনোভঙ্গ হইবে তবে আপনাদের কথায় মৌনী হইয়া থাকিতাম, কিন্তু আমি জানি আমার উত্তরে আপনাদের প্রণয়ের খর্ব্বতা হইবেক না অতএব উত্তর দানে প্রবৃত্ত হইতেছি, আপনারা নিশ্চয় জানিবেন আমি পূর্ব্বে যেমন যথার্থ কথা কহিয়াছি এইক্ষণেও সেই রূপ কহিব, মিথ্যা কহিব না, ইহা বলিয়া মহারাজকে যে সকল বৃত্তান্ত এখনি কহিলাম তাহা সমস্ত তাহাদের গোচর করিলাম, কিন্তু তাহাতে সাদির মনের সংশয় দূর হইল না, তাঁহার মনে পূর্ব্বে যেরূপ অবিশ্বাস ছিল সেই রূপ অপ্রত্যয় রহিল, তিনি কহিলেন খোজা হোসেন চীল কর্ত্তৃক পাগড়ি হরণ ও সাজিমাটি লইয়া জালা দেওন যেমন অসম্ভব মীনের উদরে মণি প্রাপ্ত হওয়াও সেই মত। যাহা হউক আমার মনোগত ভাব এই ছিল তোমার দারিদ্র্য দশা না থাকে তাহা আমার দ্বারা সম্পন্ন হইয়াছে ইহাই আমার পরম আনন্দের বিষয়।

আমি এবং সাদ এবিষয়ে অনেক কথোপকথন করিলেও সাদির মনের সন্দেহ দূর হইল না, পরে যখন তাঁহারা বিদায় হইয়া যান তখন আমি কহিলাম আমি বলিতে সাহস পাই না, কিন্তু আমার বাসনা যে অদ্য রাত্রে আপনারা এখানে ভোজন ও শয়ন করেন তাহা হইলে কল্য প্রাতে নগরের বহিরংশে কখন২ বায়ু সেবনার্থ আমি যে উদ্যান ক্রয় করিয়াছি তথায় আপনারদিগকে তরিযোগে লইয়া যাই এবং তথায় মধ্যাহ্ন ভোজনাদি হয়, তাহার পর দিবাবসানে শীতল সময়ে অশ্বারোহণে এখানে

লইয়া আসি। সাদি কহিলেন আমি ইহাতে সম্মত আছি কিন্তু সাদকে জিজ্ঞাসা কর তাঁহার কোন প্রতিবন্ধক আছে কি না। সাদ বলিলেন আমার কোন প্রতিবন্ধক নাই। সাদি বলিলেন তবে এক জন ভৃত্য যাইয়া তোমার ও আমার বাটীতে বলিয়া আসুক যে আমরা অদ্য রাত্রে বাটী যাইব না। ইহা শুনিয়া ঐ সংবাদ দেওনার্থ আমি তখনি এক কিঙ্করকে প্রেরণ করিলাম তাহার পর ভোজনের আয়োজনাদি করিতে আজ্ঞা দিলাম।

ভৃত্যেরা যখন ভোজনের আয়োজনে নিযুক্ত হইল তখন আমি মদীয় সুখোৎপত্তির মূল ঐ দুই বন্ধুকে লইয়া গৃহ দ্বার সকল দেখাইতে লাগিলাম, এবং তাঁহারদিগের উভয়কেই আমার সুখোৎপত্তির মূল কহিলাম যেহেতু সাদি অভাবে সাদ আমাকে শীসা দিতেন না, এবং সাদের সহিত তর্ক বিতর্ক না হইলে সাদি আমাকে চারি শত স্বর্ণমুদ্রা দান করিতেন না, অতএব উভয়েই আমার পক্ষে তুল্য উপকারী ছিলেন। ঐ বন্ধু দ্বয় আমার ভবন এবং ব্যবসায়ের সুনিয়ম দর্শনে সন্তুষ্ট হইলেন।

অনন্তর ভোজনের আয়োজন হইলে আমি তাঁহারদিগকে ভোজনালয়ে লইয়া গেলাম, সে গৃহের পরিচ্ছন্নতা ও সুশৃঙ্খলা বিশেষতঃ যে সকল খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত হইয়াছিল তাহা দেখিয়া তাঁহারা পরম তুষ্ট হইলেন, ভোজন কালে সংগীত ও বাদ্য যন্ত্রাদির বাদন হইল তৎপরে নর্ত্তক ও নর্ত্তকী গণের নৃত্য ও অন্যং আমোদ হইল। এই রূপে তাঁহারদের পরিতোষার্থে সাধ্যানুসারে যাহা পারিলাম তাহা করিলাম।

পরদিন সূর্য্যোদয় না হইতেং অতি সুন্দর এক তরি আরোহণ করাইয়া তাঁহারদিগকে উদ্যানে লইয়া গেলাম। উদ্যান ঠিক নদীর তটে ছিল এবং তাহার চতুর্দ্দিগে বহুদূর পর্য্যন্ত প্রস্তর ছিল তাঁহারা উভয়ে উদ্যানে প্রবেশ করিয়া গৃহের পরিচ্ছন্নতা ও সকল সদনের সংযোগ দর্শনে বিশেষত বর্ত্ম পার্শ্বস্থ বৃক্ষ শ্রেণির উপরে নানাবিধ মধুরালাপি ও অতি সুস্বরে গানকারি পক্ষিদের মনোহর গান শ্রবণে মোহিত হইলেন। ঐ উদ্যান মধ্যে আর এক গৃহ ছিল চতুর্দ্দিগে বৃক্ষ শ্রেণি প্রযুক্ত তাহা অতি সুস্নিগ্ধ

ও মনোহর হইয়াছিল, তন্মধ্যে বিচিত্র বস্ত্র মণ্ডিত এক পর্য্যঙ্কে তাঁহারদিগকে উপবেশন করাইলাম। আমরা এই স্থানে বসিয়া কথোপকথন করিতেছি, ইতি মধ্যে আমার দুই পুত্র যাহারদিগকে বায়ু সেবনার্থ শিক্ষক সমভিব্যাহারে কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে ঐ উদ্যানে প্রেরণ করিয়াছিলাম তাহারা এক ভৃত্য লইয়া উদ্যানে ভ্রমণ করিতে২ প্রান্ত ভাগে যে এক বৃক্ষ ছিল তাহাতে পাখির বাসা দেখিয়া প্রথমত আপনারা পাড়িবার চেষ্টা করিল কিন্তু স্বয়ং না পারাতে ভৃত্যকে আনয়ন করিতে কহিল। ভৃত্য বৃক্ষে উঠিয়া নীড় নিকটে যাইয়া দেখিল যে একটা পাগড়ির উপরে বাসা নির্ম্মিত, তাহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া পাগড়ি শুদ্ধ বাসা আনিয়া আমার জ্যেষ্ঠ পুত্রের হস্তে দিয়া কহিল ইহা অতি আশ্চর্য্য, কর্ত্তাকে লইয়া দেখাও, আমার জ্যেষ্ঠ তনয় তদ্দৃষ্টে চমৎকার জ্ঞান করিয়া মহা আনন্দে আমাকে তাহা দেখাইতে আসিল, আমি ঘর হইতে তাহাকে দেখিতেছিলাম। পরে পুত্র নিকটে আসিয়া কহিল পিতা দেখ দেখি পাগড়ির উপর কেমন পাখির বাসা হইয়াছে। এই আশ্চর্য্য ব্যাপার দর্শনে আমি যেমন চমৎকৃত হইলাম সাদ ও সাদিও সেই প্রকার চমৎকৃত হইলেন, কিন্তু আমি দেখিলাম আমার যে পাগড়ি চিলে লইয়া গিয়াছিল তাহা সেই পাগড়ি, তাহাতে অত্যন্ত চমৎকৃত হইয়া ঐ দুই বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিলাম আপনারা আমার সঙ্গে প্রথম যে দিবস সাক্ষাৎ করেন সে দিবস আমার মস্তকে কেমন পাগড়ি ছিল তাহা স্মরণ আছে কি না। সাদি উত্তর করিলেন তাহা বড় স্মরণ নাই, কিন্তু দেখ দেখি ইহার মধ্যে স্বর্ণ মুদ্রা আছে কি না, আমি কহিলাম তাহারও বড় আশ্চর্য্য নাই, এই পাগড়ি ভারি বোধ হইতেছে বরঞ্চ আপনারা হস্তে করিয়া দেখুন ইহা বলিয়া শাবক গুলি পুত্রকে দিয়া পাগড়ি সাদির হস্তে দিলাম। সাদি তাহা আপন হস্ত হইতে সাদের হস্তে দিয়া আমাকে বলিলেন এ পাগড়ি তোমার বোধ হইতেছে, কিন্তু ইহার মধ্যে যদ্যপি মুদ্রা বাহির হয় তবেই সকল সন্দেহ যায়, আমি তখন ঐ পাগড়ি লইয়া কহিলাম, দেখুন এই পাগড়ি এখনি বৃক্ষ হইতে আনীত

হইল এবং ইহার উপর যে পক্ষির বাসা আছে তাহা নরকৃত নহে, বোধ হয় চীলে এই পাগড়ি লইয়া বৃক্ষের উপর রাখিয়াছিল। শাখার অবলম্বনে ভূমিতে পড়িতে পারে নাই তাহার পর পক্ষিতে বাসা করিয়াছিল। এই কথা বলিয়া আমি পাগড়ি খুলিলাম এবং তাহার মধ্যস্থ স্বর্ণ মুদ্রা শুদ্ধ থলিয়া সাদির সম্মুখে রাখিয়া দিলাম। সাদি থলিয়া দৃষ্টে জানিতে পারিলেন যে সেই তাঁহার থলিয়া বটে পরে আমি থলিয়ার মুদ্রা তাঁহাদের সম্মুখে ঢালিয়া দিয়া কহিলাম আপনারা এই মুদ্রা গণিয়া দেখুন তাহা হইলে বুঝিতে পারিবেন।

আমার এই কথা শুনিয়া সাদ দশ২ মুদ্রার এক২ থাক লাগাইয়া দেখিলেন যে তাহাতে ১৯০ মুদ্রা আছে তাহাতে আমাকে কহিলেন এই মুদ্রাতে তোমার ধন বৃদ্ধি হয় নাই তাহা এখনি বুঝিলাম, কিন্তু আর যে দুই শত মুদ্রা দিয়াছিলাম ও যাহা তুমি ভূষির জালাতে রাখিয়া ছিলা তাহাতেই ধনবৃদ্ধি হইয়া থাকিবেক। আমি কহিলাম মহাশয় আমি আপনাকে প্রবঞ্চনা বাক্য কহি নাই যাহা ঘটিয়াছিল যথার্থ কহিয়াছি এই ক্ষণে বিপরীত কহিতে পারিব না। সাদ কহিলেন খোজা হোসেন সাদী যাহা ভাবেন ভাবুন, তিনি বড বলিবেন তোমার অর্দ্ধেক ধন তাঁহার দুই শত মুদ্রা হইতে হইয়াছে তথাপি মৎস্যের উদরে তোমার হীরা প্রাপ্তি তাঁহাকে স্বীকার করিতে হইবেক সুতরাং আমার শীসা হইতে তোমার অর্দ্ধেক ধনোৎপত্তি ইহা তাঁহাকে মানিতে হইল। সাদি কহিলেন সাদ আমি ঐ কথা মানিতে পারি, কিন্তু ধনে ধনোৎপত্তি একথার অন্যথা তুমি করিতে পারিলে না। সাদ বলিলেন একথা অতি আশ্চর্য্য, যদ্যপি কেহ দৈবাৎ কোথায় পঞ্চাশ সহস্র মুদ্রা মূল্যের একটা বহুমূল্য মণি কুড়াইয়া পায় তবে কি ধন হইতে ধন হইল এই কথা বলিবে।

এই প্রকারে অনেক ক্ষণ বাদানুবাদ হইলে পর ভোজনাদি হইল, রৌদ্রের সময়ে তাহারদিগকে আরাম করিতে দিয়া আমি আপনার কর্ম্ম কার্য্য দেখিলাম, তদনন্তর তাহাদের নিকটে আসিয়া কথোপকথন করিতে লাগিলাম, বেলা অবসান হইয়া আসিলে

তাহারদিগকে লইয়া উদ্যান ভ্রমণ করিলাম, তাহার পর অশ্বশালা হইতে তিন অশ্ব আনাইয়া সন্ধ্যার পর জ্যোৎস্নাতে তিন জনে বোগদাদে আসিলাম তথায় আসিতে চারি পাঁচ দণ্ড রাত্রি হইল।

দৈবাৎ সে দিবস আমার ভৃত্য গণ আলস্য ক্রমে অশ্বের দানা প্রস্তুত করিয়া রাখে নাই, এবং শস্যের গোলাও নিকটে ছিল না, অথচ অশ্বের আহার না হইলে নয় ইহাতে এক জন ভৃত্যকে শস্যানয়নার্থ পাঠাইলাম সে এক প্রতিবাসির দোকানে এক জালা ভূষি পাইয়া তাহা ক্রয় করিয়া জালা সমেত আনিল এবং দোকানিকে বলিয়া আসিল যে পর দিবস জালা ফিরাইয়া দিবেক, পরে ঐ জালা হইতে ভূষি বাহির করিতে২ তন্মধ্যে বস্ত্র মণ্ডিত মুদ্রা পাইল। ঐ দাস সর্ব্বদা শুনিত আমার বস্ত্র মণ্ডিত মুদ্রা হারা ইয়াছে অতএব ঐ মুদ্রা পাইয়া তাহা লইয়া আমার নিকটে ত্বরায় আসিল, আমি তাহা দেখিয়া অত্যন্ত পুলকিত হইয়া মদীয় উপকারি বন্ধু দ্বয়কে কহিলাম পরমেশ্বর আমার লজ্জা নিবারণ করিলেন এক যাত্রায় আপনাদের সকল সন্দেহ দূর করিতে পারিলাম আমি যে বসনে আর ১৯০ মুদ্রা বন্ধন করিয়া রাখিয়াছিলাম তাহা এই? ইহা বলিয়া ঐ বস্ত্রের বন্ধন মুক্ত করিয়া মুদ্রা গুলি গণিয়া তাঁহাদের সম্মুখে রাখিয়া দিলাম। তদনন্তর জালা আনাইয়া দেখিলাম যে জালাতে মুদ্রা রাখিয়াছিলাম তাহা সেই জালাই বটে। অপর মুদ্রা পুনঃপ্রাপ্তির কোন কথা না বলিয়া আমার ভার্য্যার নিকট ঐ জালা পাঠাইয়া দিলাম, তিনি তাহা দেখিয়া তৎক্ষণাৎ জানিতে পারিলেন যে এই জালা শুদ্ধ ভূষি দিয়া সাজি মাটি লইয়াছিলেন। ইহাতে সাদির মনে আর সন্দেহ রহিল না, তিনি কহিলেন এপর্য্যন্ত আমার ভ্রম ছিল যে বিনা মুদ্রায় মুদ্রা উৎপন্ন হয় না, কিন্তু এখন বুঝিলাম যে কেবল ধনে ধনোৎপত্তি হয় এমত নহে, অন্য প্রকারেও হইতে পারে।

তদনন্তর আমি সাদিকে কহিলাম আপনি আমাকে অর্থ দান করিয়াছেন তাহা ফিরাইয়া, দেওয়া ভাল হয় না, কিন্তু আপনাদের কৃপাতে আমার যথেষ্ট হইয়াছে, আর ইহাতে প্রয়োজন

নাই, অতএব দরিদ্র জনকে ইহা দান করিব তাহাতে পরমেশ্বর আপনকার ও আমার উভয়েরই প্রতি প্রীত হইবেন। অনন্তর সেই দুই বন্ধু সেই রাত্রি আমার ভবনে শয়ন করিয়া থাকিলেন, তাহার পর দিবস স্ব২ ভবনে গমন করিলেন, তৎপরে আমি তাঁহারদের সন্তোষার্থ তাহারদের সদনে গমন করিলাম এবং এক্ষণেও সতত তাঁহারদের নিকটে যাইয়া তাঁহারদের সহিত প্রণয় বন্ধন করিয়া থাকি।

রাজা হারুনলরসীদ এই বিবরণ এমত মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ করিলেন যে খোজা হোসেন গল্প সমাপন করিয়া মৌনী হইলে তিনি জানিতে পারিলেন যে গল্প শেষ হইয়াছে, তৎপরে তাহাকে বলিলেন খোজাহোসেন আমি এমত আশ্চর্য্য কথা অনেক কাল শুনি নাই, তোমার ধন লাভের বিবরণ অতি চমৎকার, পরমেশ্বর তোমাকে অর্থ দিয়াছেন তুমি তাহা সদ্ব্যয় করিয়া তাঁহার নিকট আপন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করহ। পরন্তু তুমি যে অমূল্য নিধি প্রাপ্ত হইয়া ছিলা তাহা আমি ক্রয় করিয়াছি এবং তাহা আমার ধন ভাণ্ডারে আছে, ঐ মণি অতি অপূর্ব্ব, এবং তাহার বিবরণ শুনিয়া আমি পরমাহ্লাদিত হইলাম. তুমি সাদিকে এক দিন আনিয়া ঐ রত্ন দেখাও. তাহাহইলে তাহার মনে যে কিছু সন্দেহ আছে তাহাও দূর হইবে। অপর আমার ধন রক্ষকের নিকটে যাইয়া তুমি তাবৎ বৃত্তান্ত কহ আর তাহাকে বল তদ্বৃত্তান্ত লিখিয়া ঐ মণির সহিত একত্রে রাখে।

এই কথা বলিয়া রাজা তাহাকে ও বাবা আব্দুল্লাকে বিদায় হইতে সঙ্কেত করিলেন, তাহাতে খোজা হোসেন ও বাবা আব্দুল্লা অষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া বিদায় হইল।

বোগদাদ নগর বাসি আলিখোজা বণিকের কথা।

হারুনলরসিদ রাজার রাজত্বকালে বোগদাদ নগরে আলিখোজা নামক এক বণিক থাকিত, সে অত্যন্ত ঐশ্বর্য্য শালী বা নিতান্ত দীন ছিল না। ঐ ব্যক্তি দারপরিগ্রহ করে নাই স্বাধীন হইয়া স্বপিতৃগৃহে বাস করিত এবং বাণিজ্যে যে লভ্য হইত তদ্দ্বারা স্বচ্ছন্দে কাল যাপন করিত। ঐ আলিখোজা ক্রমশ তিন রাত্রে এই রূপ স্বপ্ন দেখিল যেন এক মান্য প্রাচীন ব্যক্তি আসিয়া

তাহাকে নিয়ত ভৎর্সনা করে যে বিশিষ্ট মুসলমান হইয়া তুমি কিজন্য মক্কা তীর্থে গমন না কর।

আলিখোজার দৃঢ় প্রতীতি ছিল যে ধর্ম্মনিষ্ঠ মুসলমানের তীর্থ দর্শন নিতান্ত উচিত, কিন্তু বাটী দোকান তৈজসাদি পরিত্যাগ করিয়া তীর্থ যাত্রায় অসমর্থ ছিল, গৃহে থাকিয়া দান ও অন্যং পুণ্য কর্ম্ম দ্বারা মনঃ প্রফুল্ল রাখিত পরন্তু স্বপ্ন দর্শনাবধি তাহার অন্তঃকরণ অতিশয় চঞ্চল হইল কি জানি কখন কি বিপদ ঘটে এই চিন্তায় সেই বৎসরেই মক্কা যাওয়া স্থির কবিয়া দোকান উঠাইয়া তৈজসাদি যে সকল দ্রব্য মক্কায় বিক্রয় করিলে অধিক লভ্য হইতে পারে তন্মাত্র রাখিয়া আরং তাবৎ দ্রব্য বিক্রয় করিয়া বাটীতে এক জন ভাড়াটিয়া রাখিল।

এই রূপ সকল বিষয়ের বন্দোবস্ত হইলে পর বোগদাদস্থ মন্ত্রী দলের সঙ্গে মক্কায় গমনে প্রস্তুত হইয়া থাকিল, কিন্তু পথের এবং অন্যং বিষয়ের ব্যয়োপযুক্ত যে অর্থ সঙ্গে যাইবে তদ্ব্যতীত দ্রব্যাদি বিক্রয় করিয়া যে এক সহস্র স্বর্ণমুদ্রা হইল তাহা সঙ্গে না লইয়া কিপ্রকারে কোথায় রাখিয়া যাইবে এই চিন্তায় রহিল। পরে উপযুক্ত আয়তনের একটা কলস আনিয়া তাহাতে উক্ত সহস্র সুবর্ণ পুরিয়া তাহার উপরে জলপাই দিয়া ঢাকিয়া কলসের মুখ বন্ধ করিয়া তাঁহার পরম বন্ধু এক বণিকের নিকট লইয়া গিয়া তাহাকে কহিল ভ্রাতঃ তুমি শুনিয়াছ আমি মক্কায় যাইতেছি অতএব আমার প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত তুমি অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমার এই জলপাইয়ের কলসটি আপন নিকটে রাখ। আমি মক্কা হইতে পুনরাগমন করিলে দিও। বণিক বলিল তাহার আশ্চর্য্য কি? পরে ভাণ্ডারের চাবি তাহার হস্তে দিয়া বলিল তুমি আপন হস্তে ভাণ্ডার খুলিয়া যে খানে বাঞ্ছা সেই খানে কলস রাখিয়া যাও যেখানে রাখিয়া যাইবা মক্কা হইতে আসিয়া সেইখানেই পাইবা তাহা কেহ স্পর্শ করিবে না। ইহা শুনিয়া আলি খোজা ভাণ্ডারে কলস রাখিয়া বন্ধুকে চাবি পুনঃপ্রদান করিল। পরে যে দিবস যাত্রির সম্প্রদায় যাত্রা করিল সেই দিবসে আলি খোজা আপনার দ্রব্যাদি এক উষ্ট্রের পৃষ্ঠে বোঝাই করিয়া আপনিও তাহার উপর

আরোহণ করত তাহারদের সমভিব্যাহারে চলিল। অনন্তর নির্ব্বিঘ্নে মক্কাধামে পৌছিয়া যে বিখ্যাত মন্দির দর্শনার্থ নানা দেশ হইতে প্রতি বৎসর মোসলমানের সমাগম হয় সেই মন্দির দর্শন ও যথাবিধি অর্চ্চনাদি করিল। তদনন্তর যে সকল বাণিজ্য দ্রব্য সঙ্গে ছিল তাহা বিক্রয়ার্থ এক দোকান ভাড়া করিয়া সমস্ত দ্রব্য সাজাইয়া রাখিল। পরে দুই জন সাধু সওদাগর দোকানের নিকট দিয়া যাইতেছিল তাহারা আলিখোজার উত্তম দ্রব্যাদি দেখিয়া চমৎকৃত হইল, এবং কিয়ৎকাল অবলোকন পূর্ব্বক পরস্পর কহিতে লাগিল যদ্যপিও এ বাণিজ্যের উত্তম স্থান বটে কিন্তু ফেরো নগরীতে এই সকল দ্রব্য বিক্রয় করিলে কত অধিক লভ্য হয় বুঝি এই বণিক তাহা জানে না যদি জানিত তবে এখানে কদাচ বিক্রয় করিত না। আলি খোজা এই কথা শুনিতে পাইল এবং পূর্ব্বে অন্যান্য লোকের স্থানে ফেরোনগরের শোভার বৃত্তান্ত শুনিয়াছিল অতএব তন্নগরে যাত্রা করা শ্রেয় বোধ করিয়া বাণিজ্য দ্রব্যাদি বান্ধিয়া ফেরোনগরীয় যাত্রি দল সমভিব্যাহারে তথায় গমন করিল, এবং অত্যল্প দিবসেই সেখানে পৌছিয়া তাবৎ দ্রব্যাদি বিক্রয় করিয়া প্রত্যাশার অতিরিক্ত ফল প্রাপ্ত হইল অর্থাৎ প্রচুর লভ্য হইল। পরে ঐ লভ্যের ধনে তদ্দেশজাত বহুবিধ উত্তম২ দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া দমস্ক নগরে গমন করিল এবং ঐ স্থানে সঙ্গি প্রাপ্তির প্রতীক্ষায় দেড় মাস পর্য্যন্ত অবস্থিতি করিল ইত্যবসরে ফেরো নগরে যে সকল অদ্ভুত ও অপূর্ব্ব ব্যাপার ছিল এবং অতি উচ্চ শূণ্ডাকৃতি গোরস্থান এবং স্তম্ভ ও নীল নদীর দুই পার্শ্বস্থ অতি মনোহর নগর এসকল লেউস আরোহণে সুন্দর রূপে দর্শন করিল। পরে দমস্ক নগরের যাত্রিগণের সহিত যেরূজেলম নগর দিয়া গমন করিতে২ তথাকার বিখ্যাত এক দেবালয় যাহাকে মোসলমানেরা মক্কার মন্দিরের তুল্য মান্য করে এবং যাহাতে ঐ নগরের নাম অতি পবিত্র হইয়াছে তাহা দর্শন করিল। অনন্তর দমস্ক নগরীতে উপস্থিত হইয়া পুরাবৃত্তে তন্নগরের যে রূপ শোভা বর্ণন আছে তদপেক্ষাও উত্তম শোভাবান ক্ষেত্র ও মনোহর উদ্যান সকল অবলোকন করিল।

তথাপি আপন জন্ম ভূমি বোগদাদকে বিস্মৃত হইতে না পারিয়া স্বদেশ গমনার্থ যাত্রা করিয়া এলিপো নগরে কিয়ৎকাল অবস্থান পূর্ব্বক তথা হইতে ইউফ্রেটিস নদী পার হইয়া শীঘ্র স্বদেশে পঁহুছিবার মানসে তিগ্রিস নদী দিয়া মুসল নগরে উপস্থিত হইল ঐ স্থানে আগমন করিলে যে সকল পারস্য দেশীয় বণিকেরা তাহার সঙ্গে আসিয়াছিল ও যাহারদিগের সহিত তাহার অত্যন্ত প্রণয় হইয়াছিল তাহারা তাহাকে যত্ন করিয়া আপনারদিগের রাজধানী শিরাজ নগরে লইয়া গেল। পরে তথায় তাহারদিগের সৌহৃদ্যে বশীভূত হইয়া তাহারদিগের অনুরোধে তাহারদের সঙ্গে হিন্দুস্থানে আসিয়া পুনরায় শিরাজ নগরে ফিরিয়া গেল, এইরূপে অনেক কাল ভ্রমণ করিয়া প্রত্যেক নগরে কিছু২ দিন থাকাতে বোগদাদ নগর ত্যাগের পর সাত বৎসর গত হইলে স্বদেশ প্রত্যাগমনে তাহার নিতান্ত প্রতিজ্ঞা হইল।

আলি খোজার স্বদেশীয় সওদাগর বন্ধু এই কাল যাবৎ তাহাকে স্মরণ করে নাই এবং সে যে জলপাইর কলস রাখিয়া গিয়াছিল তাহাও মনে করে নাই। আলি খোজা যখন বোগদাদে আসিতেছে তখন এক দিবস তাহার ঐ বন্ধু সন্ধ্যা কালে সস্ত্রীক হইয়া আহার করিতেছিল সে সময় জলপাইর কথা উপস্থিত হইলে তাহার বনিতা কহিল অনেক দিবস জলপাই খাই নাই এক্ষণে গোটা কতক পাইলে ভক্ষণ করিতাম। বণিক বলিল তুমি জলপাইর কথা বলাতে আমার মনে পড়িল সাত বৎসর গত হইল আলি খোজা মক্কায় গমন কালে আমার তৈজসাগারে এক কলস জলপাই রাখিয়া গিয়াছে, বহু দিবস হইল শুনিয়াছিলাম আলি খোজা মিসর দেশে গমন করিয়াছে কিন্তু তৎপরে তাহার কোন সংবাদ পাই নাই ইহাতে অনুমান করি অবশ্যই তাহার মৃত্যু হইয়া থাকিবেক. নতুবা এত দিন প্রত্যাগত হইত অতএব এক খান রেকাবী ও একটা বাতি দেও দেখি, যাইয়া জলপাই আনয়ন করি। সওদাগরের পত্নী কহিল দোহাই পরমেশ্বরের, তুমি এমত কর্ম্ম কদাপি করিও না, কোন ব্যক্তির নিকট কেহ কোন দ্রব্য বিশ্বাস করিয়া রাখিলে তাহা সংরক্ষণের তুল্য

পুণ্য কর্ম্ম আর নাই, তুমি কহিলা আলি খোজা মক্কা হইতে মিসর দেশে গিয়াছে তথা হইতে স্থানান্তরে গিয়া থাকিতে পারে তুমি তাহার সংবাদ পাও নাই সে যদি জীবিত থাকে ও কোন কালে আসিয়া তোমার নিকট জলপাই চাহে তখন তুমি তাহাকে কি কহিবা, তাহার জলপাইর কলস তাহাকে ফিরিয়া দিতে না পারিলে তোমার ও তোমার বংশের কি অপযশ হইবে তাহা বিবেচনা কর দেখি, আমার জলপাই খাইবার প্রয়োজন নাই, ঐ জলপাই বহু কালের হইল পচিয়া নষ্ট হইয়া গিয়াছে অতএব কলস যে ভাবে আছে সেই ভাবেই থাকুক তুমি স্পর্শ করিও না। সওদাগরের ভার্য্যা যদ্যপিও স্বামিকে এসকল কথা বলিল কিন্তু সওদাগর তাহাতে মনোযোগ না করিয়া প্রদীপ ও পাত্র লইয়া তখনি তৈজসাগারে চলিল তাহাতে তাহার পত্নী পুনর্ব্বার তাহাকে কহিল দেখ আমার কথা স্মরণ রাখিও ইহার পর পশ্চাত্তাপ করিতে হইলে আমার প্রতি কোপ করিতে পারিবা না। সওদাগর গৃহিণীর প্রবোধ বাক্যে কর্ণপাত না করিয়া তৈজসাগারে গিয়া কলসের মুখ খুলিয়া দেখিল যে তাবৎ জলপাইতে ছাতা পড়িয়াছে কিন্তু নীচে ভাল আছে কি না দেখিবার জন্য কতক গুলা জলপাই পাত্রে তুলিয়া কলস ধরিয়া নাড়িল তাহাতে কএক টী স্বর্ণ মুদ্রা ঘুরিয়া উপরে উঠিল। সওদাগর স্বাভাবতঃ ধন লোভী স্বর্ণ দর্শনে প্রফুল্লচিত্ত হইয়া কলসের ভিতর নিরীক্ষণ করিয়া দেখিল যে কলস হইতে প্রায় তাবৎ জলপাই বাহির হইয়াছে অবশিষ্ট যাহা আছে তাহা কেবল স্বর্ণ মুদ্রা। তাহা দেখিয়া অগ্রে যে পচা জলপাই গুলা বাহির করিয়াছিল তাহা পুনর্ব্বার কলসে পুরিয়া পূর্ব্ববৎ তাহার মুখ বন্ধ করিয়া স্ত্রীর নিকটে আসিয়া কহিল হে প্রিয়ে তুমি যাহা কহিয়াছিলা তাহা যথার্থ, তাবৎ জলপাই নষ্ট হইয়া গিয়াছে এ জন্য কলস ঢাকিয়া রাখিয়া আসিলাম যদ্যপি আলি খোজা ফিরিয়া আইসে তবে কলস যে ভাবে রাখিয়া গিয়াছে সেই ভাবে পাইবে কোন রূপেই বোধ করিতে পারিবে না যে কোন ব্যক্তি তাহা স্পর্শ করিয়াছে। তৎপত্নী কহিল আমার পরামর্শানুসারে তাহা স্পর্শ না করাই ভাল

ছিল, যাহা হউক, ঈশ্বরেচ্ছায় কোন উৎপাত না ঘটিলেই মঙ্গল। এ কথাতেও লোভান্ধ সওদাগরের কিছু মাত্র জ্ঞানোদয় হইল না, ঐ স্বর্ণ কি রূপে হরণ করিবে এবং আলি খোজা ফিরিয়া আসিলে তাহাকে কি রূপে বঞ্চনা করিবে সমস্ত রাত্রি এই চিন্তায় রহিল, পরে প্রত্যূষে ঐ বৎসরীয় কতক গুলা জলপাই ক্রয় করিয়া আনয়ন করত আলি খোজার কলস হইতে সুবর্ণ মুদ্রা বাহির করিয়া লইয়া তাহাতে ঐ সকল জলপাই পুরিয়া আলি খোজা যে স্থানে তাহা রাখিয়া গিয়াছিল সেই স্থানে রাখিল।

সওদাগর এই দুষ্কর্ম্ম করণের এক মাস পরে আলি খোজা বোগদাদে প্রত্যাগত হইয়া আপন বাটী পূর্ব্বে যাহাকে ভাড়া দিয়াছিল তাহাকে সংবাদ দিয়া তাহার স্থানান্তরে যাইবার প্রতীক্ষায় এক সরাইতে রহিল, পর দিন প্রাতে স্বীয় বন্ধু সওদাগরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেল বণিক তাহাকে অতিশয় সম্মান পূর্ব্বক আহ্বান করিয়া তাহার আগমনে অত্যন্ত হর্ষ প্রকাশ করত কহিল তোমার প্রত্যাগমনে বড়ই তুষ্ট হইলাম এত কাল বিলম্ব হওয়াতে তোমার সঙ্গে যে পুনরায় সাক্ষাৎ হইবে এমত আশা ছিল না।

তদনন্তর আলি খোজা জলপাইর কলসের কথা উত্থাপন করিয়া কলস রক্ষা হেতু সাধুকে সাধুবাদ ও স্তবস্তুতি করিল।

সওদাগর কহিল ওহে বন্ধো তোমার কলস রক্ষার্থ আমার কিছু মাত্র ক্লেশ হয় নাই এবং তাহাতে আমার কিছু হানি করে নাই অতএব তজ্জন্য স্তবের আবশ্যক কি তোমার কলস যে স্থানে রাখিয়া গিয়াছ সেই স্থানেই আছে ইহা বলিয়া তৈজসাগারের চাবি তাহার হস্তে অর্পণ করিল। আলি খোজা ভাণ্ডারের দ্বার মুক্ত করিয়া কলস বাহির করিয়া লইয়া সওদাগরকে চাবি পুনঃ প্রদান পূর্ব্বক যথোচিত কৃতজ্ঞতা জানাইয়া আপন আবাসে গিয়া কলসের মুখ খুলিয়া তাহার যত নীচে স্বর্ণ মুদ্রা ছিল তত দূর হাত চালাইয়া দিল কিন্তু একটীও স্বর্ণ মুদ্রা হস্তে ঠেকিল না, তাহাতে অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইয়া প্রথমে এই বোধ করিল বুঝি ভ্রান্তি হইয়া থাকিবেক, কিন্তু কলস হইতে সকল জলপাই বাহির

করিয়া যখন স্বর্ণ মুদ্রা দেখিতে পাইল না তখন কিয়ৎকাল স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিল, তদনন্তর হস্তদ্বয় উর্দ্ধ করিয়া কহিল হে পরমেশ্বর যে ব্যক্তিকে পরম বন্ধু জানিয়া ধন সমর্পণ করিয়াছিলাম সেই ব্যক্তি কি এই কুকর্ম্মের ভাগী। তদনন্তর অর্থ নাশে বিমর্ষ হইয়া সওদাগরের নিকটে যাইয়া কহিল আমি এখনি এত শীঘ্র ফিরিয়া আসিলাম ইহাতে চমৎকৃত হইও না, আমি যে জলপাইর কলস তোমার ভাণ্ডারে রাখিয়া গিয়াছিলাম সেই কলস পাইয়াছি বটে কিন্তু জলপাইর সঙ্গে ঐ পাত্রে এক সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা রাখিয়াছিলাম তাহা পাই নাই, বোধ করি তোমার অর্থের প্রয়োজন হইয়াছিল তাহা লইয়া বাণিজ্য করিয়া থাকিবা, যদ্যপি তাহা করিয়া থাক ক্ষতি নাই স্বীকার করিয়া আমার মনের ক্লেশ দূর কর এবং আমাকে এক অঙ্গীকার পত্র লিখিয়া দেও পরে ক্রমে আপন আয়ানুসারে শোধ করিও।

সওদাগর পূর্ব্বেই জানিয়াছিল আলি খোজা আসিয়া এইরূপ কহিবে এ কারণ অগ্রে তাহার উত্তর রচনা করিয়া রাখিয়াছিল অতএব তাহাকে বলিল হে বন্ধো আলি খোজা তুমি বল দেখি যখন তুমি কলস আনিয়া রাখিয়াছিলা তখন আমি তাহা স্পর্শ করিয়াছিলাম কি না ও আমি তোমাকে তৈজসাগারের চাবি দিয়াছিলাম কি না, তুমি স্বয়ং দ্বার মুক্ত করিয়া কলস রাখিয়াছিলা এবং যেখানে যে ভাবে রাখিয়া গিয়াছিলা সেখানে সেই ভাবে পাইয়াছ, অপর তুমি কহিয়াছিলে যে কলসের মধ্যে জলপাই থাকিল যদ্যপি স্বর্ণ মুদ্রা থাকিত তবে তাহার কথা অবশ্য কহিতে, তুমি আমাকে যাহা কহিয়াছিলা আমি তাহাতেই বিশ্বাস করিয়াছিলাম এখন তুমিও আমার কথায় প্রত্যয় কর আমি ইহার কিছুই জানি না, আমি তোমার কলস স্পর্শ করি নাই, যেমন ভাবে রাখিয়া গিয়াছিলে সেইভাবে ছিল। আলি খোজা সাধুর সৎপ্রবৃত্তির জন্য নানা প্রকার বিনয় করিল আর কহিল শুন আমি কোন ব্যক্তির সহিত বিবাদ করিতে ইচ্ছা করি না অতএব এ বিষয়ের কারণ যদ্যপি তোমার সঙ্গে বিবাদ করিতে হয় তবে বড়ই দুঃখিত হইব এবং তাহাতে তোমার অপযশ হইবেক তুমি

বিবেচনা কর আমরা ব্যবসায়ি লোক, আমারদের বিশেষ হানি স্বীকার করিয়াও মান সম্ভ্রম রক্ষা করিতে হয় অতএব আমি তোমাকে পুনর্ব্বার কহিতেছি যদ্যপি তুমি অবিবেচনা করিয়া আমাকে বিচার স্থলীতে বিচার প্রার্থনা করিতে বাধ্য কর তবে আমি তাহাও করিব, ছাড়িব না, এবং শেষ পর্য্যন্ত দেখিব। সওদাগর কহিল, ওহে আলি খোজা তুমি আমার স্থানে জলপাইর কলস মাত্র রাখিয়াছিলে তাহা লইয়া গিয়াছ এখন পুনর্ব্বার সহস্র মুদ্রা চাহিতে আসিয়াছ এ কি? তুমি যখন ঐ কলস রাখিয়াছিলে তখন এমত কহ নাই যে তাহাতে স্বর্ণ মুদ্রা থাকিল এবং তাহাতে জলপাই কি অন্য কোন দ্রব্য ছিল তাহা তুমি আমাকেও দেখাও নাই, এইক্ষণে হীরা মুক্তা না চাহিয়া কেবল যে স্বর্ণ মুদ্রা চাহিতেছ এই আশ্চর্য্য, যা দূর হ, আমার দোকানে গোলমাল করিস্ না।

আলি খোজার সঙ্গে সওদাগরের কথোপকথন কালে দোকানের সম্মুখে অনেক লোক একত্র হইয়াছিল যখন সওদাগর তাহাকে শেষোক্ত কথা বলিল তখন লোকের জনতা হ্রাস না হইয়া আরো অধিক গোল হইতে লাগিল এবং নিকটস্থ বণিকেরা ঐ দোকানে আসিল। আলি খোজা তাহারদিগকে আপন বৃত্তান্তাবগত করাতে তাহারা সওদাগরের উত্তর চাহিল। সওদাগর অঙ্গীকার করিল আলি খোজা তাহার নিকট এক কলস জলপাই রাখিয়া গিয়াছিল, জলপাই ভিন্ন অন্য কোন দ্রব্য তাহাতে ছিল না। আলি খোজা তাহাকে এইরূপ কহিয়াছিল এবং সেই কথাতে তিনিও প্রত্যয় করিয়াছিলেন এবং ঐ কলস কখন স্পর্শ করেন নাই এবং ঐ কলস আলি খোজা পাইয়াছে অতএব তাহাকে অপমান করিবার কোন হেতু নাই আর অকারণ ঐ অপমান নিমিত্ত তাহারদিগকে সাক্ষী থাকিতে কহিল। আলি খোজা কহিল এই অপমান তুমি আপন হইতে আনিতেছ, তুমি আমার সঙ্গে এইরূপ কুব্যবহার করিলে পরমেশ্বর ইহার বিচার করিবেন কিন্তু কাজির নিকটে চল দেখি তুমি ইহার কি উত্তর কর, ইহাতে সওদাগর অসম্মত হইতে পারিল না কেননা মুসলমানেরা কাজীকে

মান্য না করিলে ধর্ম্ম বিদ্রোহি রূপে বিবেচিত হয় অতএব কহিল তাহাই মানিলাম চল কাজীর স্থানেই ইহার বিচার হইবে।

অনন্তর কাজির নিকটে উভয়েই উপস্থিত হইল, আলিখোজা কলসে রক্ষিত সহস্র স্বর্ণমুদ্রা প্রতারণা পূর্ব্বক অপহরণ করণের অভিযোগ করিলে কাজি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল তোমার সাক্ষী আছে কি না তাহাতে আলিখোজা কহিল এ বিবেচনা আমার পূর্ব্বে হয় নাই কেন না ইনি আমার পরম বন্ধু ও ইহাকে অতিশয় সদাশয় জানিয়া কলস সমর্পণ করিয়াছিলাম। সওদাগর স্বপ্রতিবাসি লোক দিগের নিকটে যে রূপ প্রত্যুক্তি করিয়াছিল কাজির নিকটেও সেই রূপ কহিল, এবং শপথ করিতে উদ্যত হইল, পরে শপথ করিয়া কহিল আমি স্বর্ণ মুদ্রার বিষয় কিছুই জানি না। ইহাতে কাজি তাহাকে নির্দ্দোষ জানিয়া অভিযোগ হইতে মুক্তি দিলেন। আলিখোজা তাহাতে ক্ষুণ্ন হইয়া কহিল আমার প্রতি অবিচার হইল কিন্তু আমি হারুনলরশিদের নিকট পুনর্ব্বিচার প্রার্থনা করিব, তাহার এই কথা শুনিয়া কাজি বিবেচনা করিলেন যে লোকেরা বিচারে পরাস্ত হইয়া সামান্যত যে প্রকার আর্ত্তনাদ করে এব্যক্তিও সেই রূপ করিতেছে বস্তুত রাজার নিকট বিচারাকাঙ্ক্ষী হইবে না। যাহাহউক, সওদাগর জয়ী হইয়া ধন লাভে পুলকিত চিত্তে স্বভবনে গমন করিল। আলিখোজা গৃহে আসিয়া আপনার অভিপ্রায় মত পত্র লিখিয়া প্রস্তুত করিয়া পর দিন ভূপতি যে সময়ে মধ্যাহ্নিক ভোজন করিয়া স্বালয়ে গমন করিবেন সেই সময় পথে আবেদন পত্র লইয়া ঊর্দ্ধ হস্তে দাণ্ডাইয়া রহিল। অনন্তর আবেদন পত্র গ্রহণার্থ যে কর্ম্মচারী সর্ব্বদা রাজার অগ্রে২ গমন করিত সে ঐ দরখাস্ত তাহার হস্ত হইতে লইল।

আলিখোজা ইহা জানিত লোকে দরখাস্ত দিলে রাজা হারুনলরশীদ বাটীতে প্রত্যাগমন করিয়াই তাহা দেখিতেন একারণ পশ্চাৎ২ গিয়া রাজ দরবারে উপস্থিত থাকিল পরে যে কর্ম্মচারী তাহার হস্ত হইতে আবেদন পত্র লইয়াছিল সে রাজার নিকট হইতে আসিয়া তাহাকে কহিল মহারাজ কল্য এক সময়

তোমার আবেদন শ্রবণ করিবেন পরে তাহার বাস স্থান কোথায় ইহা জিজ্ঞাসা করিয়া নিয়মিত সময়ে রাজ সন্নিধানে উপস্থিত হইতে আজ্ঞা দিল।

সেই দিবস সন্ধ্যার পরে রাজা স্বীয় নিয়মানুসারে স্বীয় প্রধান মন্ত্রী ও খোজাধ্যক্ষ মিসরোরকে সমভিব্যাহারে লইয়া ছদ্মবেশে নগর ভ্রমণে গমন করিলেন। ভ্রমণ করিতে২ এক বাটীতে কোলাহল শুনিয়া ধীরে২ সেই বাটীর দ্বারের নিকট আসিয়া দেখিলেন যে কয়েক জন বালক বাটীর মধ্যে জ্যোৎস্নাতে বাল্য ক্রীড়া করিতেছে তদ্দর্শনেচ্ছায় দ্বারের নিকটস্থ হইয়া প্রস্তরের চৌকির উপর বসিলেন পরে এক চতুর বালক আর২ বালক গণকে কহিল আইস আমরা আজি কাজির বিচার করি আমি কাজি হইলাম তোমরা আলিখোজার স্বর্ণমুদ্রাপহারি সওদাগরকে আমার নিকট লইয়া আইস, এই কথায় রাজার আলিখোজার দত্ত আবেদন পত্র স্মরণ হওয়াতে বালক গণের ক্রীড়া কৌতুক দর্শনে আরো মনোযোগী হইলেন।

সওদাগর কর্ত্তৃক আলিখোজার ধনাপহরণের কথা তাবৎ বোগদাদ নগরে প্রচার হইয়াছিল তাহাতে বালকেরাও তদ্বৃত্তান্ত অবগত ছিল, অতএব উক্ত বালক ঐ কথা বলাতে সকলে সেই খেলা খেলিতে সম্মত হইয়া যে যাহার স্বরূপ হইবে তাহা স্থির করিল, পরে কাজি রূপ ধারী বালক কাজির ন্যায় অতিশয় গম্ভীর স্বভাব হইয়া বসিল আর এক বালক পদাতিক হইয়া অন্য এক বালককে আলিখোজা স্বরূপ ও অপর এক বালককে সওদাগর করিয়া তাহার সম্মুখে আনিল, ঐ দুই জন উপস্থিত হইলে পর যে বালক কাজি হইয়াছিল সে আলিখোজাকে জিজ্ঞাসা করিল যে এই সওদাগরের প্রতি তোমার কি নালিশ আছে কহ, তাহাতে আলিখোজা নাম ধারী বালক কাজিকে প্রণাম করিয়া তাবৎ বিবরণ কহিয়া প্রার্থনা করিল আমি এই সওদাগরের নিকট জলপাইর কলস রাখিয়া ছিলাম তন্মধ্যে এক সহস্র মুদ্রা ছিল সওদাগর তাহা অপহরণ করিয়া শুদ্ধ কলস আমাকে দিয়াছে আপনি বিচার পূর্ব্বক আমাকে সেই মুদ্রা

গুলিন দেওয়াইতে আজ্ঞা করুন। কাজি এই কথা শুনিয়া সওদাগর রূপি বালককে জিজ্ঞাসা করিল যে আলিখোজা তোমার নিকট যে টাকা রাখিয়াছিল তুমি তাহা কেন ফিরাইয়া দেও না, সওদাগর রূপ ধারী বালক সওদাগর কাজির নিকটে যে রূপ কহিয়াছিল সেই রূপ কহিল আর শপথ করিয়া বলিল আমি টাকা লই নাই। কল্পিত কাজি কহিল তোমার শপথে প্রয়োজন নাই আমি জলপাইর কলস দেখিতে চাহি। একথা বলিয়া যে বালক আলিখোজা হইয়াছিল তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল তুমি জলপাইর কলস আনিয়াছ কি না। সে বালক কহিল না আমি তাহা আনি নাই। কাজি বলিল তবে তাহা লইয়া আইস, তাহাতে ঐ বালক তথা হইতে যাইয়া ক্ষণেক কালের মধ্যে এক কলস আনিয়া কাজির সম্মুখে রাখিয়া কাজিকে কহিল হে বিচার পতি আমি এই কলস সওদাগরের নিকট রাখিয়াছিলাম এবং ইহাই লইয়া গিয়াছি। কাজি সওদাগরকে জিজ্ঞাসা করিল যে এই কলস আলিখোজা তোমার নিকট রাখিয়াছিল কি না। সওদাগর স্বরূপ বালক তাহাতে কোন উত্তর করিল না ইহাতে মৌন সম্মতি লক্ষণ বোধ করিয়া কাজি আলিখোজাকে কলস খুলিতে কহিল। আলিখোজা কলসের মুখ মুক্ত করিলে কাজি কিঞ্চিৎ বক্র গ্রীব হইয়া ঐ পাত্রে দৃষ্ট করিয়া কহিল যে এ জলপাই উত্তম দেখিতেছি দেও দেখি একটা চাকিয়া দেখি পরে এমত ভঙ্গি করিল যে বোধ হইল প্রকৃতই স্বাদ গ্রহণ করিল। তদনন্তর কহিল যে সাত বৎসরের জলপাই এমত স্বাদু কখন হইতে পারে না ব্যবসায়ি দিগকে ডাক দেখি তাহারা কি কহে। একথা বলিলে পর আর দুই বালক জলপাই বিক্রেতা হইয়া উপস্থিত হইল কাজি তাহারদিগকে বলিল তোমরা জলপাই ক্রয় বিক্রয় করিয়া থাক বল দেখি কত দিন পর্য্যন্ত জলপাই ভক্ষণের যোগ্য থাকে তাহাতে ঐ দুই শিশু কহিল যদ্যাপি অতিশয় যত্ন করিয়া রাখা যায় তবে দুই বৎসর ভাল থাকে তৃতীয় বৎসরে একেবারে নষ্ট হইয়া যায়, তখন আর তাহার রং থাকে না কেবল স্বাদই পাওয়া যায়। কাজি কহিল তবে দেখ দেখি এ সকল জলপাই

কত দিনের হইবেক। বালক দ্বয় ঐ জলপাইর স্বাদ গ্রহণানন্তর কহিল এ সকল জলপাই নূতন যেহেতু উত্তম বোধ হইতেছে। কাজি কহিল তোমারদিগের ভ্রম তো হয় নাই, আলি খোজা বলে সাত বৎসর হইল এই জলপাই সওদাগরের নিকট রাখিয়া গিয়াছিল অতএব তোমরা ভাল করিয়া দেখিয়া বল। ব্যাপারি বেশি শিশু দ্বয় কহিল নিশ্চয় করিয়া কহিতেছি এই জলপাই এই বৎসরের, আপনি বোগদাদের আরং বিক্রেতাকে ডাকিয়া দেখাউন তাহারাও এই কথা কহিবে। এই কথা বলাতে যে বালক সওদাগর সাজিয়াছিল সে ব্যাপারি দ্বয়ের সাক্ষ্যের প্রতি আপত্তি করিতে উদ্যত হইল কিন্তু কাজি বেশী বালক তাহা না শুনিয়া কহিল এ বড় প্রতারক ইহাকে ফাঁসী দেও ইহাতে সকল বালক কর তালি দিয়া ফাঁসী দিতে লইয়াগেল।

রাজা বালকদিগের এই ক্রীড়া কৌতুক দর্শনে বিস্মিত হইলেন বিশেষতঃ যে বালক বিচারক হইয়াছিল তাহার চতুরতা দেখিয়া ভূয়ঃ২ প্রশংসা করিয়া প্রস্তর হইতে উঠিয়া মন্ত্রিকে কহিলেন তুমি তাবৎ ব্যাপার দেখিলে বল দেখি এ বালকের কেমন বুদ্ধি? মন্ত্রী কহিল হে নরেন্দ্র আমি ঐ নবীন বালকের বিচার দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছি। রাজা কহিলেন আলিখোজা অদ্য আমার নিকট বিচার প্রার্থনা করিয়াছে, কল্য তাহার বিচার করিতে হইবে তুমি কি এমত অনুমান কর আমি এই বালক অপেক্ষা উত্তম বিচার করিতে সক্ষম হইব। মন্ত্রী বলিল বালক গণ যে রূপ ক্রীড়া করিল এ বিষয় যদি সেই রূপ হয় তবে এতদপেক্ষা উত্তম বিচার হইবেক না। রাজা বলিলেন তবে এই বাটী লক্ষ্য করিয়া রাখ, কল্য এই বালককে রাজ সভায় লইয়া যাইয়া আমি ঐ বালকের দ্বারা বিচার করাইব এবং কাজিকেও আমার সমক্ষে আনিবা বালকের বিচারে তাহার স্বকর্ম্ম শিক্ষা হইবে, অপর সওদাগরকে ও আলিখোজাকে ও জলপাইর কলস শুদ্ধ আনাইতে হইবে এবং দুই জন জলপাই বিক্রেতাকে উপস্থিত রাখিতে হইবে, ইহা কহিয়া ভূপাল পুনর্ব্বার ভ্রমণে চলিলেন কিন্তু সে রাত্রি আর কিছু বিশেষ ব্যাপার দেখিতে

পাইলেন না। বালকেরা যে বাটীতে খেলা করিয়াছিল মন্ত্রী পর দিন সেই বাটীতে আসিয়া গৃহস্থকে ডাকিলেন। গৃহপতি বাটীতে না থাকাতে তাহার পত্নী বাহির হইয়া আসিলে মন্ত্রী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন তোমার সন্তানাদি কি, তাহাতে সে নারী কহিল আমার তিন সন্তান, মন্ত্রী তাহারদিগকে তথায় আনিতে আজ্ঞা করিলেন। পরে তাহারা উপস্থিত হইলে তাহারদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন হে বালকগণ তোমরা যে কয়েক জনে গত রাত্রিতে খেলা করিয়াছিলে তাহার মধ্যে কোন্ বালক কাজী হইয়াছিল। এই বাক্যে সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ বালক কহিল আমি কাজী হইয়াছিলাম। কিন্তু এই কথা বলিয়া হেতু না জানাতে মনে২ ভীত হইল।

পরে মন্ত্রী কহিল ওহে বালক তুমি আমার সঙ্গে আইস মহারাজাধিরাজ হারুণলরসীদ তোমাকে দেখিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। এই কথায় ঐ বালকের মাতা অত্যন্ত ভীতা হইয়া মন্ত্রিকে জিজ্ঞাসা করিল রাজা আমার পুত্রকে কি জন্য দেখিতে চাহিলেন তাহাতে মন্ত্রী তাহাকে মিষ্ট বাক্যে সান্ত্বনা করিয়া কহিল এবিষয়ে কোন চিন্তা করিও না, এক ঘণ্টার মধ্যে তোমার পুত্র প্রত্যাগত হইবে এবং তখন ইহারই প্রমুখাৎ তাবৎ বৃত্তান্ত শুনিতে পাইবা। মন্ত্রির এই কথাতে কতক ভয় দূর হওয়াতে বালকের মাতা কহিল যদ্যপি ইহাকে রাজ সভায় যাইতে হয় তবে অনুমতি করিলে আমি ইহাকে উত্তম বস্ত্রাদি পরিধান করাইয়া দেই, কেননা এ বেশে রাজ সমীপে যাওয়া কর্ত্তব্য নহে। মন্ত্রী তাহাতে আপত্তি করিল না। অনন্তর ঐ বালককে উত্তম বস্ত্রাদি পরিধৃত করাইয়া আনিয়া দিলে মন্ত্রী তাহাকে লইয়া নিয়মিত সময়ে রাজ সভায় উপস্থিত হইল। রাজা ঐ বালকের কর ধারণ পূর্ব্বক স্বীয় সিংহাসনে বসাইয়া বাদী প্রতিবাদী উভয়কে আনিতে আজ্ঞা করিলেন তাহারা আসিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া সিংহাসনের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলে মহীপাল কহিলেন তোমরা এই বালকের নিকটে আপন২ আবেদন জ্ঞাত করাও এবং উত্তর প্রত্যুত্তর কর এই বালক তোমারদিগের বিচার করিবেক। তদনন্তর আলি খোজা এবং সওদাগর আপন২ পক্ষের তাবৎ কথা জানাইলে

বাদানুবাদ উপস্থিত হওয়াতে যখন সওদাগর পূর্ব্ববৎ শপথ করিতে উদ্যত হইল তখন বালক তাহাকে কহিল এখন শপথের প্রয়োজন নাই অগ্রে জলপাইর কলস দেখাও তাহাতে আলি খোজা কলস আনয়ন পূর্ব্বক সিংহাসনের নিকটে রাখিয়া কলসের মুখ খুলিয়া দিল, রাজা প্রথমতঃ জলপাই অবলোকন করিতে লাগিলেন তৎপরে এক টা লইয়া তাহার স্বাদ গ্রহণ করিলেন, তদনন্তর জলপাইর ব্যাপারিদিগকে ডাকাইলে তাহারা আসিয়া জলপাই পরীক্ষা করিয়া কহিল যে এই জলপাই অতি উত্তম এবং এই বৎসরের বটে। বালক কহিল আলি খোজা বলিতেছে সাত বৎসর হইল এই জলপাই কলসে রাখিয়াছে তাহাতে পূর্ব্ব রাত্রে ব্যাপারি রূপধারী বালকগণ যে রূপ উত্তর করিয়াছিল প্রকৃত ব্যবসায়িগণও সেইরূপ কহিল সুতরাং সওদাগরের পাপ স্পষ্ট প্রমাণ হইল কিন্তু বালক স্বয়ং তাহার প্রাণ দণ্ডের আজ্ঞা না দিয়া রাজার প্রতি দৃষ্টি করিয়া কহিল হে ধরণীপতি যদ্যপিও গত রাত্রিতে ক্রীড়া চ্ছলে আমি প্রাণ দণ্ডের আজ্ঞা দিয়াছিলাম কিন্তু এ স্থলে আপনি দণ্ডের কর্ত্তা আমি সে আজ্ঞা প্রদান করিতে পারি না। বোগদাদাধিপতি তাহার অপরাধের প্রচুর প্রমাণ পাইয়া তখনি তাহার প্রাণ নাশ জন্য তাহাকে জল্লাদের হস্তে সমর্পণ করিলেন। তদনন্তর সওদাগর আপন অপরাধ স্বীকার পূর্ব্বক আলি খোজা রক্ষিত স্বর্ণ মুদ্রা যে স্থলে গোপনে রাখিয়াছিল তাহা প্রকাশ করিল পরে ঐ ধন আলি খোজাকে দত্ত হইলে তাহার প্রাণ দণ্ড হইল। তদনন্তর সদ্বিচারক ভূপতি কাজীকে কহিলেন যে ভবিষ্যতে কি রূপে স্বীয় কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবে তাহা এই বালকের কর্ম্ম দেখিয়া শিক্ষা কর। অনন্তর বালককে আলিঙ্গন করিয়া পারিতোষিক রূপে এক শত স্বর্ণ মুদ্রা দিয়া বিদায় করিলেন।

শাহর জাদি একাদিক্রমে এক সহস্র এক রাত্রি এই প্রকার উপন্যাস কহিলেন, তাহাতে শাহরিয়ার ভূপতি নিত্যং নবোপন্যাস শ্রবণে অত্যন্ত তুষ্ট হইলেন এবং তাহার গুণের প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। অধিকন্তু ঐ সকল উপন্যাস

শুনিয়া স্ত্রী জাতির প্রতি তাঁহার যে দ্বেষ ভাব ছিল তাহা দূর হইল এবং তাঁহার ক্রোধানল শীতল হইল। তিনি দেখিলেন শাহর জাদি যেমন গুণবতী তেমন বিচক্ষণা, এবং মনে২ ভাবিলেন আমি প্রতি রজনীতে এক নব নারী বিবাহ করিয়া পর দিবস তাহাকে সংহার করি, ইহা জানিয়াও যখন এ নারী মৃত্যু শঙ্কা না করিয়া স্বেচ্ছাপূর্ব্বক আমার রাজ্ঞী হইয়াছে তখন ইহার সাহসও স্বল্প নহে অতএব রাজা এই সকল গুণে তাহার প্রতি সকরুণ হইয়া তাহার প্রাণ দণ্ডের প্রতিজ্ঞা পরিত্যাগ পূর্ব্বক কহিলেন হে সদ্গুণান্বিতা তোমার গল্প শ্রবণে নারী হত্যার নিষ্ঠুর প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিতে হইল, আমার ক্রোধানলে যে সকল নারী নষ্ট হইত তুমি তাহার-দের উদ্ধার কারিণী হইলা, অদ্যাবধি তোমাকে আমার হৃদয় মন্দিরে স্থান দিলাম।

শাহর জাদি এই কথায় রাজার পদানত হইলেন এবং রাজ-মন্ত্রী এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া পরম আহ্লাদিত হইলেন। তৎ-পরে এই সংবাদ নগরে এবং তাবৎ প্রদেশে প্রচার হইল এবং ভারতবর্ষীয় রাজ্যস্থ তাবৎ প্রজা শাহরিয়ার রাজা ও তাঁহার সদ্গুণান্বিতা রাণীর প্রশংসা করিতে লাগিল।

সমাপ্ত।

☞ সাহরজাদি এই প্রকার আরোও অনেক মনোরম্য উপন্যাস ভারত বর্ষীয় ভূপতি সাহরিয়ারকে শুনাইয়াছিলেন। ঐ সকল কাহিনী লিখনে পুস্তক বাহুল্য হয়, পরন্তু গ্রাহক অল্প, একারণ তাহা সমুদয় মুদ্রিত করা গেল না যদ্যপি পাঠকবর্গের অভিপ্রায় হয় পরে প্রকাশ করা যাইবেক ইতি।